রক্তাক্ত আয়না

রস ম্যাকডোনাল্ড

ভাষান্তর :
পিনাকী ভট্টাচার্য
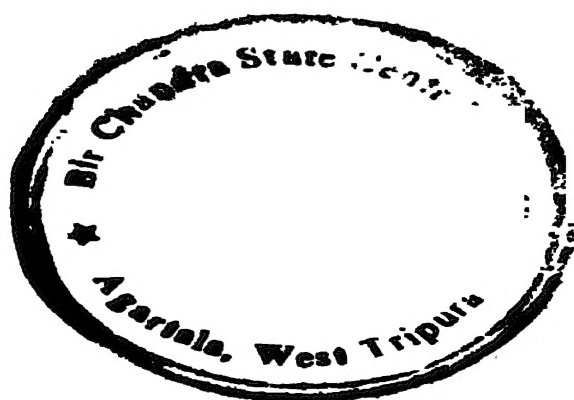
করুণা প্রকাশনী । কলকাতা-৯

The Fergusson Affair
By Ross Macdonald
Rs. 16/-

প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র ১৯৩৩
প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯
মুদ্রাকর
সরোজকুমার রায়
শ্রীমুদ্রণালয়
১২ বিনোদ সাহা লেন
কলকাতা-৬
প্রচ্ছদশিল্পী
গৌতম রায়

ষোল টাকা

এক

কাউন্টি জেলের মহিলা বিভাগে কেস্‌টার গোড়াপত্তন। আমি আমার মক্কেলের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলাম। এলা বার্কার নামে একজন অল্পবয়সী নার্স পুরোনো মালের দোকানীর কাছে একটা হীরের আংটি বিক্রি করে। আংটিটা সম্প্রতি একজনের কাছ থেকে চুরি গিয়েছিল। দোকানীটাই পুলিসে খবর দেয়।

ওর সঙ্গে কথাবার্তা গোড়াতেই বিগড়ে গেল।

"আপনি কেন এসেছেন? আমি তো জানতাম আমরা নিজেদের উকিল নিজেরাই ঠিক করতে পারি। বিশেষত যখন আমি নির্দোষ।" মেয়েটা প্রথম থেকেই যেন রুখে আছে।

"দোষী নির্দোষীর কথা নয়, মিস্ বার্কার জজ্‌দের কাছে শহরের সব অ্যাটর্নিদের নামের তালিকা আছে। ঘুরে-ফিরে আমাদের প্রত্যেককে দেউলে-আসামীদের হয়ে কেস্ লড়তে হয়। এবার আমার পালা।"

"আপনার নাম কি বললেন?"

"গানারসন। উইলিয়াম গানারসন।"

"অদ্ভুত নাম"—মেয়েটা নাক সিঁটকোলো। মেয়েটা ঠিক অভদ্র নয়, কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করতে পারছে না, ভয়ে দিশাহারা। জেলের বাইরে ওর সঙ্গে কথা বলতে পারলে ভাল হতো।

"পুরোনো স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান নাম। আপনার নামও পুরোনো ইংলিশ নাম, তাই না?"

"তাই হবে বোধ হয়। যাকগে, তাতে কি আসে যায়।"

মেয়েটার গলায় বিতৃষ্ণা। একবার ঘরটাকে ভাল করে দেখে নিল ও। ইস্পাতের প্যানেল লাগানো দরজা, শক্ত কাঁচ লাগানো ছ্যাদা। জানালায় লোহার গরাদ, টেবিল চেয়ার সব ইস্পাতের, মেঝের সঙ্গে বল্টু আঁটা। মেয়েটার চোখ দুটো ভয়ে বড় বড় হয়ে উঠল। এক রাত জেলে কাটিয়েই এই অবস্থা।

"আপনি এখান থেকে বেরুতে চান, নিশ্চয়।"

"না, তা কেন, এখানেই ঘর সংসার পেতে সারা জীবনটা কাটিয়ে দেব।"

"সত্যি কথাটা যদি বলেন তা হলে এখান থেকে বেরুনো অনেক সহজ। হেকটর ব্রডম্যানকে যে হীরের আংটিটা বেচেছিলেন সেটা পেয়েছিলেন থায়?"

"আপনি যাতে শহরময় বলে বেড়াতে পারেন, সে জন্যে?"

"আমি আপনার অ্যাটর্নি, মিস্ বার্কার। আপনার কেন মনে হচ্ছে, আমি আপনার সঙ্গে বেইমানী করব?"

"আমার উকিলদের ভাল করে চেনা আছে। তাছাড়া, আপনি আমাকে দিয়ে জোর করে কিছু কবুল করাতে পারেন না।"

মেয়েটা একটু রোগা, একটু কাল—কিন্তু তাও দেখতে খারাপ নয়। ভাল পরিবেশে, যত্নে থাকলে, ভাল জামা কাপড় পরলে ওকে হয়তো ভালই দেখাত।

"আপনাকে আংটিটা কে দিয়েছিল, মিস্ বার্কার? আমি জানি আপনি নিজে চুরি করেন নি। আপনি সিঁধেল চোর নন। পুলিসও বিশ্বাস করে না যে আপনি সিমনস্‌দের বাড়িতে সিঁধ কেটে ঢুকেছিলেন।"

"তাহলে আমাকে ধরল কেন?"

"সেটা আপনিও ভাল করে জানেন। কয়েকদিন ধরে পর পর অনেকগুলো চুরি হয়েছে। নিশ্চয় কোন পাকা দল এই এলাকায় হানা দিয়েছে।"

"আপনারা ভাবছেন যে আমি এই দলের লোক?"

"আমি নিজে তা ভাবি না। কিন্তু আপনি কোন কথা ভাঙছেন না দেখে পুলিস তাই ভাবছে।"

"পুলিস ভাবছে আপনি ওদের গা-ঢাকা দিতে সাহায্য করছেন। আপনি মুখ এঁটে থাকলে পুলিস ধরেই নেবে যে আপনি ওই দলেরই একজন। আপনি নিজের সর্বনাশ করছেন।" একবার মনে হল যে এইবার মেয়েটা সত্যি কথাটা বলবে। তারপর খুব নীরস গলায় বলল—"হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার সময়ে ফুটপাথে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। একথা পুলিসদেরও বলেছি।"

"আপনি মিথ্যা কথা বলছেন, মিস্ বার্কার। যদি আমাকে সত্যি কথাটা বলেন তাহলে আমি বলতে পারি যে আপনাকে আমি প্রোবেশনে ছাড়িয়ে দিতে পারব। কিন্তু তার আগে আপনাকে সব কিছু খুলে বলতে হবে।"

"ঠিক আছে, তাই বলছি। বিয়ে করবে বলে আমাকে একজন আংটিটা দেয়।'

"কে?"

"একজন পুরুষ। সান ফ্রান্সিসকোতে ছুটি কাটাতে গিয়ে দেখা হয়।"

মেয়েটা গুছিয়ে মিথ্যা কথাও বলতে শেখে নি।

"তাকে কেমন দেখতে?"

"খুব সুপুরুষ। বেশ লম্বা, চওড়া—তবে খুব লম্বা নয়। এই আপনার মত। বয়েসও আপনারই মত।"

"কি নাম?"

"আমাকে নাম বলে নি। একবারই মাত্র দেখা হয়েছিল।'

"তাতেই আপনাকে একটা দামী আংটি দিল? চার-পাঁচশো ডলার যার দাম?"

"বোধহয় দামটা জানত না। তাছাড়া সে প্রথম দেখাতেই প্রেমে পড়ে গিয়েছিল"—

"মিথ্যা কথাই যদি বলবেন, মিস্ বার্কার, তা হলে আগের মিথ্যাটাই ভাল—যে আপনি আংটিটা কুড়িয়ে পেয়েছিলেন।"

"আপনি কেন এত ঝামেলা করছেন? আপনি দেখছি লেফটেন্যাণ্ট উইল্‌স-এর থেকেও এক কাঠি সরেস। আমাকে আর জ্বালাবেন না।"

"আপনি সত্যি কথা বললেই আর জ্বালাব না।"

"সান ফ্রান্সিসকোর সেই লোকটার নাম ধাম সব যদি বলি—তবে কে হবে?"

"মনে হয় আপনাকে ছাড়াতে পারব। লোকটা এখানে বুয়েনাভিস্টাতেই আছে না? আপনি কি ওর প্রেমে পড়েছেন?'

"হাসাবেন না"—মেয়েটা হাসছিল না—"ধরুন আপনি আমাকে ছাড়ালেন। তারপর আমার কি হবে?'

"আপনার বিশেষ ক্ষতি হবে না। বছর দুয়েকের মত শাস্তি হবে। তাও প্রোবেশনে।"

"আপনি তাই ভাবছেন। আমি সে দু'বছরও টিকবো না।"

"প্রোবেশন্ অত কিছু খারাপ না।"

"তা নয়। আমি বলছি"—

মেয়েটা আঙুলটা দিয়ে নিজের গলা কাটার ভঙ্গি করল। আমি একটু হকচকিয়ে গেলাম—ব্যাপারটা ভাল লাগল না। মেয়েটাও যেন আরও ভয় পেয়ে গেছে। ওর মুখ কেমন পাঁশুটে হয়ে গেছে।

"আপনাকে কেউ ভয় দেখাচ্ছে ?"

মেয়েটা একটু মাথা নাড়ল।

"কে ? লোকটা যদি চোরদের কেউ হয় তা হলে ওর নাম বললে আপনি সবার উপকার করবেন। আপনার, আমার, পুলিসের সবার সাহায্য হবে। জনসাধারণও উপকৃত হবে।"

"হ্যাঁ—আর আমি কবরে পচব। আপনি যান তো! আপনি কিছু বুঝবেন না। আমি আপনাদের সবাইকে সাহায্য করতে চাই। তার চেয়েও বড় কথা, যে আমি বেঁচে থাকতে চাই।"

"কে শাসিয়েছে আপনাকে ?"

মেয়েটা গোঁয়াবের মত তুবার মাথা ঝাঁকাল। চেয়ার ছেড়ে উঠে আমার দিকে পেছন ফিরে জানালার কাছে দাঁড়াল।

আমি ওর চকচকে চুলেভরা মাথাটার দিকে চেয়ে রইলাম। ওই মাথার মধ্যে কত গুপ্তকথা লুকিয়ে আছে কে জানে। তবে এলা জাত-অপরাধী নয়—জানি—তাদের লক্ষণই আলাদা। দরজায় চাবির শব্দ। মহিলা বিভাগের মেট্রন ঘরে ঢুকল।

"লেফটেনাণ্ট উইল্‌স আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।"

জানালার কাছে এলা দাঁড়িয়েই রইল। আমি করিডোরে বেরিয়ে পড়লাম।

সিঁড়ির রেলিংএ ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল ডিটেকটিভ লেফটেনাণ্ট হার্ভে উইল্‌স। বয়স হবে পঞ্চাশ বছর, পুলিসী-আইন খাটাবার কাজে জীবনের ত্রিশ বছর কাটিয়ে দিয়েছে। পাকা চুল ছোট করে ছাঁটা, উদ্ধত নাক।

মেট্রন চলে যেতে আমি বললাম—"কি ব্যাপার ? এই পরিবেশের মধ্যে মক্কেলের সঙ্গে কথা বলাই মুশকিল, তার মধ্যে পুলিসের আবার নাক গলাবার কি!"

"আমার সে রকম উদ্দেশ্য ছিল না। আমি নাক গলাতে আসি নি। একটা ঘটনা ঘটেছে যেটা তোমার জানা উচিত।"

"মেয়েটা কি ঝামেলা করছে ?"

"ও খুব ভয় পেয়ে গেছে।"

"তাহলে আমাদের সব কথা খুলে বললেই পারে। বিল, এই কেস্‌টা বেশ ঘোরালো। শহরে সতেরটা চুরি হয়েছে, এবং টাকা এবং জিনিসের দাম জুড়লে দাঁড়ায় প্রায় চল্লিশ হাজার ডলার। পাঁচ মাস নিয়ে পড়ে থাকার পর মেয়েটা মিসেস্ সিমনস্-এর হীরের আংটি নিয়ে যখন ব্রডম্যানের দোকানে ঢুকল, তখন প্রথম একটা খেই পেলাম।"

"আংটিটা বিক্রি করতে গিয়েছিল। তাতো ও অস্বীকার করছে না। তাতেই প্রমাণ হয় না যে ও দলে জড়িয়ে আছে।"

"প্রমাণ হয়, যদি অন্য ঘটনাগুলো বিচার করে দেখ। আমি তোমাকে খবরটা বলছি কেন না আমি চাই না তুমি নিজে কোন মতে জড়িয়ে পড। সতেরটা চুরির মধ্যে ন-বার দেখা গেছে যে যে-সমস্ত বাড়িতে চুরি হয়েছে, সেই বাড়ির কেউ-না কেউ হাসপাতালে ছিল এবং চুরির সময়ে বাড়ির অন্যান্য লোকরা হাসপাতালে রুগী দেখতে গিয়েছিল। তার মানেই হাসপাতালের ভেতর থেকে কেউ চোরদের খবর দিচ্ছিল যে রাস্তা সাফ আছে।"

"এলা বার্কারকে শুধু দোষ দিচ্ছ কেন। হাসপাতালে অন্তত দু'শ লোক কাজ করে।"

"দু'শ সাতচল্লিশ জন। তাদের সব খবর গত দু মাস ধরে নিয়েছি। কিন্তু তাদের মধ্যে একজনই সিমনস্-এর আংটিটা বিক্রি করেছে। এবং একজনই ডেনটন-এর প্ল্যাটিনাম্ ঘড়িটা তার আলমারির ড্রয়ারে লুকিয়ে রেখেছিল।"

"কোন ঘড়ির কথা বলছ ?"

"এটা"—উইল্‌স পকেট থেকে জাদুকরের মত কাগজে মোড়া একটা জিনিস বার করল। কাগজ খুলতে দেখা গেল একটা পাতলা লেডিজ্ ঘড়ি—"এটা আজ সকালে এলা বার্কারের অ্যাপার্টমেন্টে পাওয়া গেছে। মিসেস ডেনটন নিজের ঘড়ি বলে সনাক্ত করেছেন।"

বুঝতে পারলাম যে মেয়েটাকে বড় বেশি বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম। হয়ত ওকে নির্দোষ ভাবাটা ভুল হয়েছে। মেয়েটা বোধহয় নিজেকে বাঁচাবার জন্যই মুখ এঁটে ছিল। ঘাবড়ে গিয়েছিল নিজের পরিণামের সম্ভাবনায়।

সে আবার ধস্তাধস্তি শুরু করল। নার্স দুজন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বেঁটে লোকটার থুতনি কেটে গেছে। লম্বাজনের কাঁদ-কাঁদ ভাব, মাথার চুলগুলো ঘামে লেপটে গেছে। "সার্জেন্ট, একটু হাত লাগান না।"

গ্রানাডার গলায় শ্লেষ—"তোমরাই বললে তোমরা সামলাবে। আমি তাই কিছু করলাম না, যদি আবার তোমাদের ইউনিয়ন চটে যায়।" উইল্‌স একটু চটে বলল—"পাইক, হাত লাগাও। বকবক করলে ব্রডম্যানের কিছু লাভ হবে না।"

গ্রানাডা শক্তিশালী—কাঁধ ঠিক ষাঁড়ের মতন। ওর সাহায্যে ব্রডম্যানকে কাবু করতে সময় লাগল না। ওর মাথা নিচু করে হাত পা ছড়িয়ে শক্ত করে ধরে ওরা বাইরে নিয়ে গেল। অ্যাম্বুলেন্স-এর চারপাশে ভিড় জমে গেছে, রক্ত দেখলে যেমন মাছি জড় হয়। অ্যাম্বুলেন্স-এর পরিচারকবা ব্রডম্যানকে স্ট্রেচারের সঙ্গে বাঁধল।

গ্রানাডা স্ট্রেচারের মাথাটা ধরল, অন্য দুজন পায়ের কাছটা। ওকে অ্যাম্বুলেন্সে তুলল। আহত লোকটা আরেকবার চেঁচিয়ে উঠল—"আমি যাব না! আমার দোকান দেখবে কে? সব চুরি করে ফাঁক করে দেবে! চোর! খুনী!"

গ্রানাডার আশ্চর্য ঠাণ্ডা গলা শোনা গেল—"ঠিক আছে, শান্ত হও। কেউ তোমার ক্ষতি করবে না।"

ব্রডম্যান চুপ করে গেল। গ্রানাডা অ্যাম্বুলেন্স থেকে নেমে হোয়াইটিকে বলল—"ওকে চুপ করানো গেছে। এবার তাড়াতাড়ি করে ইমারজেন্সিতে নিয়ে যাও। মাথার চোট যে-রকমটি দেখাচ্ছে তার থেকে গুরুতর হতে পারে।

হোয়াইটি উঠে পড়ল। দর্শকদের ছত্রভঙ্গ করে—অ্যাম্বুলেন্স চলে গেল। দর্শকদের থেকে একজন কালো শাল জড়ানো মহিলা ফিসফিস করল—"ব্রডম্যানের যেমনটি পাবার কথা সেই পাওনাই পেয়েছে।"

ভিড় কমতে লাগল। গ্রানাডা উঁচু গলায় বলল—"আপনারা যারা এই পাড়ায় থাকেন, দয়া করে দোকানের ভিতরে সবাই আসুন। মিস্টার ব্রডম্যানকে মারা হয়েছে, হয়ত কিছু চুরিও গেছে। আপনারা কোন খবর দিতে পারলে খুব সুবিধা হবে।"

অনিচ্ছায় দুজন তিনজন করে লোক দোকানে ঢুকল। সব মিলিয়ে প্রায় কুড়িজন লোক।—পাশের হোটেলের কেরানী, খাবারের দোকানের লোকটা, অন্যান্য স্প্যানিশ আমেরিকানরা, ভীত চোখ কয়েকজন মহিলা, ছড়ি হাতে একজন অবসর প্রাপ্ত লোক, এবং কালো শাল জড়ানো সেই মহিলাটি।

ব্রডম্যানের পুরনো আসবাবের মাঝে ওরা কোন মতে জায়গা করে দাঁড়াল। গ্রানাডা ওদের জেরা করতে লাগল। উইল্স দোকানের ভিতরে ঘুরতে লাগল। আমি একটা পুরোনো চামড়ায় মোড়া চেয়ারে বসে লোকগুলির কথা শুনতে লাগলাম, যদি বা কোন কথায় আমার মক্কেলের সাহায্য হয়।

তেমন কোন কথা শোনা গেল না। পেলি স্ট্রীটের বাসিন্দারা পুলিসের সামনে এলে বোবা মেরে যায়। গ্রানাডা যখন কালো শাল জড়ানো মহিলাকে জিজ্ঞাসা করল যে তার মন্তব্যের মানে কি, তখন মহিলাটি জবাব দিল যে সে অমুকতমুকের কাছে পাঁচ হাত ঘুরে আসা খবর পেয়েছে যে ব্রডম্যান কুড়ি পার্সেন্ট সাপ্তাহিক সুদে টাকা ধার দিত। ব্রডম্যানের অনেক শত্রু, তবে মহিলা নিজে কাউকে চেনে না।

ছড়িওয়ালা বুড়োটে লোকটা এমন হাবভাব দেখাচ্ছিল, যেন ও কিছু বললেও বলতে পারে। কিন্তু সেও শেষ অব্দি চেপে গেল। আমি নামটা টুকে রাখলাম—জেরি উইংকলার। পাশের হোটেলে থাকে।

সবার শেষে গ্রানাডা ম্যানুএলকে চেপে ধরল। কিন্তু ওর জামার রক্তের দাগের ব্যাখ্যা তো অতি সোজা। ও ব্রডম্যানকে আধা অজ্ঞান অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে কাউচে তুলেছে। তারপর পুলিসে ফোন করেছে। তাছাড়া ও কিছু করে নি, দেখে নি, শোনে নি।

"ব্রডম্যান তোমাকে কিছু বলে নি?"

"বল না। ওরা ছিনতাই করার চেষ্টা করেছিল।

"ওরা কারা?"

"তা বলে নি। বলল যে একাই ওদের শায়েস্তা করে দেবে। আমাকে এমনকি পুলিসে, মানে তোমাদের, ফোন করতে দিচ্ছিল না।"

"কেন?"

"তা বলে নি।"

গ্রানাডা রেগে গেল।

"আর কিছু বলবেন, মিস্টার গ্রানাডা?"

"আমার কথা তোমার ভাইকে বলো।"

"গাস্ আপনার কথা বলে। ওর স্ত্রী সেকণ্ডিনা সবসময়ে ওকে মনে করিয়ে দেয়।"

"তা বেশ। এখন গাস্ কোথায়?"

"মাছ ধরতে গেছে। আজ ওকে ছুটি দিয়েছি।"

"ও তোমার দোকানে কাজ করছে?"

"আপনি তো তা জানেন, মিস্টার গ্রানাডা।"

"কিন্তু ও ব্রডম্যানেব কাছে কাজ কবত না?"

"আপনি তাও জানেন। আমার লোক দরকার ছিল, তাই ও সে কাজ ছেড়ে আমাব কাছে আসে।"

"আমি তা শুনি নি। শুনেছিলাম ব্রডম্যান ওকে বরখাস্ত করেছিল।"

"লোকে অনেক মিছে কথা বলে, মিস্টার গ্রানাডা—"

"তুমি তাদের মত কর না। আব গাস্‌কে বলবে যে মাছ ধরে ফিরলে আমার সঙ্গে দেখা করতে।" ম্যানুএল বেরিয়ে গেল।

"পেলি স্ট্রীট"—গ্রানাডা নিজের মনে মনে বলছে। উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বলল— "মনে হচ্ছে এটা প্রতিশোধ নেবার ব্যাপার মিস্টার গানারসন। যার পকেট খালি, তার কাছে সপ্তাহে কুড়ি পার্সেণ্ট বেশ মোটা টাকা। এর আগেও শুনেছি ব্রডম্যান এদের ওপর বড্ড চাপ দেয়। হয়ত কোথাও বেটার লাখ টাকা লুকোনো আছে।"

"আমার স্যুটের ভিতরে যদি কেউ ব্যাংকের পাস বই সেলাই করে দেয় তাহলে বেশ হয়।"

"আমি ভেবেছিলাম সব উকিলরাই বড়লোক।"

আমরা দোকানের পিছনে, যেখানে উইল্‌স গেছে সেখানে গেলাম। একটা চৌকো জায়গায় ব্রডম্যানের অফিস। ছাদ, দেয়াল, দরজা সবই ইস্পাতের তার দিয়ে মজবুত করা। দরজার তালাটা খোলা, দরজাটা হাঁ করে চেয়ে আছে।

একটা সেকেলে কালো লোহার সেফ, অফিসের এক কোণে বসানো।

পুরোনো বড় ডেস্ক, তার আড়ালে একটা ছোট বিছানা। ফোনের রিসিভার টেবিলের রাশি-রাশি কাগজের মধ্যে শুয়ে আছে। রিসিভার তুলে রাখবার জন্যে এগিয়ে যেতে আমি মেঝের একটা গর্তের মধ্যে পড়ে যাচ্ছিলাম ইস্পাতের মতন আঙুল দিয়ে গ্রানাডা আমাকে টেনে ধরল— "সাবধান, মিস্টার গানারসন।" আমি পিছিয়ে গিয়ে দেখলাম যে মাটির নিচে ধাপে-ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে। গ্রানাডা টেলিফোনটা তুলে রাখল। তখনি সেটা বেজে উঠল।

তিন ধাপ সিঁড়ি ডিঙিয়ে লাফিয়ে উঠে এল উইলস, গানাডার হাত থেকে রিসিভারটা ছিনিয়ে নিল।

উইল্‌স-এর মুখ ঘর্মাক্ত। ফোনে কথা শুনতে শুনতে ওর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

"খারাপ খবর। তুমি আইডেন্টিফিকেশন স্কোয়াড পাঠিয়ে দাও। বুঝেছ?" ফোন রেখে গ্রানাডার দিকে ঘুরে উইলস বলল—" ব্রডম্যান মারা গেছে।"

"মাথার চোটেই মারা গেল?"

"ময়না তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত তাই মনে করতে হবে। হাসপাতালে পৌঁছেছে মরা অবস্থায়। মাটির তলার ঘরটা তল্লাস করে দেখতো, কিছু পাও কিনা। অনেক কম্বল আর গদি পড়ে আছে। মনে হল কেউ যেন ওগুলোকে নাড়াচাড়া করেছে। আমি বিশেষ কিছুই দেখলাম না—দেখ, তুমি যদি কিছু পাও।"

"কি খুঁজবে?"

"রক্তমাখা কোন ভোঁতা, ভারি জিনিস।" গ্রানাডা নিচে নেমে গেল। উইল্‌স আমাকে বলল—'আপনি আসায় ভালই হল, কয়েকটা কথা ছিল। আপনার মক্কেলের ব্যাপারটা এই ঘটনার পর আরও ঘোরাল হয়ে গেল।'

"খারাপ হল, না ভালই?"

"সেটা ওর ওপর নির্ভর করে। এবং আপনার ওপরও। সে তো গত চব্বিশ ঘণ্টা জেলে আছে, কাজেই এই খুনের ব্যাপারে অন্তত ওর হাত নেই, এটুকু বলা যায়। আমাদের সব কথা খুলে না বলার কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছি না—সব কথা বললে ওর নিজেরও শাস্তি কম হয়।"

"এই খুনের ব্যাপারে ও কি জানে?"

"বিশেষ কিছু জানে বলছি না। অন্তত দলের অন্য লোকদের তো

চেনে। সেটাও যদি বলত—তুমি ভেব না যে আমি কোন শর্তের কথা বলছি। তবে আমাদের সবাইকে সহযোগিতা করেই বাঁচতে হয়, না হলে আমরা যাব কোথায় ?"

যেখানে আছি—মনে মনে ভাবলাম। তাও খুশি হলাম যে উইল্‌স আমার দিকটাও ভাবছে।

"তোমার মতে এই খুনটা চোরদের দলই করেছে ?"

উইল্‌স ঘাড় নাড়ল—"আমাদের কিছুদিন ধরে সন্দেহ হয়েছিল যে ব্রডম্যান এই দলেব হয়ে জিনিস বেচা-কেনার কাজ করছিল। গত সপ্তাহে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। লস্‌ অ্যাঞ্জেলেস্‌-এর একটা নিলাম ঘরে একটা অর্মলু ঘড়ি বিক্রি হচ্ছিল। জিনিসটা দেখতে অসাধারণ এবং ওদের পুলিসের চোরাই-দপ্তরেব একজন লোক ওটা দেখে চিনতে পারে। কেননা ওটার বিষযে আমবা সার্কুলার পাঠিযেছিলাম। ফুটহিল ডিস্ট্রিক্ট-এব বাসিন্দা হ্যাম্পশায়ার-এর বাড়ি থেকে ঘড়িটা চুরি গিযেছিল। আসল কথা হচ্ছে যে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে ঘড়িটা লস্‌ অ্যাঞ্জেলসে পাঠিয়েছিল ব্রডম্যান।"

"ব্রডম্যান অবশ্য একটা গালগল্প বলে। একজন গরীব, অপরিচিতা বৃদ্ধ ওকে ঘড়িটা বিক্রি করে। ও কি করে জানবে যে ওটা চোরাই মাল? হ্যাঁ, পুলিসের লিস্ট পায় ঠিকই, তবে ওর চোখ খুব খারাপ, তাছাড়া অত খুঁটিয়ে দেখার মত সময় ওর কোথায় ?"

উইল্‌স ডেস্কের উপর ঝুঁকে তারের বেড়ার মধ্যে দিয়ে বাইরে তাকিযে রইল। কি যেন চিন্তা করছে। ব্রডম্যানের দোকানের বোঝাই করা মাল দেখলে প্রমাণ হয় যে মরার সময় জীবনভর কষ্ট করে জমানো সম্পত্তি সবই শেষ অব্দি ফেলে যেতে হয়।

"ব্রডম্যানকে জেলে পাঠাতে পারলে ওরই ভাল হত, কিন্তু ঘড়ির ব্যাপাব-টায় যথেষ্ট প্রমাণ ছিল না। কিন্তু ও বুঝেছিল যে আমরা ওকে ধরবার জন্য ওঁত পেতে আছি। ও নিজেকে বাঁচাবার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। গতকাল যখন এলা বার্কার ওকে হীরের আংটিটা বিক্রি করল, তখন মেয়েটা দোকান থেকে বেরুতে না বেরুতেই আমাদের ফোন করল।"

"আমার বিশ্বাস যে ব্রডম্যান জানত আংটিটা চোরাই মাল ?"

"দৃঢ় বিশ্বাস। এও বলছি যে ব্রডম্যান এলা বার্কারকেও চিনত।"

"প্রমাণ করতে পার ?"

"পারি। আমি তোমাকে বলছি যাতে তুমি পরে কোন বিপদে না পড়। পাঁচ ছয় মাস আগে ব্রডম্যানকে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। ওকে যারা নার্স করত তাদের মধ্যে এলাও ছিল। দুজনের মধ্যে বন্ধুত্বও হয়েছিল। ওকে যখন ঘড়ির কথাটা জিগ্যেস করবে তখন এই কথাটাও জিগ্যেস করো। এবং ও যেন জবাব দেয়। দেখো,—ওরই ভাল হবে। ভগবান জানেন আমি চাই না তোমার এই মক্কেলটি স্টীম-রোলারের নিচে পিষে যায়।"

"তুমি কি নিজেকে স্টীম-রোলার ভাব ?"

"আইনের কথা বলছি।"

আর আইনরক্ষকরা হাজির হল, হাতে ক্যামেরা এবং ফিংগারপ্রিণ্ট তোলার জিনিসপত্র। আমি রাস্তায় বেরিয়ে গেলাম। রোদ্দুরটা ঝলমলে ছুরির মত ঝলকাচ্ছে। চোখে বিঁধছে।

হোটেলের সামনে ছড়িতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে জেরি উইংকলার যেন একটা নড়বড়ে তেপায়া টুল, একটা ধূসর, ভারি মাথা বয়ে বেড়াচ্ছে। আমি ওর দিকে এগোলাম।

"শুনলাম ব্রডম্যান মারা গেছে।"

"হ্যাঁ, মারা গেছে।"

ওর দাড়ি ঘেরা ঠোঁটের মাঝে জিভটা চুকচুক আওয়াজ করল—"তার মানে এটা খুন।'

"তাই মনে হচ্ছে।'

"আপনি তো একজন উকিল—আমি জেরি উইংকলার, আমাকে সবাই চেনে। আমি কোনদিন মামলায় সাক্ষী হই নি। আমার এক বন্ধু হয়েছিল। বলেছিল সাক্ষী হলে টাকা পাওয়া যায়।"

"সে খুবই সামান্য টাকা। আপনার সময়ের দাম যাচাই করে তবে সেটা দেব।"

"আমার হাতে অনেক সময়"—ও ক্ষুধার্ত কুকুরের মত তাকিয়ে রইল যেন একটা হাড় পেলে বেঁচে যায়—"এবং অতি কম ডলার।"

"ব্রডম্যানের মৃত্যুর সম্বন্ধে আপনি কিছু বলতে পারেন ?"

"যদি কিছু পাওয়া যায় তাহলে বলতে পারি। চলুন না, আমার ঘরে বসে দুটো কথা বলা যাক।"

"আমার হাতেও কিছু সময় আছে, মিস্টার উইংকলার। আমার নাম গানারসন।"

ছাতাপড়া লবি, সরু, জীর্ণ সিঁড়ি, সরু হল—সব পার হয়ে উইংকলার-এর ঘুপচি ঘর। একটা লোহার খাট, মুখ ধোবার জায়গা, অপরিষ্কার আয়না লাগান আলমারি· পুরোনো রকিং চেয়ার—এবং সময় যেন নিশ্চল থেমে আছে প্রতীক্ষায়।

একটি মাত্র জানালা—তার পাশে রকিং চেয়ারে ও আমাকে বসতে বলল। জানালা দিয়ে দেখা যায় একটা গলি। উইংকলার নিজে ধীরে ধীরে সাবধানে খাটে বসল, বসে সামনে ঝুঁকে রইল ছড়িতে ভর দিয়ে।

"আমি সঠিক কাজটাই করতে চাই। তবে সেটা করতে গিয়ে নিজের অসুবিধা সৃষ্টি করতে চাই না।

"সেটা কিভাবে হবে?"

"আছে, ঝামেলা, আছে। ষাট ডলার পেনশনের ভরসায় বাঁচা কি সোজা? জামা কাপড় স্যালভেশন আর্মি থেকে পাই, তা সত্ত্বেও মাস শেষ হওয়ার আগে টাকা ফুরিয়ে যায়। মাঝেমধ্যে ম্যানুএল আমাকে বিনা পয়সায় খাওয়ায়।"

"ব্রডম্যানকে কি ম্যানুএল মেরেছে?"

"আমি তা বলি নি। আমি এখন পর্যন্ত কিছুই বলি নি। আমার কর্তব্য করবো ঠিকই, কিন্তু সেটা করতে গিয়ে দু পয়সা রোজগার করাটায় ক্ষতি কি?"

"আপনার কাছে কোন খবর থাকলে সেটা কর্তৃপক্ষকে জানানো আপনার কর্তব্য। না জানিয়ে আপনি এখনিই বিপদে পড়ছেন।"

"এই মাত্র কথাগুলো মনে পডল। আমার স্মৃতিশক্তি আর আগের মত নেই।"

"কি মনে পড়ল?"

"যা দেখেছিলাম। বলার জন্য আমার কি পাওয়া উচিত।"

ব্যাগ থেকে পাঁচ ডলারের একটা নোট ওকে দিয়ে বললাম—"এতে কয়েকটা ডিনার খাওয়া যাবে।"

এক গাল হেসে ও টাকাটা নিল—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় হবে। তুমি বড় ভাল।' জেরি উইংকলার তোমার নামে প্রার্থনা করবে।···ম্যানুএল-এর ভাই গাস্ ডোনাটো ব্রডম্যানের মাথা ফাটিয়েছে। ম্যানুএল-এর ছোট ভাই গাস্।"

"আপনি নিজে দেখেছেন, মিস্টার উইংকলার ?"

"না, তবে ওকে দোকানে ঢুকতে আর বেরুতে দেখেছি। আমি জানালায় বসে পুরোনো দিনের কথা ভাবছিলাম। এমন সময় ওই গলিটায় গাস্ একটা পিক-আপ ট্রাকে এসে দাঁড়াল। টায়ার খেলার রডটা প্যান্টের পায়ের মধ্যে। ব্রডম্যানের দোকানের পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকল। কয়েক মিনিট পর পিঠে করে একটা চটের থলে নিয়ে বেরিয়ে এল। পিক-আপ-এর ভিতরে সেটা রেখে আবার কি আনতে ফিরে গেল।"

"থলের ভিতরে কি ছিল বলতে পারেন ?"

"না, তবে জিনিসগুলো বড় বড় ছিল। চার পাঁচ বার মাল নিয়ে এল, তারপর ট্রাক নিয়ে চলে গেল।"

আমি ওর ক্যাকাসে চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম—"আপনি লোকটাকে ঠিক চিনেছিলেন ?"

"ঠিক চিনেছি। এবার আরো ভালো করে দেখেছি কেন না ওর গাড়ি চালানো বারণ।"

"কেন ? ওর কি গাড়ি চালাবার বয়স হয় নি ?'

"বয়স হয়েছে বটে, তবে ও এখন প্যারোলে ছাড়া রয়েছে, এখন ওর গাড়ি চালানো বারণ। গাড়ির ব্যাপারেই ও ঝামেলায় পড়েছিল, প্রথম গ্রেপ্তারও হয় সেজন্তেই।"

"গাস্ কি আপনার বন্ধু ?"

"আমি তা বলব না। ওর ভাই ম্যানুএল আমার বেশি বন্ধু।"

"আপনি বলছিলেন আপনি প্রায়ই গাস্‌কে দেখেন ?"

"হ্যাঁ, ম্যানুএলের দোকানে। গত সপ্তাহে ব্রডম্যান ওকে বরখাস্ত করার পর থেকে ও ম্যানুএলের দোকানে প্লেট ধোয়।"

"ব্রডম্যান ওকে বরখাস্ত করে কেন ?"

"ঠিক জানি না। তবে শুনেছিলাম একটা ছোট সোনার ঘড়ি নিয়ে কি যেন হয়েছিল। যেখানে পাঠাবার কথা নয় এমন কোন জায়গায় গাস্ ঘড়িটা

পাঠিয়ে দিয়েছিল। এই গলিতে দাঁড়িয়ে ম্যানুএল আর ব্রডম্যান তাই নিয়ে ঝগড়া করছিল।"

"আপনি চারদিকে বেশ নজর রাখেন, মিস্টার উইংকলার?'

"চেষ্টা করি।"

তিন

এলা বার্কারকে জেরা করার জন্যে আমি ট্যাক্সি নিয়ে আবার কোর্টহাউসে ফিরে এলাম।

আমি যখন মেট্রনের পিছন পিছন ভিজিটরস্ রুমে ঢুকলাম এলা মাথাও তুলল না।

কুঁজো হয়ে বসে আছে ও। যেন ফাঁদে-পড়া এক নিরুপায় পাখি, জীবনেও যে মুক্তি পাবে না।

"উঠে বস, বার্কার,. প্রথম দিনটাই সবচেয়ে খারাপ লাগে।" মেট্রন মেয়েটার কাঁধে হাত রাখল, "এই দেখ মিস্টার গানারসন এসেছেন ওঁর সামনে মুখ গোমড়া করে থেক না।'

"ওঁর যদি ভাল না লাগে তবে ওঁকে আসতে হবে না।"

আমি বললাম,—"আমাদের একটু একা কথা বলতে দিন, মিসেস ক্লেমেণ্ট।'

"আপনি যা বলেন"—মেট্রন চাবির থোকা বাজাতে-বাজাতে বেরিয়ে গেল।

আমি এলা বার্কারের উল্টো দিকে বসলাম।

"হেকটর ব্রডম্যান খুন হয়েছে।"

মেয়েটা তখনও মাথা নিচু করে বসে আছে, চোখের উপর পাতাগুলি পর্দার মত পড়ে আছে।. ওর শরীরে ভয়ের পচা গন্ধ, না কি জেলের গন্ধ?

"আপনি ব্রডম্যানকে চেনেন কিনা।"

"রুগী-হিসাবে চিনি। জীবনে অনেক রুগী দেখতে হয়েছে।"

"ওর কি অসুখ হয়েছিল ?'

"মাংসপিণ্ড বড হয়ে যাচ্ছিল। কাটতে হয়েছিল। সে গত গ্রীষ্মে।"

"তারপর আর দেখা হয়েছিল ?"

"একবাব ওর সঙ্গে বেরিয়েছিলাম —একই গলায় মেয়েটা কথা বলে যাচ্ছিল—"আমাকে ওর পছন্দ হয়েছিল, আর তাছাড়া আমায় তো হরবখত সকলে নিয়ে বেরোতে চায না।'

"কি গল্প-সল্প হয ?'

"ওকে নিয়েই। ও আমার বয়োজ্যেষ্ঠ, বিপত্নীক। ডিপ্রেশনের সময় নিয়ে অনেক কথা বলত। পুবের কোন শহবে ওব কি এক ব বসা ছিল। ডিপ্রেশনে ও আর ওর প্রথম স্ত্রী দেউলে হয়ে যায। সব হাবায় ওরা।"

"ওর একাধিক বউ ছিল ?"

"আমি তো তা বলি নি ? যদি ভেবে থাকেন যে আমি মিস্টার ব্রডম্যানের মত মোটা, বুডো, টেকো লোককে বিযে করতে চেযেছিলাম, তাহলে আপনি খুব ভুল করেছেন। অবশ্য ইচ্ছে হলে ত৷ করলেও করতে পারতাম।

"তার মানে কি ? প্রথম আলাপেই ও বিয়েব কথ তোলে ?

মেয়েট একটু ইতস্তত কবে বলল—"আবো বাব দুযেক বেরিয়েছিল ম। নেহাত দয়া করে।"

"বিয়ের কথাট বলে কোথায ?'

"ওর গাডিতে। পেগ দুয়েক মদ খাওয়ার পর।

"কোথায় ?'

"এই এখানে-ওখানে। আমাকে গাডিতে চডিয়ে ঘোরাচ্ছিল সারা শহরে, তারপর পাহাডেও নিয়ে যায়।'

"বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে ?"

"ওর কোন বন্ধু নেই।"

"যে রাতে বিযের কথা পেডেছিল সে রাতে মদ খেযেছিল কোথায় ? নিজের বাডিতে ?"

"ওর কোন বাডি ছিল না। খেত রেস্তোরাঁয়, শুত দোকানে। আমি বলেছিলাম যে ওই ধরনের জীবনের অংশীদার কোন মেয়ে হতে চাইবে না।

তখন ও বলেছিল যে ও আমার ফ্ল্যাটে থাকবে আর নিজের টাকায় ওটা সাজিয়ে নেবে।"

"একেই বলে বদান্যতা।"

"হ্যাঁ, তাই না?"—মেয়েটা অল্প হাসল—"সব কিছু এত হিসাব করে চলত! শেষ বার যেদিন দেখা হয়েছিল আমি বিশেষ ভাল ব্যবহার করি নি। খুব মনে লেগেছিল ওর"—মেয়েটার হাসি একটু ক্রুর হয়ে উঠল।

"ও কোথায় বসে মদ খেয়েছিল বললেন?"

"আমিই দিয়েছিলাম। আমি নিজে খাই না তবে বন্ধু-বান্ধবদের জন্যে একটা বোতল বাড়িতে রাখি।

"ব্রডম্যান ছাড়া আর কোন বন্ধু আছে আপনার?"

"বিশেষ কেউ নয়। এই হাসপাতালের অন্য মেয়েরা--আমি তো বলি নি ব্রডম্যান আমার বন্ধু ছিল।"

"নিশ্চয় খুব বিশেষ বন্ধু ছিল। আপনাকে সে প্ল্যাটিনামের ঘাড উপহার দিয়েছিল।"

মেয়েটা সোজা হয়ে বসল, ঘাডটা শক্ত, যেন ফাঁস পরিযে ঝুলিয়ে দিয়েছি —"মোটেই দেয় নি!"

"তবে কে দিয়েছিল?"

"কেউ না। আপনি যদি মনে করে থাকেন যে আমি পুরুষদের কাছ থেকে দামী দামী উপহার নিয়ে থাকি· ।"

"ঘড়িটা আজ সকালে আপনার ফ্ল্যাটে পাওয়া গেছে।"

"হেকটর ব্রডম্যান আমাকে ঘড়িটা দেয় নি। আমি জানতাম না ওটা চোরাই মাল। একজন বন্ধু যখন তার বান্ধবীকে ঘডি কিংবা আংটি দেয় তখন মেয়েটি নিশ্চয় ধরে নেয় না সেটা চোরাই মাল।"

"যেই হোক, সে আপনার সঙ্গে খুব নোংরামি করেছে। আমার মনে হয় তাকে শিক্ষা দিতে চাওয়া উচিত আপনার।'

মেয়েটি ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

"এলা, আপনি কি এবার সব কথা খুলে বলবেন? রাতের খাবার দেওয়ার সময় হয়ে এল—আমাকে আর বেশীক্ষণ থাকতে দেবে না। আপনি যদি কাল কি পরশু পর্যন্ত দেরি করেন তাহলে খুব দেরি হয়ে যাবে।"

"খুব দেরি ?" মুখ ঢেকে বসে আছে ও। হাতের আড়াল থেকে ওর গলা শোনা গেল।

"আপনার দেরি হয়ে যাবে। এখনো ব্রডম্যানের খুনীকে ধরিয়ে দেওয়ার সময় আছে আপনার। আমার কথা হল আপনি এই সুযোগ ছাড়বেন না। আপনি যদি সহায়তা না করেন এবং আপনার সাহায্য ছাড়া যদি খুনী ধরা পড়ে তাহলে আমাদের কেস্-এর খুব সুবিধা হবে না।"

"কি করেছে হেকটর ব্রডম্যানকে ?'

"খুলি ভেঙে দিয়েছে। আপনি কি মুখ বন্ধ করে থেকে খুনীকে এমনি-এমনি পালিয়ে যেতে দেবেন ?"

মেয়েটা মাথায় হাত বোলাল। চুলগুলো এলোমেলো করে ফেলল।

"আপনি নিশ্চয় চান না যে আপনারও সেই দশা হোক ? অন্য কারো হোক ? হাজার হলেও আপনি নার্স, নিশ্চয় ভাল নার্স।"

"আমাকে তোষামোদ করতে হবে না, মিস্টার গানাবসন। আমি বলছি কে আমাকে ঘড়ি আর আংটিটা দিয়েছিল।"

"।।স ডোনাটো ?'

"না। তার নাম ল্যারি গেইনস।

"এই সেই সান্ ফ্রান্সিসকোর লোক ?"

"এ ফুটহিল ক্লাবের লাইফ গাড। সান ফ্রান্সিসকোর কোন লোক নেই।'

এটুকু বলতেই ওকে যথেষ্ট বেগ পেতে হল। এমন মুষড়ে পড়ল যে কিছু-ক্ষণ আর অন্য কথা বলতেই পারল না। জেরা করা খুব কঠিন কাজ। সবচেয়ে কঠিন জেরা চলে আদালতের বাইরে, গোপনে, যখন নিজের মক্কেলদের মিছে কথাগুলো তাদেরই গলায় ঠুসে দিতে হয়, যতক্ষণ না তাদের দম বন্ধ হয়ে আসে।

এলাও আর মিথ্যে কথার বোঝা টানতে পারছিল না।

ল্যারি গেইনস-এর সঙ্গে ওর ক্ষণস্থায়ী, জটিল প্রেমের কাহিনী সব খুলে বলল।

হেকটর ব্রডম্যানের মাধ্যমে ওদের সাক্ষাৎ হয়। ব্রডম্যান ওকে ল্যারির বাড়িতে নিয়ে যায় যেদিন ওরা দুজন দ্বিতীয়বার একসঙ্গে বেরোয়। সেদিন বোধহয় একা-একা এলাকে আপ্যায়ন করতে ব্রডম্যানের আর ইচ্ছা করছিল

না। ল্যারিকে ভীষণ অন্য ধরনের মনে হয়েছিল এলার,—এতই অন্য ধরনের, যে এলা বুঝতে পারছিল না যে ল্যারি আর ব্রডম্যান বন্ধু হল কি করে। ল্যারি সুপুরুষ, ভদ্র এলার চেয়ে বয়সে সামান্য বড়। শহরের বাইরে এক গিরিখাতে ওর বাড়ি।

সেদিন সন্ধ্যায় ল্যারির ছোট বাড়িতে, দুজন পুরুষের মাঝখানে বসে, ল্যারির তৈরি টার্কিশ কফি খেতে-খেতে ভাল-ভাল রেকর্ড শুনতে ওর খুব ভাল লেগেছিল। দুজনের মধ্যে তুলনা করে সে ঠিক করল হেকটর ব্রডম্যানকে ওর ভাল লাগে না।

দ্বিতীয় সন্ধ্যা যেদিন ওরা তিনজন একসঙ্গে কাটাল ওর মনে হল যে ল্যারি ওর জীবনের কাম্য পুরুষ হতে পারে। ল্যারিও বহু ইঙ্গিতে বুঝতে দিল ওরও এলাকে ভাল লেগেছে। ওরা জীবন সম্বন্ধে গভীর আলোচনা করেছিল আর ঘরের এককোণে ব্রডম্যান একা বসে বোতল খালি করছিল।

সে রাত্রেই ব্রডম্যানের সঙ্গে এলা সব সম্পর্ক চুকিয়ে দেয়। তাছাড়া মোদো-মাতাল লোকদের ওর এমনিতেই পছন্দ হত না। ল্যারি চারদিন পরে ওকে ফোন করেছিল—সে বোধহয় এলার জীবনে সবচেয়ে দীর্ঘ চারদিন। এলা এতই কৃতার্থ হয় যে নিজের দেহ ল্যারিকে সমর্পণ করে। এলার শরীরে ছিল পবিত্র কৌমার্য। কিন্তু ল্যারি ওর সঙ্গে খুব ভদ্র, নম্র ব্যবহার করেছিল।

অন্য লোকদের মত ল্যারি ওকে দূরে ঠেলে দেয় নি। সে আগের মতই ভাল ব্যবহার করত এবং প্রায় রোজ রাত্রে ওকে ফোন করত। বলত যে ওকে বিয়ে করতে চায় কিন্তু ওর সম্বল খুব কম। ওদের দুজনের বদ্ধ ধারণা ছিল যে ল্যারির বুদ্ধি এবং ব্যক্তিত্ব নিয়ে ও একদিন বড় হবেই। কিন্তু তা হতে সময় কিংবা সৌভাগ্যের সুযোগ দরকার। ক্লাব থেকে ল্যারি যা মাইনে পায়, তার সঙ্গে বখশিশ্র জুড়লেও একজনের টেনে-টুনে চলে। ফুটহিল ক্লাবের ধনী সদস্যরা যা কৃপণ, ওদের হাত থেকে একটা পয়সা বার করতে হলে ছেনি মারতে হবে।

সবচেয়ে কষ্ট এই যে সে নিজে ধনী পরিবারের ছেলে [illegible] ডিপ্রেশনের সময়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ওর ভা[illegible] মাথা খারাপ হয়ে যেত [illegible]

ও যখন খুচরো টাকা পয়সার জন্য হাতড়ে বেড়াচ্ছে, ক্লাবের মোটা সদস্যরা হেলান দিয়ে বসে থাকে আর ওদেরই জন্যে টাকা গাছে ফলে।

ওর নিজের একটি রূপালী ডলারের গাছ চাই এবং কি করে তা পাবে তাও জানত।

ওর মতলব লেগে গেলে বছর শেষ হওয়ার আগেই ওরা বিয়ে করতে পারবে এবং বাকি জীবনটা আরামে কাটাতে পারবে। কিন্তু এলার সাহায্য দরকার। এলাকে জানাতে হবে হাসপাতালের নতুন রুগীদের নাম, বিশেষ করে যারা বড়লোক, যারা প্রাইভেট কামরায় থাকে।

"আপনি ওকে সাহায্য করেছিলেন?"

"মোটেই না"—মেয়েটা মাথা নাড়ল।

"তাহলে হীরার আংটি আর ঘড়ি পেলেন কি করে?"

"ওর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার আগে আমাকে দিয়েছিল। হয়ত ভেবে-ছিল যে আমাব মত বদলাবে। কিন্তু ওর সম্বন্ধে সব জেনে যাওয়ার পর, আমি ওর সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখতে চাই নি—ওর মতলবও শুনি নি। যে নার্স তার রুগীদের সঙ্গে প্রতারণা কবতে পারে তার নার্সের পোশাক গা থেকে ছিঁড়ে ফেলা উচিত।"

"কিন্তু আপনি পুলিসকে কিছু জানান নি।"

"আমি পারি নি"—মাথা নিচু করে বলল—"আমি ওর প্রেমে পড়েছিলাম। ওকে ছাড়াব পরেও অনেকদিন ভুলতে পারি নি। ল্যারি আমার জীবনে প্রথম প্রেম। তারপর আমি অদ্ভুত-অদ্ভুত আচরণ করতাম। যেমন গত সপ্তাহে ...।"

"গত সপ্তাহে কি হয়েছিল?"

"আমি ঘরবাড়ি দোকানপাটে চুরির কথা পড়েছিলাম। আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে ল্যারি এসব করছে। কিন্তু ও যে এতে জড়িত আছে জানতাম। আমার তখন যা হয়, কিছু করা দরকার, নিজের মনকে শান্ত করার জন্য। এক বান্ধবীর গাড়ি ধার করে একদিন ল্যারির বাড়ি গেলাম। আমার ইচ্ছা ছিল যে ওকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করব ওই চোর কিনা। হয়ত ও আমাকে সত্যি কথা বলবে না, তবুও ওকে যখন প্রশ্ন করব তখন ওর মুখের ভাবটা দেখতে চেয়েছিলাম। তারপর যা করার করব।

"ওর বাড়িতে আলো জ্বলছিল, আমি গাড়িটা একটু দূরে রেখে চুপিচুপি হেঁটে গেলাম। ভিতরে কাদের গলা শুনলাম। কোন মহিলার গলা। দরজা ধাক্কালাম—ভাবলাম যা হয় হবে। ল্যারি দরজা খুলতে মেয়েটাকে দেখতে পেলাম। সে স্টুডিও কাউচে বসেছিল, গায়ে জাপানী কিমোনো, ও কিমোনোটা আমিও পরতাম। আমার রাগ হয়ে গিয়েছিল। ওকে গালি দিলাম।

"ল্যারি বাইরে এসে দরজা বন্ধ করল। আমি ওকে এর আগে রাগতে দেখি নি। ও এত রেগেছিল যে ওর দাঁত ঠকঠক করছিল। ও বলল যে যদি আমি আর কোনদিন আসি কিংবা অন্য কোন ভাবে জ্বালাতন করি, তা হলে ও ওর কোন বন্ধুকে বলিয়ে আমার বুকে ছুরি মেরে দেবে। আমার ভীষণ ভয় করছিল। এত জোর হাঁটু কাঁপছিল যে কোন মতে গাড়িতে এসে উঠলাম।"

"বন্ধুর নাম বলেছিল ?"

"না।"

"গাস্ ডোনাটো নয় ?"

"কোন ডোনাটোর নাম শুনি নি। বলল একজন বন্ধু। এই যদি বন্ধুদের ছিরি হয় !"

"আপনার পুলিসে খবর দেওয়া উচিত ছিল, এলা।"

"হ্যাঁ, জানি। আপনার কি মনে হয় যে আমার এখন বলা উচিত ?"

"নিশ্চয়।"

"আপনার সত্যি মনে হয় যে আমি সব কথা খুলে বললে ওরা আমাকে ছেড়ে দেবে ?"

"ব্যাপারটা অত সহজ না। তবে আপনার কথায় যদি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি সন্তুষ্ট হয় তা হলে আপনার জামিন কমিয়ে দিতে পারে। জামিনটা বড় বেশী ধরা হয়েছে।"

"হ্যাঁ, পাঁচ হাজার ডলার। অতটাকা আমার পক্ষে যোগাড় করা অসম্ভব, পাঁচশো ডলার আছে, এমন কোন জামিনদারও নেই। আপনি কি করে জামিন কমাবেন ?"

"আমি কোন কথা দিচ্ছি না। নির্ভর করছে।"

"কিসের উপর ?"

"আপনি সব সত্যি বলেছেন কিনা, এবং কাল পুলিস এবং প্রসিকিউটারকে একই কথা বলবেন কিনা, তার ওপর।"

'আপনি বিশ্বাস করেন না যা বলেছি, তা সত্যি ?"

"আসল কথাটা বলি, মিস্ বার্কার। গল্পের কয়েকটা জায়গা আমার বেমানান লাগছে। ল্যারির দেওয়া আংটিটা আপনি কেন ব্রডম্যানকে বিক্রি করলেন ?"

"আমি ল্যারিকে বোঝাতে চেয়েছিলাম যে ও আর ওর আংটির দাম আমার কাছে কতখানি। ভেবেছিলাম ব্রডম্যান ওর বন্ধু—ও নিশ্চয় ল্যারিকে বলে দেবে।"

ব্রডম্যান কি করে জানল আপনি কোথা থেকে আংটিটা পেয়েছিলেন ?"

"আমি বলেছিলাম।"

"ব্রডম্যানকে বলেছিলেন ?"

'হ্যা।"

"ও জানত যে ল্যারি আপনাকে আংটিটা উপহার দিয়েছিল ?"

"আমি বলার পর জানত নিশ্চয়।"

আমরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম।

মেয়েটা বলল - আপনি ভাবছেন ল্যারি ব্রডম্যানকে খুন করেছে ?"

"কিংবা খুন করিয়েছে কাউকে দিয়ে।"

চার

আমি উইল্‌স এবং জো রীচ নামে একজন ডেপুটি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। কোর্ট হাউসের দোতলার জেরা করবার ঘরে এলা বার্কারের সঙ্গে বসা হল। এলা ওর কাহিনী আবার শোনাল। এড্ সেলহর্ন নামে আদালতের এক বয়স্ক রিপোর্টার ওর কথা রেকর্ড করে নিল।

কিছু সৎ লোক আছে যারা ভাল করে সাক্ষ্য দিতে পারে না। তারা একই গল্প দুবার ঠিক করে বলতে পারে না বলে তাদের কথা কেউ বিশ্বাস করে

না। এলার কাহিনী এমনিতেই আপাতদৃষ্টিতে সত্য বলে মনে হচ্ছিল না। দ্বিতীয় সে নিজের কথা গুছিয়ে বলতে পারল না—কখনও অদমনীয় আত্মবিশ্বাসে বলছে। কখনও আবার বিমর্ষ অনিশ্চয়তায়। মনে হচ্ছিল যেন পুরোটাই বানিয়ে বলছে। উইল্‌স এবং রীচ ওর কথা বিশ্বাস করল না। আরও খারাপ হল যে ওরা ধরেই নিল যে আমিও বিশ্বাস করি না।

উইল্‌স বারে-বারে ডোনাটো নামটা তুলছিল—এলাকে দিয়ে স্বীকার করাতে চাইছিল যে সে এই নামের পলাতককে চেনে। রীচ জোর করছিল যে এলা বরাবর গেইনস্‌-এর কাজকর্ম সম্বন্ধে অবগত ছিল, হয়ত সহায়তাও করেছিল—যখন একজন পুরুষের সঙ্গে একই শয্যায় শোয়া হয় তখন নিশ্চয় তাকে সাহায্য করার ইচ্ছা হয়, ইত্যাদি

আমি এবার বাধা দিলাম।

"জো, অনেক হয়েছে। মিস্‌ বার্কার স্বেচ্ছায় পুরো বিবৃতি দিয়েছেন। তুমি সেটাকে ঘুরিয়ে স্বীকারোক্তিতে দাঁড় করাবার চেষ্টা করছ।"

"ঘোরপ্যাঁচ কে করছে তা বোঝাই যাচ্ছে।"

উইল্‌স আবার শুরু করল—"এই ব্লণ্ড মেয়েটা কে, যাকে আপনি গেইনস্‌-এর বাড়িতে দেখেছিলেন?"

এলা—'দেখেছিলাম ঠিকই।"

"কি রকম চেহারা?

এলা এদিক-ওদিক দাঁড়ানো পুরুষদের মুখের দিকে হতাশ হয়ে তাকাল।

"বলছিলাম, তাকে কেমন দেখতে?"

"লেফটেনাণ্ট, ওকে একটু ভাববার সময় দাও।"

উইল্‌স আমার দিকে ঘুরল—"চেহারার বর্ণনা দিতে আবার ভাবতে হবে কেন—যদি কেউ সত্য কথা বলে থাকে?"

আমি কেন মেয়েটার ব্যাপারে মিথ্যা বলব?"—এলা বলে উঠল।

"হয়ত এমন কোন মেয়ে আসলে নেই। যদি থেকে থাকে তাহলে তার চেহারার বর্ণনা দিন।"

"আমি চেষ্টা করছি। মেয়েটা খুব সুন্দরী। ওর কমনীয়তা আর নেই, আর সে আসল ব্লণ্ডও না, তবুও খুবই সুন্দরী। আপনারা ছবি দেখেন?"

"তা দিয়ে কি দরকার?"

"আপনারা নতুন চিত্রতারকা হোলি মে'কে দেখেছেন? সেই মেয়েটা ঠিক হোলি মে'র মত দেখতে।

উইল্‌স আব রীচ পরস্পরের দিকে চোখে অবিশ্বাস নিয়ে চাওয়া-চাওয়ি করল। রীচ বলল—"গেইনস্‌-এর মত লাফাঙ্গার সঙ্গে চিত্রতারকার কি সম্বন্ধ থাকতে পারে?"

"আমি তা বলি নি। আমি বললাম চেহারার মিল আছে।"

"আপনি ঠিক বলছেন যে এমন মেয়ে সত্যিই ছিল?"

আমি এবার চটে উঠলাম। এলাকে বললাম আর কিছু না বলতে এবং ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। আমার পিছন পিছন উইলস এবং রীচ বেরিয়ে এল।

উইল্‌স বলল—"তুমি ভুল করছ। এটা এখন .খুনের মামলা। তোমার মক্কেলটি গভীর জলে পড়েছে। কথা খুলে বল।" জো রীচ সায় দিল।

"তোমার উচিত তোমার মক্কেলকে সত্যি কথা বলতে বুঝিয়ে বলা। সাক্ষীরা যখন চলচ্চিত্র পর্দা থেকে মুখ বাছতে শুরু করে, তার মানেই কোন গণ্ডগোল আছে। আমার এই ব্যাপারে অভিজ্ঞতা বেশি…।"

আমি বাধা দিলাম।

"তাতে তোমার কোন লাভ হয় নি। তুমি এখনও সত্য কথা শুনলে চিনতে পার না।"

"তাই নাকি! ওর ওই এজাহার কোর্টে নিয়ে এস—দেখ। আমরা কেমন ঝাঁজরা করে দি।"

"আচ্ছা, দেখা যাবে।"

উইল্‌স আমার কাঁধে হাত রেখে আমাকে সংযত করল।

"ঠিক আছে, মাথা গরম কর না। সারা জীবন খ্যাপা হয়ে রইলে। এবার একটু শেখ।"

রীচ বলল—"মেয়েটা প্রতারণা করছে তোমার সঙ্গে। তোমার এতই দর্প যে তুমি সেটা মানতে পারছ না।"

রাগে আমার কাণ্ডজ্ঞান ছিল না।

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

এবার আমার পিছু পিছু কেউ এল না।

করিডোরের শেষে টেলিফোন বুথ দেখে আমি দাঁড়ালাম। বাড়িতে ফোন করলাম।

স্যালির গলা—"বেল বাজতেই বুঝেছি তুমি।"

"তাহলে বল দেখি কেন ফোন করেছি?"

"বাড়িতে খেতে আসছ না?"

প্রশ্নটা এড়িয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলাম।

"হোলি মে নামে কোন চিত্রাভিনেত্রীর নাম শুনেছ?"

"শুনেছি। সবাই শুনেছে।"

"আমি শুনি নি।"

"তুমি সারাক্ষণ কাজ নিয়ে থাক তাই। যদি আমাকে মাঝে-মাঝে ছবি দেখাতে নিয়ে যেতে, তা হলে পৃথিবীর খবর আরো পেতে। অবশ্য ও আর অভিনয় করছে না। মানসিক স্বস্থতা বজায় রাখার জন্য ও হলিউডে দৌড়ঝাঁপ ছেড়ে দিয়েছে।"

"তুমি কি আবার ছবির ম্যাগাজিন পড়তে শুরু করেছ নাকি?"

"না, ও আমাকে নিজেই বলেছে।"

"তুমি হোলি মে' কে চেন?"

"দেখা হয়েছিল।"

"আমাকে তো কিছু বল নি।"

"গত রাতে চেষ্টা করেছিলাম, তুমি কানই দিলে না। সোমবার ওর সঙ্গে ক্লিনিক্‌এ দেখা হয়েছিল। ও আমার বাচ্চা হবার সময় জিজ্ঞাসা করেছিল আর আমি তা বলেছিলাম। তারপর আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম ও হোলি মে' কিনা। ও স্বীকার করেছিল এবং বলেছিল যে খবরটা ছড়াতে দিতে চায় না। ও বলেছিল যে যথাসম্ভব অজ্ঞাতভাবে থাকতে চায়।"

"তা ও এখানে কি করছে?"

"বোধহয় ওর স্বামীর সঙ্গে নিরিবিলি দিন কাটাচ্ছে। আমি মাত্র কয়েক মিনিট কথা বলেছিলাম তার পরই ডক্টর ট্রেঞ্চ ডাক দিল। ডক্টর ট্রেঞ্চ বলেছে যে নয়মাসের অন্তঃসত্ত্বা হিসাবে আমার শরীর খুব ভাল আছে।"

"ভাল খবর, ও কি ওর স্বামীর নাম বলেছিল?"

"না, তবে গত গ্রীষ্মে কাগজে পড়েছিলাম, যখন ওর বিয়ে হয়। ক্যানে-

ডিগ্নান তেলখনির মালিককে বিয়ে করেছে মনে হয়। নামটা স্কটিশ—ব্যালাণ্টাইন হবে। যাকগে, নিজে ভালই আছে মনে হল—যে রকম দামী মিঙ্ক পরে এসেছিল।"

"মেয়েটা এমনি কেমন?"

"অভিনেত্রী হিসাবে বলতে হবে যে মেয়েটা বেশ ভাল, সাদাসিধে। আমার বাচ্চা হতে কতদিন বাকি এসব জিজ্ঞাসা করল। ওর সৌন্দর্য ওর মাথা ঘুরিয়ে দেয় নি। কেন জিজ্ঞাসা করছ বলতো?"

"এমনি ওর নাম উঠেছিল কথায়-কথায়। আমার কোন ধারণা ছিল না যে ও এই শহরেই থাকে।"

"এ শহরে আরো অনেকে থাকে যাদের কথা তুমি জান না"—স্যালির গলা এবার গম্ভীর—"যেমন একজন গৃহিণী স্বামীর জন্যে ভেড়ার মাংস রান্না করে বসে আছে। সে তার বাড়িতে চুপ করে অপেক্ষা করছে কখন তাকে কেউ একটু পাত্তা দেবে……।"

"তুমি ভেড়ার মাংস রেঁধেছ?"

"রান্না হয়ে গেছে। তোমার জন্য বিশেস যত্ন করে, পুদিনা পাতার জেলি দিয়ে। খেতে আসছ তো?"

"যত তাড়াতাড়ি পারি। খাবার গরম রেখ।"

"ভেড়ার মাংস গরম রাখা যায় না—শুকিয়ে যাবে।"

"আমার সে রকমই ভাল লাগে।"

স্যালি রেগে ফোন ছেড়ে দিল। আমার তখনও রক্ত চনমন করছে। ভাবলাম একটু হাঁটলে ভাল লাগবে। কি জানি কি মনে হতে মেইন স্ট্রীট দিয়ে শহরের নিচু দিকে নামতে লাগলাম।

পাঁচ

ব্রডম্যানের দোকানের সামনে দরজায় পুলিসের সীল মারা। নোংরা কাঁচের ভিতর দিয়ে তাকালাম। সন্ধ্যার শেষে আলো বাঁকা হয়ে পড়েছে আসবাবপত্রের উপর—ব্রডম্যান দুঃসময়ের জন্যে ওগুলো জড় করেছিল। তারপর ওর সময়ও ফুরিয়ে গেল।

পাশের বাড়ির দরজা দিয়ে দুটি গলা শোনা গেল। মহিলার গলা রীতিমত চড়া, পুরুষের গলা গম্ভীর। আমি দু পা হেঁটে খাবারের দোকানের জানালা দিয়ে ভিতরে তাকালাম। সাদা টুপি পরা একজন পুরুষ কাউণ্টারের উল্টোদিকে দাঁড়ানো একজন কালচুল মহিলার সঙ্গে তর্ক করছে।

মহিলা বলল—"কিন্তু ওরা একে মেরে ফেলবে।'

"মারুক। ওর মরাই দরকার।"

"ওকে মেরে ফেললে আমি কি করব?"

"তোমার অনেক ভাল হবে।'

সাদা টুপির নিচে লোকটার চোখদুটো বাদামী। আমাকে দেখে চোখদুটো বড় হল। আমি কাঁচের দরজাটা ঠেললাম। বন্ধ। লোকটা মাথা ঝাঁকিয়ে আমাকে চলে যেতে ইশারা করল। আমি আঙুল দিয়ে জানালায় লেখা বিজ্ঞাপনটা দেখালাম—

"সকাল সাতটা থেকে রাত বারটা পর্যন্ত খোলা ' লোকটা কাউণ্টার থেকে এসে দরজাটা ফুটখানেক খুলে নাকটা বার করল

"সরি, আমি দোকান বন্ধ করে দিয়েছি। মেইন স্ট্রীটের কোণে আরেকটা ভাল দোকান পাবেন"—লোকটা আমার দিকে তীব্র দৃষ্টি হানল—"আপনি কি পুলিসের লোক? বিকালে মিস্টার গ্রানাডার সঙ্গে দেখেছিলাম।"

"আমি উকিল, উইলিয়াম গানারসন। আপনার সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারি, মিস্টার ডোনাটো?"

"ভাইএর ব্যাপারে পুলিসের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে।"

মহিলাটি লোকটার পিছনে এসে দাঁড়াল। যুবতী, বেশ সুন্দরী, কিন্তু ব্যভিচারে, ভয়ে, মুখটা স্ফীত। ও লোকটাকে সাবধান করল।

"কিছু বল না।'

"চুপ কর, সেকুণ্ডিনা! বোকা কোথাকার।'

লোকটা আবার আমার দিকে ফিরল, "আচ্ছা, আপনি বোধহয় শুনেছেন যে পুলিস আমার ভাইকে খুঁজছে। আপনি তাই সাহায্য করতে এসেছেন?"

"না, আমার সে উদ্দেশ্য নয়। আপনার প্রতিবেশী ব্রডম্যানের সম্বন্ধে কথা বলতে চাই। আপনার ভূতপূর্ব প্রতিবেশী।"

ডোনাটো আমার কথা শোনেও নি।

"আমার উকিলের প্রয়োজন নেই। উকিলকে দেওয়ার মত টাকাও নেই···যদি টাকা থাকত তাহলে নতুন দড়ি কিনে নিজে ঝুলে পড়তাম।"

মহিলাটি বলে উঠল।

"মিথ্যুক। তোমার সেভিংস্ অ্যাকাউন্টে টাকা আছে। আর ও তোমার একমাত্র ভাই!"

"আমিও ওর একমাত্র ভাই। ও আমার জন্য কি করেছে?"

"তোমার জন্য গতর দিয়ে খেটেছে!"

প্লেট ভাঙত, মেঝে মুছতে গিয়ে আরও নোংরা করে রাখত, তাও মাইনে দিতাম। তোমার খাবার কষ্ট হত না।"

"ভারি মাস্তান!" মেয়েটার মুখ বিদ্রূপে বেঁকে গেল।

"গাস্ হল মাস্তান। ও ক্রমাগত ঝামেলা বাধায় আর আমি তার ঝক্কি সামলাই। এবার আস্ত লাশ পাওয়া গেছে। এবার আমি সামলাতে পারব না।"

"কিন্তু ও নির্দোষ।"

"হ্যাঁ, ঠিক শয়তানের মত নির্দোষ।"

মেয়েটার দাঁত বেরিয়ে এল।

"মিথ্যুক! কখনও ওরকম বলবে না।"

"আর গাস্ বুঝি সত্যি কথা বলে? আমি বললাম আমার গাস্-এর সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক নেই। ও আমার ভাই নয়। ও মরুক বাঁচুক, আমি জানতে চাই না।" এবার আমার পালা।

"মিস্টাব, আপনি পালান।'

"আপনাব ভাই কোথায় ?"

"পাহাড়ে জঙ্গলে আছে কোথাও। কি কবে জানব। জানলে আমি নিজে ধবে আনতাম। আমাব পিক-আপ ট্রাকটা নিয়ে গেছে।"

মিসেস ডোনাটো বলে উঠল।

"নিয়ে নেয় নি, ধাব করেছে। ঠিক ফেবত আনবে। ও তোমার সঙ্গে কথা কইতে চায়।"

"আপনি ওকে দেখেছেন, মিসেস ডোনাটো ?'

মহিলার চোখেব ওপর পর্দা নেমে এল।

"আমি কিছু বলি নি।"

"আমি বোধহয় ভুল বুঝেছি। আমবা কি অন্য কোথাও গিযে আলোচনা কবতে পাবি ? আমাব কতগুলো প্রশ্ন ছিল।"

"কি ব্যাপাবে ?'

"সম্ভবত আপনার পরিচিত কিছু লোক সম্বন্ধে। একজনেব নাম ল্যাবি গেইনস্। ফুটহিল ক্লাবে লাইফ-গার্ডের কাজ কবে।'

"আমি ওখানে কোন দিন যাই নি। ওখানে কাউকে চিনি না।"

"তুমি টোনি পাডিলাকে চেন"—মহিলাব ভাশুব নাক গলাল। তাব চোখে কি একটা ইঙ্গিত।

"সে কে মিস্টাব ডোনাটো ?"

"ফুটহিল ক্লাবে যে বাবের তত্ত্বাবধান কবে।'

"তার সঙ্গে এই ব্যাপারেব কি সম্বন্ধ ?"

"কিছুই না—ডোনাটোব মুখ ভাবলেশহীন, —

"আমাদেরও কোন সম্বন্ধ নেই, এখন আমাদের একটু ছেড়ে দিন, মিস্টার, কি বলেন ? দেখছেন তো আমাব সংসাবে কত অশান্তি। এখন বাইরেব লোকজন আসবাব সময় নয়।"

আস্তে, ভদ্রভাবে ও আমাব মুখের উপর দরজা বন্ধ কবে দিল।

আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে ফুটহিল ক্লাবে গেলাম, সেখানে পৌছে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিলাম। গাছের ছায়ায় পার্কিং এলাকায় অন্যান্য ক্যাডিল্যাক এবং

স্পোর্টস গাড়ির সঙ্গে দাড়ানো সাধারণ নম্বর-প্লেট লাগানো পুলিসের কাল রঙের মারকুরি গাড়ি। মারকুরি থেকে বেশ দূরে একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে উইল্‌স-এর ডিটেকটিভদের বেরোবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। ফুটহিল ক্লাবে ডিটেকটিভদের উপস্থিতিটাই বেখাপ্পা। ফুটহিল ক্লাবের কোন বাহ্যিক আড়ম্বর নেই, কিন্তু এর ভিতরে বসলে আন্তর্জাতিক ধনীশ্রেণীর প্রভাব আর ক্ষমতা অনুভব করা যায়। ভূতপূর্ব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মতন এদের প্রতিষ্ঠানগুলিতেও সূর্যাস্ত হয় না। ক্লাবের সদস্য হতে প্রথমে লাগে পাঁচ হাজার ডলার এবং সদস্যদের সংখ্যা তিনশোর বেশি করা হয় না। পাঁচ হাজার ডলার থাকলেও অপেক্ষা করতে হবে একজন সদস্যের মৃত্যু অবধি, তারপর রক্ত পরীক্ষা হবে বনেদীয়ানা দেখবার জন্য।

গল্‌ফ কোর্স-এর উনিশ নম্বর হোল্ থেকে দুজন তিনজন করে খেলোয়াড়—সদস্যরা আসতে লাগল। এদের দেখলে মনে হয় যেন এদের জরা, ব্যাধি, মৃত্যু কিছুই নেই। পুরুষদের মুখের চামড়া চকচকে পালিশ করা—আকাপুল্কো থেকে জুয়োন-লে প্যা পর্যন্ত সূর্যকে ধাওয়া করে বেড়ায়। লম্বা-লম্বা পা ফেলে বয়স্কা মহিলারা আসছে, পায়ে টেকসই জুতো, ব্রিটিশ কায়দায় কথা বলছে। কথা মানে নালিশ—মদের দাম বেশি কেন, ক্লাব, সাঁতারের পুলের তাপ নিয়ন্ত্রণ না করে পয়সা বাঁচাচ্ছে কেন।

তাদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করল যে ওই সুপুরুষ লাইফ-গার্ডটি কোথায় গেল। সাদা স্কার্ফ পরা এক সাদা চুল পুরুষ বলল যে তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

ভদ্রলোকটির গলায় পরিতোষ। বলতে লাগল, অমুকের সঙ্গে বড় বেশী মাখামাখি শুরু করেছিল, তবে মহিলারও যথেষ্ট দোষ ছিল। আজকাল অচেনা মুখে ক্লাবটা ছেয়ে গেছে। ক্লাবের আর আগের মত মান-ইজ্জত নেই, পার্কিং এলাকা ঘিরে সিলভার-ডলার ইউক্যালিপ্টাস গাছ। পাতাগুলো শেষ সূর্যালোকে ঝলমল করছে, পাহাড়ের পাদদেশে সন্ধ্যা ঘনিয়ে নীল কুয়াশার মত উপত্যকা দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে। গল্‌ফ কোর্সের ঢালু জায়গাটা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। পশ্চিম আকাশে শুকতারা তার প্রদীপ জ্বেলে দিল।

আশপাশ নিয়ে তিন বিঘে জমি জুড়ে ক্লাব বাড়িটা। লাল টালির ছাদ। বহু ঢুকবার বেরুবার পথ।

পারিপার্শ্বিক পাহাড ও গাছপালার মতন ক্লাব বাড়িটাও যেন সীমার বাঁধন মুক্ত। নিজেকে এই সব কিছুর অংশ মনে হতে লাগল। ঠিক যেন এই পাহাড় জঙ্গলের কোন বন্য জন্তু আমি।

শহরের রাস্তা দিয়ে একটা গাডি আসছে। পার্কিং এলাকায় ঢুকে পাথরেব থামগুলির কাছে গাড়িটা দাঁড়াল।

একজন লোক গাড়ি থেকে নেমে আমার দিকে ব্যস্তভাবে হেঁটে এল।

"গাড়িটা পার্ক কর।"

বেশ বেঁটে এবং চওড়া চেহারা। মুখটাও চওড়া, বুকের খাঁচ পায়রাদের মত উঁচু। হাল্কা রঙেব স্যুট, হলুদ টাই, হাল্কা রঙের টুপি তাতে হলুদ রঙেব ব্যাণ্ড। গলাটা জাহাজের ফগহর্নের মতন আব মুখের গন্ধ যেন কোন শুঁড়িখানার বন্ধ ঘরের মত।

"তুমি কি কালা নাকি?'

আমার মেজাজও রুক্ষ। নিজেকে খুব হতচ্ছাডা মনে হচ্ছিল। তবুও নরম স্বরেই বললাম—

"আমি পার্কিং করি না। নিজে করুন।"

লোকটা নড়ল না।

"তবে কি আপনি ম্যানেজার?" ও বলে চলল। "বেশ জায়গাটা। আমার নিজের এরকম একটা ক্লাব দরকার। উঁচু দবের, অনেক মালদাব মক্কেল, জায়গাটাও নিরিবিলি। আমি সোনার খনি বানিয়ে ফেলতে পারতাম, সপ্তাহে রোজগাব কত হয়?'

"আমি পরিচালকদের কেউ নই।"

"ও, আচ্ছা।"

লোকটা কোন কারণে ভাবল যে আমিও একজন সদস্য আর ওকে তুচ্ছ করছি। নিজের গাড়িটা দেখিয়ে বলল—

"এই গাড়ি দেখে আমাকে বিচার করবেন না। ওটা ভাডা করা। বাডিতে আমার চার গাড়ির গ্যারাজ আছে। সব ক্যাডিল্যাকে ভর্তি। গর্ব করছি না, তবুও বলতে পারি যে আজ রাত্রেই নগদ টাকায় এই জায়গাটা কিনে ফেলতে পারি।"

"খুব ভাল কথা। জমি বেচাকেনার ব্যবসায়ে আছেন বুঝি।"

"তা বলতে পারেন। আমার নাম সালামান।"

করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিল। আমি নিলাম না। মরা মাছের মত হাতটা শূন্যে ঝুলে রইল।

"ঠিক আছে, ক্যালিফোর্নিয়ায় আগে আসি নি, তবে যেমন শুনেছিলাম যে খুব মিশুকে জায়গা, তেমন মনে হচ্ছে না।"

"আপনি কোথা থেকে আসছেন, মিস্টার সালামান?"

"মিয়ামি, ফ্লোরিডা। ওখানে আমার বহু ব্যবসা আছে। প্লেনে করে এখানে এলাম—কিছুটা ব্যবসার খাতিরে, কিছুটা আমোদের জন্য। খরচা সব ট্যাক্সের খাতা থেকে বাদ যাবে, এখানে হোলি মে বলে কোন সদস্য আছে?"

"হোলি মে?"

"আপনি হয়ত মিসেস ফার্গুসন নামে চেনেন। আমাদের—বন্ধুত্ব কাটবার পরে এই নামেই কাকে বিয়ে করেছে। যদি আপনাকে খুলে বলতেই হয়, বড়সড় ব্লণ্ড মেয়েদের আমার খুব পছন্দ।"

"ও, আচ্ছা।"

"আপনি চেনেন ওকে?"

"সত্যি বলতে কি, চিনি না।"

"ও তো এখানের সদস্য। কাগজে তাই লিখেছে। আর লিখেছে যে কোন লাইফ-গার্ডকে নিয়ে খুব মেতেছে।"

প্রায় আমার গা ঘেঁষে মুখের উপর বকবক করে চলেছে। অল্প জোর দিয়ে ওকে ঠেলে দিলাম।

"হাত সরাও। খুলি উড়িয়ে দেব!"

ওর হাত কোটের নিচে থেকে কি একটা জিনিস টেনে বার করছে। হঠাৎ থেমে গেল। আমি রুক্ষ কর্কশ গলায় বললাম,

"চলে যান। যে খাঁচা থেকে এসেছেন, সেখানে ফেরত যান।"

আশ্চর্য কথা যে সে তাই করল।

ছয়

ক্লাব বাড়ির থেকে তিনজন লোক পার্কিং এলাকার দিকে আসছে। তার মধ্যে দুজন হল সাদাপোশাকী পুলিস।

তৃতীয় জন ডিনার জ্যাকেট পরা—বেশ চটপটে ভাব। সে পুলিসদের গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিল। দুঃখ প্রকাশ করল কারণ সে ওদের মনের মত সাহায্য করতে পারে নি, পুলিসরা চলে গেল, তৃতীয় জন ক্লাবের দিকে চলে গেল, এবং আমি ঠিক দরজার কাছে ওকে ধরলাম।

"আমার নাম উইলিয়াম গানারসন, একজন স্থানীয় অ্যাটর্নি। আমার এক মক্কেল এই ক্লাবের এক কর্মচারীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। আপনি কি ম্যানেজার?"

লোকটার উজ্জ্বল, করুণ চোখ আমার উপর। অন্য লোকদের আমোদ-প্রমোদের ঝক্কি সামলাতে সামলাতে ওর অদ্ভুত এক স্নায়বিক প্রশান্তি এসে গেছে।

"আজ রাতে আমি। কাল হয়ত চাকরি খুঁজতে বেরুতে হবে। আমরা, যারা মৃত্যুপথযাত্রী, আপনাদের অভিনন্দন জানাই। আবার গেইনস নিশ্চয়? হতচ্ছাড়া গেইনস্?"

"দুঃখের কথা, হ্যাঁ।"

"গেইনস্ আমাদের ভূতপূর্ব কর্মচারী। গত সপ্তাহে ওকে বরখাস্ত করেছি। আশা করতে শুরু করেছিলাম যে ওর নাম আর শুনতে হবে না, ও বিদায় হয়েছে। আবার এই ব্যাপার।"

পুলিসরা যেদিকে গেছে সেদিকে হাত দিয়ে দেখাল।

"গণ্ডগোলটা কি?"

"আপনি নিশ্চয় আমার থেকে বেশী জানবেন। কি চুরির ব্যাপারে সন্দেহে পড়েছে। দুজন ডিটেকটিভের সঙ্গে কথা বলছিলাম কিন্তু ওরা কিছুই বলতে চাইল না।"

"আমরা বোধহয় কিছু খবরাখবর বিনিময় করতে পারি।"

"নিশ্চয়। আমার নাম বিডওয়েল। আপনার নাম গানারসন বললেন, তাই না?"

"বিল গানারসন।"

ওর অফিসের দেয়াল ওক্ প্যানেলের, মোটা কার্পেট, ভারি রঙের আসবাব-পত্র ছড়ানো। ডেস্কের এক কোণে একটা প্লেটের উপর ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া মাংস জমে আছে—খাওয়া হয় নি। আমরা দুজন ডেস্কের দুধারে। যতটা বলার দরকার বললাম, তারপর প্রশ্ন করলাম।

"আপনি কি বলতে পারেন গেইনস্ শহর ছেড়ে চলে গেছে কি না?"

"তাই শুনলাম, মানে পুলিস সে রকম বোঝাতে চাইল তবে অবস্থা বিচার করে দেখলে তাতে আর আশ্চয কি।"

"মানে ওকে যে জেরা করার জন্য খোঁজা হচ্ছে সেই জন্য?'

"তা, এবং অন্যান্য ঝামেলা।"

"ওকে কেন বরখাস্ত করেছিলেন?"

"সে কারণটা আমি বলতে পারব না। অন্য লোক জড়িত আছে। ধরে নিন যে একজন সদস্য জেদ করাতে বরখাস্ত করতে হল।"

আমি মানলাম না।

"এ গুজব কি সত্যি যে ও একজন মহিলার সঙ্গে বেশী অন্তরঙ্গ হয়ে পড়ছিল?"

বিডওয়েল চেয়ার নিয়ে ঘুরে বসল।

"হে ভগবান! একথা কি শহরময় বাষ্ট্র হয়েছে?"

"আমি শুনেছি।"

"তেমন কিছু নয়। একজন সদস্যের স্ত্রীর উপর বেশি মনোযোগ দিচ্ছিল। সে খুব খাতির করছিল এবং মহিলাটিও হয়ত তার সুযোগ নিচ্ছিল। মহিলাটির স্বামী ব্যাপারটা শুনে প্রতিবাদ করে। তাই আমি বরখাস্ত করি। ভালই হয়েছে যে পুলিসের তদন্ত শুরু হওয়ার আগেই বরখাস্ত করেছি।"

"গেইনস্-এর হাবভাবে কি মনে হত যে ও নিজের চাকরিটা ওর অন্যান্য ক্রিমিন্যাল কাজের জন্য ব্যবহার করত? যেমন ধরুন, কার বাড়িতে চুরি করা সম্ভব, তা বুঝে দেখার জন্যে?"

"পুলিসও তাই জিজ্ঞাসা করেছিল। আমি কিছু বলিনি। কিন্তু ওরা

বলল যে গত ছ'মাসে আমাদের তুজন সদস্যের বাড়িতে চুরি হয়েছে। সবচেয়ে সম্প্রতি চুরি হয়েছে হ্যাম্পশায়ারদের বাড়িতে।"

"গেইনস্‌কে কিভাবে প্রথম চাকরিতে নেন?"

"বুঝতে পারি নি। আমার খুব গর্ব ছিল যে আমি খুব লোক চিনি, কিন্তু ল্যারি গেইনস্‌ আমাকে বোকা বানাল। সুন্দর কথা বলত। ওকে নেবার বিশেষ কারণ হল যে একটা কলেজ ওকে পাঠায়। আমাদের লাইফ-গার্ডরা বেশির ভাগই বুয়েনাভিস্টা কলেজ থেকে আসে। হয়ত সেই কারণেই গেইনস্‌ ওই কলেজে ঢুকেছিল।"

"ওই কলেজে ওর নাম লেখানো আছে?"

"তাই শুনলাম। কয়েকদিন কি কয়েক সপ্তাহ পরেই ও কলেজ ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু আমরা ধরেই নিলাম যে তখনো ও কলেজের ছাত্র। ওর অবশ্য ছাত্র হিসাবে বয়স একটু বেশি ছিল, তা ওরকম আজকাল প্রায়ই দেখা যায়।

"হ্যাঁ জানি। আমি নিজেও কোরিয়ার যুদ্ধের পর কলেজ আর আইন পড়া শেষ করি।"

"তাই নাকি? আমার কলেজ পর্যন্ত পৌঁছানো হয় নি। তাই বোধহয় শিক্ষার্থী ছেলেমেয়েদের জন্য আমার সহানুভূতি আছে, গেইনস্‌ আমার এবং অন্যদেরও সহানুভূতির সুযোগ নিয়েছিল। বেশ কয়েকজন সদস্য ওর লেখাপড়া শেখার চেষ্টা দেখে মুগ্ধ হয়েছিল।"

"ওর চেহারার বর্ণনা দিতে পারেন?"

"তার চেয়ে ভাল কাজ করতে পারি। পুলিস ওর যত ছবি আছে তা যোগাড় করতে বলেছিল। গেইনস্‌ নিজের ছবি খুব তোলাত। নিজেও অনেক ছবি তুলত।"

ডেস্কের ড্রয়ার থেকে পাঁচ-ছ'টা ছবি বার করে দিল। বেশিরভাগ ছবিতে গেইনস্‌ সাঁতারের পোশাক পরে। সরু কোমর, চওড়া কাঁধ। অভিনেতার ভঙ্গিতে দাঁড়ানো, লাজুক ভাব আত্মতুষ্টির আবরণ দিয়ে ঢাকা। এ রকম হাবভাব দেখলেই আমার সন্দেহ হয়। চুল কদমছাঁট। মুখে একটু আদুরে ভাব, চোখতুটো নিষ্প্রভ। ওর পোশাক, গায়ের তামাটে রঙ, মাংসপেশী সব সত্ত্বেও মনে হয় এই লোকটা সূর্যালোক পছন্দ করে না। বয়স হবে পঁচিশ-ছাব্বিশ।

একটা রেখে বাকি ছবিগুলো ফেরত দিলাম।

"সদস্যদের লিস্টটা দেখতে পারি ?"

ওর ডেস্কের উপরেই ছিল, আমার দিকে ঠেলে দিল। ফুলস্‌ক্যাপ কাগজে অনেকগুলো পাতা। বর্ণমালা অনুযায়ী সাজানো নামগুলো। প্রত্যেকটা নামের আগে একটা নম্বর। প্যাট্রিক হ্যাম্পশায়ার হল ৩৪৫ নম্বর; কর্নেল আয়ান ফার্গুসন ৪৫৯।

"ক'জন সদস্য আছে ?"

"আমাদের নিয়ম অনুযায়ী তিনশ'র বেশি রাখা যায় না। গোড়ায় এক থেকে তিনশ নম্বর পর্যন্ত ছিল। যদি কোন সদস্য ছেড়ে দেন, তাহলে তাঁর নম্বরটাও আর ব্যবহার করা হয় না, তালিকায় এখন ৪৬১ পযন্ত নম্বর আছে। তার মানে কাব গঠন হওয়ার থেকে ১৬১ জন সদস্য ছেডেছেন আর নতুন ১৬১ জন যোগদান করেছেন!"

"গেইনস কি হ্যাম্পশায়ারদের সঙ্গে মেলামেশা করত ?"

"হ্যাঁ তা করত বটে। হ্যাম্পশায়াবদের বাচ্চাদের তাদের নিজেদের পুলে সাঁতার শেখাত।"

"ফার্গুসনদের সাথে ?"

"ওদের বাড়িও চুরি গেছে শুনিনি তো ?"

"আমিও না। ওদেব নম্বব ৪৫৯, তার মানে ওরা অল্পদিন আগে সদস্য হয়েছে, তাই না ?"

"হ্যাঁ। ওদের নেওয়া কমিটির দোষ, তবে আমার প্রতিরোধ করার ক্ষমতা ছিল। আমার সে ক্ষমতা ব্যবহার করা উচিত ছিল।"

"কেন ?"

"আপনি নিশ্চয় জানেন কেন।"

সে হেঁটে দেয়াল পযন্ত গেল, হঠাৎ করে ঘুরে দাড়াল যেন দেয়ালে কোন হাতের লেখা দেখতে পেয়েছে। ডেস্কের কাছে এসে আঙুলের উপর ভর দিয়ে আমার উপর ঝুঁকে দাঁড়াল।

"কথা লুকিয়ে কি হবে ?"

"আমি তো কিছু লুকাই নি।"

"ঠিক আছে। আমি লুকিয়েছি, ক্ষমা চাইছি। অবস্থা সাংঘাতিক!

"কি অবস্থা ? মানে কর্নেল ফার্গুসন ও তাঁর স্ত্রীর মধ্যে ?"

"সেটাও বটে। আপনি দেখছি কিছু-কিছু জানেন। তা হলে খুলেই বলি। এই ক্লাবে একটা বিরাট কেলেঙ্কারি ঘটতে চলেছে। আমি চেষ্টা করছি ঝামেলা এড়াবার। "এইটা দেখুন।"

বিডওয়েল ডেস্কের ড্রয়ার খুলে খবরের কাগজের কাটিং বার করল। কাগজটা খুলে ব্লটারের উপর রাখল। ওর হাত কাঁপছে। এই কাগজে মিসেস ফার্গুসন আর ল্যারি গেইনস্-এর ঢলাঢলি নিয়ে কয়েক কলম লেখা।

আমার কাঁধের উপর দিয়ে বিডওয়েল পড়ছে আর গোঙাচ্ছে। সে বলল—

"এটা গত সপ্তাহে সিণ্ডিকেটেড কলমে বেরিয়েছে। তার মানে সারা আমেরিকা এখন জানে।"

"হোক না। এটাতে কি প্রমাণ হচ্ছে।"

"প্রমাণ না হোক, আমাদের নাম খারাপ হল। আচ্ছা, আমি কি আপনার উপর নির্ভর করতে পারি ?"

"কি করতে হবে ?"

"আমাকে আপনি আজ যা যা বললেন সেটা আর কাউকে বলবেন না।"

"ঠিক আছে, তাই হবে তবে যতক্ষণ আমার মক্কেলের স্বার্থে ঘা না লাগে। আমি কথা দিচ্ছি।"

"আপনার মক্কেলের স্বার্থে কি করে ঘা লাগবে ?"

"ওর উপর সন্দেহ হয়েছে যে ও গেইনস্-এর কাজকর্মে লিপ্ত ছিল। ও জড়িত ছিল ঠিকই, তবে তাতে কোন দোষ ছিল না, ও গেইনস-এর প্রেমে পড়েছিল।"

"অ্যাঁ, আরেকজন প্রেমে পড়েছিল ? ছেলেটা পারে কি করে ! মানলাম ও সুপুরুষ, কিন্তু ওই পযন্তই। ও একেবারেই যা তা !"

"কারুর ও রকম লোকই ভাল লাগে। মনে হয় মিসেস ফার্গুসন ওই ধরনের।"

"স্বামী স্ত্রী-ও খুব আহমরি না। গত বছরে আমি দুটো মারাত্মক ভুল করেছি, গেইনস্কে কাজে নেওয়া আর ফার্গুসনদের সদস্য করা।

"ওতে খারাপ কি আর হয়েছে।"

"হয়েছেই তো। আমার জীবন বিপন্ন।

"কে, গেইনস্ ?"

"তা নয়। ও তো চলে গেছে, ওরা এতক্ষণে আকাপুল্কো কিংবা হাওয়াইএ।

"ওরা মানে ?"

"আমি ভেবেছিলাম আপনি জানেন। গেইনস্-এর সঙ্গে হোলি মে'ও চলে গেছে। আর কর্নেল ফার্গুসন আমাকে দোষ দিচ্ছে। উনি এখন বারে বসে বাই-হুইস্কি টানছেন। বোধহয় আমাকে মারবার জন্য সাহস সঞ্চয় করছেন।"

"আপনি ঠিক বলছেন, বিডওয়েল ?"

"লোকটা পাগল। স্ত্রী যাওয়ার পর থেকে অনবরত মদ খেয়ে যাচ্ছে, আর ওর মাথায় ঢুকেছে যে সব জিনিসের জন্য আমি দায়ী।"

"মেয়েটি কবে চলে গেছে !"

"গতকাল রাত্রে। এখান থেকেই। স্বামীর সঙ্গে ডিনার খাচ্ছিল। এমন সময় ওর একটা ফোন এল, ফোন ধরল। তারপর হেঁটে ক্লাব থেকে বেরিয়ে গেল। গেইনস্ পার্কিং এলাকায় অপেক্ষা করছিল।"

"আপনি সেটা কি করে জানলেন।"

"একজন সদস্য দেখেছিল। পরে আমাকে বলে।"

"পুলিসকে বলেছন ?"

"মোটেই না। এবকম কেলেঙ্কারী মিস্টার গানারসন। মিসিসিপি নদীর পশ্চিম এলাকায় এটা সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ক্লাব ।"

"আর তা থাকবে না যদি একজন সদস্য ক্লাবের ম্যানেজারকে গুলি করে। আর গুলি করার কারণ কি ? সে একজন লাইফ-গার্ডের সঙ্গে চক্রান্ত করেছে হেলি মে'র সতীত্ব হরণের জন্য।"

"বলবেন না, বলবেন না"—সে চোখ বুজে কাঁপতে শুরু করল—"অন্তত গুলি যদি করে তা হলেও আমার দুশ্চিন্তার অবসান হয়।"

"তাই চান মনে হচ্ছে ?"

এবার চোখ খুলল—"প্রায় তাই চাই।"

"ফার্গুসনের কাছে বন্দুক আছে ?"

"রাশি রাশি—অস্ত্রাগার আছে বলতে পারেন। বড় শিকারী ছিল। শিকারে সত্যিই মজা পায়।"

"আপনি বরং বাড়ি যান।"

"উনি আমার বাড়ি চেনেন। আজ সাত সকালে হাজির হয়েছিলেন। দরজার বাইরে থেকে চেঁচাচ্ছিলেন।"

"পুলিসে ধরিয়ে দিন। মনে হচ্ছে বিপদ ঘটাবে।"

"তা ঠিক। কিন্তু আমি কিছুতেই পুলিসকে এই ব্যাপারে টানব না। অনেক কিছু বিপন্ন হবে।"

"কি।"

"ক্লাবের সুনাম। অ্যাবারনেথি আত্মহত্যার চুক্তির পর এমন কেচ্ছা আর হয় নি, আর ওই কেচ্ছাও হয়েছিল আমি আসার আগে। এখন আশায় আশায় বসে আছি যে শেষ মুহূর্তে কোন মতে যদি উদ্ধার পাওয়া যায়।"

"তাই আশা করা যাক, মিস্টার বিডওয়েল।"

"আমাকে আর্থার বলে ডাকুন। দাঁড়ান, আপনাকে একটা ড্রিঙ্ক ঢেলে দি।"

"না, না, দরকার নেই।"

বিডওয়েলের ফোন বেজে উঠল। খুব কষ্ট করে ও রিসিভারটা তুলল, যেন ভারি লোহার ডাম্বেল। কিছুক্ষণ কান পেতে শুনে বিডওয়েল বলল—

"সর্বনাশ! পাডিলা তোমাকে বললাম ওকে আটকাতে। না! ওদের ডেক না—আমার হুকুম!"

লাফ দিয়ে উঠে ও দরজার তালা বন্ধ করে দিল। দরজায় হাত দুদিকে ছড়িয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল যেন যিশুর মত ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার জন্য প্রস্তুত।

"পাডিলা বলল উনি এদিকে আসছেন।"

"দরজা থেকে সরে দাঁড়ান। পাডিলা কে?"

"বারটেণ্ডার। ফার্গুসন ওকে বলেছেন যে উনি আর অপেক্ষা করবেন না। আপনি ওঁর সঙ্গে কথা বলুন। বোঝান আমার কোন দোষ নেই। আমি ওঁর স্ত্রীর চলে যাওয়ার ব্যাপারে জড়িত নই।"

"ওঁর এমন ধারণা হল কি করে?"

"উন্মাদ, তাই বলে। ছোট জিনিসকে এত বড় করে তোলেন! আমি ওঁর স্ত্রীকে ফোন ধরবার জন্য আমার অফিসে ডেকেছিলাম।"

"গেইনস ফোন করেছিল?"

"তা যদি হয় তবে ও নিজের গলা পাল্টে কথা বলছিল। আমি

ভেবেছিলাম কোন মহিলা কথা বলছে—কোন অপবিচিত গলা। কিন্তু ফার্গুসন ভাবছেন যে আমি গেইনস-এর সঙ্গে চক্রান্ত করেছি যেহেতু আমি ওঁর স্ত্রীকে ডাইনিং রুম থেকে ডেকে আনি।"

দরজার ওপাশ থেকে গলা শোনা গেল।

"আমি তোমার গলা শুনতে পাচ্ছি, বিডওয়েল।"

বিডওয়েল যেন শক্ খাওয়ার মত লাফিয়ে উঠল। তারপর দেয়ালে হেলান দিয়ে অসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল যেন শকে মরে গেছে।

"তোমার গলা না শুনলেও তোমার গন্ধ পাব।" দরজার কড়া কে যেন ঝাঁকাচ্ছে।

"ঢুকতে দাও, ভীতু শুয়ার। বিডওয়েল, শুয়ার, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই। আর কি ব্যাপারে সেটা তুমি জান, বিডওয়েল।"

এক একবার নিজের নাম উচ্চারিত হচ্ছে আর বিডওয়েল কেঁপে উঠছে। আমাকে অনুনয় করে বলল।

"আপনি কথা বলুন। আমি কথা বললে আরো খেপে যাবে। আপনি উকিল—কি করে লোকের সঙ্গে কথা বলতে হয় আপনি জানেন।"

"আপনার দরকার একটি দেহরক্ষী।"

ফার্গুসন দরজায় লাথি মারল।

"দরজা খোল, বিডওয়েল, না হলে লাথি মেরে ভেঙে ফেলব।"

আবার লাথি। একটা পাল্লা চিড় খেয়ে গেল। বিড য়েল' উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বলল "আপনি বাইরে গিয়ে ওঁর সঙ্গে কথা বলুন। আপনার কি ভয়? আপনার ওপর তো ওঁর রাগ নেই?"

ফার্গুসনের তিন নম্বর লাথিতে ফাটা পাল্লাটা ভেঙে গেল। আমি একপাশে সরে দরজাটা খুলে দিলাম।

হুড়মুড় করে ফার্গুসন ঘরে ঢুকে পড়ল। বয়স বছর পঞ্চাশেক, বড়সড় চেহারা, হ্যারিস টুইডের জামাকাপড় পরে কেমন লোমশ দেখাচ্ছে। মুখটা ঘোড়ার মত লম্বা। ছোট ছোট চোখ—মোটা ভুরুর নিচে গভীর কোটরে বসানো। ঘরের চারিদিকে কটমট করে চাইল।

"কোথায় গেল—ব্যাটা কোটনা, শুয়ার কোথায় গেল!"

দরজার পিছনে বিডওয়েল। চুপ করে দাঁড়িয়ে। আমি বাধা দিলাম।

"ভাষাটা বড় কড়া হয়ে যাচ্ছে।"

ফার্গুসন ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখল। ঘুরতে গিয়ে টাল সামলাতে না পেয়ে দরজায় ধাক্কা খেল। পকেটে রাখা একটা ভারি জিনিস দরজার পাল্লায় ঠক করে লাগল।

"বন্দুকটা আমায় দিয়ে দিন, কর্নেল। গুলি ছুটে আপনারই কোমরে লাগবে জখমটা গুরুতর হতে পারে।"

"আমি বন্দুক চালাতে জানি।"

"তাহলেও বরং আমায় দিন, অন্তত এখনকার মত। আপনি নিশ্চয় কাউকে জখম করতে চান না।"

"চাই না মানে? বিডওয়েলকে ঠিক জখম করব। ওর লাশ ঝাঁঝরা করে দেব। তারপর ওর চামড়া ছাড়িয়ে ওর বাড়ির দরজায় ঝুলিয়ে দেব।"

"না, আপনি তা করবেন না। আমি একজন অ্যাটর্নি এবং আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করছি। এবার বন্দুকটা দিন।"

"যান, যান, দেখে তো মনে হচ্ছে আরেকটা বিডওয়েলর পোষা বউ ভাগানো লম্পট।"

আমার দিকে তেড়ে আসতে গিয়ে আবার টাল হারাল। কোন মতে দরজা ধরে নিজেকে বাঁচাতে দরজাটা কিছুটা বন্ধ হয়ে গেল। দেখা গেল পিছনে দাঁড়ান বিডওয়েল। ফার্গুসন পকেটে হাত ঢোকাল।

"আমি ফার্গুসনের শার্টের কলার ধরে নিজের দিকে হ্যাঁচকা টান মেরে ডান হাত দিয়ে চিবুকে ঘুষি মারলাম।

ফার্গুসন সোজা হয়ে, কিছুটা হেঁটে বিডওয়েলের ডেস্ক পর্যন্ত পৌছল। গোড়ালির উপর অর্ধেকটা ঘুরে ধপ করে বিডওয়েলের চেয়ারে বসে পড়ল। তারপর অজ্ঞান হয়ে গেল। চেয়ার থেকে ও কার্পেটের উপর পড়ল।

বিডওয়েল আবার তটস্থ।

"এ কি করলেন! এবার উনি আমাদের নামে মামলা ঠুকে দেবেন।"

"আগে আমরা মামলা ঠুকে দেব।"

"অসম্ভব! কুড়ি মিলিয়ন ডলারের সঙ্গে মামলা করা যায় না। উনি দেশের সবচেয়ে বিখ্যাত উকিলদের নিয়োগ করবেন।"

"আপনি সেরকম একজন উকিলের সঙ্গে কথা বলছেন।"

"কিন্তু উনি তো আমাকে কিছু করেন নি।"

"আপনার যেন দুঃখ হয়েছে।"

বিডওয়েল আমার দিকে বিষণ্ণভাবে তাকাল।

"আমার জান বাঁচানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। কিন্তু আমার ব্যাপারটা একদম ভাল লাগছে না।"

আমি শোয়া লোকটার পাশে বসে ওর পকেট থেকে বন্দুকটা বার করলাম। মাঝারি ক্যালিবারের বেঁটে নলের অটোম্যাটিক। গুলি ভরা। বিডওয়েলকে দেখালাম।

দরজা থেকে একজন বলে উঠল।

"পিস্তলটা নিয়েছেন? ঘণ্টা দুয়েক আগে আমি একটা পিস্তল ওর কাছ থেকে নিয়ে নিই। বোধহয় গাড়িতে আরেকটা ছিল।"

"পাডিলা, ভিতরে এস না।"

"আজ্ঞে।" এই বলে পাডিলা হাসতে হাসতে ভিতরে এল। কোঁকড়া চুল, অল্প বয়স, একটা কান বাঁকা, বারটেণ্ডারের সাদা জ্যাকেট পরা। অভিজ্ঞ চোখ দিয়ে ফার্গুসনকে দেখল।

"ওঁর থুতনি কাটা। ওঁকে মারতে হয়েছিল?"

"তখন দরকার মনে হয়েছিল, অবশ্য মিস্টার বিডওয়েল তার চেয়ে গুলি খাওয়াই পছন্দ করতেন। কিন্তু সুন্দর কার্পেটটা রক্ত লেগে নষ্ট হয়ে যেত।"

বিডওয়েল বলল, মজার কথা নয়। এখন ওঁকে নিয়ে কি করব?"

পাডিলা হেসে বলল, "ঘুমোতে দিন।"

"এখানে, আমার আমার অফিসে না।"

"না, ওঁকে বাড়ি নিয়ে যাব। আপনি ফ্রাঙ্ককে বলুন বার সামলাতে। আমরা ওঁকে বাড়ি নিয়ে শুইয়ে দেব। সকালে কিছু মনেও থাকবে না। ভাববেন দাড়ি কামাতে গিয়ে কেটে গেছে।"

"কি করে জানলে?"

"আমি ওঁকে মদ দিচ্ছিলাম। ছ'টা থেকে একটা বড় বোতল হুইস্কি খেয়েছেন। আমিও খাইয়ে যাচ্ছিলাম যদি উনি অজ্ঞান হয়ে যান! তবে পেট করেছেন মদের পিপের মত।"

নিচু হয়ে ফার্গুসনের পেটে আঙুল দিয়ে ও খোঁচা মারল।

ঘুমের মধ্যে ফার্গুসন হাসল।

সাত

পাভিলা ফার্গুসনের বাড়ি চিনত। ও বলল যে এর আগেও সে ফার্গুসনের নীল রঙের ইম্পিরিয়্যাল গাড়িটা বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে। আমিও ওর সঙ্গে গেলাম।

"তুমি কি ল্যারি গেইনসকে জানতে ?"

"আমাদের প্রাক্তন লাইফ-গার্ড ? হ্যাঁ, তবে ওকে আমাব তেমন সুবিধের ঠেকে-নি। আসার এক সপ্তাহের মধ্যে আমার সঙ্গে ওর গণ্ডগোল লাগে। ষোল বছরের একটি মেয়েকে মদ কিনে দিতে যাচ্ছিল। আমি ওকে বার থেকে বের করে দেই।"

বোতাম টিপে গাড়ির সামনের বাঁদিকের জানালাটা খুলে দিল। বাইরে থুথু ফেলে আবার জানালা বন্ধ করে দিল। ঘাড ফিরিয়ে পিছনে শোয়া ফার্গুসনকে দেখল।

"হাওয়া না ঢোকাই ভাল। ওঁব জ্ঞান ফিরে আসতে পারে। ব্যাটা মদ খেতেও পারে বটে।"

আমি একবার ঘুরে দেখলাম। ফার্গুসন শান্তিতে ঘুমোচ্ছে।

"তুমি মিসেস ফার্গুসনকে চেনো নিশ্চয়।"

"হ্যাঁ। চমৎকার মহিলা। কর্মচারিদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে, মদ খেয়ে নিজেকে সংযত রাখে। আমার মতে সত্যিই ভদ্র মহিলা। পাম্ স্প্রিং-এর ওয়েসিস ক্লাবে হলিউডের বহু লোকদের দেখেছি। একটু মদ গিললেই নিজেদের রাজা মনে করে। কিন্তু হোলি—মানে মিসেস ফার্গুসন তা করে না।"

"তুমি তাকে হোলি বলে ডাক ?'

"হ্যাঁ, সেও আমাকে টোনি বলে ডাকে। তাতে কি আসে যায়। খুব মিশুকে।"

"ল্যারি গেইনস-এর সঙ্গে ও খুব মিশত ?"

"তাই শুনছি।" ওর গলায় নৈরাশ্যের স্বর—

"আমি ওদের এক সঙ্গে দেখি নি। গেইনস আমাকে এড়িয়ে চলত। কিছু ঘটছিল—তবে লোকে যা ভাবে তা নয়। গত ছ'মাসে আমি হোলিকে অনেক বাব দেখেছি। অনেক পাকা লম্পটদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। ও ও-ধরনের মেয়ে নয়।"

"আমি অন্য রকম শুনেছি।"

পাডিলা রেগেই বলল, "আমি জান কিছু লোক ওকে দেখতে পাবে না। তাতে কি? এর কোন ত্রুটি নেই এমন বলি;নি। আমি শুধু বলছি যে ও বজ্জাতি করে বেড়াত না। স্বামীকে সত্যি ভালবাসত। লোকটা দেখতে কিছু ভাল না, তবে নিশ্চয় কোন গুণ আছে। ও ঘরে ঢুকলে মেয়েটা কেমন খুশিতে ভরে যেত।"

"তবে ও চলে গেল কেন?"

"আমার মনে হয় না ও চলে গেছে মিস্টার গানারসন! আমার মনে হয় ওর কিছু ঘটেছে। এই পার্টিতে মজা করছিল—পরের মিনিটে উধাও হয়ে গেল?·

"গেল কোথায?"

"জানি না। বারে ভীষণ ব্যস্ত ছিলাম। কখন গেল দেখি নি। শুধু জানি যে আর ফিবে আসে নি। ওর স্বামী খুব চিন্তিত। তাই এমন পাগলামি করছে।"

"মেয়েটার কি হতে পারে?

"মিস্টাব গানারসন, আপনি আমার মত এই শহরকে চেনেন না। আমার এখানে জন্ম—ওই পেলি স্ট্রীটের শেষে। এখানেব কিছু লোক আপনার পকেটের খুচরো পয়সার জন্য আপনাকে খতম করতে পারে। আর সেই রাত্রে হোলি—মিসেস ফার্গুসন—পঞ্চাশ হাজার ডলারের মত হীরের গয়না পরেছিল।"

ওর গয়নার দাম তুমি জানলে কি করে?"

"আবার আমাকে সন্দেহ করবেন না। ওই আমাকে বলেছিল, ওর স্বামী ওকে উপহার দিয়েছিল আর ও তাই নিয়ে খুব গর্ব করছিল। আমি ওকে সাবধান হতে বলেছিলাম, যেন এসব কথা না বলে। ফুটহিল ক্লাবেও এসব কথা বলা ঠিক না, আপনার কি মনে হয় গেইনস ওই গয়নাগুলোর লোভে ওর পেছু নেয়?"

"হতে পারে"—হোলি মে'র দুরকম চিত্র পাচ্ছি। কিন্তু দুটো ছবি এক হয়ে একজন সম্পূর্ণ মেয়ে হচ্ছে না, যাকে বোঝা যায়। তোমার সন্দেহ অন্য কারুর কাছে প্রকাশ করেছ?"

"আমার সহকারী ক্র্যাঙ্কি-কে বলেছি। মিস্টার বিডওয়েলকে বলতে গেছিলাম, উনি কানই দিলেন না। আর কর্নেলের মাথায় এখন বহু অন্য চিন্তা।"

"কর্নেলের কি ধারণা যে ওঁর স্ত্রীকে কেউ মেরে ফেলেছে?"

"হয়ত তাই ভাবে ও। কিন্তু নিজের কাছেও সেটা স্বীকার করবে না। যতক্ষণ ভাবছে যে সে অন্য পুরুষের সঙ্গে পালিয়েছে ততক্ষণ রেগে থাকবে—ভয় পাবে না।"

"তুমি তো বেশ একজন মনস্তত্ত্ববিদ, টোনি?"

"হ্যাঁ, দিন এবার পঁচিশ ডলার"—কিন্তু এখন ও হাসছে না। আমার মত ও নিজেও ভয় পেয়েছে।

সমুদ্রপার আর উপত্যকাকে যে পাহাড় আলাদা করে রেখেছে আমরা সেটা পার হয়ে গেলাম। সমুদ্রের গন্ধ নাকে এল।

অন্ধকারে দুধারে ঝোপ লাগানো সবুজ খানার মত একটা গলি দেখা গেল। পাডিলা তাতে গাড়ি ঘুরিয়ে ঢুকল। কিছুটা ঘুরে চ্যাপ্টা ছাদের একটা বাড়ির পিছনে এসে গাড়ি দাঁড়াল। পাডিলা বাড়ির চাবি নিয়ে দরজাটা খুলল এবং ভিতরের ও বাইরের আলো জালিয়ে দিল।

ফার্গুসনকে ধরাধরি করে ওর শোবার ঘরে নিয়ে গেলাম। শরীর একেবারে ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু এত ভারি যে মনে হয় হাড়গুলি লোহার তৈরি। বিছানার পাশের আলোটা জালিয়ে ওর মুখ দেখতে লাগলাম। বালিশের উপর মাথাটা দেখে মনে হচ্ছিল যেন কফিনে শোয়ানো কোন মৃতদেহ। পাডিলা আশ্বাস ছিল।

"ও ঠিক আছে। এখন ঘুমোচ্ছে।"

"তোমার মনে হয় যে ওঁর ডাক্তার দরকার? আমি বেশ জোরে মেরেছিলাম।"

"পরীক্ষা করা খুব সহজ।"

"পাশের বাথরুম থেকে প্লাস্টিকের গ্লাসে করে জল নিয়ে এল।

ফার্গুসনের উপর একটু ঢালল। কপাল দিয়ে জল গড়িয়ে ওর ব্রুগ ও চুল ভিজিয়ে দিল। টক করে চোখ খুলে গেল।

"কি ব্যাপার? নৌকোয় জল ঢুকছে?"

হ্যাঁ। হুইস্কিপাত হচ্ছে। কেমন লাগছে, কর্নেল?

ফার্গুসন জড়সড় হয়ে বসল। "আমি মাতাল। একদম মাতাল। আমাকে এত মদ খেতে দিলে কেন, পাড়িলা?"

"আপনাকে না বলা খুব কঠিন ব্যাপার, কর্নেল, খুবই কঠিন।"

"যা হোক, আমাকে এত খেতে দিও না।"

ফার্গুসন ভারি পা মাটিতে নামিয়ে টলতে টলতে বাথরুমে. চলে গেল।"

"ঠাণ্ডা জলে স্নান করি, মাথাটা পরিষ্কার হবে। হোলি যেন আমাকে এ অবস্থায় না দেখে।"

ঘরটা ভীষণ মেয়েলি ঢঙে সাজানো। সিল্ক এবং গদিআঁটা ম্যাটিনের ছড়াছড়ি। বিছানার পাশের টেবিলে গোলাপী রঙের ঘড়ি ও টেলিফোন। সময় দশটা বাজতে পাঁচ। হঠাৎ স্যালির জন্য মন কেমন করতে লাগল।

টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াতেই ওটা বেজে উঠল। বেজে উঠল আমার হাত লাগাবার পর, যেন আমার হাত বৈদ্যুতিক সংযোগ সৃষ্টি করল। কানে রিসিভার লাগিয়ে বললাম—

"ফার্গুসনদের বাড়ি।"

"কর্নেল ফার্গুসন আছেন?"

"উনি ব্যস্ত।"

"কে বলছেন?"—ওদিকে গলাটা নিচু স্বরের, সাবধানী, ব্যক্তিত্বহীন।

"এক বন্ধু।"

"কর্নেল আছেন?"

"হ্যাঁ, স্নান করছেন।"

"লাইন ধরতে বলুন, তাড়াতাড়ি করুন।"

তর্ক করতে ইচ্ছে হল বটে, তবে ব্যাপারটা জরুরী বুঝে চুপ করে গেলাম। বাথরুমে গিয়ে দেখি পাডিলা কর্নেলের জামাকাপড় খুলতে সাহায্য করছে।

কর্নেল আমার দিকে তাকাল।

"কি চাই? পাডিলা, ও কি চায়?"

"আপনার ফোন এসেছে, কর্নেল। আপনি আসতে পারবেন?"

পাডিলা ওকে ধরে নিয়ে এল।

ফার্গুসন বিছানায় বসে রিসিভার কানে তুলল। কোমর পর্যন্ত জামা নেই, ঠাণ্ডায় কাঁটা হয়ে উঠেছে গা। চামড়া ধবধবে সাদা, লোহাটে ধূসর লোম বুকে। চোখ আধবোজা অবস্থায় শুনতে লাগল, আর শুনতে শুনতে মুখ আরও লম্বা ও আলগা হয়ে এল।

"হ্যাঁ। ঠিক আছে, আমি তাই করব। হ্যাঁ, নির্ভর করতে পারেন। আমি দুঃখিত যে আরো আগে যোগাযোগ হয় নি।"

রিসিভার কোনমতে রেখে উঠে দাঁড়াল। ভারি চোখের পাতার নিচ দিয়ে প্রথমে পাডিলাকে তারপর আমাকে দেখতে লাগল।

"একটু কফি বানাও, পাডিলা।"

"নিশ্চয়।" পাডিলা প্রফুল্ল মেজাজে চলে গেল। ফার্গুসন আমার দিকে ফিরল।

"আপনি কি এফ—বি—আই'এর লোক?"

"না, আমি একজন অ্যাটর্নি। আমার নাম উইলিয়াম গানারসন।"

"আপনি টেলিফোন ধরেছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"আপনাকে কিছু বলেছিল?"

"আমাকে লোকটা বলল যে সে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়। এক্ষুনি।"

"কেন, তা বলল?"

"না।"

"ঠিক বলছেন?"

"ঠিক বলছি

"আপনি আইনরক্ষকদের কেউ নন।"

"বলতেও পারেন। আমি কোর্টের অফিসার, তবে আইন-প্রবর্তন আমার কাজ নয়। কি হয়েছে কর্নেল?"

"এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনি আমার স্ত্রীর শোবার ঘরে এলেন কি করে?"

"আপনি ফুটহিল ক্লাবে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। আপনাকে নিয়ে আসবার জন্য আমি পাডিলাকে সাহায্য করি।"

"ও আচ্ছা। আপনাকে ধন্যবাদ। কিছু যদি মনে না করেন, এবার আপনি যান।"

"টোনি পাডিলা এলেই যাব। আমরা আপনার গাড়িতে এসেছি।"

"ও আচ্ছা। আপনাকে আবার ধন্যবাদ, মিস্টার গানারসন।"

তারপরই আমাকে ভুলে গেল ও। দেয়ালের দিকে চেয়ে হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠল—"হোলি!" তারপর স্বাভাবিক গলায় বলল—"মাতাল হওয়ার ভাল সময় বেছেছি।"

ড্রেসিং টেবিল পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে আয়নায় নিজের মুখ দেখতে লাগল। নিজের মুখ বোধহয় পছন্দ হয় নি। কারণ, একঘুঁষি মেরে আয়না চুরমার করে দিল।

"চুপ করুন!" আমি আমি সার্জেণ্টদের মত বাজখাঁই গলায় বলে উঠলাম।

অমনি ঘুরে দাঁড়িয়ে ও নরম গলায় বলল, "আপনি ঠিক বলেছেন। এখন ছেলেমানুষী করার সময় নয়।"

পাডিলা মাথা ঢুকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "আবার ঝামেলা?"

ফার্গুসন জবাব দিল, "না, ঝামেলা না। আমি আয়নাটা ভেঙে ফেলেছি। কাল সকালে আমার স্ত্রীকে আরেকটা কিনে দেব। কফি কি হল, টোনি?"

"এই হয়ে এল। আপনি শুকনো জামাকাপড় পরে নিন, কর্নেল। নিউমোনিয়া হবে।"

পাডিলা লোকটাকে পছন্দ করে মনে হল। আমার অবশ্য ভাল লাগে না, তবুও আমি থেকে গেলাম। ওই ফোন, আর ফার্গুসনের প্রতিক্রিয়া আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। পরিবেশটায় একটা চাপা উত্তেজনা খেলে বেড়াচ্ছিল।

বসবার ঘরে পাডিলা কফি দিল। বিরাট ঘর, দুদিকে জানালা, জাহাজী কায়দায় টীক্ কাঠের প্যানেল করা দেয়াল। নিচে সমুদ্র, আর লাইটহাউসের

আলোয় এক মায়াজগৎ সৃষ্টি হয়ে মনে হচ্ছিল যেন আমরা কোন জাহাজে বসে আছি।

ফার্গুসন এক কোয়ার্ট মত্ত কফি খেল।

মদের ঘোর যত কাটতে লাগল সে ততই উত্তেজিত হতে লাগল। এবার ও উঠে অন্ত ঘরে গেল। ঘরের আলো জ্বলতে আমি দরজা দিয়ে সাদা রঙের কনসার্টের গ্যাণ্ড পিয়ানো দেখলাম, আর একটি খাপ পরানো হার্প। পিয়ানোর উপর রূপালী ফ্রেমে বাঁধানো এক মহিলার ছবি।

ফার্গুসন সেটা তুলে দেখতে লাগল।

বুকে চেপে ধরল। কেঁপে কেঁপে নিঃশব্দে কাঁদছে, কিন্তু চোখ শুকনো। ওর কুৎসিত মুখ আরও কুৎসিত হয়ে উঠল।

পাডিলা বলে উঠল—"বেচারা।"

আমি ওর পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকলাম।

"ফার্গুসন, ফোনটা তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে এসেছিল?"

ও মাথা নাড়ল।

"তিনি মারা গেছেন?"

"ওরা বলল না। আমি জানি না।"

"ওরা মানে?"

"ওকে যারা হরণ করেছে। হোলিকে ওরা হরণ করেছে।"

"অপহরণ?"

"হ্যাঁ। ওরা দু-লাখ ডলার চাইছে।"

আমার পিছনে পাডিলা শিস দিল।

"আগে যোগাযোগ করেছিল?"

"হ্যাঁ, কিন্তু আমি বাড়ি ছিলাম না। গত কয়েকদিন আমি এখানে বেশি থাকি নি।"

"তাহলে এই ফোনটাই তোমার কাছে প্রথম?"

"হ্যাঁ।"

"আগে বললে না কেন? আমরা কল্‌টা ট্রেস্ করবার চেষ্টা করতাম।"

"আমি তা চাই না। তোমাকে আর পাডিলাকে বলতে চাইনি। আমি দুঃখিত যে, বলে ফেললাম।"

খেলা কর না।

"এ ধরনের ব্যাপার তুমি একা কি করে সামলাবে।"

"কেন না, আমার কাছে টাকাটা আছে। ওরা যদি হোলিকে ফেরত, তাহলে ওরা টাকাটা নিতে পারে।"

"দু-লাখ ডলার নগদ আছে?"

"আরও বেশি আছে। স্থানীয় ব্যাঙ্ক অব্ আমেরিকার শাখায় আমি টাকা আনিয়ে ছিলাম কেননা এই এলাকায় কিছু জায়গা কেনার ইচ্ছা হয়েছিল। সকালে ব্যাঙ্ক খুললে টাকাটা তুলতে পারব।"

"কবে এবং কোথায় টাকাটা দিতে হবে?"

"বলল পরে নির্দেশ আসবে।"

"ফোনে গলাটা চিনতে পারলে?"

"না।"

"ল্যারি গেইনস্ নয়?"

"না, গেইনস্ না, হলেও বা কি আসে যায়। ওরা হোলিকে ধরে রেখেছে। ওর বদলে টাকা দিতে রাজী আছি।"

"ব্যাপারটা অত সহজ নাও হতে পারে। আমার বলতে খারাপ লাগছে, কর্নেল, তবে এমনও হতে পারে যে ওরা তোমার টাকা ঠকিয়ে নিচ্ছে। হয়ত কোন ছিঁচকে চোর শুনেছে যে তোমার স্ত্রী নিখোঁজ আর অমনি টাকা মারবার তালে আছে?"

"তাও যদি হয়, তবুও আমাকে দিতে হবে।"

ছবিটা তখনও বুকের সঙ্গে লাগানো। রোব্-এর হাতা দিয়ে কাঁচটা মুছে আলোয় তুলে ধরল। বিশ বছরের কিছু বেশি বয়সের একজন ব্লণ্ড মহিলা।

কার্গুসন ছবিটা যত্ন করে পিয়ানোর উপর রেখে দিল। এবার ভাল করে দেখতে মনে হল যে এই মুখ আগেও সিনেমাহলে ও খবরের কাগজে দেখেছি।

মেয়েটার মুখ ওর পেশা অনুযায়ী সুন্দর। কিন্তু আলাদা ব্যক্তিত্বও আছে। এই মুখ বিপদের সম্মুখীন হয়েছে এবং হেসেছে। হাসিটা একটু বেশি প্রগল্ভ। চোখে দৃঢ় অভিজ্ঞতার ছায়া। হোলি মে'কে হয়ত জানতে ভাল লাগবে, কিন্তু ওর সঙ্গে বসবাস করা হয়ত অন্য ব্যাপার। পাডিলা আমার কাঁধের উপর দিয়ে ছবিটা দেখল।

"ছবিটা ভাল এসেছে। তুমি ওকে কখন দেখেছ?"

"সামনা-সামনি দেখিনি।"

"আশা করি ও ভাল আছে। তোমাকে তো বললাম যে আমার ভয় করছে যে ওর কিছু হয়েছে। তবে ভাবিনি যে ওকে গায়েব করে দেবে।"

ফার্গুসন আমাদের ও ছবিটার মাঝে এসে দাঁড়াল। হয়ত আমরা ছবিটা দেখছি বলে ঈর্ষা হয়েছিল। বুঝতে পারলাম গেইনস-এর প্রতি ওর হিংসা কেন ওকে দগ্ধ করছে। নিজের স্ত্রীর অনুপাতে ওর বয়স দুগুণ আর ওর চেহারাও ভাল না। ওর ধনদৌলত থাকা সত্ত্বেও জোড়টা খুব স্বাভাবিক নয়।

ফার্গুসন বলল, "আমি চাই যে তোমরা এই ব্যাপারটা নিয়ে কোন আলোচনা না কর। আলোচনা না করাই ভাল। যদি কর্তৃপক্ষ জানতে পারে তাহলে ওর জীবন বিপন্ন হতে পারে।"

"শয়তানরা তাই বলল বুঝি। পাডিলা চাপা গর্জন করে উঠল।"

"হ্যাঁ। লোকটা বলল যে ওরা পুলিসের সব গতিবিধি জানতে পারে। আমি পুলিস ডাকলে ওরা হোলিকে খুন করে ফেলবে।"

আমি বললাম, "ওভাবে তোমার স্ত্রীকে বাঁচান যাবে না, কর্নেল। তোমার আজ খুব ধকল গেছে—, তুমি ঠিকমত ভাবতে পারছ না। এ ধরনের অবস্থায় সব রকম সাহায্য দরকার। স্থানীয় পুলিসে খবর দেওয়া উচিত। ডিটেকটিভদের কর্তা, ·উইলস, আমার বন্ধু। ও বলতে পারবে কি করে এফ্.-বি-আই'কে যোগাযোগ করা যাবে।"

ফার্গুসন বাধা দিল, "অসম্ভব। আমি তোমাদের অঙ্গীকার চাই যে তোমরা পুলিস কিংবা অন্য কারুর কাছে যাবে না।"

পাডিলা আমাকে সমর্থন করল। "আপনার এঁর কথা শোনা উচিত। যেমন বলা হচ্ছিল যে আজ আপনি বেশি মদ খেয়েছেন। আপনার হয়ত অন্যের উপদেশ দরকার।"

"আমি জানি কি করা দরকার। উপদেশে কিছু হবে না। আমি যা করার করবই।"

"আশা করা যাক যে ওরাও ওদের করণীয় কাজ করবে, ফার্গুসন। আমার মনে হচ্ছে তুমি ভুল করছ। তবে তোমার স্ত্রী, তুমি বুঝবে।"

"সেটা মনে রেখ। পুলিসে গিয়ে হোলির জান নিয়ে খেলা কর না। নিশ্চয় শয়তানগুলোর কোন বন্ধু পুলিসে কাজ করে—"

"আমার মনে হয় না।"

"আমেরিকান পুলিস সম্বন্ধে আমি জানি। যদি আর্-সি-এম্-পি থাকত, আমি এক্ষুণি যেতাম।"

"শোন ফার্গুসন। অন্য কারুর পরামর্শ নাও। তোমার বিশ্বাসী উকিল জানা আছে?"

"ক্যালগ্যারি, অ্যালবার্টায় আছে। তুমি যদি ভেবে থাক যে তোমাকে নিয়োগ করব—।"

"আমি আমার কথা বলছি না।"

"তা ভাল, আমেরিকান উকিলদের আমার চেনা আছে। স্টুডিও থেকে হোলিকে ছাড়াতে গিয়ে তোমাদের মত বহু লোককে দেখা হয়ে গেছে। *** অবশ্য তোমার মুখ বন্ধ করতে শ'ছয়েক ডলার দিতে পারি।"

"রেখে দাও।"

"তাই কথা রইল, আশা করি তোমার মুখ খুলবে না।"

"তাই হবে।" হঠাৎ আমার খেয়াল হল যে ও আমাকে প্যাঁচে ফেলে দিয়েছে।

"পাডিলা, তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি?"

"নিশ্চয় পারেন, কর্নেল।"

আট

"বুড়োর সাহস আছে"—পাডিলা গাড়িতে বসে বলল।

"হ্যাঁ, যেখানে বুদ্ধি থাকার কথা। ওর 'না' বলা সত্ত্বেও আমার পুলিসে যেতে ইচ্ছা করছে।

"তুমি তা করতে পার না।"

"কেন নয়? তোমারও কি বিশ্বাস যে পুলিস অপহরণকারীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে?"

"না, কিন্তু করা ঠিক হবে না। ওকে নিজের মতে কাজটা করার সুযোগ দাও। লোকটা বোকা নয়। হয়ত কথাবার্তা, চালচলন বোকার মত হতে পারে, কিন্তু ঘটে বুদ্ধি রাখে। বুদ্ধি না থাকলে অত টাকা করা সম্ভব হত না।"

"অত টাকা আমি করি না, ব্যাস। টাকা করল কেমন করে?"

"মাটির থেকে—তাই বলত। অ্যালবার্টায় একটা খামার ছিল, সেখানে তেল পাওয়া যায়। সেই তেলের রয়ালটি দিয়ে আরও অন্য খনি কেনে, আর এই ভাবেই টাকা বাড়তে থাকে। ক্যানাডায় বোধহয় আব কিছু কেনার মত নেই, তাই ক্যালিফোর্নিয়ায় এসেছে।"

"এখানে এসে হোলি মে'কে কিনল।"

"তা নয়, ওই মহিলাকে টাকায় কেনা যায় না।"

"এখন যায়।"

"হ্যাঁ, তা বটে। আমি যদি কিছু করতে পাবতাম।"

গলির থেকে গাড়িটা বড রাস্তায় এসে পড়ল। টোনি হ্যাঁচকা টানে বড় গাড়িটাকে ঘোরাল।

"তোমাকে কোথায় নামাব।"

"শহরের শেষ মাথায়, যদি সময় থাকে।"

"সময় আছে, আজ রাতে আর ক্লাবে ফিরব না। ফ্র্যাঙ্কি গ্রাস সাফ করুক। দেখি, হয়ত পরে এসে আরেকবার কর্নেলকে দেখে যাব। ওর একা থাকা ঠিক না। শহরের কোথায় যাবে?"

"পেলি স্ট্রীট।"

"ওখানে কি করতে যাবে। ছেনতাই হয়ে যাবে।"

"না, তা হব না। তুমি রাস্তাটাকে ভাল চেন?"

"আমার হাতের চেটোর মত।" ড্যাশবোর্ডের আলোয় নিজের হাতের চেটোটা দেখল। "বাবা 'মারা যাবার পর বছর চার আগে মা'কে ওখান থেকে সরিয়ে এনেছি। নভেম্বরের তেইশ তারিখে পুরো চার বছর হবে।"

"গাস্ ডোনাটোকে চেন ?"

"চিনি। ক্র্যাঙ্কি বলল, রেডিওতে ঘোষণা করেছে যে গাস্‌কে খুনের দায়ে খোজা হচ্ছে। বুড়ো ব্রডম্যান। শুনেছ কি ?"

"গুজব নয়। ওকে কতটা চেন, টোনি ?"

"যতটা দরকার। রাস্তায় দেখি। ওর ভাই ম্যানুএলকে বেশি ভাল চিনি। ওই খাটিয়ে ছেলে। সেক্রেড হার্ট স্কুলে আমরা এক বছর এক ক্লাসে পড়তাম, তারপর ও স্কুল ছেড়ে কাজে নেমে পড়ল। গাস্ ওর গলগ্রহ হয়ে থাকে। ষোল বছর বয়সে প্রেস্টন জেলে ঘানি ঠেলেছে।"

"কি জন্যে ?"

"গাড়ি আর অন্যান্য জিনিস চুরির জন্য। ও যে বয়সে গাড়ি চুরি করতে শুরু করে সে বয়সে ও স্টিয়ারিং-এর উপর দিয়ে দেখতে পেত না। প্রেস্টনে আরো কায়দা শিখে এসেছে নিশ্চয়। সারা জীবন ধরে খালি জেলের বাইরে-ভিতরে ঘুরছে। এবার নিজেকে ভাল ফাঁসিয়েছে।"

"আজ রাতে আমি ওর ভাই এবং স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছিলাম। ওর স্ত্রী বলছে ও সম্পূর্ণ নির্দোষ।"

"গাস্-এর বউ ?"

"ওর ভাশুর ওকে সেকুণ্ডিনা বলে ডাকল। ওকে তুমি চেন নিশ্চয়।"

"চিনি। এতগুলো বারে চাকরি করলে বহু লোকের সঙ্গে দেখা হয়। তুমি যেমন দেয়ালের মাছিদের দেখ আমি ঠিক অমনি করেই লোকদের দেখি। তবে একটা কথা বলে রাখি, মিস্টার গানারসন, আমি আর ওরা এক শ্রেণীর লোক নই।"

"আমি তা জানি, টোনি।"

"তাহলে ওদের বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করছ কেন ?"

"কারণ তুমি হোলি মে'কে চেন আর তাকে সাহায্য করতে চাও। ওর অপহরণের সঙ্গে ব্রডম্যানের খুনের কোন সম্পর্ক আছে। গাস্ ডোনাটো এই রহস্যের সমাধান করতে পারে। ওর আত্মীয়দের সঙ্গে কথা বলে মন হল যে ও ধরা দিতে রাজী আছে। ওর ভাই কিংবা স্ত্রীর মাধ্যমে যদি ওকে যোগাযোগ করা যেত· ·· ।"

"আমি পুলিসের কাজে বিঘ্ন ঘটাতে চাই না।"

"আমিও চাই না, তবে উকিল হিসাবে ডোনাটোকে ধরা দিতে রাজী করানোর অধিকার আমার আছে।"

"আমরা খুন হয়ে যেতে পারি। খুন হওয়ার অধিকারও সবার আছে।"

তবুও পাডিলা রাজি হল।

"আমি জানি ম্যানুএল কোথায় থাকে।"

আমাদের মাথার উপরে ওভারপাস ধরে সমুদ্রতীরের রাস্তাটা এসে উত্তরমুখে যাওয়ার রাস্তায় মিলেছে। শহরের শেষ প্রান্ত এটা। এখানে ফ্রিওয়ে ও রেললাইনের মধ্যে গাদাগাদি করে আছে সারি সারি কুড়েঘর ও তাদের আঙ্গিনা, ঠিক যেন জীবিত স্পঞ্জের মত। পাডিলা র‍্যাম্পের সাহায্যে ফ্রিওয়ের নিচে চলে গেল। কোথায় একটা সাইরেন বন্য জন্তুর মত চিৎকার করে উঠল। চিৎকার ধীরে-ধীরে মিলিয়ে গেল। তার জায়গায় শেষের দিকে শোনা গেল কোন পশুর বেদনাময় কান্না।

"উঃ। এই আওয়াজটা আমার অসহ্য লাগে।"—পাডিলা বলে উঠল—"কুড়ি বছর ধরে প্রত্যেক রাত্রে এই আওয়াজটা শুনতে হয়েছে। এইজন্যই আমি লাইনের ওধারে আরো পালালাম।" লাইনের এদিকে ম্যানুএল ডোনাটো থাকে, বেশ চোখে পড়ার মত একটা সাদা রঙ করা কাঠের বাড়িতে। বেড়ার পিছনের লন্‌টা সবুজ, কোন উঁচুনিচু নেই, চারিপাশে ফুটে আছে সাদা পাপড়ির করবী গাছ। বারান্দার আলো জ্বলছে। পাডিলা দরজায় ধাক্কা দিল।

পাশের মাঠে করবীর ছায়ায় কতকগুলি অল্প বয়সী ছেলে ও মেয়েরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছিল। একটি ছেলে গলা তুলে বলল—"ডোনাটো বাড়ি নেই।"

পাডিলা প্রশ্ন করল—"ওকি এখন শহরের ওদিকে?"

"তাই হবে বোধহয়"—ছেলেটা বেড়া পর্যন্ত এগিয়ে এল, "আপনারা কি পুলিসের লোক?"

পাডিলা আবার বলল—"আমরা ওর বন্ধু।"

"ও বোধহয় থানায় গেছে। একটু আগে একজন পুলিস এসেছিল। ম্যানুএল তার সঙ্গে বেরিয়ে যায়। ও কোন ঝামেলায় পড়েছে নাকি?"

পাডিলা জবাব দিল—"আশা করি না।"

"এইজন্যে জিগ্যেস করলাম, কেন না মনে হচ্ছিল যেন ও কাঁদছিল।"

"হ্যাঁ, কাঁদছিল, আমার খুব কষ্ট হয়েছিল ওকে দেখে"—অন্ধকার থেকে একটি মেয়ে বলে উঠল।

থানার ডেস্ক সার্জেণ্ট ম্যানুএল্-এর কান্নার কারণটা বলল। ওর ভাই গাস্ এখন মর্গে। পাইক গ্রানাডা ওকে গুলি করেছে।

"সোজাসুজি গুলি করল"—পাডিলা বলল। ডেস্ক সার্জেণ্ট ওর দিকে তাকাল, তারপর আমার দিকে।

'আপনি কি ওদের প্রতিনিধি, মিষ্টার গানারসন ?"

আমি না—শোনার ভান করলাম, "কখন ঘটল ?"

"ঘণ্টা খানেকের মধ্যে। আমাকে কেউ কিছু জানায়নি"—মনে হল যেন সে খুব দুঃখ পেয়েছে—"পাইকের ডিউটি শেষ হয়ে গেছিল। ও হঠাৎ খবর পায় কোথায় গাস্ লুকিয়ে আছে। ছেলেটা কমবয়সী, খুব উৎসাহী।"

"ওকে কে খবরটা দেয় ?"

"ওকেই জিগ্যেস কর। স্কোয়াড রুমে বসে পয়লা রিপোর্ট টাইপ করছে। হয়ত বলবে না, তবু জিগ্যেস করে দেখ।"

স্কোয়ার্ড রুমে গ্রানাডাব ডেস্কে আলো। আমাদের দেখে দুআঙুলের টাইপিং বন্ধ করল। মাথাটা আস্তে তুলল।

"শুনলাম তুমি অগাস্টিন ডোনাটোকে গুলি করেছ।"

"হ্যাঁ, ও বন্দুক চালাতে গেছিল।

"ওব মুখ বন্ধ করে ভাল করলে না। ওর কাছে দরকারী খবর পাওয়া যেত।"

"তোমার কথাবার্তা উইলস্-এব মত শোনাচ্ছে। এই একটু আগে বকাবকি থামাল। ও ঘাড় থেকে এই নামল, এখন তুমি আবার চড়তে এস না, মিষ্টার গানারসন"—অন্ধকারে পাডিলাব দিকে পিটপিট করে তাকাল—"তোমার বন্ধুটি কে ?"

"তুমি আমাকে চেন ?"—পাডিলা বলল—"আমি রোজারিটা রুমে বার আমলাতাম

"ও হ্যাঁ, টোনি। এখনও শহরেই কাজ করছ ?"

"স্কুটছিল ক্লাবে"—পাডিলার গলা গম্ভীর। দুজনের মধ্যে রেষারেষি আছে মনে হল।

আমি প্রশ্ন করলাম। "ডোনাটোকে কোথায় পাকড়ালে ?"

"রেল লাইনের পাশের পুরোনো বরফ কলে। ওটা গা-ঢাকা দেবার ভাল জায়গা, বিশেষত ট্রাক নিয়ে। আমি, ভেবে দেখলাম যে ও নিশ্চয় ওখানেই আছে।"

"বেশ বুদ্ধি খাটিয়েছ বলতে হবে।"

"কিছু সাহায্যও পেয়েছিলাম। ছোট একটা পাখি আমাকে বলেছিল যে সে একটা ট্রাক দেখেছিল। আমি শহরের ওপারেই থাকি। ভাবলাম একবার ঘুরেই আসি। ও যখন মাল নামাচ্ছিল তখন ধরলাম।"

"কি মাল ?"

"চোরাই মাল। ক্যামেরা, কার, পোশাক-আশাক। মনে হয় ব্রডম্যানের দোকানের নিচের ঘরটায় রাখা ছিল। ডোনাটো ওকে মেরে ওগুলো হাত করে।"

"আর তুমি ডোনাটোকে মারলে !"

"হয় ও মরত, নয় আমি মরতাম"—সবুজ ঢাকনা দেয়া আলোয় ওর মুখটা সবুজ লাগছিল। চোখদুটো সোনালী—" তোমার কথায় মনে হচ্ছে যেন আমি মরলেই ভাল হ'ত। আমি মেডেল চাইছি না, তবে এটা মনে রেখ যে আমি ডিউটির পর খুনীকে ধরেছি "

"ওর স্ত্রী বলছে ও খুনী নয়।"

"স্বাভাবিক। এর আগে চার-পাঁচ বার ও গ্রেপ্তার হয়েছে আর প্রতিবার ওর স্ত্রী বলেছে ও নির্দোষ। স্কুলের ছাত্রদের মাদকদ্রব্য বেচা থেকে সশস্ত্র ডাকাতি, সব ব্যাপারেই ও নির্দোষ। এখন খুনের ব্যাপারেও নির্দোষ।"

"নির্দোষ এবং নিহত।"

গ্রানাডা চকিতে তাকাল, চোখদুটো টাকার মত উজ্জ্বল।

"তোমরা কি সত্যি ওর কথা বিশ্বাস করছ ? ও সারা জীবন মিথ্যা কথা বলেছে।"

পাভিলা বলল—"তোমার জানা উচিত।"

গ্রানাডা আস্তে উঠে দাঁড়াল। দেহটা চওড়ায় ফুট তিনেক, দৈর্ঘ্য ছ'ফুটেরও বেশি। ডেস্কের ধারটা দুহাতে চেপে ঝুঁকে দাঁড়াল। মনে হল ডেস্কটা তুলে ছুঁড়ে মারবে।

"এ কথাটার মানে কি? আমি বিয়ে করে সংসারী হওয়ার আগে বহু মেয়েদের সঙ্গে ঘুরেছি।"

"কিন্তু এই মেয়েটির স্বামীকেই গুলি করে মেরেছ। তার মানে কি, এই মেয়েটি হল তোমার ছোট পাখি?"

গ্রানাডা খুব নরম স্বরে জবাব দিল। "মা বলেছিলেন যে এক-একটা রাত এরকম ভাবে কাটবে। নিজের ঝুঁকিতে খুনীকে ধরলাম, আর কি হল? লেফটেনান্ট আমার মাথা চিবিয়ে খেল। রাস্তার লোকরা এসে দুকথা শুনিয়ে গেল।"

পাভিলা বলল, "তোমার চোখের জল মোছার জন্য তোয়ালে এনে দেব।"

গ্রানাডা খিস্তি করে হাত ওঠাল। করিডোরে একটা মেয়ে দৌড়চ্ছে আর কাঁদছে। দরজার কাছে এসে চিৎকার করে উঠল। গ্রানাডা দেয়ালের সঙ্গে লাগানো দেরাজগুলোর দিকে তাকাল, যেন ওর ভিতরে লুকোনোর কথা ভাবছে।

"কে ওকে ঢুকতে দিল?"

সেকুণ্ডিনা ডোনাটো ওর দিকে ছুটল, কাঁদছে আর হোঁচট খাচ্ছে। এক পায়ের মোজা গোড়ালির কাছে জড়ানো।

"খুনী! আমি জানতাম তুমি ওকে মারবে। আমি সাবধান করেছিলাম! এখন তোমাকে সাবধান করছি। আমি তোমাকে দেখে নেব।"

গ্রানাডা সাবধান হয়েই ছিল। ও ডেস্কের ওপাশ থেকে নড়েনি।

"ঠাণ্ডা হও সুন্দরী। তুমি একজন অফিসারকে শাসাচ্ছ। তোমাকে জেলে পুরে দিতে পারি।"

"তাই কর। মেরে ফেল। গাস্-এর পাশে মর্গে আমাকে শুইয়ে দাও।"

সেকুণ্ডিনা স্প্যানিশ ভাষায় তেড়ে কথা বলে যাচ্ছে। নিজের জামার গলাটা টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলল, ওর বুকে নখ লেগে চিরে গেল।

গ্রানাডা অসহায় হয়ে বলছে, "ওরকম কর না। ব্যথা লাগবে। নিজেকে কেন কষ্ট দিচ্ছ।"

ও ডেস্ক ছেড়ে এসে মেয়েটার দুটো কব্জি চেপে ধরল। মেয়েটা ওর হাত কামড়ে দিল। গ্রানাডা ঝাঁকুনি দিয়ে ওকে ছেড়ে দিল। দেরাজগুলিতে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে পড়ল মেয়েটা, তারপর মাটিতে বসে পড়ল।

গ্রানাডা ওর হাতের দিকে তাকাল। ট্রিগার টেপার আঙুল দিয়ে টপটপ করে রক্ত পড়ছে। অন্য হাত দিয়ে চেপে ধরে ও বাথরুমে চলে গেল।

পাডিলা মেয়েটার পাশে দাঁড়িয়ে বলল "সেকুণ্ডিনা, ওঠো, আরো গণ্ডগোল করার আগে তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাই।"

মেয়েটা স্কার্ট দিয়ে নিজের মাথা ঢাকল।

আমি এতক্ষণে মুখ খুললাম।

"এ সেই ছোট পাখি নয় মনে হচ্ছে।"

"আমি অতটা নিঃসন্দেহ হতে পারছি না। মেয়েরা অনেক সময় মনে ভাবে এক আর কাজে করে অন্য।"

"এবার তা নয়। মনস্তত্ব করতে গিয়ে ভুল কর না, টোনি। গ্রানাডাকে স্প্যানিশ ভাষায় কি বলছিল?"

পাডিলা আমার দিকে হিম শীতল দৃষ্টিতে তাকাল।

"আমার স্প্যানিশ ভাষা অত মনে নেই। বাড়িতে ইংরাজী ভাষায় কথা বলি। তাছাড়া ও ব্রাসেরো উপভাষায় কথা বলছিল। ওর বাপ এককালে মেক্সিকো থেকে এসেছিল।"

"ন্যাকামো কর না, টোনি।"

আসলে সেকুণ্ডিনার উপস্থিতিতে ওর লজ্জাবোধ হচ্ছিল, ও আমাকে ঘরের অন্যদিকে নিয়ে এসে স্কুলের ছাত্রদের পড়া বলার মত টেনে বলতে লাগল, "ও বলছিল যে গাস্ খুব সুপুরুষ ছিল, গ্রানাডার থেকে অনেক বেশি, এমন কি মৃত অবস্থাতেও। ও মৃত গাস্‌কে বরং গ্রহণ করবে কিন্তু জীবিত গ্রানাডাকে নয়। গাস্ ব্রডম্যানকে মারে নি। চুরিও করে নি। জিনিসগুলো গাস্-এর নিজস্ব ছিল, এবং মা মেরি স্বর্গে এর বিহিত করবেন। একদিন আসবে যেদিন স্বর্গ থেকে ও আর গাস্ নিচে তাকিয়ে নরককুণ্ডের মধ্যে গ্রানাডাকে দেখবে, এবং পালা করে ওর গায়ে থুথু ফেলবে।"

পাভিলার লজ্জাবোধ আরো প্রকট হয়ে উঠল।

"ওরা রেগে গেলে এই ঢঙে কথা বলে।"

বাথরুম থেকে গ্রানাডা বেরিয়ে এল। মাথা ঢাকা উরু বার করা মেয়েটাকে দেখে ও বিরক্তি প্রকাশ করল। ব্যাণ্ডেজ করা আঙুল দিয়ে ওকে দেখিয়ে বলল, "এক্ষুণি নিয়ে যাও, না হলে মামলা ঠুকে দেব।"

আমি মেয়েটাকে নড়াতে পারলাম না।

আমি উকিল—মেয়েটার চোখে আমি পুলিসের থেকেও ধূর্ত, ডাক্তারদের মত প্রতারক। পাভিলা আমাকে ঠেলে এক পাশে সরিয়ে দিল। মেয়েটাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে টেনে তুলল, নানান কথা বলতে-বলতে হাঁটিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

ডেস্ক সার্জেণ্ট আমাকে প্রশ্ন করল।

"কি হয়েছে?"

"গ্রানাডাকে কামড়ে দিয়েছে।"

"তাই নাকি!"

নয়

আমার ফ্ল্যাটের দরজা খুললেই বসার ঘর। স্যালি বড় সোফার উপর কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। পরনে একটা তুলো ভরা ঢোলা পোশাক যেটা ওর তেইশ বছরের জন্মদিনে দিয়েছিলাম। নরম আলোতে ব্রাশ করা চুলের ঢেউগুলি জ্বলজ্বল করছে।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে আছি। ঘুমের মধ্যে একটু নড়ল, মুখ দিয়ে অস্ফুট শব্দ করল। ঠিক যেন কোন বাচ্চার আওয়াজ।

দেহের বন্ধুরতা এবং উচ্চ স্তনদুটি বাদ দিলে মনে হয় ওর বয়স বার বছর। তা নয় ভেবে আমি অবশ্য খুশি।

পা টিপে রান্নাঘরে ঢুকে স্টোভের উপরের আলোটা জ্বাললা পাইরেক্স ডিশে ঢাকা দিয়ে আমার খাবার রাখা আছে। ডিশ ধোয়ার উঁচু জায়গাটায় প্লেট রেখে দাঁড়িয়ে খেতে লাগলাম। রাত বারটা। বসার ঘরে স্থালির স্টির আওয়াজ। ও দরজা থেকে বলল: "এতক্ষণে বাড়ি আসা হল।"

"আগে শোন। ফাঁসির আগে শেষ খাওয়া খেতে দাও। আইনত অধিকার নেই হয়ত কিন্তু পুরোনো প্রথা হিসাবে এখনও ঐই ব্যবস্থা চালু আছে।"

মুখে আরেক টুকরো মাংস পুরে চিবোতে চিবোতে হাসলাম।

স্থালির মুখে হাসি নেই, "গলায় আটকে মর।"

"দারুন খেতে হয়েছে।"

"মিথ্যা কথা বল না, বিল আনারসন। মাংসটা খটখটে শুকনো হয়ে গেছে। তুমি কামড়ালে ভাঙবার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। আর আমি এত খেটে রাঁধলাম! আমি যদি রেগে না যেতাম তাহলে কেঁদে ফেলতাম।"

"আমি সত্যই দুঃখিত। কিন্তু সত্যিই খেতে ভাল হয়েছে। তুমি এক টুকরো খাও না।"

"আমি আর খেতে পারব না। ন'টা পর্যন্ত অপেক্ষা করে নিজেই একলা বসে খেয়ে নিয়েছি। যখন তুমি দৌরাত্ম্য করে বেড়াচ্ছিলে।"

"ঠিক দৌরাত্ম্য বলব না।"

"তবে কি বলবে?

"খাটুনি। যশ এবং অর্থের অন্বেষণ।"

"ইয়ার্কি মের না। রঙ্গ না করলেও চলবে।"

আমি একটু চটে গিয়ে বললাম যে ও একাই আমাদের দুজনের মত রঙ্গ করতে পারে।

স্থালি ঝকঝকে চোখে চাইল, "ঠিক আছে, আমি তো আর চিত্র তারকাদের পাল্লা দিতে পারব না। আমি মোটা, ধুমসো, বীভৎস হয়ে গেছি। তুমি তো আমাকে ফেলে চরতে বেরোবেই।"

"তুমি মোটা, বীভৎস নও। আমি চরতে বেরোইনি। আমি জীবনে

কোন চিত্র তারকার সাক্ষাত পাই নি। আমি তোমাকে ফেলে কোথাও মজা করি নি।"

"তাই মনে হল। একটা ফোনও করতে পারলে না।"

"জানি। চেষ্টা করেছি, হয়ে ওঠে নি।"

"কেন ?"

"লোকজন, ঘটনা, ব্যাঘাত করছিল।"

"কোন্ লোকজন ? তুমি কাদের সঙ্গে ছিলে ?"

"স্যালি। ও ধরনের প্রশ্ন আমরা পরস্পরকে করব না। মনে আছে ?"

"আমি তোমাকে সবসময় বলি।"

"আমি পারব না। আমি একজন উকিল।"

"নিজের দোষ প্রতিবার নিজের পেশার দোহাই দিয়ে ঢাকবে।"

"কি দোষ ?"

"স্বামী হিসাবে অসাফল্য। যখন একজন পুরুষ তার বাড়িতে ফিরতে ভালবাসে না তখন আর বোঝার কিছু বাকি থাকে না। তুমি স্বভাবত ব্যাচেলর। তুমি স্ত্রী ও সংসারের দায়িত্ব চাও না। সেইজন্য নিজের মক্কেলদের নিয়ে পড়ে থাক।"

"বাঃ, অনেক বলে ফেললে। কি বই পড়ছ আজকাল ?"

"আমি নিজে দেখে বিচার করতে পারি। "এই বিয়ে আর বেশিদিন টিকবে না।"

"ঠিক বলছ ?"

"সঠিক বলছি। তুমি নিজে কি জান ? একটা পেশাদারী পুতুল যে মানুষের মত হাঁটে। যখন ডক্টর ট্রেঞ্চের ভাল রিপোর্ট সম্বন্ধে বলতে গেলাম তুমি একটু কৌতূহলও দেখালে না। নিজের বাচ্চার উপর এতটুকু মায়া নেই ?"

"আমার যথেষ্ট মায়া আছে।"

"তা মনে করতে পার, আসলে নেই। তুমি দিনরাত খেটে লোকদের জেলখাটা রুখতে পার, কিন্তু যখন আমি বলি যে বাচ্চার জন্য আলাদা ঘর দরকার আমাকে বাজে কথা দিয়ে ভুলিয়ে রাখ।"

"বাজে কথা নয়। আমি তো বলেছি যে আমরা বড় বাড়ি নেব।"

"কবে? যখন সব চোর আর খুনীদের দেখাশুনা শেষ হবে তবে? ততদিনে তোমার ছেলের দাড়ি পেকে যাবে।"

"কি বাজে বকছ—ওর এখনও জন্মই হয়নি।"

"আমার সাথে অত জোরে কথা বলবে না।"

শেষবারের মত ও রান্নাঘরটা দেখল। ওর দৃষ্টি আমার ঠিক মাথার উপর দিয়ে চলে গেল—মনে হল যেন ইস্পাতের চিরুনি দিয়ে কেউ আমার সিঁথি কেটে দিল। গম্ভীরভাবে স্যালি বেরিয়ে গেল। দরজার একটু ধাক্কা খেয়ে।

হাসব না কাঁদব ঠিক করতে পারলাম না।

বাকি খাবারটা তাড়াতাড়ি শেষ করলাম। ভাল করে চিবিয়ে খেলাম। রাগে এমনিতেই দাঁত কড়মড় করছিল—চিবোতে কষ্ট হল না।

দশ মিনিট পর গরম জলে স্নান করে শুতে গেলাম। স্যালি দেয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে আছে। আমি ওর নরম কোমরটা ধরে ফেরাতে গেলাম। ও মড়ার মত পড়ে রইল। আমি হাত বোলাতে লাগলাম। ওর ত্বক দুধের মত মসৃণ।

"আমি সত্যিই দুঃখিত। আমার ফোন করা উচিত ছিল। আমি কেসটা নিয়ে সব ভুলে গেছিলাম।"

"জব্বর কেস্ হবে"—একটু পরে ও জবাব দিল—'তোমার জন্য ভীষণ চিন্তা হচ্ছিল। কাগজে খুনের ব্যাপারটা পড়লাম। ভাবলাম যে একটা বই নিয়ে বসলে মেজাজ ঠাণ্ডা হবে। মা একটা বই পাঠিয়েছিল—সুখের বৈবাহিক জীবন—একটা পরিচ্ছেদ পড়ে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল।"

"স্বভাব-ব্যাচেলরদের উপরে লেখা।"

স্যালি নাক শিঁটকালো।

'তুমি তা নয় তো। বল? তুমি তো চাও আমরা ঘর সংসার করি।"

"নিশ্চয়।"

ও এবার আমার দিকে একটু ঘুরল।

"আমি জানি, আমি এখন তোমাকে খুশি করতে পারি না।"

"আমি অপেক্ষা করতে রাজি আছি।"

"তুমি কিছু মনে করবে না তো? বইটাতে লিখেছে যে পুরুষদের এই সময়ে খুব অসুবিধা হয়। তোমারও হচ্ছে?"

"না, আমি ভাল আছি"—আমি ওর ফোলা পেটের উপর হাত রাখলাম। অন্ধকারেও ওকে আনন্দোজ্জ্বল লাগছিল।

"উফ।"

"কি হল?"

"ধরে দেখ।"

ও আমার হাতটা সরিয়ে নিল। আমি ছোট পায়ের লাথি অনুভব করতে পারলাম। হয়ত মেয়েও হতে পারে, তবে লাথির জোর দেখে মনে হচ্ছে ছেলের পা।

স্যালির নিঃশ্বাস গভীর। ঘুমিয়ে পড়েছে।

আমারও ঘুম দরকার। পাশ ফিরলাম।

আমার নড়ার সঙ্গে-সঙ্গে অ্যালার্ম ঘণ্টার মত ফোন বেজে উঠল। লাফিয়ে উঠে ছুটে গিয়ে ফোন ধরলাম।

একটা অস্পষ্ট গলা, "আপনি কি গানারসন? উকিল উইলিয়াম গানারসন?"

"আমি গানারসন। আমি অ্যাটর্নি।"

"তাই থাকতে চান?"

"মানে?"

কিন্তু মানে আমি বুঝেছিলাম। লোকটার গলায় শাসানির 'র। হয়ত এই ফার্গুসনকে ফোন করেছিল। গলাটা ঝাপসা, যেন মুখোশের ভিতর দিয়ে কথা বলছে।

"বেঁচে থাকতে চান, গানারসন?"

"আপনি কে?"

"একজন হিতাকাঙ্ক্ষী"—লোকটা হাসল, "বাঁচতে চাইলে যে মামলাটা ধরেছেন সেটা ছেড়ে দিন।"

"যান, যান।"

"একটু ভেবে দেখুন। নিজের স্ত্রী আছে শুনলাম এবং তিনি অন্তঃসত্ত্বা। তিনি যদি কোথাও পড়েটড়ে যান, ফল নিশ্চয় ভাল হবে না। কাজেই হোল্টি যে আর তার বন্ধুদের কথা ভুলে যান। বুঝেছেন, মিস্টার গানারসন?"

আমি জবাব না দিয়ে ফোন ছেড়ে দিলাম। বুঝলাম ভুল করেছি। আবার ভুললাম, কোন সাড়াশব্দ নেই—শুধু ডায়াল টোন্। রিসিভার নামিয়ে রাখলাম। শোয়ার ঘরে আলো জ্বলছে। দরজায় দাঁড়িয়ে স্যালি।

"কে ফোন করেছিল ?"

আমি মনে-মনে ভাবলাম আমি কটা কথা বলেছি। ভুল-নম্বর বলা যাবে না, "কোন মাতাল। কি কারণে খেপে উঠেছে।"

"তোমার উপর ?"

"না, সারা পৃথিবীর উপর।"

"তুমি ওকে গালাগালি করলে ?"

"ওর কথা শুনলে তুমিও করতে।"

"ও তোমার মেজাজ খারাপ করে দিয়েছে, তাই না, উইলিয়াম ?"

"ঘুমের ব্যাঘাত করলে মেজাজ ঠিক থাকে কি করে ?"

"কি বলছিল ?"

"বলা যায় না। যত উল্টোপাল্টা কথা।"

আমার ব্যাখ্যা ও মেনে নিল, অন্ততঃ বর্তমানের জন্য। আমরা আবার শুয়ে পড়লাম আর স্যালি তৎক্ষণাৎ ঘুমিয়ে পড়ল। আমি পাশে শুয়ে ওর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে লাগলাম।

আমাদের তিন বছর হল বিয়ে হয়েছে। আজ আমি প্রথম বুঝলাম স্যালি আমার কতটা প্রিয়। কিন্তু মামলা আমি ছাড়ব না, আমার কর্তব্য আমি করবই।

কিন্তু আমার কর্তব্যটা কি, তা বুঝতে পারছিলাম না।

আমার যখন ঘুম এল, নীল উষা জানালায় উঁকি মারছে। সাতটার সময় পাশের ফ্ল্যাটের পেরীদের রেডিও আমার ঘুম ভাঙাল। কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করে ঘুম চোখে উঠে পড়লাম। স্যালি অকাতরে ঘুমোচ্ছে।

দুজনের ঘুম ও একাই ঘুমিয়ে নিচ্ছে দেখে আমি তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নিলাম। বেরিয়ে পড়লাম শহরের দিকে—সেখানেই প্রাতরাশ খাওয়া যাবে। পথে সকালের কাগজ কিনলাম। সামনের পাতায় ডোনাটোর

ছবি—কুণ্ডলী পাকানো শব চাদরে ঢাকা, খোঁচা-খোঁচা কাল চুল বেরিয়ে আছে চাদরের নিচ থেকে।

একটা দোকানে ঢুকে খাবার অর্ডার করলাম। বেকন ও ডিমের জন্য অপেক্ষা করতে করতে কাহিনীটা পড়ে ফেললাম। গ্রানাডার সাহস এবং অব্যর্থ লক্ষ্যভেদের প্রশংসা করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে গ্রানাডা সাম্প্রতিক চুরিগুলোর রহস্যভেদ করেছে। ডোনাটো ছাড়া দলে আরো লোক আছে, কিন্তু কারুর নাম করা হয় নি, গেইনস-এর নামও না। বোঝা গেল যে উইল্‌স নামগুলো চেপে গেছে। আমার খাবার এসে গেল। ভাজা ডিম দুটো হলুদ চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। রুটিতে বারুদের গন্ধ। আমি দেখলাম আমি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামীর মত চাপা উত্তেজনা নিয়ে বসে আছি, জল্লাদের সুইচ টেপার অপেক্ষায়।

ডোনাটোর জায়গায় নিজেকে বসাই নি। তা করা সম্ভব না। কিন্তু আমি একটা বড় অপরাধের খবর না বলে বসে আছি। এবং যার অনুরোধ অনুসারে এরকম কাজ করছি সে আমার মক্কেলও নয়।

আমি নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে ফার্গুসন নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধে মাতালের খোয়াব দেখছে। কিংবা পুরো ব্যাপারটা অন্য রকম। বুয়েনাভিস্টায় চিত্রতারকাদের অপহরণ করা হয় না। আমাদের এখানে বেশির ভাগ অপরাধ সম্পন্ন হয় শহরের নিচের মহলে। কিন্তু আমার মন বলছে যে ব্রডম্যানের হত্যা আর ফার্গুসনের মামলাটার মধ্যে ' শ্চয় কোন সম্পর্ক আছে। এবং আমার মন আরো বলছে যে মাঝরাতের ফোনটা বুজরুকি নয়।

থানায় গেলাম। উইল্‌স তখনও আসে নি কিন্তু ডেস্ক সার্জেণ্ট আমাকে আশ্বাস দিল যে পুলিসের গাড়ি আমার বাড়ির উপর নজর রাখবে। চির-পরিচিত রাস্তা দিয়ে অফিসে যেতে-যেতে আমার মন আশ্বস্ত হল। না, বুয়েনাভিস্টায় স্যালির কোন ক্ষতি হবে না।

পোস্ট অফিসের পিছনে সরষে রঙের চুন-বালির একটা বাড়িতে আমার অফিস। তিনটি ঘর। একটা আমার, দ্বিতীয়টা আরেকজন অ্যাটর্নির, নাম বানি মিলয়েস্, কর এবং দলিল সম্পর্কীয় কাজ বেশি করে। তিন নম্বর ঘরটায় মিসেস ওয়াইনস্টাইন বসেন, তিনি আমাদের দুজনের সেক্রেটারি।

বেলা ওয়াইনস্টাইন বছর চল্লিশের বিধবা, কাল চুল, খুব তেজস্বিনী। আমার ভাল করার জন্য আমাকে সব সময় খোঁচায়। ঘরে ঢুকতে আমার দিকে তাকাল। অবাক হওয়ার ভান করে বলল,

"আজ এত সকালে এসে পড়েছেন, মিস্টার গানারসন।"

"কারণটা হল যে আমি ঘুমোতে যাই নি। সারা রাত হুল্লুড়ি করেছি।"

"তাই হবে। সোয়া ন'টায় মিসেস অ্যাল্ স্টেবিলের সঙ্গে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে। উনি বোধ হয় আবার ডিভোর্স চান।"

"আচ্ছা, দেখা হবে। কেন ডিভোর্স চায় বলল?"

"না, নোংরা কথাগুলো বলেন নি। তবে মনে হয় মিস্টার স্টেবিল রাত জেগে হুল্লুড়ি করছে। তারই পরিণাম। পাডিলা নামে একজন লোক ফোন করেছিল।"

"কখন?"

"কয়েক মিনিট আগে। একটা নম্বর দিয়েছে। ফোনে ডাকব?'

"এক্ষুনি। আমি কল্‌টা ভিতরে নেব।"

নিজের অফিসের দরজা বন্ধ করে আমার পুরোনো গোল্ডেন ওক্ রোলটপ্ ডেস্কে বসলাম। অনেক খরচ করে এটা আমার পেনসিল ভ্যানিয়ার জন্মস্থান থেকে আনিয়েছি। বাবা উইলে এটা আমাকে দিয়ে যান, আর এর সঙ্গে সঙ্গে একটা ছোট আইনের বই-এর লাইব্রেরী।

নিজের বাপের ডেস্কে বসতে ভাল লাগে।

যখন রিসিভার তুললাম তখন পাডিলা লাইনে এসে গেছে।

"মিস্টার গানারসন? আমি কর্নেল ফার্গুসনের বাড়ি থেকে বলছি কর্নেল বলছেন তাড়াতাড়ি কথা শেষ করতে।"

"কি হয়েছে, টোনি?"

"ফোনে বলা যাবে না। তুমি এখানে এস।"

"তুমি আমার অফিসে এলে ভাল হত।"

"কর্নেলকে একা ছেড়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না।"

কর্নেলের বাজখাঁই গলা শোনা গেল।

"কে একা থাকতে পারবে না?"—তারপর আমাকে বলল—"লাইন ছেড়ে দাও।"

লাইন ছেড়ে ঘর থেকে বেরুলাম।

মিসেস ওয়াইনস্টাইন বলল, "আপনি বেরুচ্ছেন, মিস্টার গানারসন ?"

"হ্যা।"

"কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যে মিসেস স্টেবিল এসে পড়বেন। তাকে কি বলব ?"

"আমি পরে দেখা করব।"

"উনি অন্য উকিলের কাছে চলে যাবেন।"

"মোটেই না। স্টেবিল যেতে দেবে না।"

দশ

দিনের আলোতে ফার্গুসনের বাড়িটা বেশ জাঁকালো। আমার গাড়ি ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ির দরজা খুলে গেল। কর্নেল ফার্গুসন বেরিয়ে এল, পিছনে পাডিলা। পাডিলাকে একটু ক্লান্ত এবং ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল। তবুও ও হাসল। ফার্গুসনের মুখে হাসি নেই। মুখের ভাঁজগুলো গভীর ও দৃঢ়। থুতনির কাটার পাশে কাঁচা পাকা দাড়ি বেরিয়েছে।

ফার্গুসন গাড়ির কাছে এগিয়ে এল, "কি চাই তোমার ?"

"আমি তোমার স্ত্রীর বিষয়ে খুব চিন্তিত—।"

"ওটা আমার ব্যাপার, আমি সামলাব।"

আমি গাড়ি থেকে নামলাম, "ব্যাপারটা এখন আমারও, আমার ভাল লাগুক কি না লাগুক। তুমি কি কবে আশা কর যে আমি চুপ করে বসে থাকব।"

"কাজটা আমার।"

"আর কোন খবর পেয়েছ ?"

"না। যদিও ব্যাপারটা তোমার নয়, তবুও তোমাকে বলছি। আমি ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলেছি। ওরা আমার জন্য টাকাটা তৈরি রাখবে।"

"এতটাই যখন এগিয়েছ, তখন একবার কর্তৃপক্ষদের বললে পারতে।"

ও চিড়বিড় করে উঠল, "হ্যাঁ, আর হোলি মরে যাক!"

"চুপচাপ কথা বলতে পার।"

"তাতে কি লাভ হবে, যদি ওর অপহরণকারীদের লোক পুলিসে ঢুকে থাকে?"

"আমার তা মনে হয় না। ওরা তোমাকে ভয় দেখাচ্ছে, যাতে তুমি কিছু না কর। আমি স্থানীয় পুলিসদের চিনি। তোমাকে গতকাল রাত্রে বলেইছি। ওরা ভাল, তোমায় সহায়তা করবে।"

"না আমি কোন ঝুঁকি নেব না।"

"তুমি হয়ত আরও বড় ঝুঁকি নিচ্ছ।"

"তোমার কথা বুঝলাম না।"

"এতক্ষণে তোমার স্ত্রী বেঁচে নাও থাকতে পারে।"

ও খুব ভয় পেয়ে গেল, "ও মরে গেছে? ওর লাশ পাওয়া গেছে?"

"না, কিন্তু এমন হতেও পারে। ওকে হয়ত মৃত পাওয়া যেতে পারে।"

"কেন? আমি টাকা দিতে রাজি। ওরা তো টাকাই চায়। ওকে কেন মারবে? আমার কাছে টাকাটা বড় কথা নয়…।"

আমি বাধা দিলাম, "এমনও হতে পারে যে তুমি টাকাও দিলে আর তোমার স্ত্রীকেও পেলে না। বুঝতে পারছ, ফার্গুসন? একবার টাকা পেয়ে গেলে ওকে ফেরত দিতে যাবে কেন?"

"ওরা টাকাও নেবে আর ওকে মেরেও ফেলবে?"

"ওদের মধ্যে কয়েকজন খুনী আছে নিশ্চয়। তোমার স্ত্রী যতক্ষণ ওদের কাছে আছে ততক্ষণ বিপদ।"

পাড্রিলা মাথা নেড়ে আমাকে চুপ করতে বলল, "উনি এসব জানেন। এবার থাম।"

ফার্গুসন কর্কশভাবে বলল, "আমি ঠিক আছি। আমাকে নিয়ে ভেব না।"

"আমি তোমার স্ত্রীর কথা আরো বেশি ভাবছি। আমরা যতক্ষণ দাঁড়িয়ে বকবক করছি ততক্ষণে তোমার স্ত্রীকে হয়ত মেরে ফেলছে আর তোমার টাকা নিয়েই ওরা পালাবার পথ করে নেবে।"

"আমি জানি ও বিপদের মধ্যে আছে। আমি সারারাত শুধু ওই কথাই ভাবছি। কথাগুলো আমার মুখে ঘষে দিতে হবে না।"

"তাহলে পুলিসে খবর দাও।"

"দেব না। তুমি জালাতন কর না।"

পাতলা চুলের ভিতর দিয়ে আঙুল চালাল ফার্গুসন, হেঁটে গিয়ে পাহাড়ের ধারে দাঁড়াল।

পাডিলা আমাকে বলল, "ওকে কিছু বল না। ও পাগল হয়ে যাবে।"

"আমি মজা করার জন্যে কথাগুলো বলি নি। অবস্থা খুব সঙ্গিন।"

"কখনো অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। বেশি জোর করতে গেলে সব ভণ্ডুল হয়ে যায়।"

"তোমাদের মেক্সিকান কায়দা আমাকে শেখাতে এস না।"

বুঝলাম যে ওর মনে ব্যথা দিয়েছি। পাডিলা নিঃশব্দে হেঁটে চলে গেল। আমি এবার ফার্গুসনের পিঠের দিকে চেয়ে বলতে লাগলাম, "তুমি শোন। এ-ব্যাপারে তুমি একমাত্র লোক জড়িত নও। তোমার থেকে তোমার স্ত্রী আরো বেশি জড়িত। তুমি ওর বিষয়ে বেশি দায়িত্ব নিয়ে ফেলছ।"

"আমি জানি।"

"তাহলে অন্যদের পরামর্শ নাও, অন্যদের সাহায্য করার সুযোগ দাও।"

"তুমি আমাকে রেহাই দিলে অনেক সাহায্য হবে। হোলির আর আমার জন্যে এই ব্যাপারটা আমাকেই সামলাতে হবে।"

"ক্যালিফোর্নিয়ায় তোমার কোন বন্ধু নেই?"

"বিশ্বাসযোগ্য কেউ নেই। ক্লাবের লোকগুলো আমাকে দেখতে পারে না। হলিউডের লোকগুলো আরো খারাপ। আমার উপর ওদের রাগ আছে, অবশ্য কারণও আছে। আমার স্ত্রীর তথাকথিত বন্ধুরা ওকে শুষে খাচ্ছিল। আমিই ওদের ভাগাই।"

"তাহলে তুমি একদম একলা।"

"সেটা আমার ইচ্ছা মত। আশা করি ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়েছে।"

"চাকর-বাকর?"

"আমি চাই না যে চাকর-বাকর আমার পায়ে-পায়ে ঘুরঘুর করুক আর আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাক। হোলি আমার সঙ্গে একা থাকতেই ভালবাসত, ওই আমার দেখাশুনা করত। কেউ আমার ব্যাপারে নাক গলায় সেটা আমি পছন্দ করি না। বুঝেছ?"

ও হেঁটে বাড়ির ভিতরে চলে গেল। স্কটিশ ক্যানাডিয়ানরা এ রকম গোঁয়ার হয়। তাছাড়া ওর বিপুল ঐশ্বর্য ওকে দাম্ভিক ও নিঃসঙ্গ করে তুলেছে। কিন্তু সেও একজন মানুষ আর তারও গভীর অনুভূতি আছে। সেটা আমি ভেবেও দেখি নি। একজন মানুষকে বুঝতে পারলে তাকে ভাল-বেসে ফেলতে হয়।

পাডিলা তখনো বাইরে, "তোমার সঙ্গে কটা সোজাসুজি কথা বলতে পারি, মিস্টার গানারসন? আমার অবশ্য বুদ্ধি কম আর আমি আইনও পড়ি নি⋯।"

"চল গাড়িতে বসি।"

আমি স্টিয়ারিং-এর পিছনে বসলাম। পাডিলা অন্য দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে খুব আস্তে দরজা বন্ধ করল। আমি ওকে একটা সিগারেট দিলাম। ভেবেছিলাম যে আমি ওর সিগারেটটা ধরিয়ে দেব, কিন্তু তার আগেই ও আমার সিগারেটটা ধরিয়ে দিল।

"ধন্যবাদ, টোনি। তখন আমি বেশি বকবক করে ফেলেছিলাম। আমাদের পেশায় এটা একটা বৃত্তিগত দোষ।"

"হ্যাঁ, উকিলদের এই ব্যাপারটা দেখেছি। আমার মনে হচ্ছিল যে ওব পুলিসে যাওয়া নিয়ে তুমি বড় বেশি জোর দিচ্ছ। আমার পুলিসদের বিরুদ্ধে কিছু বলার নেই। ওরা অন্যদেরই মত মানুষ। ওরাও ভুল করে, যেমন তুমি কর। বেশির ভাগ সময় ওরা খুব চেষ্টা করে, কিন্তু সময়-সময় ওরাও সব ছেড়ে দেয়—যা ঘটে ঘটুক।"

"উদাহরণ দাও।"

"গতকাল রাত্রে আমি সেকুণ্ডিনা ডোনাটোকে বাড়ি পৌঁছে দিই। ও অনেক কিছু বলছিল। কিছু কথার মানে হয়, কিছুর হয় না। আমি ভাবলাম যে কথাগুলো এমন লোককে বলা দরকার যে কিছু করতে পারবে। পুলিসে যাওয়া সম্ভব নয়।"

"কেন?"

ও একটু ইতস্তত করে আবার দ্রুত বলতে শুরু করল।

"সেকুণ্ডিনা বলল যে পাইক গ্রানাডা বোধহয় চোরদের দলের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু ওর বা আমার এই কথা কাউকে বল না।"

"মেয়েটা এমনিতেই বিপদে পড়েছে—স্বামী মারা গেল, বাচ্চাদের খাওয়াতে হবে। আমি চাই না যে ওরা পুরোপুরি অনাথ হয়ে যায়।"

"ওর কথা তুমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করছ।"

"জানি না। হয়ত বানিয়ে বলছে, কিন্তু অত বুদ্ধি ওর নেই। ওর সঙ্গে গ্রানাডার পরিচয় বহু দিনের। ওর একদা ছেলে-বন্ধুদের মধ্যে একজন। ও, গাস্ এবং গ্রানাডা একই দলে ঘুরত। দলটা বেশ হুজ্জুতি করত—গাঁজা খাওয়া, গাড়ি চুরি, লোক ঠেঙানো। পুরোনো বরফ কলে খুব হুল্লোড় করত—যেখানে পাইক গাস্‌কে গুলি করে।"

"কতদিন আগে ?"

"খুব আগে নয়। এই খুব বেশি হলে বছর দশেক আগে। যাদের কথা হচ্ছে তাদের বয়স বেশি নয়। সুন্দরী—মানে সেকুণ্ডিনা বলল যে একবার ওকে নিয়ে গাস্ আর গ্রানাডার মারপিট হয়েছিল। গ্রানাডা ফুটবল খেলোয়াড়, ওকে গাস্ খালি হাতে মারতে পারত না। তাই ছুরি বের করেছিল। গ্রানাডার বুকে ছেঁদা করে দিয়েছিল—গ্রানাডা তখন পালায়। এর পরেই পুলিস ওখানে হানা দেয় আর গাস্‌কে গাড়ি চুরির মামলায় ফেলে রিফর্মেটরিতে পাঠিয়ে দেয়।"

"বর্তমান মামলাটাব সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নাও থাকতে পারে।"

"আমি তা জানি, কিন্তু সেকুণ্ডিনা বলছে, 'আছে'। একবার গাস্ ; মিস্টার থেকে সরে যেতে গ্রানাডা ওর উপর খুব নজর দিতে থাকে ও বলছে আমার বরাবরই এই রকম চলছে। গ্রানাডা সব সময় গাস্‌কে ফাঁসাবার চেষ্টা ক. যাতে সেকুণ্ডিনাকে নাগালে পেতে পারে।"

"মেয়েটা এমন কি সুন্দরী।"

"দশ বছর আগে ওকে দেখ নি। ও হেঁটে গেলে রাস্তার পিচ্ গলে যেত। আর আমিও এটা জানি যে গ্রানাডা বহু বছর ওকে ধাওয়া করেছে, এবং গাস্‌কে দেখতে পারত না। সেকুণ্ডিনার মতে ও যে গাস্‌কে দেখে পালিয়েছিল সেটার জন্য গাস্‌কে ক্ষমা করতে পারে নি, এবং সেই জন্য গত রাত্রে গাস্‌কে গুলি করে।"

গল্পটা এক তরফা। মেয়েটা গ্রানাডাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে।"

আশা করি শুধু তাই। আরো কথা বলেছে। গ্রানাডা প্রায়ই ব্রডম্যানের

দোকানে যেত। ম্যানুএল ও গাস্ ওকে প্রতি সপ্তাহে দেখত। ওরা দোকানের পিছনে গিয়ে কথা বলত।"

"ভারি মজার ব্যাপার।"

"হ্যাঁ, তাই। ব্রডম্যান চোরদের হয়ে ফেন্সিং করত, সেটা ঠিক। গাস্ সিঁধ কাটত কাজেই ও জানত মালগুলো কার কাছে যাচ্ছে। গাস্ সেকুণ্ডিনাকে এও বলেছে যে ওরা পুলিস মহল থেকে খবর পেত, কেউ ওদের বলে দিত কখন আর কোথায় চুরি করা যায়। ওর বিশ্বাস সেই লোক হল গ্রানাডা।"

"আমি বিশ্বাস করি না।"

"সেটা তোমার ইচ্ছা।" পাডিলার গলার স্বরে মনে হল যে ও নিজে বিশ্বাস করে। "তাহলে আর বাকি কথাগুলো বলব না।"

"আরো কথা আছে?"

"হ্যাঁ, যদি চাও বলতে পারি। হয়ত পাগলের প্রলাপ। আশা করি তাই। কিন্তু কিছু সত্যি কথাও আছে কেন না ঘটনাগুলো মিলে যাচ্ছে। এই অপহরণের ব্যাপারটা। সেকুণ্ডিনা আগেই জানত। ও জানত না কি করা হবে, গাস্ও জানত না। তবে জানত যে বড়সড় কিছু করা হচ্ছে, যা করে নেক টাকা আসবে, সকলের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।" পাডিলার মুখে পুলি-দর হাসি।

কিছু ব-কারা জড়িত আছে?"

কর।"সে জানে না। গাস্ একজন ছিল অবশ্য। আর এই গেইনস্ চরিত্রটি। ছেড়ে ওকে অনেকদিন যাবৎ চেনে, প্রেস্টনে অন্য নামে আলাপ হয়েছিল।

"কি নাম?"

"সেকুণ্ডিনা জানে না। গাস্ ওকে সব কিছু বলত না। ও নিজে দেখে আর শুনেই যতটুকু বুঝেছে। তবে এইটুকু বুঝেছিল যে ব্রডম্যান দল ছাড়ার পরে গেইনস্ই সর্দার হয়। ব্রডম্যান কোন ভুল করে ফেলেছিল। তখন পুলিস ওকে হুমকি দেয়—। সে ঠিক করল যে দল ছেড়ে দেবে। ও আর বড় কাজটায় নিজেকে জড়াতে চায় নি। সুন্দরী বলছে যে সেইজন্যে ওকে মেরে ফেলা হয়েছে। না হলে ও রাজসাক্ষী হয়ে ওদের ধরিয়ে দিত।"

এবার আমারও বিশ্বাস জন্মাতে শুরু করল। আমার জানা কিছু ঘটনার

সঙ্গে কথাগুলো মিলে যাচ্ছে। ব্রডম্যানের দল ছাড়া ও এলা বার্কারকে ধরিয়ে দেওয়া—এ দুটোর মধ্যে সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক।

"সেকুণ্ডিনা কি বলছে যে গাস্ ব্রডম্যানকে খুন করেছে?"

"না। ও বলছে যে গাস্কে ব্রডম্যানের মুখ বন্ধ করার জন্য পাঠানো হয়েছিল। গেইনস্ ওকে নির্দেশ দেয়। ও যেন মাল্রগুলো নিয়ে আসে ব্রড-ম্যানকে খুন করার পর। কিন্তু গাস্ তা করতে পারে নি। ও কোনদিন খুন করে নি। ব্রডম্যানকে দু'ঘা লাগায়, তার পর পালায়। এর পরেই সেকুণ্ডিনার সঙ্গে গাস্-এর দেখা হয়। এবং গাস্ নিজের ভীতি ও জড়তার জন্য খুব লজ্জিত হয়েছিল। বুঝলে? লজ্জিত হয়েছিল। এটা ও বানিয়ে বলে নি।"

"হয়ত গাস্ বানিয়ে বলেছে।"

"গাস্? বানিয়ে বলার মত ত বুদ্ধি ওর ছিল না।"

"হয়ত ও ভুল করেছিল। অজান্তেই হয়ত ও ব্রডম্যানকে মারাত্মক আঘাত করেছিল।"

"তুমি কি সঠিক বলতে পার যে ব্রডম্যানকে শ্বাসরুদ্ধ করে মারা হয় নি?"

"না, জানি না। কেন জিজ্ঞাসা করছ?"

"সেকুণ্ডিনা বলছে তাই করা হয়েছে।"

"গ্রানাডা?"

"কোন নাম বলা হয় নি। এসব নিয়ে কি করব জানি না, মিস্টার গানারসন। শোনা থেকে নিজেব মনে এই বোঝা নিয়ে ভূগছি। আমার পক্ষে এ সাধ্যের বাইরে, এ আমি সামলাতে পারব না।"

"আমি মেয়েটার সঙ্গে কথা বলব। ও থাকে কোথায়?"

"শহরের গরিব পাড়ায়, একটা ফ্ল্যাট-বাড়িতে"—ও আমাকে ঠিকানাটা দিল। আমি লিখে নিলাম। টোনি গাড়ি থেকে নামল।

ফার্গুসনের ফোন বাজল। আমি বাড়ির পিছনের দরজার দিকে ছুটলাম। কিন্তু আমার আগে পাডিলা পৌঁছে পথ রোধ করে দাঁড়াল।

"কি করছ তুমি?"

"এটা ওঁর ব্যাপার। মিস্টার গানারসন। ওঁকেই সামলাতে দিন।"

"তুমি ভাবছ সে ক্ষমতা ওর আছে?"

"অন্য সবার মত।"

বাড়ির ভিতরে ফার্গুসনের গলা অস্ফুট—হঠাৎ চিৎকার—"হোলি ? তুমি বলছ, হোলি ?"

পাড়িলা বলল, "ওর সঙ্গে কথা বলছে !" ও আমাকে আটকাবার কথা ভুলে গেল। দুজনে একসঙ্গে ঢুকলাম। মাঝের হলঘরে ফার্গুসনের দেখা পেলাম। রোদে পোড়া মুখে বিরাট হাসি।

"আমি কথা বলেছি। ও বেঁচে আছে, ভাল আছে। ও আজ বাড়ি আসবে।"

"অপহরণ নয় তাহলে"—আমি বললাম। "না, ওকে আটকেই রেখেছে"—ও ব্যাপারটা একটু ভেবে আবার বলল—"কিন্তু ওরা কোন দুর্ব্যবহার করে নি। ও নিজেই বলল।"

"তুমি ঠিক জান যে তোমার স্ত্রীর সঙ্গেই কথা বলেছ ?"

"একদম ঠিক। ওর গলা আমি কি করে ভুল করব।"

"স্থানীয় কল্ ?"

"যত দূর মনে হয়।"

"আর কোনজনের সঙ্গে কথা হল ?" পাডিলা প্রশ্ন করল।

"একটা লোক—হরণকারীদের কেউ হবে।" গলাটা চিনলাম না। কিছু আসে যায় না। ওরা ওকে ছেড়ে দিচ্ছে।

"বিনা টাকায় ?"

ফার্গুসন আমার দিকে বিরক্ত হয়ে তাকাল।

"টাকা আমি দিচ্ছি"—ও খুব নীরস গলায় বলল,

"আমি খুশি হয়েই দিচ্ছি।"

"কখন এবং কোথায়।"

"তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে নির্দেশগুলো নিজের কাছেই রাখব। আমাকে ওদের সময়মত চলতে হবে।"

সে হড়বড় করে টলতে টলতে শোয়ার ঘরে চলে গেল।

"এখানে কি করছ, গানারসন ?"

"তুমি ঠিক বলতে পার যে ফোনটায় কোন ভাঁওতা নেই ?"

"কি করে হবে ? আমি হোলির সঙ্গে কথা বললাম।"

"টেপ রেকর্ডিং নয় ?"

"না"—ও একটু ভাবল—"ও যে কথাগুলো বলল সেগুলো আমার প্রশ্নের উত্তরে।"

"ও কেন ওদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে?"

"ও বাড়ি ফিরে আসতে চায়, তাই। কেন করবে না? ও জানে আমি টাকার পরোয়া করি না। ও জানে আমি ওকে কতটা ভালবাসি।"

"নিশ্চয় জানে"—দরজা থেকে পাডিলা বলল।

মাথা নেড়ে আমাকে বাইরে যেতে ইশারা করল।

আয়নায় প্রতিফলিত ফার্গুসনের মুখটা কৃশ লাগছিল। ও দেখল আমি ওকে দেখছি—আমাদের দুজনের চোখ আয়নার ভিতরে পরস্পরের উপর।

"তোমাকে সাবধান করছি। তুমি আমার স্ত্রীর নিরাপদে ফিরে আসার পথে যদি কোন বাধা দাও, আমি তোমাকে খুন করব। আমি আগে মানুষ খুন করেছি।"

এগার

আমি ওভারপাসের কলিসিয়াম থামগুলোর ভিতর দিয়ে এসে পেলি স্ট্রীটে ঢুকলাম। গলির শেষে ঘাসওঠা এক টুকরো জমির তিনপাশে মুরগীর খাঁচার মত কতগুলো বাড়ি, কাঠের টুকরো দিয়ে জোড়াতালি দিয়ে বানানো। এরই একটায় ডোনাটো পরিবারের বাস। একদল শিশু গম্ভীরভাবে খেলা করছে।

ওরা "রেড ইণ্ডিয়ান" খেলছে। ভাবতে গেলে ওরা সবাই তাই, যদি প্রত্যেকের বংশ বিচার করে দেখা যায়। রেখাবহুল ইণ্ডিয়ান মুখ নিয়ে এক বুড়ি একটা কুঁড়েঘরের দরজায় বসে ওদের তত্ত্বাবধান করছে।

সে ভাব দেখাল যেন আমাকে দেখে নি। আমার গায়ের রঙ অন্য, আমার পরনে ভাল স্যুট, ভাল স্যুট কিনতে টাকা লাগে, এবং টাকা আসে কোথা থেকে? গরিবের ঘাম থেকে।

"মিসেস ডোনাটো আছেন? সেকুণ্ডিনা ডোনাটো?"

বুড়ীটা চোখ তুলল না, জবাবও দিল না। খোলা দরজা দিয়ে শুনতে

পেলাম, ঘরের ভিতরে একজন মহিলা স্প্যানিশ ভাষায় ঘুমপাড়ানি গান গাইছে।

"সেকুণ্ডিনা এখানেই থাকে, না?"

বুড়ী কাঁধ নাড়ল।

বাচ্চা কোলে একটি যুবতী দরজায় এল। ম্যাডোনার মত চোখ, দুঃখী মুখ, দেখতে বড় সুন্দর।

"কি চাই আপনার?"

"সেকুণ্ডিনা ডোনাটো। আপনি চেনেন?"

"আমার বোন। এখন এখানে নেই।"

"কোথায় আছেন?"

"জানি না। ওকে জিজ্ঞেস করুন"—সিঁড়িতে বসা নীরব বুড়ীকে দেখিয়ে দিল।

"উনি জবাব দেবেন না। উনি কি ইংরাজি বোঝেন না?"

"বোঝে ঠিকই, কিন্তু আজ ও কথা বলছে না। গতকাল রাত্রে ওর এক ছেলে গুলি খেয়ে মারা গেছে। আপনি বোধহয় জানেন।"

"হ্যাঁ। আমি সেকুণ্ডিনার সঙ্গে ওর স্বামীর ব্যাপারেই কথা বলতে চাই।"

"আপনি কি পুলিসের লোক?"

"আমি উকিল। টোনি পাডিলা আমাকে পাঠিয়েছে।"

বুড়ীটা দ্রুতভাবে স্প্যানিশ ভাষায় কি বলল।

পাডিলা ও সেকুণ্ডিনার নাম দুটো বুঝলাম, আর কিছু না।

যুবতীটি প্রশ্ন করল, "আপনি টোনি পাডিলার বন্ধু?"

"হ্যাঁ। উনি কি বললেন?"

"সেকুণ্ডিনা হাসপাতালে গেছে।"

"জখম হয়েছে?"

"ওর গাস্ মর্গে।"

"টোনি পাডিলার সম্বন্ধে কি বললেন?"

"কিছু না। বলল যে সেকুণ্ডিনার তাকে বিয়ে করা উচিত ছিল।"

"বিয়ে করা, টোনিকে?"

"তাই বলছে।"

"আর কি বলছেন?"

"কিছু না। বলছে হাসপাতালে যাওয়াটা বোকামি, ওকে কেউ কোনদিন নিয়ে যেতে পারবে না। হাসপাতাল মরবার জায়গা। ওর বোন ডাক্তার, সে বলেছে।"

আমি হাসপাতালে যেতে গিয়ে পারলাম না। অন্য বহু কাজ বাকি। আমার প্রথম বর্তব্য এলা বার্কার। ও তিনদিন ধরে জেলে পচছে, আর আমি ওর জামিন কমাবার চেষ্টা করব বলেছিলাম। বেশি আশা নেই, তবুও চেষ্টা করতে হবে।

ঠিক সময়ে পৌঁছলাম। আমি যখন ঢুকলাম তখন কোর্টের সাময়িক বিরতি হয়েছে। জুরি বক্স-এর অর্ধেক আসামীতে ভর্তি, তার মানে বিরতিটা ক্ষণিকের হবে। আসামীদের জোড়া-জোড়ায় হাতকড়ি দেওয়া। সশস্ত্র পেয়াদার নজরবন্দী হয়ে নির্বাক, আবেগহীন হয়ে আসামীরা বসে আছে। পেলি স্ট্রীটের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো লোকদের মতন দেখাচ্ছে।

কাল রোব্ পরে জাজ্ বেনেট তাঁর ঘর থেকে এলেন। আমি ওঁর চোখে চোখ রাখলাম, উনি মাথা নাড়লেন। ষাট বছরের ভাবগম্ভীর লোক।

বিচারপতি এক ধারে ঝুঁকে আমার সঙ্গে কথা বললেন, যেন আইনের গরিমা থেকে নিজেকে আলাদা করেছেন।

"সুপ্রভাত। স্যালি কেমন আছে?"

"খুব ভাল। ধন্যবাদ।"

"ওর তো সময় হয়ে গেল।"

"যে কোন দিন।"

"ভালই হল। ভাল লোকদের সন্তান লাভ হলে আমার আনন্দ হয়" —ওঁর বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ চাউনি আমার মুখের উপর—" তোমাকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছে, উইলিয়াম।

"এখন আমি স্যালিকে নিয়ে চিন্তিত নই। চিন্তা বার্কার ললনাকে নিয়ে। ধর্মাবতার, আমার কথা মিস্টার স্টালিং-এর শোনা দরকার।"

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি কীথ স্টালিং ডানদিকের সরকারী বাদী পক্ষের টেবিলে

বসে, দোহাটে ধূসর মাথা নিচু করে এক রাশ কাগজ দেখছে। বিচারপতি তাকে বেঞ্চে ডাকলেন, তারপর সোজা হয়ে বসলেন।

আমি আবার বললাম—"এলা বার্কারকে হাজতে আটকে রাখা অন্যায়। আমার জোর বিশ্বাস যে ও নির্দোষ এবং ও চুরির ব্যাপারে জড়িত নয়। যে চোরাই মাল ওর কাছে পাওয়া গেছে সেগুলো ও উপহার হিসাবে পায়। ওর দোষ হচ্ছে যে ও সহজে প্রতারিত হয়, সেটার জন্য ওকে সাজা দেওয়া যায় না।"

স্টার্লিং বলল—"ওকে সাজা দেওয়া হচ্ছে না, ওকে কোর্টে হাজির করার জন্য ধরে রাখা হয়েছে।"

"কিন্তু ও হাজতে আছে, সেটা সত্য।"

বিচারপতি বললেন—"আমি জামিন ঠিক করেছি মিস্টার গানারসন।"

"কিন্তু পাঁচ হাজার ডলার বড় বেশি হয়ে যাচ্ছে।"

"আমাদের মতে নয়"—স্টার্লিং বলল—"ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ গুরুতর।"

"আমি বেশি বলছি এই জন্যে যে, ও দিতে পারবে না। ওর পরিবার, জমানো টাকা, বিষয়-আশয় কিছু নেই।"

বিচারপতি বাধা দিলেন, "আমার আর তর্ক শোনবার সময় নেই।" তিনি তাঁর কাঁধ ঝাঁকিয়ে কাল রোব্‌টা ঠিক করে পরে নিলেন। কোর্টের কেরানী এই সংকেতের অপেক্ষায় ছিল। সে আবার কাজ শুরু করল।

স্টার্লিং চাপা গলায় আমাকে বলল—"জো রীচকে ধর, বিল। সেও তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।"

কোর্ট হাউসের তিনতলার ঘরে জো রীচ-এর অফিস। রাশি-রাশি কাগজ ও মার্কা করা আইনের বই টেবিলের উপর। তার পিছনে জো রীচ। সে ডি-এ'র কলুর বলদ। ওর হাতে গণ্ডা-গণ্ডা মামলা—বার্কার-মামলাটা তার মধ্যে একটা মাত্র।

আমাকে এক মিনিট বসিয়ে রেখে তারপর মাথা নিচু করে ভুরু উঁচিয়ে তাকাল। "রাতে হুল্লুতি হয়েছে, বিল? চেহারা ভেঙে পড়েছে।"

"মদ খেয়ে নয়। চিন্তার ঠেলায়।"

"বস, বস। এখনও ওই বার্কার মেয়েটাকে নিয়ে পড়ে আছ? ওর নিশ্চয় জমানো টাকা আছে।"

"তুমি কথাটা পেড়ে ভালই করলে। ও একেবারে নিঃস্ব। একেবারে সংগতি নেই, পাঁচহাজার ডলার জামিন দেয়া মুশকিল! একে নির্দোষ। তায় প্রথম ধরা পড়েছে।"

"এ তোমার কথা, আমাদের নয়! তাছাড়া জামিন ঠিক করেছেন জাজ্ বেনেট।"

"আমার বিশ্বাস যে তোমরা আপত্তি না করলে উনি ওটা কমাবেন।"

"কিন্তু আমাদের আপত্তি আছে"—ড্রয়ার খুলে রীচ একটা চকোলেট বার করে—দু'ভাগ করল। ছোট ভাগটা আমাকে দিল—"নাও, খাও, দেখ, এটা খুনের মামলা। আমরা চাই না যে ও ভেগে পড়ে। আমার কথা শোন—জেলে যেমন আছে থাক। জামিনের প্রশ্ন যদি আবার তোল, ওটা বেড়ে যেতে পারে।"

"এটা উৎপীড়ন ছাড়া আর কিছু না।"

রীচ হিংস্র পশুর মত চকোলেট চিবিয়ে খাচ্ছে, "তুমি এটা বলে ভাল করলে না। মেয়েটার জন্যে তোমার সহানুভূতি হচ্ছে, এই তো? ভাল নয়। এসব ব্যাপারে এত গুরুত্ব দাও কেন?"

"আমি সব ব্যাপারকেই গুরুত্ব দিই। সেইজন্য তোমার মত ফাজিল লোকদের সঙ্গে বনে না।"

রীচ রেগে গেল, "আজ সকাল থেকে অনেক খোঁচা দেখেছি, অনেক সয়েছি, এখন খোঁচাখুঁচি ছেড়ে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা কর। বুদ্ধির জন্য তোমার এত নাম। মাথা খাটিয়ে ভেবে দেখ। অবস্থাটা বোঝ। এলা বার্কারের নাগর হল চোরের দলের নেতা, শুধু নেতা নয়, আরো খারাপ। কিন্তু তার সম্বন্ধে মেয়েটা কিছু বলবে না। ওকে খুঁজতে কোন ভাবেই সহযোগিতা করবে না।"

"ও পুরো সহযোগিতা করেছে, ও যতটা জানে বলেছে। আর তাছাড়া ওর সম্বন্ধে সত্যি কথা জেনে ফেলার পর ল্যারি ওর নাগর ছিল না।"

"তা হলে তখনই আমাদের কাছে এল না কেন?"

"ভয় পেয়েছিল। আইনে এমন কথা নেই যে লোকরা তাদের জানা সব খবর নিয়ে তোমাদের কাছে আসবে।"

"ও আমাদের অনেক ঝামেলার থেকে বাঁচাতে পারত। নিজেকেও।"

"তাই শাস্তি দিচ্ছ।"

"ওকে 'দায়িত্বপূর্ণ নাগরিকের' পুরস্কার দিচ্ছি না ঠিকই।"

"আমি বলছি যে এ-ক্ষেত্রে শাস্তিটা খুব অন্যায়, অসংগত।"

"কোর্টে ব'ল।"

"কোন কোর্টে? কোন তারিখই খালি নেই। অন্তত দু'সপ্তাহের আগে ওকে কোর্টে হাজির করা যাবে না। ইতিমধ্যে বেচারা হাজতে আছে।"

"মেয়েটা 'লাই ডিটেক্টর' টেস্টে রাজী আছে? এ শুধু আমার কথা নয়। সাংবাদিকরাও জিগ্যেস করছে।"

"কবে থেকে সাংবাদিকরা তোমার হয়ে এত ভাবছে?"

"চ'ট না, বিল। এ মামলাটা সোজা নয়। শহরের অনেকেই জড়িত, শুধু তোমার মক্কেল নয়। ও যদি গেইনস্‌কে ধরার পথ বাতলাতে পারত—।"

"ঠিক আছে, আমি আবার চেষ্টা করব। কিন্তু তুমি ভুল লোককে সাজা দিচ্ছ।"

"আমি তোমার মত নিঃসন্দেহ হতে পারছি না, বিল। এই খেলায় গত কুড়ি বছর আছি। এখনো লোকরা আমাকে চমক লাগিয়ে দেয়। খালি পেজোমি করে নয়, সাধুতা দেখিয়েও। এলা বার্কারকে একটা সুযোগ দাও—সেও তোমাকে লেংগি মারবে।"

"আমি বললাম তো আজ কথা বলব। ওর কথা থাক। ল্যারি গেইনস্‌কে ধরার নিশ্চয় আরো পথ আছে। ওর ভাড়া বাড়িতে কোন সূত্র পাওয়া গেল না।"

"কিচ্ছু না। মানুষটা যেন মঙ্গলগ্রহ থেকে এসেছিল। তার মানেই ও পুরোনো পাপী, ল্যারি গেইনস্ ওর ছদ্মনাম। গত হেমন্তে ড্রাইভিং লাইসেন্স নিয়েছিল, ওই গেইনস্ নামে। কিন্তু কর্তৃপক্ষদের ওর আঙুলের ছাপ দিতে রাজি হয় নি।"

"কি গাড়ি চালায়?"

"নতুন প্লিমথ্, টিউডর সবুজ। অনেক খবর তোমাকে দিচ্ছি। কবে এর বদলে পাল্টা খবরাখবর তুমিও দেবে কিছু?"

"এক্ষুনি। গেইনস্ গত সেপ্টেম্বরে বুয়েনা—ভিস্টা কলেজে নাম লিখিয়েছিল। সেখানে ওর স্কুল সার্টিফিকেটের নকল থাকার কথা।"

"নেই। উইল্‌স আজ সকালে ওখানে গিয়েছিল। গেইনস্‌ সাময়িকভাবে বিনা সার্টিফিকেটে নাম লিখিয়েছিল। বলেছিল যে ওটা যে-কোনদিন এসে পড়বে। সেটাও আসেনি, ওরাও ওকে বের করে দেয়।"

"কি পড়তে গিয়েছিল।"

"থিয়েটার আর্ট"—রীচ বলল—"লোকটা অভিনয় জানে বটে।"

বার

"ও আমাকে সব সময় বলত যে ও অভিনেতা হতে চায়"—এলা বলল—"ও বড় হতে চাইত, তবে অভিনেতা হওয়ারই ইচ্ছা বেশী ছিল। আমার মনে হয় ও ভাল অভিনেতা হতে পারত।"

"এ কথা বললেন কেন?"

"দেখুন না আমাকে কেমন বোকা বানাল। মহান্‌ প্রেমিক! ও যখন আমাকে হীরের আংটি আর ঘড়িটা দেয়, আমি ভেবেছিলাম যে ও কিনেছে। সত্যি বলছি।"

"আমি তাই বিশ্বাস করি।"

"এখানে কেউ বিশ্বাস করে না। এমন কি অন্য মেয়েরা ভাবে যে আমি আসল কথাটা চেপে যাচ্ছি। ল্যারি সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন করে। প্রশ্ন শুনতে-শুনতে মাথা ঘুরে যায়। রাতে ঘুম ভেঙে গেলে ওদের গলা তখনও যেন শুনতে পাই। এখান থেকে না বেরুতে পারলে পাগল হয়ে যাব।"

"যদি গেইনস্‌কে ধরা যায় তাহলে আপনাকে খালাস করার সুবিধা হবে।"

"সে কোথায়?"

"সেটাই প্রশ্ন। তাই আপনাকে আবার বিরক্ত করছি।"

"না, বিরক্ত হচ্ছি না। অন্তত একজন বন্ধুকে দেখলে ভাল লাগে, যার সঙ্গে দুটো কথা বলা যায়, অন্য মেয়েদের সম্বন্ধে খারাপ মন্তব্য করতে চাই না, তবে ওরা একেবারেই আমার মত নয়।"

"একবার খালাস হয়ে গেলে ওসব মন থেকে মুছে যাবে। আপনি একজন নার্স। এই বর্ত্তমান অবস্থাটাকে সাময়িক অসুস্থতা বলে মনে করুন।"

"চেষ্টা করব।"

আমি এক মিনিট চুপ করে রইলাম।

জানালার বাইরে সকালের রৌদ্রে কোর্ট হাউসের টাওয়ারটা ধবধবে সাদা দেখাচ্ছে। ঘড়ির নিচের বারান্দায় দুজন টুরিস্ট শহর দেখছে। দুজনেই লোহার রেলিংএ ভর দিয়ে আছে, একজন যুবক, অন্যটি যুবতী, পরনে ফিকে নীল পোশাক ও টুপি—যেমনটি নববিবাহিতা মেয়েরা মধুচন্দ্রিমার সময়ে পরে।

এলা আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে ওদের দেখল।

"ভাগ্যবান লোক সব।"

"আপনি শীঘ্রই ছাড়া পেয়ে যাবেন। আপনার ভাল সময় আসছে।"

"তাই আশা করি। আপনি আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেন, মিস্টার গানারসন। আপনি ভাববেন না যে আমি কৃতজ্ঞ নই"—এই প্রথম হাসি দেখলাম ওর মুখে, যদিও একটু নিষ্প্রভ।

"আপনার আরও হাসা উচিত। হাসলে আপনাকে বড় সুন্দর লাগে।"

এ প্রশংসাটুকুর দরকার ছিল। আবার হাসল ও, "আপনাকে ধন্যবাদ।"

"আবার গেইনস্-এর কথা জিগ্যেস করি। ওকি অভিনেতা হওয়া নিয়ে কোন আলোচনা করেছিল?"

"না, এই একবার—দুবার। মাঝেমধ্যে অভিনয় করেছে বলেছিল।"

"কোথায়?"

"হাইস্কুলে বোধহয়।"

"কোন স্কুলে পড়েছিল বলেছিল কি? ভাল করে ভেবে বলুন।"

"না, তা কখন বলেনি। ওর অতীত সম্বন্ধে কখন কিছু বলেনি।"

"কোনো বন্ধুদের কথা বলত?"

"শুধু ব্রডম্যানের কথা। ওর মতে ব্রডম্যান একটা উল্লুক।"

"কোন অভিনেতা কি অভিনেত্রীদের কথা বলত?"

"না। আমাকে কোন দিন সিনেমাতেও নিয়ে যায় নি। বোধহয় ওই ব্লণ্ড মেয়েটার জন্য টাকা জমাত।"

"কোন্ ব্লণ্ড মেয়ের কথা বলছেন?"

"ওই যাদের বাড়িতে থাকে দেখি। ওর সঙ্গেই বোধহয় সবসময় ঘোরাঘুরি করত।"

"কোন্ সময় ?"

"যখন আমি ওকে আমার বন্ধু ভাবছিলাম, ভাবছিলাম আমরা বিয়ে করব, এইসব। বোধহয় ওই মেয়েটার ওপরই ল্যারির আসল ঝোঁক ছিল।"

"আপনার কেন তা মনে হচ্ছে ?"

"মেয়েটার কথা থেকে।"

"আপনি ওর সঙ্গে কথা বলেছিলেন জানতাম না। কতবার দেখা হয়েছিল আপনাদেব ?"

"একবারই—যে বারের কথা আমি বলেছিলাম। ল্যারির কিমোনো পরে বসেছিল। কি বলেছিল পরিষ্কার মনে আছে, নিজেকে এত ছোট লেগেছিল আমার। ল্যারিকে বলেছিল—"ব্যাটা হুলো, আমার অজান্তে কি খেল্ খেলছ।"

রক্তিমাভা উঠে আস্তে আস্তে এলাব গলা থেকে গাল পর্যন্ত লাল হয়ে গেল। ওর মুখ আরো কমনীয় হল, তারপর চোখ দুটো। ভাঙা গলায় সে বলে উঠল।

"আমি গেইনসকে নিযে বড্ড বোকামি করে ফেলেছি, না ?"

"একটা বড ভুল করার অধিকার প্রত্যেকেবই আছে। আপনার অবস্থা এর চেযেও খারাপ হতে পারত।"

"হ্যাঁ, ধরুন যদি আমাদের বিয়ে হত। এখন বুঝতে পারছি। আব আপনি যে অসুস্থতার কথা বলছিলেন, এটা ওর আর আমার বিষয়ে প্রযোজ্য। ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কটাই একটা অসুস্থতা—যেন আমি অন্য কেউ হতে চেষ্টা করছিলাম। কে যেন আমার সব স্বপ্ন সত্যি করে হাতে তুলে দিযেছিল, স্বপ্নের ঝাঁপি। আমি বুঝতে পারছিলাম যে এটা সত্য হতে পারে না, তবু মনে-মনে চাইছিলাম যেন তাই হয়।"

"ঘডি আর আংটি ছাডা আর কিছু উপহার দিয়েছিল ?"

"না। একবার ফুল দিয়েছিল। একটা ফুল, একটা গার্ডেনিয়া। ও বলত এই ফুলটা চিরকাল আমাদের হয়ে থাকবে। সেই রাত্রেই আমাকে

ও বড় ডাকাতির কথাটা বলে। ভাগ্যিস ওই ব্যাপারে আমি নিজেকে জড়াইনি।"

"ওর কিছু আপনার কাছে আছে? জামা কাপড়? এমন কিছু যেটা ও ফেলে গেছে?"

"আপনি কি ভেবেছেন আমাকে? আমার ফ্ল্যাটে ও জামাকাপড় খুলত?"

"সরি, আমি কিছু ইঙ্গিত করিনি, মিস বার্কার। ভেবেছিলাম ওর ব্যক্তিগত কিছু হয়ত থাকতে পারে"

"না, শুধু আংটিটা ছিল আর সেটাও বিক্রি করে দিয়েছিলাম। ঘড়ির কথাটা ভুলে গেয়েছিলাম"—ও আবার কপাল কুঁচকাল—"আর একটা জিনিস ভুলে গেছি। অবশ্য ওটার কোন দাম নেই। একটা হাঙরের চামড়ার পুরোনো ওয়ালেট।"

"ল্যারির ওয়ালেট?"

"হ্যাঁ। এক রাত্রে আমি ওকে আমার একটা ছবি দি—ওয়ালেটে রাখার মত বড় ছবি। দেখলাম যে ওয়ালেটটা খুব ছেঁড়াখোঁড়া। তাই পরের দিন শহরে গিয়ে ওকে একটা নতুন কুমিরের চামড়ার ওয়ালেট কিনে দি। কুড়ি ডলার দাম। পরের বার দেখা হতে ওকে দি। ওর পছন্দ হয়েছিল। টাকা ও অন্যান্য জিনিস বার করে নিয়ে পুরোনোটা ফেলে দিতে যাচ্ছিল। আমি ফেলতে দিইনি।"

"ওয়ালেটে কিছু ছিল?"

"মনে হয় না। দাঁড়ান এক মিনিট। ওটার পিছনের খোপে খবরের কাগজের কাটিং ছিল।"

"কোন খবরের কাগজ?"

"তা বোঝা যায়নি। পাতার মাঝখান থেকে কাটা টুকরো।"

"কি লেখা ছিল?"

"কি এক থিয়েটারের কথা। মনে হচ্ছে কোন স্কুলের নাটক।"

"এই ব্যাপারে ল্যারিকে কিছু প্রশ্ন করেছিলেন?"

"না, ও হয়ত আমাকে বোকা ভাবত, ওটা রেখে দিয়েছি বলে।"

"আপনি ওই টুকরো রেখে দিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ, ওয়ালেটের ভিতরেই। যেন ওটা মহা দামী কিছু! সত্যি, মেয়েরা এত বোকামি করতে পারে।"

"এখনও আছে?"

"হ্যাঁ, ফেলতে ভুলে গেয়েছিলাম। আমার ফ্ল্যাটেই আছে।"

"ফ্ল্যাটের কোথায়?"

"আলমারিতে। শোয়ার ঘরের আলমারির উপরের ড্রয়ারে। ওখানে একটা রেডউড কাঠের বাক্স আছে, সেটাকে আমার গুপ্তধনের বাক্স বলি। ওর মধ্যে আছে। মিসেস ক্লাইন আপনাকে ঢুকতে দেবেন"—ও মাথা নাড়ল—"সত্যি, উনি আমার সম্বন্ধে কি ভাবছেন কে জানে।"

"বাক্সটা খুলতে চাবি লাগবে নাকি।"

"হ্যাঁ, ওটার চাবি দেওয়া। চাবিটা কোথায় রেখেছি জানি না। বোধহয় হারিয়ে গেছে। তাতে কিছু আসে যায় না। ওটা ভেঙে ফেলুন। আমি আরেকটা যোগাড় করে নেব।"

মেয়েটা এবার—মাথা তুলে আমার দিকে নরম, উজ্জ্বল চোখে সোজা তাকিয়ে রইল।

মিসেস ক্লাইন আমার পিছনে দাঁড়িয়ে আমার ড্রয়ার খোলা লক্ষ্য করতে থাকলেন। আমি ছোট রেডউডের বাক্স বার করলাম। বাক্সের কোণ গুলোয় পিতল মারা, তালাটাও পিতলের।

"চাবি আছে?"—মিসেস ক্লাইন জানতে চাইলেন।

"না, এলা হারিয়ে ফেলেছেন। বাক্সটা ভেঙে ফেলতে বলেছেন।"

"না ভাঙলেই ভাল হত। সেই হাই-স্কুল থেকে বাক্সটা ওর কাছে আছে। দেখি।"

উনি বাক্সটা বলিষ্ঠ হাত দিয়ে চওড়া বুকে চেপে ধরলেন। চুল থেকে পুরোনো সেকেলে ইস্পাতের চুলের কাঁটা বার করে তালাটাকে খোঁচাতে লাগলেন। বাক্সটা খুলে গেল।

"আপনি ভাল সিঁধেল চোর হতে পারতেন, মিসেস ক্লাইন।"

"এই অবস্থায় তোমার কথাটা মজার লাগল না না, ছোকরা।"

বাক্সের জিনিসগুলো যেন এলার জীবনের একটি সময়ের কথা বলে উঠল। ক্রিস নামে একটি ছেলের ছবি।

গ্রামার স্কুলের সার্টিফিকেটে বাধ্যতা ও পরিচ্ছন্নতার জন্য এলার প্রশংসা। এলার বাবা, মা, বোনের ছবি। স্কুলের শেষ পরীক্ষার সার্টিফিকেট। একটি সোনালী বর্ডার দেওয়া কার্ডে দেখা গেল, এলা নার্সি। স্কুলের শেষ পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে পাস করেছে।

ল্যারি গেইনস্-এর স্মৃতি ধরে রেখেছে একটা শুকনো গার্ডেনিয়া ফুল আর এই পুরোনো ওয়ালেট।

ওয়ালেটের পিছনের খোপটা খুললাম। জীর্ণ কাগজের টুকরো, ভাঁজ থেকে প্রায় ছিঁড়ে আসছে। এটা যা বলেছিল তাই। স্কুলের নাটকের সমালোচনা। শিরোলিপি ও উপলিপি নেই, ছিঁড়ে গেছে। তাতে লেখা, "সরল মেয়ের ভূমিকায় ডরথি ড্রেনান মনোহর অভিনয় করেছে। কনের সখী হিসাবে ক্লেয়ার জানেলা ও মার্গারিট উড তৎসদৃশ করেছে। স্টিফেন রোস ও হিল্ডা ডোটারি কৌতুক অভিনয়ে দর্শকদের খুব হাসিয়েছে। ফ্র্যাঙ্ক ট্রেকো ও ওয়াল্টার ভ্যান হর্ন ভাঁড়ামি করে সবাইকে আনন্দ দিয়েছে।

"এই সন্ধ্যায় সবাইকে অবাক করেছে হ্যারি হেইনস। জ্যাক ট্রেলার-এর কঠিন ভূমিকায় স্কুল নাটকের জগতে এই নবাগত ছেলেটি আশ্চর্য সাফল্য দেখিয়েছে। নাটকটি খুব সুলিখিত নয়, কিন্তু আমাদের নবীন অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা আমাদের প্রচুর আনন্দ দান করেছে।"

হ্যারি হেইনস-এর বিষয়ে মন্তব্যটা পেন্সিল দিয়ে দাগ দেয়া। ল্যারি গেইনস্-এরই ছদ্মনাম হতে পারে। কাগজটা উল্টে দেখলাম ১৯৫২ সালের হেমন্তকালে ডোয়াইট আইসেন হাওয়ার-এর নির্বাচনের খবর। কাগজটা যত্ন করে ভাঁজ করলাম, ওয়ালেটে ঢোকালাম, ওয়ালেটটা আমার জ্যাকেটের পকেটে রাখলাম।

মিসেস ক্লাইন বললেন, "এলা মেয়েটা সত্যি ভাল—আমার বাড়িতে এত ভাল মেয়ে আর দেখিনি। কেন যে বেচারা এই গণ্ডগোলে পড়ল।"

"ওর একমাত্র অপরাধ নির্বোধিতা। তার জন্য কেউ জেল খাটে না।"

"তুমি বলছ ও নির্দোষ?"

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাই।"

"কিন্তু পুলিস তা মনে করে না।"

"ওরা গ্রেপ্তারের সময় সকলকেই দোষী ভাবে। তাতে কেউ দোষী সাব্যস্ত হয় না।"

"কিন্তু লেফটেনাণ্ট উইল্‌স আমাকে চুরি করা ঘড়িটা দেখিয়েছিল।

"এলা জানত না ওটা চোরাই মাল। এলার সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি?"

"ভাল সাদাসিধে মফঃস্বলের মেয়ে। গত গ্রীষ্মে আমার যখন রক্তচাপ ভীষণ বেড়ে যায়, ও আমার সেবাশুশ্রূষা করেছিল। একটা পয়সাও নেয়নি। ওরকম খাঁটি মানুষ বড় একটা দেখা যায় না। গত শীতে ওর যখন অসুখ করে, আমার বড় চিন্তা হত।"

"এটা কবে হল?"

"জানুয়ারী মাসে। সারা মাসটা ধরে কেঁদেছিল। ডাক্তার বলেছিল যে ওর শরীরে কোন গণ্ডগোল নেই, কিন্তু ও কাজে যাওয়ার মত জোর পেত না মনে। ফেব্রুয়ারী মাসে আমি ওকে কিছু টাকা ধার দি—ও যাতে কয়েকদিন বাহরে বেড়িয়ে আসতে পারে। তাতেই ও ভাল হয়ে ওঠে?"

"ওকি আপনার কাছে টাকা ধারে?"

"এক সেণ্টও না। টাকা-পয়সার ব্যাপারে ও ভারি সাচ্চা। যখন ভাড়া বাকি পড়ে, ও ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল।"

"যদি আদালতে যেতে হয়—মনে হয় না হবে—আপনি কি এলার সচ্চরিত্রতা বিষয়ে সাক্ষী দেবেন?"

"নিশ্চয় দেব। শুধু আমি নয়, ওর হাসপাতালের বন্ধুরা—নার্স, হেড নার্স, এমন কি একজন ডাক্তার—সবাই ফোন করছে। ওরা জানতে চায় ওরা ওর সঙ্গে জেলে দেখা করতে পারে কিনা"—

"আর দু-এক দিন সবুর করুন, মিসেস ক্লাইন। আমি ওকে খালাস করার চেষ্টা করছি। কিন্তু অনেক পয়সা লাগবে।"

মহিলার মুখের উপর কঠিন স্বচ্ছ আবরণ নেমে এল—"তোমার ফি কত?"

"আমার জন্য নয়। জামিনের জন্য। ওটা কমাতে পারলাম না।"

"পাঁচ হাজার ডলার, তাই না? অতটাকা তো আমার নেই।"

"পাঁচশো ডলারেই হবে, যদি জামিনদারকে লাগাই। কিন্তু ওই পাঁচশো আর ফেরত পাব না।"

"ব্যাটারা বড় বেশী টাকা নেয়।"

"দশ পার্সেন্ট।"

"অন্য কোন উপায় নেই?'

"বিষয়-আশয় জমা দেওয়া যায়। তাও দ্বিগুণ দামের সম্পত্তি জমা দিতে হবে—দশ হাজার ডলারের সম্পত্তি দিলে পাঁচ হাজার ডলারের জামিনে খালাস করা যাবে।"

"দশ হাজার ডলারের ইকুইটি?"

"হ্যাঁ। তবে আপনাকে সাবধান করা দরকার। এলা যদি পালায় আপনার জমা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে।"

"জানি"—চোখ কুঁচকে আবার চিন্তা করলেন "এটা ভাববার কথা, কিন্তু আমি ভেবেই দেখি। এলাকে কিছু বলো না। আমি চাই না ও কোন মিছে আশায় বসে থাকে।"

"আমি কিছু বলব না। মনে হচ্ছে ওর কেউ নেই। কোন ধনী বন্ধু কিংবা আত্মীয়?"

"কেউ নেই। ওকে দেখার কেউ নেই। হাসপাতালে যতক্ষণ হুকুম মত কাজ করছে ততক্ষণ ঠিক আছে। তার বাইরের পৃথিবীতে ও একা। ওকে দেখার কেউ থাকা দরকার—একজন ভাল লোক। সবারই দরকার।"

"পুরুষদেরও। আমার স্ত্রী অবশ্য খুবই ভাল।"

"শুনে খুশি হলাম।"

"জামিনের ব্যাপার সম্বন্ধে ভেবে দেখব। তোমার কি মনে হয় এলা পালাবে আর আমার সম্পত্তি খোয়া যাবে?"

"যদি ভয়ে পালায়।"

"জেলে যাওয়ার ভয়ে?"

"খুন হওয়ার ভয়। আপনি ল্যারি গেইনস্-কে দেখেছেন? যে ওকে এই বিপদে ফেলেছে?"

"না, যতদূর জানি, ও এখানে আসেনি। ব্রডম্যানকে একবার দেখেছিলাম, নিরীহ লোক মনে হয়েছিল। তবে মানুষ সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না।"

তেরো

মিসেস ক্লাইনের বাড়ি থেকে হাসপাতাল গেলাম। মনে হল যে এলঃ বার্কার নারাজ হবার পর ল্যারি গেইনস্ হয়ত হাসপাতালের অন্যান্য কর্মচারীদের দলে ভিড়িয়েছে। হাসপাতালেও চোর! ভাবলেও রোমাঞ্চ হয়।

হাসপাতালের পার্কিং এলাকায় একটা পুলিসের গাড়ি দাঁড়ান। মাটির নিচের মর্গের সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে উইল্‌স ও গ্রানাডার সঙ্গে ধাক্কা খেলাম।

ছুজনে একই ভঙ্গিতে মাথা সামনে এগিয়ে দিয়ে উঠছে। উইল্‌স-এর ভাব-ভঙ্গি গ্রানাডা সবসময় নকল করে। উইল্‌স বিরক্ত হয়ে চাইল, "এখানে কি করছ?"

"ব্রডম্যানের খুনের ব্যাপারে এসেছি। এক মিনিট সময় আছে?"

"না। কিন্তু কি করতে পারি তোমার জন্য?"

গ্রানাডা আমার পাশ কাটিয়ে উঠে গিয়ে লোহার সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে রইল।

"ব্রডম্যানের ময়না তদন্তে কি পাওযা গেল জানতে চাই ফলাফল জানা গেছে?"

"হ্যাঁ, ডক্টর সিমিথনের কাছ থেকে রিপোর্ট এক্ষুনি পেলাম। তুমি কেন জানতে চাইছ?"

"তুমি জান আমি কেন ব্রডম্যানের ব্যাপারে এত আগ্রহী। ও এমনিতে ভালই ছিল। হঠাৎ মরে গেল কেন বুঝ..ম না।"

"আঘাত থেকে মারা গেয়েছিল।"

"কি বিশেষ আঘাত লেগেছিল?"

আমার চোখ গ্রানাডার উপর। আমি কি বলছি তা ও শুনছে। উইল্‌স বলে চলেছে, "ব্রডম্যানের মাথায় চোট লেগেছিল। তার প্রতিক্রিয়া অনেক সময় দেরিতে হয়।"

"ও আচ্ছা। তোমার কি কোন আপত্তি আছে যদি আমি প্যাথলজিস্ট-এর সঙ্গে কথা বলি ?"

"বলো। ডক্টর সিমিথন তোমাকে একই কথা বলবে। জো রীচ বলেছিল যে তুমি বার্কারের সঙ্গে আবার কথা বলবে।"

"ওর সঙ্গে আজ সকালেই আবার কথা হয়েছে।"

"কোন লাভ হল ?"

"সেটা আড়ালে বলাই আমার পছন্দ।"

উইল্‌স সিঁড়ির মাথায় গ্রানাডাকে দেখল—"এটা কি যথেষ্ট গোপন জায়গা নয় ?"

"না।"

"গ্রানাডা আমার ডান হাত।"

"আমার নয়।"

উইল্‌স আমার দিকে কড়া চোখে চাইল, তারপর গ্রানাডাকে বলল—"তোমার সঙ্গে বাইরে দেখা হবে, পাইক"—গ্রানাডা চলে গেল, আর উইল্‌স আমার দিকে ফিরল—"রহস্যটা কি ?"

"কোন রহস্য নেই। লেফটেনাণ্ট, অন্তত আমি যতদূর জানি। আমার মক্কেল বলছে যে গেইনস্ একজন ব্লণ্ড মেয়ের সঙ্গে জড়িত ছিল।"

"সেটা আমরা অন্য জায়গা থেকে শুনেছি। সে জানে ব্লণ্ড মেয়েটা কে ?"

আমি সত্যি কথার ধার কাছ দিয়েও গেলাম না "না না, ও জানে না। ওকে একবারই দেখেছিল।"

"এই হল তোমার বিশেষ গোপন সংবাদ ?"

"না, এটাও আছে"—আমি পকেট থেকে আমার একমাত্র প্রমাণ বার করলাম—হাঙরের চামড়ার ওয়ালেট উইল্‌সকে দিলাম।

"এটার অর্থ কি ?"

"এটা গেইনস্-এর। এলা বার্কার তার স্মরণ-চিহ্ন হিসাবে রেখে দিয়েছিল।"

"কি করুণ কথা"—উইল্‌স ওয়ালেটটা খুলে শুঁকল—"এতে পারফিউমের গন্ধ। তোমাকে মেয়েটা দিয়েছিল ?"

"ওর ফ্ল্যাটে পেয়েছি। ও বলল কোথায় খুঁজলে পাওয়া যাবে। ও সহ-যোগিতা করার যথেষ্ট চেষ্টা করছে।"

"এর থেকেও বেশি করতে পারে। জো রীচ কি তোমার সঙ্গে পলিগ্রাফ টেস্ট-এর কথা বলেছে?"

"বলেছে।"

"তাহলে সময় নষ্ট করা কেন? এদিকে হরদম মানুষ মরছে।"

"একজন পুলিসের বুলেটে। আরেকজন কি ভাবে মরেছে সে সম্বন্ধে আমি এখনও সন্তোষজনক রিপোর্ট পাইনি।"

"তোমার সন্তোষ! হায় ভগবান! নিজেকে কি ভাব?"

"মক্কেলকে হয়রানি থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে, এমন একজন অ্যাটর্নি।"

"কথা! বড-বড অর্থহীন কথা! শুনলে গা গুলোয়। কি ব্যাপার চলছে বল তো? তুমি গ্রানাডার পিছনে ছুরি মারার চেষ্টা করছ?"

"তুমি গত রাত্রে ডোনাটোকে গুলি করার জন্য ওর মাথা চিবিয়ে ছিলে কেন?"

"সে ও আর আমি বুঝব। অবশ্য সেটা তেমন কোন গোপন কথা নয়। ডোনাটো বেঁচে থাকলে ওর কাছ থেকে কথা বার করা যেত। বাঁচেনি, ফুরিয়ে গেল। গ্রানাডা যেমন বুঝেছে তেমনি কর্তব্য কাজ করেছে।"

"তুমি কি সবসময় ও যেমন বোঝে তেমনভাবে ওকে কর্তব্য করতে দাও?"

"গ্রানাডা একজন ভাল অফিসার। ডোনাটোর মত গুণ্ডা দশ বার মরুক, তবু ও গ্রানাডার কিছু হয় তা চাই না।"

"ডোনাটোর সঙ্গে ওর আগের সম্বন্ধ কি জান?"

"জানি"—উইল্‌স-এর গলা চড়তে লাগল—"পাইক এখানে জন্ম থেকে আছে, শহরের সবাইকে চেনে। আমাদের কাছে ওর মূল্য এই জন্য বেশি।"

"ব্রডম্যানকে কতটা চিনত?"

"ভালই চিনত। বন্ধকী দোকানগুলোর উপর নজর রাখা ওর কাজ ছিল।·· কি ব্যাপার শুনি?"

"গ্রানাডা ব্রডম্যানকে কাল হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। তার আগে ব্রডম্যান বেশ সুস্থ ছিল। হঠাৎ সে মারা গেল?"

"তুমি জান ব্রডম্যানকে ডোনাটো খুন করে।"

"ডোনাটো সে কথা অস্বীকার করতে বেঁচে নেই আর।"

"এটা ভাল হচ্ছে না, মিস্টার গানারসন। তুমি যা খুশি বলছ, আমার একদম ভাল লাগছে না। গ্রানাডা আমার একজন কাজের লোক। তুমি যা বলছ তা মিথ্যা অভিযোগ।"

"তুমি ওর ওপরওলা। আমার সন্দেহগুলো তোমাকে না বলে অন্য কাকে বলব?"

"অন্যখানে বল না, বলে দিলাম।"

"শাসাচ্ছ নাকি?"

"সে ভাবে বলিনি। তুমি যদি আমার মত শোন তা হলে বলি যে তুমি পাগল হয়ে গেছ। কথাবার্তা সাবধানে বলতে হয়।"

"গ্রানাডাকে সামলাতে পার না?"

উইল্‌স একটা অস্ফুট আওয়াজ করল। ওর খেয়াল হল যে ও ওয়ালেটটা হাতে নিয়ে রেখেছে।

"এটা নাও। কোন কাজের নয়।"

হয়ত আমার হাতেই দিতে চেয়েছিল, কিন্তু ওয়ালেটটা ওর হাত থেকে পড়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে চলে গেল। আমি ওটার পিছনে ছুটলাম, আর ও গ্রানাডার পিছনে উপরে ছুটল। ওর পিছনে দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

ডক্টর সিমিথন মধ্যবয়স্ক, মনে হয় নিজের কাজে জীবন উৎসর্গ করেছে। কোনার একটা ছোট ঘরে ওর অফিস; দেওয়ালের উঁচুতে ছোট জানালা। ঘরের আলো, বোধহয় কখন নেবানো হয় না। আলোর নিচে ডাক্তার বসে। ওর তত্ত্বাবধানে রাখা লাশগুলোর মত ফ্যাকাসে।

"মাথার চোটের ফলাফল আশ্চর্য রকম হয়। অনেক সময় প্রতিক্রিয়া দেরিতে হয়, একটু আগেই লেফটেনাণ্ট উইল্‌সকে বলছিলাম। রক্তস্রাব হয়, তার থেকে রক্ত চাক বেঁধে যাবে।"

"রক্তের চাক পেয়েছিলেন?"

"না, পাইনি। এমনকি খুলি ভাঙেও নি। আসলে ভাবছি যে আরেক বার পরীক্ষা করব।"

"আপনি বলতে চান যে পুরো ময়না তদন্ত করেননি?"

"যতটা দরকার মনে হয়েছিল করেছি। মাথায় কিছু রক্তস্রাব পেয়েছি, ওতেই মারা যেতে পারে"—লোকটা কথা এড়িয়ে যাচ্ছিল।

"আপনি নিজেও সন্তুষ্ট নন যে ও মাথার চোট থেকেই মারা গেছে ?"

"না, সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট নই। আমি বহুলোককে ওরকম চোট নিয়ে হেঁটে বেড়াতে দেখেছি। অবশ্য আমি বলছি না যে হেঁটে বেড়ানোটাই ওরকম চোটের চিকিৎসা।"

"অন্তরা যদি না মরে তবে ও মরল কেন ? ওকে কি শ্বাসরুদ্ধ করা হয়েছিল ?"

"তার কোন চিহ্ন পাইনি। সাধারণত বাইরেই চিহ্ন থাকে, চামড়ার তলায় শিরাগুলো ফেটে যায়। বাইরে সেরকম কোন চিহ্ন দেখিনি, আর ভিতরে ঘাড়ের গঠনেও কিছু পাওয়া যায়নি।"

"ঠিক বলছেন ?

"ইচ্ছা করলে আপনি লাশ দেখতে পারেন।"

লাশটা পাশের ঘরে টেবিলের উপর শোয়ানো। চেষ্টা করেও কাছে যেতে পারলাম না। কোরিয়ার যুদ্ধের পরে অনেক নরম হয়ে পড়েছি ! ব্রডম্যানের লাশের কাছে যেতে পারলাম না। সিমিয়ন আমার দিকে পরিতৃপ্ত ভাবে তাকিয়েছিল।

"এবার বুক আর পেট কাটব। কিছু পাওয়া গেলে জানাব, মিস্টার গানারসন।

ওর কথা কানে গেল না। রবারের পর্দা দিয়ে অর্ধেক ঢাকা দরজা দিয়ে পাশের ঘরে অনেকগুলো ড্রয়ার দেখছিলাম। একটা ড্রয়ার কিছুটা খোলা। তার পাশে নত মাথা শাল দিয়ে ঢেকে একজন বৃদ্ধা টুলের উপর বসে।

সিমিয়ন দরজা দিয়ে ওঘরে গিয়ে তার কাঁধে আস্তে হাত রাখল, আর বলল।

"এত ঠাণ্ডায় বসবেন না, মিসেস ডোনাটো সর্দি লেগে যাবে।"

আমি ধরে নিয়েছিলাম যে মহিলাটি গাস্ ডোনাটোর মা। হঠাৎ মহিলাটি চোখ তুলে তাকাল। মহিলাটি ডোনাটোর বিধবা সেকুণ্ডিনা।

"নিউমোনিয়া লেগে মরে গেলে ভাল হয়।"

"কি যা-তা বলছেন। যান বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম করুন। দেখবেন অনেক ভাল লাগবে।"

"আমি ঘুমোতে পারি না। খালি মাথা ঘোরে।"

"আমি ঘুমের ওষুধের প্রেসক্রিপসন দিয়ে দেব। হাসপাতালের ফার্মাসিতে পেয়ে যাবেন।"

"না, আমি এখানে থাকতে চাই। আমার থাকার অধিকার আছে। আমি গাস্-এর কাছে থাকব!"

"আমি থাকতে দিতে পারব না। থাকাটা অস্বাস্থ্যকর। আমার আপিসে আসুন, আপনাকে প্রেসক্রিপসন দিচ্ছি।"

"আমার টাকা নেই।"

"টাকা লাগবে না।"

ও মেয়েটার হাত ধরে প্রায় টেনে তুলল। মেয়েটা পা টেনে-টেনে ওর সঙ্গে চলে গেল।

চোদ্দ

মিসেস ডোনাটো দুপুরের রোদে চোখ কুঁচকে যখন ফার্মাসি থেকে বেরুল, আমি তখন বাইরে অপেক্ষা করছিলাম।

"মিসেস ডোনাটো?"

আমার মত সেও আমাকে প্রথম চিনতে পারেনি। দিনের আলোয়, কাছ থেকে বুঝতে পারলাম একরাত ও সকালের মধ্যে ওর বয়স যেন কত বেড়ে গেছে। সমস্ত দেহে মধ্যবয়সের ভারাক্রান্ত জড়তা। শরীর আর নিজের ভার বইতে পারছে না।

"আমার নাম গানারসন। আমি একজন উকিল, মিসেস ডোনাটো। গতকাল রাত্রে আমি টোনি পাডিলার সঙ্গে ছিলাম। আজ সকালে ওর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। ও বলল যে, আপনার কাছে জরুরী খবর আছে।"

"টোনি স্বপ্ন দেখেছে। আমি কিছু জানি না।"

"কথা হয়েছিল আপনার স্বামীর মৃত্যুর ব্যাপারে। এবং অন্য ব্যাপারেও। ও বলেছিল যে গাস্ ব্রডম্যানকে মারেনি।"

"ওসব কথা বলবেন না"—ওর আঙুলগুলো লোহার সাঁড়াশির মত আমার হাত চেপে ধরল।

আমি ওর কনুই ধরে নিয়ে চললাম। ধীরে, অনিচ্ছায় ও হাঁটতে লাগল। রাস্তা পার হয়ে উল্টোদিকের বাস স্টপে গেলাম। গাছের নিচে একটা খালি কংক্রিটের বেঞ্চ। ওকে বসালাম। গাছের পাতার ছায়া আমাদের মুখের উপর শীতল লেসের মত পড়ল।

"টোনি বলেছিল যে আপনার স্বামী ব্রডম্যানকে খুন করে নি।"

"তাই বলল?"

"শুনলাম আপনার ধারণা হয়েছে যে গ্রানাডা খুনটা করেছে।"

"আমার ভাবায় কি আসে যায়। প্রমাণ তো করতে পারব না।"

"হয়ত আপনি পারবেন না, কিন্তু অন্য লোকরা পারবে।"

"কে পারবে?"

"ডক্টর সিমিয়ন, পুলিস।"

"হাসবেন না। ওরা চায় যেমনটি চলছে তেমনি চলুক। মামলা মিটে গেছে।"

"আমার মত তা নয়।"

"আপনি তো উকিল তাই না?"

"ঠিক বলেছেন।"

"আমার কোন টাকা নেই, যোগাড় করারও উপায় নেই। আমার ভাশুর ম্যানুএলের টাকা আছে, কিন্তু ও দেবে না। কাজেই আপনাকে দেওয়ার মত কিছু নেই।"

"আমি জানি। আমি শুধু সত্য প্রমাণ করতে চাইছি।"

"তাহলে আপনার কোন মতলব আছে।"

"আছে বইকি।"

"তাহলে অন্যখানে চেষ্টা করুন। আমি বড় অসুস্থ আর ক্লান্ত। আমি বাড়ি যেতে চাই।"

"আমি আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।"

"না, ধন্যবাদ।"

কিন্তু ও স্প্যানিশ ভাষায় কি বলতে শুরু করল। প্রতিটি কথায় আগুনের হল্কা ছুটছে। ওর দেহ আবার সতেজ হয়ে উঠল, ওর মুখের চেহারা পাল্টে গেল।

"ইংরাজিতে বলুন, সেক্সুণ্ডিনা।"

"যাতে আপনি দৌড়ে কোর্টহাউসে গিয়ে খবর দিয়ে আসতে পারেন। যাতে আমাকেও জেলে আটকাতে পারেন।"

"আমি কেন তা করব ?"

ও কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। কিন্তু ওর ঠোঁট তখনো নড়ছে, "আপনি আমার কাছে কি চান ?"

"ব্রডম্যানের খুনের ব্যাপারের খবর।"

"যা বলার টোনিকে বলেছি। ওকে জিজ্ঞাসা করুন।"

"যা বলেছেন সব সত্যি ?"

ও রেগে উঠল, "আমাকে মিথ্যাবাদী বলছেন ?"

"না, না। কিন্তু কোর্টে দাঁড়িয়ে শপথ করে বলতে পারবেন ?"

"আপনিও জানেন আমি কোর্ট পর্যন্ত পৌঁছব না। ও আমাকেও খতম করে দেবে।"

"কে ?"

"পাইক গ্রানাডা। ওর আমার উপরে চিরকালের নজর। ওকে পাত্তা দিই নি বলে ওর রাগ। একবার বরফ কলে আমাকে জোর করে ধরতে এসেছিল। গাস্ ছুরি দিয়ে ওকে আচ্ছা জখম করে দেয়। সেইজন্য ও গাড়ি চুরির অভিযোগে গাস্‌কে পুলিসে ধরিয়ে দেয়। আমাকেও ধরেছিল। আমি যখন জুভি জেল থেকে ছাড়া পাই, পাইক আমার উপরে হামলা শুরু করে।"

"আমার ধারণা ছিল যে এ সব অনেকদিন আগে ঘটেছিল।"

"অনেকদিন আগে আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু সেই থেকে ও আমার আর গাস্-এর পিছনে লেগে আছে। তাই বেজন্মাটা কাল রাত্রে গাস্‌কে গুলি করল।"

"ও তো নিজের কর্তব্যই করছিল।"

"গুলি করার কারণ ছিল না। গাস্ কোন দিন বন্দুক বয়ে বেড়ায় নি। ওর অত সাহসই ছিল না। ওকে গ্রানাডা কুকুরের মত গুলি করে মারে।"

"আপনি গ্রানাডাকে এত ঘৃণা করেন কেন ?"

"ও একটা অসৎ পুলিস্। পুলিস জিনিসটাই খারাপ। অসৎ পুলিসের মত জঘন্য জীব হয় না।"

"আপনি এখনও বলেন যে গ্রানাডা ব্রডম্যানকে খুন করেছে ?"

"নিশ্চয় করেছে।"

"কি করে জানলেন?"

"খবর পাই।"

"হাওয়ায় কণ্ঠস্বর চলে যায়?"

"আমি পাগল নই। হয়ত আপনি তাই ভাবছেন। হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে একজন নার্সের সহকারী আমার বন্ধু। গত কুড়ি বছর ধরে ও হাসপাতালে কাজ করছে। ও অনেক কিছু জানে যেটা বহু ডাক্তাররাও জানে না। ও বলেছিল যে ব্রডম্যান মৃত অবস্থায় হাসপাতালে পৌঁছায়। ওকে দেখে মনে হয়েছিল যে ওকে গলা টিপে মারা হয়েছে। আর ম্যানুএল দেখেছিল অ্যাম্বুলেন্সে গ্রানাডাও ছিল। গ্রানাডা গাড়ির ভিতর ব্রডম্যানের সঙ্গে কথা বলছিল। কিন্তু ব্রডম্যান কোন জবাব দিচ্ছিল না।"

মেয়েটা আবার বলল, "আপনি তো ওখানে ছিলেন। আপনি দেখেছেন।"

গত রাতের বিপ্লবহুল পথ দিয়ে আমার মন আবার গত বিকালের ঘটনাগুলিতে ফিরে গেল। ব্রডম্যান ভয় ও রাগে চিৎকার করছে। অ্যাম্বুলেন্সে একলা গ্রানাডা ওকে সান্ত্বনা দিয়ে চুপ করাচ্ছে। হয়ত চিরদিনের মত চুপ করিয়ে দিয়েছে।

"কি হয়েছিল আমি ঠিক দেখতে পাই নি"—আমি বললাম— আপনার বন্ধুর নাম কি, যে নার্সের সহকারী?"

"আমি ওকে কথা দিয়েছি যে ওর নাম কাউকে বলব না। এই শর্ত আমি ভাঙব না।"

"গ্রানাডা ব্রডম্যানকে কেন মারবে বলতে পারেন?"

"ওর মুখ বন্ধ করার জন্য। ব্রডম্যান জানত গ্রানাডা একটা চোর।"

"চোরদের দলের কেউ?"

"হতেও পারে।"

"যদি গ্রানাডা চুরির সঙ্গে জড়িত থাকত তাহলে গাস্ নিশ্চয় জানত।"

"না, গাস্ সব কিছু জানত না।"

"তাহলে আপনি সঠিক বলতে পারেন না যে গ্রানাডা জড়িত ছিল?"

"না, তবে মনে হয় ছিল। যখন গাস্ কোন বাড়িতে সিঁধ কাটত ও

আগেই জানত পুলিস তখন কোথায়। ও নিশ্চয় এক্স-রে দিয়ে জানত না। ওর খবর পাওয়ার বন্দোবস্ত ছিল।"

"ও আপনাকে তাই বলেছিল?" মেয়েটা জোরে মাথা নাড়ল।

"কিন্তু ও এটা বলে নি যে গ্রানাডাই খবর দিত।"

"না, তা বলে নি। হয়ত ও জানত না। ও যদি কিছু জেনে থাকে, সেটা আমি বার করতে পারি নি।"

গ্রানাডার বিরুদ্ধে অন্ধ অভিযোগ করছে না দেখেই আমার মনে হল যে ওর কাহিনীর কোনো ভিত্তি আছে। উইল্‌স-এর কথাও মনে হল। গ্রানাডার দোষ সম্বন্ধে নিশ্চিত না হয়ে উইল্‌সকে আর কোনো কথা বলব না।

"ওই দলে আর কে ছিল সেকুণ্ডিনা?"

"আমার চেনা কেউ নয়।"

"কোন মহিলা?"

"আপনি আমাকে দোষী ভাবছেন কেন। গাস্‌কে আমি অনেকবার বুঝিয়েছিলাম, ও যা করছে তা করা ঠিক নয়।"

"আমি আপনার কথা বলি নি। পৃথিবীতে আপনিই একা স্ত্রীলোক নন। গেইনস্‌-এর কোন বান্ধবী ছিল না?"

"না, থাকলেও বা আমি কি করে জানব?"

"আমি শুনেছিলাম যে ও একটি ব্লণ্ড মেয়ের সঙ্গে ঘুরছে।"

"আমার থেকে আপনি বেশি খবর রাখেন।"

"মেয়েটি কে, সেকুণ্ডিনা?"

"আমি বললাম তো আমি কোনো ব্লণ্ড মেয়ের সম্বন্ধে কিছু জানি না। আমার সঙ্গে লোকটার বেশি দেখাও হয় নি। গত দু' মাসে বোধ হয় দু'বার।"

"কি পরিবেশে?"

"কি বলছেন বুঝতে পারছি না।"

"বলছি গেইন্‌স্‌-এর সঙ্গে কোথায় দেখা হয়েছিল; ও তখন কি করছিল?"

"মনে নেই।"

"গেইনসকে অনেকদিন যাবৎ চেনেন?"

"গাস্ চিনত। ছ' সাত বছর ধরে চিনত। প্রেস্টনে আলাপ হয়েছিল। ছাড়া পাওয়ার পর ওরা দেশময় ঘুরে বেড়িয়েছে। যেমন করে পেয়েছে,

খেয়েছে—পরেছে। তারপর গাস্ ফিরে এসে আমাকে বিয়ে করে। কিন্তু ও সব সময় হ্যারির কথা বলত। গেইনস্ তখন হ্যারি নামে পরিচিত ছিল। খুব দুঃসাহসী ছিল। গাস্ ওকে প্রায় পুজো করত।"

"কি দুঃসাহসের কাজ?"

"লোক ঠকানো, গাড়ি চুরি করা, জোরে গাড়ি চালানো, এইসব। যত উদ্ভট কাজ। গত শরৎ কালে যখন গাস্ আবার গেইনস্-এর সঙ্গে ঘোরাফেরা শুরু করল তখন আমি ওকে সাবধান করেছিলাম। বলেছিলাম যে গেইনস্ সাংঘাতিক লোক। আমার কথা শুনল না। শোনার মত বুদ্ধি ছিল না।"

বাস স্টপে একটা স্থানীয় বাস এসে দাঁড়াল। শিক্ষার্থী নার্সরা তাতে উঠে পড়ল। বাসটা আওয়াজ করে যেতে সেকুণ্ডিনার সংবিৎ ফিরে এল।

"বা, বাসটা ধরা হল না।"

"আমি আপনাকে বাড়ি নিয়ে যাব।"

"বাড়ি গিয়ে কি হবে?"—করুণ কণ্ঠে ও বলে উঠল—"বাচ্চাদের কি বলব? ওদের বাবা আর নেই? কি হবে এবার?"

বলবার মত কিছুই ভেবে পেলাম না। শুধু বললাম, "আপনার বাচ্চাদের আপনাকে দরকার, মিসেস ডোনাটো। ওদের কথা আপনাকে ভাবতে হবে।"

"জাহান্নমে যাক ওরা।"

কথাটা বলেই ও কিন্তু ভয় পেয়ে গেল। বুকের উপর ক্রস চিহ্ন করে বিড়বিড করে প্রার্থনা করতে লাগল। গাছের ঠাণ্ডা ছায়ায় আমি ঘামতে লাগলাম। আমাব শহরের দুই শ্রেণীর মধ্যে এত বড পাঁচিল তুলে ব্যবধান সৃষ্টি করা আছে আমি কোন দিন জানতাম না।

একটা নোংরা কাল ছাদ খোলা বুইক গাডি হাসপাতালের সামনের রাস্তা দিয়ে এল। টোনি পাডিলা ধীরে গাডি চালাচ্ছে, যেন কাকে খুঁজছে। আমাদের বেঞ্চে বসে থাকতে দেখে গাডি থামাল, "হ্যালো মিস্টার গানারসন" —চাপা গলায় বলল—"মিসেস ডোনাটো, তোমাকে হাসপাতালে খুঁজতে গিয়েছিলাম। তোমার বোন তোমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে বলেছে।"

আমি বললাম, "এক মিনিট সময় দেবে, টোনি?"

"বলুন—"

"কর্নেল ফার্গুসনের কি হল? তুমি না ওর হাত ধরে বসেছিলে?"

"আমাকে ভাগিয়ে দিল। ও টাকা নিয়ে বেরিয়ে গেছে।"

"কোথায় ?"

"জানি না। কিছু বললও না, আমাকে সঙ্গেও নিল না। আমি সেকুণ্ডিনার বাড়িতে গিয়েছিলাম। কথা ছিল। ওর বোন বলল ও হাসপাতালে গেছে।" একটু হেসে যন্ত্রচালিতের মত ঘড়ি দেখল। "বাড়ি পৌঁছেই আমাকে কাজে যেতে হবে।"

গাড়ি ছেড়ে দিল।

পনেরো

পার্কিং এলাকায় যাওয়ার রাস্তা হাসপাতালের ইমার্জেন্সির দরজার পাশ দিয়ে। রাস্তার একপারে অ্যাম্বুলেন্সগুলো দাঁড় করানো। স্টিয়ারিং ধরে বসে আছে সেই বৃদ্ধ যুবক হোয়াইটি। রেডিও শুনছে। আমি জানালার কাছে আসতে রেডিওটা কমিয়ে দিল। "কি সাহায্য করতে পারি, স্যার ?"

"সাহায্য করতে পার। গতকাল তুমি এসেছিলে, ব্রডম্যানকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ওর দোকানে এসেছিলে। আমার নাম গানারসন।"

"আপনাকে মনে আছে। মিস্টার গানারসন—বেচারা ব্রডম্যান পথেই মারা যায়। আমার খুব খারাপ লেগেছিল।"

"ওকি তোমার বন্ধু ছিল ?"

"জীবনে দেখে নি। তবে ওদের কষ্ট নিজের বলে মনে করি। আমরা সবাই একদিন না একদিন মরব। কথাটা বুঝতে পারলেন ? কোন লোকের মৃত্যু আমার নিজের মৃত্যু বলে মনে হয়।"

"ব্রডম্যান কি করে মারা গেল ?"

"হঠাৎ মারা গেল। এক মিনিট আগে চিৎকার করে, ছটফট করে উঠবার চেষ্টা করছিল—ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তার পরেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মরে গেল—দোষ সম্পূর্ণ আমার।"

"তোমার কি দোষ ?"

"আমি ভাবতেও পারি নি ও মারা যাবে। জানলে ওকে অক্সিজেন, ওষুধ সব দিতাম। কিন্তু ওর জানটা আঙুল ফসকে চলে গেল।"

ও বুকে খুতনি ঠেকিয়ে বসে রইল, "কেন যে এই বাজে করি জানি না। সব সময় খারাপ কিছু ঘটে। তার থেকে কবরখানায় কাজ করলেই হয়।"

"কি করে মারা গেল?"

"জানি না। আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে, কিন্তু আমি ডাক্তার নই। ডাক্তারদের জিজ্ঞাসা করুন।"

"ডাক্তাররা কিছুই বুঝতে পারছে না। তোমার অভিজ্ঞতা কি বলে?"

"কি বলছেন বুঝলাম না।"

"আমি ব্রডম্যানের মৃত্যুর কাবণ সম্বন্ধে তোমার মতামত চাইছি।"

"আমাব মতামত দেবার অধিকার নেই। আমি এখানে হুকুম মেনে চলি। বোধহয় মাথার চোটেই মারা গেছে।'

"আর [illegible]ও জখম হয়েছিল?'

"তার মানে?'

"ওর গলায়।"

"ন, না। ওকে গলা টিপে মারা হয় নি, যদি আপনি তাই বলবার চেষ্টা করে থাকেন।'

"হোয়াইট, আমি স্পষ্ট কথা বলছি। কিছু লোকের ধারণা হয়েছে যে ব্রডম্যানকে মারাত্মকভাবে আঘাত করা হয়েছে হাসপাতালে নিয়ে আসার সময়।"

"কে বলেছে?"

"সে দেখা যাবে। তবে এই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে ওকে নির্যাতন করা হয়েছে।'

"না। আমি ওকে ছোট বাচ্চার মত যত্ন করেছি। মাথায় চোট লাগা রুগীদের খুব যত্ন করতে হয়।'

"তুমি একাই তো ওকে ধরে বসে থাকনি?"

"আপনি কি আমার সহকর্মীকে দোষী সাব্যস্ত করছেন? রনি একটা মাছিকেও মারতে পারে না। ও মেডিক্যাল কোর্ থেকে বেরুবার পর আমরা এত বছর এক সঙ্গে কাজ করছি। ও একটা মশাও মারতে পারে না। আমি ওকে দেখেছি—হাতে বসা মশাকে ডানা ধরে তুলে ছেড়ে দিত।"

"শান্ত হও, হোয়াইটি। আমি তোমাকে কিংবা তোমার বন্ধুকে দোষী বলছি না। আমি শুধু জানতে চাই যে তুমি অস্বাভাবিক কিছু ঘটতে দেখেছ কিনা।"

"শুনুন, মিস্টার গানারসন, আমার রেডিওতে পুলিসের কল্ শোনার কথা। যদি ম্যানেজার দেখে যে আমি আড্ডা মারছি "

"যদি কিছু দেখেই থাক বলতে বেশি সময় লাগবে না।"

"হ্যাঁ, বলি, আর ফেঁসে যাই।"

"তুমি বিশ্বাস করতে পার যে তোমার কথা কাউকে বলব না। এটা শুধু একটা লোকের জীবন নিয়ে কথা নয়—যদিও সেটাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।'

"আমাকে কি বলতে হবে? আর কে জানবে?"

"শুধু আমি।"

"আপনাকে আমি চিনি না, মিস্টার গানারসন। তবে এটা জানি, যদি কিছু লোক আমার উপর চটে। আমার আর আমার চাকরির কি দশা হবে।"

"কোন লোক?'

"কি করে বলব? আমাকে কে রক্ষা কববে? আমি পালোয়ান নই, বুদ্ধিও বেশি নেই।"

"বুদ্ধি নেই বোঝাই যাচ্ছে। খুনের মামলার প্রমাণ হাতে নিয়ে বসে আছ, আর ভাবছ যে মামলাটা ফাঁস হওয়া পর্যন্ত চুপ করে বসে থাকবে।"

"রেডিওতে শুনেছি ডোনাটো নামে একটা লোক ব্রডম্যানকে খুন করেছে। সে কথাটাকেই ঠিক ভেবে নিলেই হয় না?"

"সত্যি না হলে নয়।"

"ডোনাটো মারা গেছে না?"

"হ্যাঁ। পাইক গ্রানাডা ওকে গুলি করেছে। তুমি গ্রানাডাকে চেন।"

"হ্যাঁ, কাজের সময়ে দেখা হয়"—[illegible] লম্বা দুর্বল শরীরে কাঁপন দেখা দিল। হাঁটু তুলে কুণ্ডলি পাকিয়ে রয়েছে—"আপনি কি ভাবছেন আমিও গুলি খেতে চাই? আমাকে ছেড়ে দিন আমি বীরপুরুষ নই।"

"তাই মনে হচ্ছে।"

এতক্ষণ রেডিওতে অস্পষ্ট আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। হঠাৎ ডেসপ্যাচারের গলা উত্তেজিত হয়ে উঠল।

হোয়াইটি হাত বাড়িয়ে রেডিওর আওয়াজ বাড়িয়ে দিল। শোনা গেল যে ডকের পুবদিকে ওশেন্ বুলেভার্ড দিয়ে ষাট মাইল স্পীডে একটা নীল রঙের ইম্পিরিয়াল গাড়িকে যেতে দেখা গেছে।

আমি রেডিওর আওয়াজ ছাপিয়ে বললাম, "ব্রডম্যানকে গ্রানাডা কি কিছু করেছিল?"

হোয়াইটি বোবার ভান করে বসে রইল। ডেসপ্যাচারের গলা প্রলয়ের ঘোষণা করার মত বলে যেতে লাগল। ওশেন্ বুলেভার্ড ও রাউণ্ডটেবল স্ট্রীটের মোড়ে ইম্পিরিয়াল গাড়িটার ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লেগেছে। ট্র্যাফিক কণ্ট্রোলের সাত নম্বর গাডি দুর্ঘটনার স্থানে গেছে। কয়েক সেকেণ্ড পরে ডেসপ্যাচার ঘোষণা করল যে একজন ড্রাইভার আহত হয়েছে।

হোয়াইটি উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, "দেখলেন? আপনার জন্য আমি আরেকটু হলে খবরটা শুনতে পেতাম না।"

গাড়ির ইঞ্জিন চালু করে আস্তে হর্ন দিল। ওর বেঁটে, মোটা সহকর্মী। অ্যাম্বুলেন্স রাস্তায় গিয়ে পড়ল। তারপর শহরের দিকে ধেয়ে চলল সাইরেনের সঙ্গীত বাজিয়ে।

আমি পিছনে ধাওয়া করলাম।

ফার্গুসনের একটা নীল ইম্পিরিয়াল আছে।

ষোল

অ্যালুমিনিয়ামের সেমি-ট্রেলারের সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়েছে লম্বা, নীল গাড়িটা। গাড়ির সামনেটা তুবড়ে গেছে। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে একজন পুলিস একটি তেল মাখা কভার-অল পরা বলিষ্ঠ লোকের [illegible] কথা বলছে। দুজনেই রেগে তাকিয়ে আছে একটি লোকের দিকে। লোকটি হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফুট-পাথে বসে আছে। লোকটি ফার্গুসন।

হোয়াইটি আর তার সঙ্গী অ্যাম্বুলেন্স থেকে নেমে তার দিকে দৌড়ে গেল। ওদের পিছনে আমি। হোয়াইটি পুলিসটাকে প্রশ্ন করল।

"বেচারার কি খুব লেগেছে, মেহান?"

"খুব লাগে নি। তবু ওকে ইমার্জেন্সিতে নিয়ে যাও।"

ফার্গুসন মাথা তুলল। "বাজে কথা যত সব। আমার কোন অ্যাম্বুলেন্সের দরকার নেই। আমি ঠিক আছি।" কথাটা একটু বাড়াবাড়ি, কেননা নাক থেকে রক্তপাত হয়ে মুখে গড়িয়ে পড়ছে, চোখগুলো চিড় খাওয়া কাচের মত।

"আপনি হাসপাতালে যান"—মেহান বলল—"মনে হচ্ছে নাক ভেঙে গেছে।"

"কিছু আসে যায় না। আগেও নাক ভেঙেছি—একটু মদ খেলেই ঠিক হয়ে যাব।"

কভার-অল পরা লোকটা নিজে নিজেই বকবক করতে লাগল। "নিশ্চয় আগেই মাল টেনেছ। না হলে এমন সময়ে কেউ লাল বাতি না দেখে গাড়ি চালায়।'

ফার্গুসন ওর কথা শুনতে পেয়ে লাফিয়ে উঠল। "আমি বলছি যে আমি মদ খেয়ে গাড়ি চালাচ্ছি না। আমি এই দুর্ঘটনার পুরো দায়িত্ব নিচ্ছি। আব আমার জন্য যে অসুবিধা হয়েছে তার জন্য ক্ষমা চাইছি।"

"আশা করি তাই। ট্রাকের যা ক্ষতি হল তার জন্য কে টাকা দেবে ?'

"আমি দেব।"

আমি আর থাকতে পারলাম না, "আব কিছু বলবেন না, কর্নেল। দোষ আপনার নাও থাকতে পারে।"

মেহান আমার উপর চটে গেল। "বুলেভার্ড দিয়ে ষাট মাইল স্পীডে আসছিল। কটা সমন আসে একবার দেখবেন। টায়াব হড়কানোর দাগ দেখুন।"

দেখলাম। কংক্রিটের উপর ফার্গুসনের গাড়ি চওড়া কাল রেখাপাত করেছে। রেখাগুলি প্রায় দু'শ ফুট লম্বা।

"আমি তো ক্ষমা চেয়েছি

"ব্যাপারটা অত সোজা নয়, মিস্টার। কি করে হল আমি জানতে চাই। আপনার নাম কি বললেন ?"

আমি ওর হয়ে জবাব দিলাম। "ফার্গুসন। কর্নেল ফার্গুসনের আপনার প্রশ্নের জবাব দেওয়ার কোন বাধ্যবাধকতা নেই।"

"বললেই হল। ভিহিকল্ আইন পড়ে দেখুন।"

"পড়েছি। আমি একজন অ্যাটর্নি। উনি আপনাদের কাছে পরে রিপোর্ট করবেন। এখন উনি পুরো হুঁশে নেই।"

"ঠিক কথা"—হোয়াইটি বলে উঠল—"আমরা হাসপাতালে নিয়ে যাই। ওঁর চিকিৎসা দরকার।"

সে ওর ফ্যাকাসে হাত ফার্গুসনের কাঁধে রাখল। ফার্গুসন চারিদিকে ভিড় করা দর্শকদের দিকে ভীত দৃষ্টিতে তাকাল। "আমাকে যেতে দাও। আমার স্ত্রী—"

"স্ত্রীর কি হয়েছে"—মেহান প্রশ্ন করল—"তিনি কি গাড়িতে ছিলেন?"

"না।"

"দুর্ঘটনা কি করে হল? আপনি কি করতে যাচ্ছিলেন?"

আমি বাধা দিলাম, "কর্নেল ফার্গুসন আপনার সঙ্গে পরে যোগাযোগ করবেন। যখন সুস্থ হয়ে উঠবেন।"

আমি ফার্গুসনের হাড় বার করা কনুই ধরে ভিড় ঠেলে আমার গাড়ির দিকে এগোলাম।

মেহান খালি সমনের কাগজ হাতে নাড়তে নাড়তে ধাওয়া করল, "কোথায় যাচ্ছেন শুনি?"

"ডাক্তারের কাছে। আমার কথা শুনুন, অফিসার। এখন আর এই নিয়ে জোরাজোরি করবেন না।"

আমি দরজা খুলে দিলাম। আমার সাহায্য ছাড়াই ফার্গুসন ভিতরে ঢুকল। মেহান দাঁড়িয়ে, হাতে খালি সমনগুলো দলা পাকানো।

"তুমি ঠিক সময়েই হাজির হও"—ফার্গুসন বলল।

"স্থানীয় পুলিসের কল্ শুনছিলাম। তাই দুর্ঘটনার প্রথম রিপোর্ট শুনতে পেলাম। শহরে কোন ডাক্তার জানা আছে?"

"আমি কখনও ডাক্তার দেখাই না। আমার মদ দরকার। কোথাও পাওয়া যাবে না?"

"যদি তাই চাও তো চল।"

শহরের অন্যদিকে একটা বারে নিয়ে গেলাম। ফার্গুসনকে বারের পিছনে নিয়ে গিয়ে ওর মুখ ধুয়ে আসতে বললাম।

মুখ ধুয়ে ও যখন বেরুল তখন ওকে একটু সুস্থ দেখাচ্ছিল। বরফ দেওয়া

রাই হুইস্কি অর্ডার করল। আমি নিলাম কর্ন-বীফের স্যাণ্ডউইচ। ওয়েটার চলে যেতে ও বলল, "তুমি কেমন লোক ? তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি ?"

"হ্যাঁ, পার।"

"আশা করি যে আমার কাছ থেকে কিছু টাকা লুটবার জন্য তুমি আমার আশেপাশে ঘুরঘুর করছ না।"

"আশা করাটা খুবই স্বাভাবিক, তাই নয় কি ? টাকা আমার একমাত্র লক্ষ নয়। হয়ত খেয়াল করেছ।"

"হ্যাঁ, তুমি আমার সঙ্গে বরাবরই সোজা কথা বলেছ। আমার ইচ্ছা যে তোমার সঙ্গে আমিও সোজাকথা বলি"—ওর গলা ধরে আসল—"ভগবান জানেন আমার কারুর সঙ্গে কথা বলা দরকার।"

"বল, আমার পেশায় কথা শোনা শিখতে হয়, আর কথা ভুলতেও জানতে হয়।"

ওয়েটার মদ নিয়ে এল। ফার্গুসন ঢকঢক করে গিলে ঠক করে গ্লাসটা টেবিলে রাখল—"তোমার কাছে বিচক্ষণ পরামর্শ চাই, মিস্টার গানারসন। দরকার হলে আমার কথাগুলো ভুলেও যাবে, তাই না ? মক্কেলেব কথা সদাই গোপনীয়।"

"আমি এসব ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকি।"

"আমি অপ্রীতিকর কিছু বলতে চাই নি। আমি এখন বুঝতে পারছি যে প্রথম যখন ব্যাপারটা ঘটে আমি তোমার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছিলাম। আমি ক্ষমা চাইছি।"

"ক্ষমা চাইতে হবে না। তোমার উপর অনেক ধকল গেছে। কিন্তু এসব কথা বলে কোন লাভ হচ্ছে না।"

"লাভ হবে, যদি আমরা একমত হতে পারি। এই ব্যাপাবে তুমি কি আমার পরামর্শদাতা হবে ?"

"নিশ্চয় হব। তবে যতক্ষণ আমার অন্য মক্কেলের স্বার্থে আঘাত না লাগে। বলা যাক অন্য মক্কেলদের।"

"তা কি করে হবে ?"

"বিস্তারিত আলোচনা না করলেও হবে। কাউন্টি জেলে আমার এক মক্কেল আছে সে ল্যারি গেইনস্-এর সঙ্গে জড়িত ছিল। অবশ্য তোমার স্ত্রীর

মত কোন অপরাধ করে নি—এবং তোমার স্ত্রীর মত এই মামলার ফলস্বরূপ কষ্টভোগ করছে।"

ফার্গুসন গভীর নিশ্বাস টানল, "আজ গেইনস্‌কে দেখেছি। সেইজন্যই মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। সব বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলে ওকে চাপা দিতে গিয়েছিলাম। ভগবান জানেন এখন কি হবে।"

"টাকাগুলো দিয়ে দিয়েছ?"

"হ্যাঁ। সেই সময়ে গেইনস্‌কে দেখি। আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে আমি যেন টাকাটা কার্ডবোর্ডের বাক্সে ভরে—গাড়ির সামনের সীটে রাখি, আর দরজাটা খোলা রাখি। ডকের কাছে ওশেন্ বুলেভার্ডে গাড়িটা রাখতে বলেছিল। আর আমাকে বলা হয়েছিল যে আমি যেন জেটির শেষ মাথায় হেঁটে চলে যাই।"

"আমি জায়গাটা চিনি। আমার স্ত্রী আর আমি প্রায়ই ওখানে বেড়াতে যাই।"

"তাহলে হয়ত তোমার মনে আছে যে জেটির উপরে জনসাধারণের জন্য একটা টেলিস্কোপ বসানো আছে। আমি বাক্সে পয়সা দিয়ে টেলিস্কোপটা আমার গাড়ির উপর ফোকাস করলাম। তখনি ওদের দেখলাম।"

"ওদের?"

"মানে ওকে, গেইনস্‌কে। ও আমার গাড়ির পাশে গাড়ি রাখল, গাড়ি থেকে নেমে বাক্সটা নিল, তারপর চলে গেল। আমার কাছে হরিণ শিকারের রাইফেল থাকলে ওকে গুলি করতে পারতাম। সত্যি রাইফেল থাকলে ভাল হত।"

"কি ধরনের গাড়ি চালাচ্ছিল?"

"বেশ নতুন, সবুজ রঙ। কি গাড়ি বলতে পারব না। সস্তার মডেল-গুলোকে ঠিক চিনি না।"

"গাড়িটা সস্তা মডেলের?"

"হ্যাঁ, বোধ হয় শেভ্রোলে।"

"কিংবা প্লিমথ?"

"প্লিমথ হতে পারে। সে যা হোক, গেইনস্‌ই বেরিয়ে টাকাটা নিল আমার মাথা গরম হয়ে গেল। আমি জেটিটা দৌড়ে পার হয়ে এসে ওদের—মানে ওকে তাড়া করলাম। পরে যা হল তা তুমি জান।"

"মিথ্যা কথা ঠিক করে বলতে শেখ নি, কর্নেল। সবুজ প্লিমথে গেইনস্-এর সঙ্গে কে ছিল?"

"কেউ না।"

ওয়েটার আমার স্যাণ্ডউইচ নিয়ে এল। ফার্গুসন আরেকটা ডবল রাই হুইস্কি চাইল।

আমি যন্ত্রচালিতভাবে খেয়ে চললাম। আমার মন দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে, এই রহস্যের ছোট ছোট টুকরো জুড়ে একটা সম্পূর্ণ ছবি তৈরি করবার চেষ্টা করছে। ছবিটা এখনও সম্পূর্ণ হয় নি, কিন্তু বাইরের রেখাগুলো আকাব নিচ্ছিল।

"গাড়িতে গেইনস্-এর সঙ্গে তোমার স্ত্রী ছিল, তাই না?"

ওর মাথা ঝুলে পড়ল, যেন ওর ঘাড় ভেঙে গেছে।

"ও গাড়ি চালাচ্ছিল।"

"ঠিক চিনতে পেরেছিলে?"

"ঠিক চিনেছি।" ওর দ্বিতীয় ড্রিংক এসে গেল।

"আমাদের আরও কথা আছে, ফার্গুসন। এখানে না বললেও হয়।"

"এখানে আমার বেশ লাগছে।" ওর দৃষ্টি একটি হরিণের মাথার উপর স্থির হল।

আমি প্রশ্ন করলাম, "কখনো এল্ক্ হরিণ শিকার করেছ?"

"নিশ্চয়। বাড়িতে বেশ কযেকটা স্থন্দর মাথা আছে।"

"বাড়ি মানে কোথায়?"

"আমার শিকারের বেশির ভাগ ট্রোফিগুলি বানফ্-এর বাড়িতে রাখা আছে। তুমি বোধ হয় তা জিজ্ঞাসা করছ না। তুমি জানতে চাইছ যে ঘর বলতে কোনটাকে আমি ঘর বলে মানি। সেটা বলা শক্ত। ক্যাল-গ্যারিতে বাড়ি আছে। মন্ট্রি[illegible]ও ভ্যানকুভারে হোটেল ঘর ভাডা করা আছে। কোন জায়গাকেই বাড়ি মনে হয় না।"

"তোমার এখানকার বাড়ির কথা বললে না।"

"না। ক্যালিফোর্নিয়া আমার একদম ভাল লাগে না। ব্যবসার খাতিরে এসেছিলাম, আর তাছাড়া হোলি ক্যালিফোর্নিয়া ছাড়তে চাইছিল না।"

"এই নিয়ে তোমাদের কোন মনোমালিন্য হয়েছিল?"

"তা বলব না, আমি ওকে খুশি রাখতে চেয়েছিলাম। আমাদের মাত্র ছ'মাস বিয়ে হয়েছে···আমরা এত অবান্তর কথা নিয়ে আলোচনা করছি কেন? বাড়ি ঘর নিয়ে কথা বলে কি হবে?"

"তোমার সম্বন্ধে কিছু না জানলে তোমাকে পরামর্শই বা দেব কি করে। যদি কিছু মনে না কর, আর কয়েকটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করব—তোমার স্ত্রী আর তোমাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে।"

"কোন আপত্তি নেই। বললে হয়ত আমার মাথাটাও পরিষ্কার হবে। আমি বড় আবেগপ্রবণ। নিজেকে ভাবতাম একটা ঠাণ্ডা মাছের মত। হোলি আমাকে পাল্টে দিয়েছে। তাতে আমি সুখী না অসুখী নিজেই বুঝতে পারছি না।"

"ওর সম্বন্ধে দোটানায় পড়েছ, তাই না?"

"যা বলেছ। একবার পুড়ছি একবার জমে যাচ্ছি। দুটো অনুভূতি বড বেদনাদায়ক"—ফার্গুসন আবাব আমাকে অবাক করে দিল, সে বলল—"ওডিও এট্ আমো, এক্সক্রুসিযর . ল্যাটিন জান, গানারসন?"

"আইন পডতে যতটা লাগে, তা জানি।"

"আমিও জানি না, তবে আমার মা একটু শিখিয়েছিল। এ কথাগুলো কাটালুস্ বলেছিল—আমি ওকে ঘৃণা করি, ভালও বাসি। আমাকে যন্ত্র দ্বারা ছেঁড়া হচ্ছে। ওই একমাত্র মেয়ে যাকে আমি ভালবেসে ছিলাম। অবশ্য আরেকজন ছাড়া। এবং তাকেও যথেষ্ট ভালবাসি নি।"

"এর আগে কখনও বিয়ে করেছিলে?"

"না। আমার মনে হত যে বিয়েটা আমার জন্য নয়। আমার তাই করা উচিত ছিল। মানুষ একবারের বেশি ভাগ্যবান হয না।"

"বুঝলাম না।"

"আমি সৌভাগ্যবশতঃ অনেক টাকা করেছি। মনে-মনে জানতাম যে এ ধরনের লোক প্রেমে ভাগ্যবান হয় না। আমি চিরকালই মেয়েদের থেকে দূরে থাকতাম। এটা গর্ব করার মত কিছু না, আমি কারণটাও জানি, কিন্তু বহু মেয়ে আমার দিকে আকৃষ্ট হয়েছে।"

"হোলিও তাই?"

"না, বরং আমিই ওকে ধাওয়া করেছিলাম।"

"তোমাদের সাক্ষাৎ হল কি করে?"

"সাক্ষাৎ এমনিতে হয় নি। আমি কিছুটা কৌশল করেছিলাম। গত বসন্তে আমি লণ্ডন গিয়েছিলাম—কানাডা হাউসে একটা বাণিজ্য বিষয়ে সভা হয়েছিল। সেখানে ওকে একটা ছবিতে দেখি। তখনই মনস্থির করেছিলাম যে ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। কয়েক মাস পরে, জুলাই মাসে, আমি ভ্যানকুভার দিয়ে যাচ্ছিলাম। ব্রিটিশ কলাম্বিয়াতে আমার কিছু বিষয়-আশয় জঙ্গলের আগুনে পুড়ে যাওয়ার অবস্থা হয়েছিল। আমি কাগজে হোলির ছবি দেখলাম। পড়লাম যে ওর কোন ছবি ভ্যানকুভার ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে দেখানো হবে এবং ও সেখানে অতিথি হয়ে আসছে। আমি ঠিক করলাম যে ভ্যানকুভারে ক'দিন থেকে যাব, জঙ্গলের আগুন জাহান্নমে যাক। আমার একমাত্র চিন্তা যে ওকে রক্তমাংসে দেখতে পাব।"

"তুমি কি বলতে চাও যে তুমি ওর ছবি দেখে প্রেমে পড়ে গিয়েছিলে?"

"শুনতে খুব বোকা-বোকা লাগছে, না?"

"কেমন যেন অসম্ভব মনে হয়।"

"তুমি যদি আমার মনের তখনকার অবস্থা বুঝতে! মনে হচ্ছিল যে ওকে যেন সারাজীবন খুঁজেছি। প্রেম, বিবাহ, পিতৃত্ব, যে-সব কথা ভুলেই গিয়েছিলাম, সব মনে পড়িয়ে দিল ও। মনে হল ওকে আপন করে পেলেই একে-একে সব পাব।"

যেন কোন্ স্বপ্নের দেশ থেকে কথা বলছে ও। সে-দেশে শুধু স্বপ্নের গোলাপ ফোটে। তারপর, সেলুলয়েডের মত দপ করে জ্বলে যায় সে গোলাপ। চোখে ছিটিয়ে দেয় তপ্ত ছাই।

"ওর সিনেমা দেখেই কি তুমি ওকে ভালবেসেছিলে?"

"না, আরও ব্যাপার আছে। তবে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতে চাই না।"

"আলোচনা করা উচিত।"

"কি লাভ হবে? অন্য মেয়েটির সঙ্গে হোলির কোন সম্পর্ক ছিল না, তবু কেন যেন হোলিকে দেখলে তার কথা মনে পড়ত।"

"অন্য মেয়েটার কথা বল।"

"এখন তার কথা বলে কি হবে। পঁচিশ বছর আগে তার সঙ্গে আমার হার্ভার্ড বিজনেস্ স্কুলে পরিচয় হয়। ভেবেছিলাম ওকে বিয়ে করব, তারপর

মত পাল্টালাম। হয়ত ওকে বিয়ে করলে ভাল হত”—কথা বলতে-বলতে হাতের গেলাসটা দেখতে লাগল ও। যেন ওটা মায়ামুকুর! তবে এ-আয়নায় ফার্গুসনের জীবনের অতীত দেখা যায়। ভবিষ্যৎ দেখা যায় না।

“হোলিকে দেখে মনে হয়েছিল যেন ওই মেয়েটি জন্মান্তরে হোলি হয়ে ফিরে এসেছে।”

“তারপর তুমি হোলির সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আয়োজন করলে।”

“হ্যাঁ। সে কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। ভ্যানকুভারে অনেক প্রভাবশালী লোককে জানি, তারা ওই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের পৃষ্ঠপোষক। হোলির সম্মানার্থে একটা ভোজের আয়োজন করা হয়েছিল। আমি ঠিক ওর পাশে বসার ব্যবস্থা করে নিই। বড় মনোরম। বড় মিষ্টি লেগেছিল ওকে। আমি যেন নতুন করে যৌবন ফিরে পেলাম।”

“সেই সুযোগেই ভাব করলে?”

“হ্যাঁ। আমাদের আলাপ গোড়ার থেকেই জমেছিল—বেশ সাধারণ, খোলা-খুলিভাবে। ও জানতও না আমি কে। সেটাই মজার ব্যাপার। বেশ কিছু দিন কাটার পরে ও জানল যে আমার অনেক টাকা আছে।”

“ঠিক বলছ তো?”

“হ্যাঁ, ঠিক বলছি”—ও মাথা নাড়ল, যেন নিজেকেও আশ্বাস দিতে হচ্ছে—“ও বানফ্ যাওয়ার আগে পর্যন্ত জানতই না। ও যাবে শুনে আমি আমার বাড়িতে থাকার নিমন্ত্রণ করলাম—অবশ্য সহচরী সহ। ছোটখাট পার্টির আয়োজন করলাম। আমার এক বন্ধুর নিজস্ব রেলগাড়ি আছে, তাতে চড়লাম।

“দারুণ লেগেছিল। আমি খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। সেটা যৌন-উত্তেজনা নয় কিন্তু। বহু মহিলার সঙ্গে আমার যৌন সম্পর্ক ঘটেছে, তবে হোলির কথা আলাদা। ট্রেনের জানালার ধারে সোনালী মূর্তির মত বসে থাকত। আমি ওর দিকে সোজাসুজি চাইতে পর্যন্ত পারতাম না। চেয়ে থাকতাম জানালার কাচের দিকে। ওর ছায়া দেখতাম। মনে হত অন্তহীন পথ পেরিয়ে ভেসে যাচ্ছি কোথায় কোন সোনালী সময়ের সমুদ্রে। বুঝলে কিছু?”

'খুব একটা বুঝছি না।"

"আমি নিজেও বুঝি না। শুধু এইটুকু বুঝেছিলাম যে জীবনের পঁচিশ বছর যক্ষের মত শুধু ধনদৌলত জড়ো করেছি। এবার বুঝলাম সে-যেন শুধু হোলির জন্যে। ওকে যখন বললাম ও বুঝল। ও বলল যে ও আমাকে ভালবাসে এবং আমার জীবনের অংশীদার হবে।"

দুঃখ ও হুইস্কি এক সঙ্গে কাজ করছে ফার্গুসনের মনে। ঠুনকো স্বপ্নের উপর ভিত্তি করে বিয়ে করেছিল, এখন নিজেকে বোঝাতে চাইছে যে স্বপ্নটাই বাস্তব।

"এবং তোমার টাকারও ?"

"হোলি আমার টাকার জন্য আমাকে বিয়ে করে নি। ও এক কৃতী চিত্রতারকা! উজ্জ্বল ওর ভবিষ্যৎ। ওর স্টুডিও ওকে অল্প মাইনের চুক্তিতে বেঁধে রেখেছিল, তবে হলিউডে টিকে থাকলে ওর ভালই হত। ওর এজেণ্ট ওকে বলেছিল যে ও বড চিত্রতারকা হবে। তবে ও কিন্তু অনেক টাকা চায় নি। চায় নি বড় চিত্রতারকা হতে। ও নিজেকে উন্নত করতে চেয়েছিল। এখানে এসে আমরা তো তাই চেয়েছিলাম। এক সঙ্গে ভাল বই পড়ব। সঙ্গীত শিখব কত কি জানব!"

"তোমার স্ত্রী কি নিয়ম করে কবে সঙ্গীতচর্চা করত ?"

ও মাথা নাড়ল—"ওর গলা খুব ভাল। ওর জন্যে আমি সঙ্গীত-শিক্ষক, উচ্চারণ রীতি শেখাবার লোক রাখি। ওর কথা কইবার ঢং নিজেরই অপছন্দ ছিল। ভুল ইংরিজী বলত। আমি তো গ্রামার জানি না। আমিই কত সময়ে শুধরে দিয়েছি ওকে!"

"এই সব শেখাশিখি কার ইচ্ছেয় ? তোমার না ওর ?"

"প্রধানত হোলির ইচ্ছেয়। এখনো যৌবন আছে আমার। দুটো বছর ধরে আত্মোন্নতি করবার কিছুমাত্র ইচ্ছে ছিল না আমার। তবু রাজী হই, ওকে ভালবাসি, ওর কাছে আমি কৃতজ্ঞ!"

"কৃতজ্ঞ ?"

"আমাকে বিয়ে করেছে বলে"—আমি বুঝছি না দেখে ও খুব অবাক হয়ে গেল, "আমার না আছে চেহারা, না আছে বয়েস। ও যদি চলে যায়, ওকে দোষ দিতে পারি না।"

"হয়ত স্বেচ্ছায় যায় নি। আজ হয়ত গেইনস্ ওর দিকে বন্দুক উঁচিয়েছিল।"

"না, ওকে আমি গাড়ি থেকে নামতে দেখেছি। হোলি স্টীয়ারিংএ বসে ওর জন্য অপেক্ষা করছিল।"

"তাহলে অন্য কোন কায়দায় ওকে প্যাঁচে ফেলে রেখেছে। ওকে কতদিন চেনে ?"

"যতদিন আমরা এখানে এসেছি।"

"ঠিক বলছ ?"

ও মাথা নাড়ল, "ঠিক বলতে পারব না। হয়ত আগেও চিনত।"

"ওর পূর্ব পরিচয় কি জান ? ও কোথায় জন্মেছিল, ওর বাল্যকাল কি ভাবে কাটে।"

"ওর বাল্যকাল খুব কষ্টের ভিতর দিয়ে কাটে। কোথায়, কিভাবে, বলতে পারব না। হোলি নিজের কথা বলতই না। শুধু বলত যে আমাকে বিয়ে করার পর থেকে ওর নতুন জীবন অধ্যায় শুরু হয়েছিল। বিগত জীবনের দোষত্রুটি নিয়ে আর ভাবত না।"

"ওর বাবা মা'র সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে ?"

"না। ওরা বেঁচে আছে কিনা তাই জানি না। হয়ত ওদের কথা ভাবলে ও লজ্জা পায়। ওর আসল নামও আমাকে বলে নি। ওর সিনেমার নামেই বিয়ে হয়।"

"ও তোমাকে তাই বলেছিল ?"

"ওর এজেন্ট বলেছিল, মাইকেল স্পীয়ার। গত হেমন্তকালে ওর সঙ্গে দেখা হয়, যখন আমি ওর স্টুডিওর সঙ্গে চুক্তি নাকচ করছিলাম। এজেন্সির সঙ্গে ওর দীর্ঘদিনের চুক্তি আছে, সেটা নাকচ করতে পারি নি।"

"যদি স্পীয়ারের সঙ্গে কথা বলি ? তাতে তোমার কোন আপত্তি হবে ?"

"যা ঘটেছে ওকে সব ব'ল না"—ফার্গুসন অনুনয় জানাল, "ওর দোষ থাকুক কি নাই থাকুক ওকে বাঁচতে হবে। ওকে যদি এই বিপদ থেকে বাঁচাতে পারি…।"

"খুব সম্ভাবনা নেই। একটা কাজ করতে পার। লস অ্যাঞ্জেলেসে আমার জানা আছে কয়েকজন ভাল প্রাইভেট ডিটেকটিভ।"

"না। আমি ওসবের মধ্যে যাব না!"

ফার্গুসন হাতমুঠো করে টেবিলে মারল। ওর নাক থেকে আবার রক্তপাত হতে লাগল। ওকে নিয়ে আমি বেরিয়ে এলাম।

"আমি তোমাকে একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি নিশ্চয় কোন স্থানীয় ডাক্তারকে চেন। যদি না চেন তাহলে হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে ডাক্তার পাবে।"

"দরকার নেই। আমি ঠিক আছি।"

"আর তর্ক নয়, কর্নেল। কোনো স্থানীয় ডাক্তারের কাছে এখন পর্যন্ত যাও নি?"

"আমি কখনো ডাক্তার দেখাই না। শালারা আমার মাকে মেরে ফেলেছিল। হোলি কয়েকবার বুয়েনাভিস্টা ক্লিনিকে গিয়েছিল।"

"জায়গাটা ভাল। ওর ডাক্তারের নাম কি?"

"ট্রেঞ্চ।"

"ঠিক বলছ?"

"হ্যাঁ। কেন, ট্রেঞ্চ কি হাতুড়ে?"

"মোটেও না। ও আমার স্ত্রীকেও দেখে। ও এই শহরের সব চেয়ে নামকরা অব্‌স্টেট্রিশিয়ান।"

"তোমার স্ত্রীর কি· "

"হ্যাঁ, ওর বাচ্চা হবে। তোমার স্ত্রীরও কি তাই?"

"আমি জানি না। এ বিষয়ে আমাদের কোন কথা হয় নি।"

মনে হল বহু বিষয়েই ওদের দুজনের মধ্যে কোন কথা হয় নি।

সত্তর

আমি ফার্গুসনকে কোন মতে বুঝিয়ে ক্লিনিকে নিয়ে গেলাম এবং ওদের অস্থিবিদ ডক্টর রুটের সঙ্গে জরুরী দেখা করার বন্দোবস্ত করলাম। এই ক্লিনিক খুব অভিনব। হাজার রকম বিশেষজ্ঞে বোঝাই। ফার্গুসনকে বসবার ঘরে বসিয়ে রেখে আমি ওকে বলে এলাম, আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসব।

আমি অফিস ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মিসেস ওয়াইনস্টাইন ঘড়ি দেখল।

"প্রায় দুটো বাজে, মিস্টার গানারসন। আশা করি ভূরিভোজন ভালই হয়েছে।"

"মনে করিয়ে দিয়ে ভাল করেছ। আমার স্ত্রীকে ফোন করে বলে দাও যে আমি লাঞ্চের জন্য বাড়ি যাব না।"

"এতক্ষণে উনি নিশ্চয় সেটা বুঝতে পেরেছেন।"

"তাও বলে দাও। তারপর বেভালি হিলস্‌এ মাইকেল স্পীয়ার নামে একজন লোকের সঙ্গে যোগাযোগ কর"—আমি ফার্গুসনের দেওয় ঠিকানাটা বললাম—"ইনফর্মেশন থেকে নম্বরটা পেবে যাবে। কল্‌টা আমার অফিসে নেব।"

অফিসের দবজা বন্ধ করে আমার ডেস্কে বসলাম। ল্যারি গেইনস এর পুরনো ওয়ালেট থেকে ছেঁড়া কাগজটা বার করলাম। তার থেকে বর্ণানুক্রমে নামগুলোর তালিকা তৈরি করলাম। ডোটারি, ড্রেলন, হেইনস, ম্যাকল্যাব, রোস, স্পেন্স, ট্রেকো, ভ্যান হর্ন, উড্‌, জানেলো। আমার মাথায় একটা মতলব এল। টেলিফোন বেজে উঠল।

"মাইক স্পীয়ার কথা বলছি।"

"আমি উইলিয়াম গানারসন। বুয়েনাভিস্টার একজন অ্যাটর্নি। আপনি কি আমাকে কয়েক মিনিট সময় দিতে পারেন?"

"এক্ষুনি পারব না। আমি এখন টেলিভিশন সিটি থেকে বলছি। আমার সেক্রেটারী কল্‌টা ট্রান্সফার করে দিয়েছে। কি ব্যাপার বলুন তো?"

"আপনার এক মক্কেলের ব্যাপার। হোলি মে।"

"হোলি কি চায়?"

"কথাটা গোপনীয়, টেলিফোনে বলা যাবে না।—আপনার সঙ্গে কি সামনা-সামনি কথা বলতে পারি, মিস্টার স্পীয়ার?"

"নিশ্চয়। আমি তিনটে নাগাদ অফিসে ফিরব। আপনি জায়গাটা চেনেন?—সান্টা মণিকা বুলেভার্ডের পাশে।"

"আমি জানি। ধন্যবাদ।"

আমি মিসেস ওয়াইনস্টাইনকে আমার লিস্টটা দিলাম। "একটা ছোট কাজ আছে। কপাল থাকলে কয়েক মিনিটে হয়ে যাবে। না হলে আজ-কালের মধ্যে হয়ে যাবে কাজটা।

"কিন্তু মিস্টার মিলবেসের জন্য অনেক ট্যাক্স-ফর্ম টাইপ করতে হবে।"

"এখন থাক। এটা জরুরী।"

"কত জরুরী?"

"মরণ বাঁচনের সমস্যা।"

"সত্যি?"

"তোমার ঝামেলা আছে। ১৯৫২ সালে এই তালিকায় লেখা নামের লোকরা কোন একটা ছোট শহরে থাকত। আশা করি ক্যালিফোর্নিয়ায়। শহরটার নাম জানি না, সেটাই খুঁজে বার করতে হবে।"

"কি করতে হবে?"

"এই নামগুলো টেলিফোন কোম্পানীতে নিয়ে যাও। ওদের কাছে শহরগুলির ডিরেক্টরী আছে। মিলিয়ে দেখ। কাছাকাছি শহরগুলো দিয়ে শুরু করবে।"

"প্রথম নামগুলো তালিকায় নেই।"

"প্রথম নামগুলোর প্রয়োজন নেই। শেষ নামগুলো যখন পাবে, ঠিকানাগুলো টুকে নিও।"

"অত সহজ কাজ নয়। ১৯৫২ সাল কি আজকের কথা? তাছাড়া আজকাল লোকরাও অনেক বেশি দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ায়।"

"জানি। তবে চেষ্টা কর। এটা সত্যিই জরুরী।"

"ভয় নেই, আমি চেষ্টা করব।"

ক্লিনিকের বাইরে কার্নিসের ছায়ায় ফার্গুসন দাঁড়িয়ে।

আমি ঝুঁকে পড়ে গাড়ির দরজা খুলে দিলাম—"নাক কি রকম আছে।"

"আমার নাক নিয়ে অত চিন্তা নেই। তোমার ওই ডক্টর ট্রেঞ্চের সঙ্গে আমার কথা হল।"

"কি বলল।"

"আমার স্ত্রী দু'মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিল। বোধ হয় গেইনস্-এরই বাচ্চা ওর পেটে।"

"ট্রেঞ্চ তাই বলল?"

"ওকে জিজ্ঞাসা করি নি। তবে ওটা বোঝা সহজ। এই জন্যই ও গেইনস্-এর সঙ্গে পালাল। এই জন্যই ওদের টাকার দরকার। সেটা তো পেয়েই গেছে। আমার কাছে চাইলেই পারত। আমি নিশ্চয় দিতাম।"

"তুমি দিতে?"

"হয়ত ওকে খুন করে ফেলতাম। আজকে যখন ওদের ধাওয়া করেছিলাম তখন ওদের দুজনকে খুন করব ভেবেছিলাম। সেই সময়ে মোড়ের মাথায় ট্রাকটা এসে পড়ল। এক মুহূর্তের জন্য আত্মহত্যা করার ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু পারলাম না।"

"আমার সঙ্গে মাইকেল স্পীয়ারের তিনটের সময় দেখা করতে হবে। তোমাকে কি বাড়িতে নামিয়ে দেব? পথেই পড়বে। পরে তোমার অ্যাক্সি-ডেণ্ট রিপোর্ট করে দিও।"

"হ্যাঁ, বাড়ি যাওয়াই ভাল। হয়ত ওরা আবার যোগাযোগ করতে পারে।"

"তোমার কোন ধারণা আছে ওরা কোথায় গিয়েছে?"

"না, আমি চাই না যে তোমার মাথায় কোন খেয়াল চাপে। আমি ওদের খুঁজে বার করতে চাই না। বুঝলে? আমি চাই না ওদের উপর কোন হামলা করা হয়।"

"সেটা করা কঠিন হতে পারে।"

আমার কথা ওর কানে গেল না। ও নিজের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করে চলেছে, মনের অভ্যন্তরের কোন্ অজ্ঞাত পাপ ওকে দংশন করছে। "আমি নিজেকেও দোষ দিচ্ছি, শুধু ওকে নয়। আমাকে বিয়ে করতে বলাটা উচিত হয় নি। ও অন্য যুগের মেয়ে, ওর প্রয়োজন তাজা রক্তের পুরুষ। আমি নির্বোধের মত স্বপ্ন দেখছিলাম যে ওর মত সুন্দরী যুবতীকে আমারও কিছু দেওয়ার থাকতে পারে।"

"তোমার মনোভাব খুব নিঃস্বার্থ ফার্গুসন। তবে সেটা সুবিবেচিত নাও হতে পারে।"

"সেটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমি ও আমার—মানে আমি ও আমার বিবেকের মধ্যে।"

"পুরোপুরি ব্যক্তিগত নয়। গেইনস্ একজন নাম করা অপরাধী, পুলিস ওকে খুঁজছে। না, আমি তোমার কাছে দেয়া কথার খেলাপ করে পুলিসকে খবর দিই নি। বিভিন্ন অভিযোগে গেইনস্‌কে খোঁজা হচ্ছে, তাব মধ্যে চুরি একটা। ওর সঙ্গে যদি তোমার স্ত্রী ধরা পড়ে তাহলে ভীষণ ঝামেলা হবে। তুমি কি চাও কি না চাও, তাতে পরিণাম এড়ানো যাবে না।"

"আমি জানি, যে ওর পরিণামের কোন দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে পারব না। তবে ওদের গ্রেপ্তার করার সঙ্গে আমি নিজেকে জড়িত করব না।"

"এটা নিয়ে আরো ভাবতে হবে। তোমার স্ত্রী তুমি যেমন ভাবছ, তার চেয়ে নির্দোষ হতে পারে। গেইনস্ একটা বড় প্রতারক মনে হচ্ছে—ও কথা ব'লে গাছ থেকে পাখি নামাতে পারে। হয়ত ওকে এমন কোনো জালে জড়িয়েছে যে… …।"

"হোলি মোটেই নির্বোধ নয়।"

"সব মেয়েরাই নির্বোধ যখন তারা মোহগ্রস্ত হয়। তুমি নিশ্চিত, যে ওরা পরস্পর প্রণয়ী?"

"হ্যাঁ, তাই।" গেইনস্ হোলির পিছনে বেশ কয়েক মাস ছুটে বেড়াচ্ছে। আমার নাকের ডগায় ঘটনাগুলো হয়ে গেল?"

"তুমি কি কোনদিন ওদের অশালীন অবস্থায় দেখেছিলে?"

"না। তবে আমি বহু সময় থাকতাম না। সুযোগের অভাব ওদের হয়

নি। ও তো বাঁধা নাগরের মত হোলির পিছু-পিছু ঘুরত। আমার বাড়িতে ওরা বহু সন্ধ্যা কাটিয়েছে, নাটক করার অছিলায়।"

"কি করে জানলে?"

"একাধিকবার আমিও ছিলাম। হোলিও বলেছে। হয়ত ওর ভয় ছিল যে আমি অন্য জায়গা থেকে জেনে যাব।"

"কি কারণ দেখাত?"

"বলত, ও লোকটার অভিনয়ের প্রতিভার ক্রমবিকাশে সাহায্য করছে, সঙ্গে-সঙ্গে ওর নিজের প্রতিভারও উন্নয়ন হচ্ছে। ও বলত, এ কাজ দুজনে মিলেমিশে করতে হয়। আমার বোকা বনে যাওয়াটা ঠিক হয় নি। কিন্তু ও আমাকে বুঝিয়েছিল যে ওর সঙ্গে গেইনস্-এর কোন ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল না, বরং ওকে ওর ভালও লাগত না। নিজের পেশাদারী কলাকৌশলের উন্নয়নের জন্যই ওকে ব্যবহার করছে।"

"ওদের অভিনয়ের ব্যাপারে কোন রকম যৌথ পরিকল্পনা ছিল?"

"আমি তা জানি না। হোলি অবশ্য ভেবেছিল যে একদিন সে থিয়েটারে চলে আসবে।"

"তোমার সহায়তায়।"

"তাই ধারণা ছিল বোধহয়।"

"গেইনস্কে সাহায্য করতে বলে নি?"

"না। ও জানত ওর সম্বন্ধে আমার ধারণা কি!—বাজে, ভাড়াটে নাগর।"

"সাহচর্যের জন্য ওকে কি হোলি যে টাকা দিত?"

"তার দরকার ছিল না। তুমি কি বলতে চাইছ বুঝলাম না।"

"আমি জানতে চাইছি যে আজকের আগে ওদের নিজেদের মধ্যে কোন রকম ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল কি না। যেমন ধর, হোলিকে কি ওই লোকটা কোন ড্রাগ সরবরাহ করত কি না।"

"তোমার অনুমান অসংগত।"

"মোটেও না। তোমার স্ত্রীর দিকটাই ভাব না কেন। ব্যক্তিগত ব্যাপারটা ভুলে সাদা চোখে বিচার কর। তোমার বিরাট ধনদৌলত, যেখানে ও যা চাইত তাই পেত। সব ছেড়ে সে চলে গেল। আর গেল

এক দাগী অপরাধীর অনিশ্চিত জীবনের ভাগীদার হচ্ছে। এটার কোন মানে হয়?"

"হ্যাঁ, মানে হয়। আমার শরীর ওর খুব বীভৎস লাগত।"

"ওকি কখনও তাই বলেছে?"

"আমি বলছি। এটাই একমাত্র কারণ হতে পারে। আমার টাকার জন্য সে আমাকে বিয়ে করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার বিপুল ঐশ্বর্যও ওকে ধরে রাখতে পারল না।"

আমি আড়চোখে ওর দিকে তাকালাম। আত্মগ্লানি ওর মুখের মাংস ভেদ করে করোটির মত হাঁ করে আছে।

"আমি একটা বুড়ো লম্পট। ওর শরীর নিয়ে খেলা করেছি। ওর উপর আমার কোন অধিকার নেই।"

"থুরথুরে বুড়োও তো নও। তোমার বয়স কত?"

"সে নিয়ে আলোচনা করব না।"

"পঞ্চাশ?"

"তার চেয়ে বেশি।"

"তোমার কত টাকা আছে?"

"আমার অ্যাকাউন্টেণ্টদের জিজ্ঞাসা করতে হবে।"

"একটা মোটামুটি আন্দাজ দাও, ছবিটা পরিষ্কার হবে। বিশ্বাস কর, আমি আমার ফি'র হিসাব করছি না। বল তো, ওটা পাঁচশ' ডলার হোক।"

"ঠিক আছে। আমার দশ-বার মিলিয়ন ডলার আছে বোধ হয়। এটা জেনে কি হবে?"

"তোমার স্ত্রীর যদি টাকা হাতাবার মতলবই থাকত, তবে দু'লক্ষ ডলারের অনেক বেশি হাতাতে পারত। আর তাও গেইনস্‌কে অংশীদার না করে।"

"কি ভাবে?"

"তোমাকে ডিভোর্স করে। এ রকম প্রায়ই হয়। তুমি কাগজ পড় না?"

"ডিভোর্সের কোন অজুহাত ওকে দিই নি।"

"কোন কটু কথা বল নি?"

"বলতে গেলে প্রায় কখনই না। ওকে আমি ভালবাসতাম। এখনও বাসি।"

"ও ফিরে এলে ওকে ঘরে তুলবে?"

"জানি না। বোধহয় তুলব। তবে ও ফিরে আসবে ভাবা মুশকিল।'

বাড়ি পৌঁছলাম। ও গাড়ি থেকে নামল—ওর কাঁধ ঝুলে পড়ল।

বহু দূরে সমুদ্রের উপরে এক ঝাঁক পাখি উড়ছে। এই ঋতুতে কিছু পাখি অন্য দেশ থেকে আসে। কিন্তু কেন আসে, কোথা থেকে আসে, তা আমার জানা ছিল না।

আঠার

বাড়িটা লম্বা এবং নিচু। ফিকে গোলাপী রঙের দেয়াল, ফিকে বেগুনে রঙের দরজা। দরজার সামনে বারান্দা। আধুনিক কবিতার হরফের মত মাইকেল স্পীয়ারের নাম সুন্দরভাবে একটা দরজায় লেখা।

এগুলোকে স্টুডিও-অফিস বলে। সকলকে বুঝে নিতে হবে যে এগুলোর মালিকদের সঙ্গে ব্যবসা করা একটি সুরুচিসম্পন্ন অভিজ্ঞতা। সামনের ডেস্কে বসা মেয়েটা এই ইঙ্গিতকে সমর্থন করছে। মাতিস্-এর ৺. কা ছবির মেয়ে, গলায় বিয়ে বাড়ির বেহালার সুর। সেই মধুর কণ্ঠস্বরে ও বলল, যে মিস্টার স্পীয়ার দুপুরের কাজ শেষ করে এখনও ফেরেন নি। আমার কি অ্যাপয়েন্ট-মেণ্ট আছে?

আমি বললাম, আছে, তিনটের সময়।

"মিস্টার স্পীয়ার নিশ্চয় কোথাও আটকে পড়েছেন। এখুনি এসে যাবেন। আপনি দয়া করে বসুন। আপনার নাম?"

"উইলিয়াম গানারসন।"

চকিতা হরিণীর মত মেয়েটা তাকাল। "ধন্যবাদ" ছাড়া কোন কথা বেরুল না।

আমি বসলাম। চেয়ারটা বেশ আরামের। মেয়েটা নিজের বিদ্যুৎ-চালিত টাইপরাইটারে ফিরে গেল। চাবিগুলির উপর ওর আঙুলগুলো দুষ্টু বিড়ালছানার মত খেলতে শুরু করল।

আমি বসে ওকে দেখতে থাকলাম। লাল-বাদামী চুল, তাছাড়া হোলি মে'র চেহারার সঙ্গে ভীষণ মিল।

আমার চোখ মেয়েটার উপর কিন্তু ওকে দেখছি না। আমার স্থির দৃষ্টিতে ও অস্বস্তিবোধ করছিল। মেয়েটা চোখ তুলল, সবুজ তারাগুলি আত্মরক্ষার ভঙ্গীতে কঠিন।

"কি ব্যাপার?"

"সরি, আমি কোন অসভ্যতা করতে চাই নি। ভাবছিলাম তোমার চেহারার সঙ্গে একজনের খুব মিল আছে।"

"জানি, হোলি মে। অনেকেই বলে। আমার যেন তাতে খুব উপকার হয়েছে!"

"অভিনয়ের শখ আছে নাকি?"

"না থাকলে আর এখানে কি করছি? ইণ্ডিয়ানার বাড়িতে বসে বাচ্চা পয়দা করতাম। তুমি কি ছবিতে কাজ কর?"

"হ্যাঁ, পরিবারের অ্যালবামে আমার বড় ভূমিকা আছে। তার বেশি কিছু হল না।"

"পরিবারের অ্যালবাম? নাম শুনি নি তো? ছবিটা শুরু হয়েছে?"

"বাড়িতে বাক্সের ভিতরে। পরিবারের অ্যালবাম। ফটোগ্রাফ।"

"এটা বুঝি রসিকতা হল?"

"আমার ব্যর্থ প্রচেষ্টা। ক্ষমা করে ফেল।"

"ঠিক আছে। মিস্টার স্পীয়ারও বলে যে আমার কোন রসবোধ নেই!" ঘড়ির দিকে চেয়ে ভ্রূকুটি করল—"কি হল ওর?"

"আমি অপেক্ষা করব। তুমি হোলি মে'কে চেন?"

"চিনি বলব না। আমি এই চাকরিতে ঢোকার কয়েক মাস পরেই ও এই শহর ছেড়ে চলে যায়। তবে ওকে যেতে-আসতে দেখেছি।"

"ও মানুষ কেমন?"

"বলা কঠিন। স্টুডিওর অনেক মেয়েরা ওকে খুব শান্ত প্রকৃতির,

সাদাসিধে, মাটি ছোঁয়া বলে ভাবত। অন্তত বলত তাই। আমার সঙ্গে অবশ্য……আমাকে পছন্দ করত না। হয়ত আমাকে ওর মত দেখতে বলে পছন্দ করত না। আমাকে প্রথমবার দেখে হকচকিয়ে গিয়েছিল।" আবার থামল। "কিছু লোকের মতে আমি ওর থেকে দেখতে ভাল। তাতে কোন লাভ হয় নি। আমি মিস্টার স্পীয়ারকে বলেছিলাম হোলি মে'র বদলী অভিনেত্রী হিসাবে একটা কাজ যোগাড় করে দিতে। বলল যে আমি হাঁটাচলাই জানি না। একশ' ষাট ডলার খরচ করে হাঁটতে, চলতে, বসতে শিখলাম। জিনিসটা যেই বেশ রপ্ত করে আনলাম হোলি সিনেমা লাইন ছেড়ে দিল।"

"খুব দুঃখের কথা। সে কেন চলে গেল?"

"বিয়ের শখ জাগল। তবে বরকে যদি দেখতেন! কোন মেয়ে এত ভাল জীবিকা ছেড়ে ওই লোকটাকে বিয়ে করবে? অবশ্য ও নাকি কানাডার অর্ধেক তেল খনির মালিক, কিন্তু ও একটা বুড়ো, কিম্ভূতকিমাকার লোক ছাড়া আব কিছুই না।"

"তুমি কর্নেল ফার্গুসনকে চেন?"

"একবার দেখেছি। গত গ্রীষ্মে একবার গটমট করে ঢুকেছিল। মিস্টার স্পীয়ার বিশেষ কয়েকজন লোকেব সঙ্গে মিটিং করছিল, তাতে ওর কিছু এসে গেল না। সোজা ঘরে ঢুকে ঝগড়া লাগিয়ে দিল। আর সেই সময় একজন বিখ্যাত তারকা ঘরে বসে, যে একজন প্রযোজকও বটে।"

"ঝগড়া কি নিয়ে লাগল?"

"হোলিব বিয়েতে ওর স্টুডিওর অমত ছিল। মিস্টার স্পীয়ারও চান নি। ওর কি দোষ। মেয়েটা খুব নামজাদা তারকা হতে পারত। কিন্তু তাতে ও খুশি থাকল না। একবার ভেবে দেখুন, ও কত সুযোগ পেয়েও ব্যবহার করল না।"

নীল ইটালিয়ান কায়দার স্যুট ও খুব সরু টাই পরে একজন লোক ঘরে ঢুকল, নাটকীয় ভঙ্গীতে জোরে নিশ্বাস নিতে থাকল। আমি দাঁড়াতে বোঝা গেল যে আমি ওর তুলনায় যথেষ্ট লম্বা, কেননা ওর ঘন কাল চুলের মাঝের টাকটা দেখতে পাচ্ছিলাম।

"মিস্টার স্পীয়ার?"

"হ্যাঁ, তুমি নিশ্চয় গানারসন। আমার আসতে কুড়ি মিনিট দেরি হয়ে

গেল। নতুন শো টেপ্ করা হচ্ছে, এবং একজন মহিলা, যার নাম করব না, হঠাৎ মূর্ছা রোগে ঢলে পড়ল। কারণ কি? ওকে ওর লাইনগুলো বারে-বারে মনে করিয়ে দেওয়া হবে না। ওর হাত ধরে এতক্ষণ সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম। দেখছ না, ওর নখের দাগ? চল ভিতরে যাই।"

স্কাইলাইট লাগানো করিডোর দিয়ে ওর ঘরে ঢুকলাম। "একটা ড্রিঙ্ক দরকার। তুমি খাবে?"

"ছোট বুরবন্ হলে চলবে।"

ও আমাকে একটা বড় ড্রিঙ্ক দিল, নিজেও নিল। "বস। ফার্নিচারগুলি কেমন লাগছে? পর্দাগুলি? সব নিজে বাছাই করেছি। এমন একটা জায়গা চেয়েছিলাম যেখানে আরাম পাওয়া যাবে এবং সৃজনশীল কাজও করা যায়।"

"তুমি একজন অভিনেতা?"

"তার চেয়েও বড়"—বুরবন্ গিলতে গিলতে ও বলল—"আমি অভিনেতাদের সৃষ্টি করি। আমি নাম, যশ, তৈরি করি।"

ও দেয়ালের দিকে দেখাল। দেয়ালটা ছবিতে ভর্তি—তেজী, লাজুক, সতৃষ্ণ, দাম্ভিক, ক্ষুধার্ত মুখ নিয়ে বহু অভিনেতা এবং অভিনেত্রীরা তাকিয়ে আছে। কিছু মুখ চেনা মনে হল। কিন্তু হোলি মে'র ছবি দেখতে পেলাম না। এদের মধ্যে অনেকের নাম বহু বছর ধরে শোনা যায় নি।

ও আমার মনের কথা বুঝতে পারল। "হোলি কেমন আছে? বাচ্চাদের মত রাগ করে ওর ছবি নামিয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু আমার ডেস্কের ড্রয়ারে এখনও রেখে দিয়েছি। ওকে ব'লো।"

"যদি দেখা হয় বলব।"

"আমি ভেবেছিলাম, তুমি ওর উকিল।"

"আমি ওর স্বামীর উকিল।"

"লোকটা কি চায়? আমার বাকি রক্ত? বলে দাও আমার শরীরে আর রক্ত নেই, ও যেন ব্লাড ব্যাঙ্কে যায়।"

"ও কি তোমাকে খুব ঝামেলা দিয়েছিল?"

"দেয় নি আবার! তিন বছর ধরে হোলিকে তৈরী করলাম। সব পণ্ড করে দিল। যেই ওর বাজারটা উঠল, ও হঠাৎ ওই লোকটাকে বিয়ে

করে বসল। লোকটা গুণ্ডা। ওর হয়ে কাজ কর যখন, তুমিও নিশ্চয় তা জান।"

"আমি ওর হয়ে কাজ করি না। ওকে আইন সংক্রান্ত পরামর্শ দিই।"

"ও, আচ্ছা"—নিজের জন্য আরো মদ ঢালল—"পরামর্শে কান দেয়?"

"আশা করছি দেবে।"

"তাহলে ওকে প্যাসিফিক মহাসাগরে দৌড়ে এসে ঝাঁপ দিতে বল। আমি একটা সুন্দর গভীর জায়গা জানি—অনেক হাঙরও আছে। এবার বল। ও কি চায়, আমাকে কত খেসারত দিতে হবে।"

"কিছু দিতে হবে না। আমি তোমাকে খুলেই বলি। আমি নিজে থেকেই তোমার কাছে এসেছি কিছু খবরের জন্য।"

"কি খবর?"

"মিসেস ফার্গুসন।"

"তার বৈবাহিক জীবন কেমন চলছে?"

"ভাল নয়। খবরটা নিজের পেটে রেখ।"

"নিশ্চয়। আমি জানতাম এ বিয়ে টিকবে না। হোলির মত মেয়ে, যার এত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, সে কিনা ওই বোকাটাকে নিয়ে ঘর করবে। কে ডিভোর্স চাইছে?"

"এত তাড়াতাড়ি বলা যাবে না। ধর যে, কর্নেল ফার্গুসন এমন একজন মেয়েকে বিয়ে করেছে যার পূর্ব পরিচয় কিছু জানা নেই। বিয়ের ছ' সাত মাস পরে খেয়াল হয়েছে যে ওর সম্বন্ধে কিছু জানা উচিত। ভাবলাম যে তুমি বোধহয় সাহায্য করতে পারবে।"

"কি! খুব হুজ্জুতি করে বেড়াচ্ছে বুঝি! তা আমি কেন সাহায্য করব। আমার কোন মক্কেল, এমন কি প্রাক্তন মক্কেলের খবর দেব কেন?" তাছাড়া, আমার কিছু লাভ হবে কি?'

"ওর সঙ্গে তোমার চুক্তি আছে, তাই না? যদি ও আবার কাজ শুরু করে?"

"ও কেন কাজে ফিরে আসবে? ওই লোকটা তো ভালই টাকা পয়সা দেবে।"

"কিছু দেবে না, যদি ডিভোর্স হয়। কিংবা যদি বিয়ে নাকচ হয়ে যায়।"

"আচ্ছা, তোমার নাম কি বললে? বিল?"

"বিল।"

"আমাকে মাইক্ বলে ডাক, বিল। কি খবর চাই বল।"

"যা দিতে পার। ওর পূর্ব পরিচয়, কথা বলার ঢঙ, চরিত্র, ব্যক্তিগত অভ্যাস, ওর জীবনের যত পুরুষ!"

"এই সেরেছে, এটা কি করে করি। আমার মক্কেলদের প্রতি আমার অনুরাগ আছে। কিন্তু……ও যদি কাজে ফিরে আসে ওর ভাল হবে। ওর মত মেয়ের অবসর নিয়ে ফেলাটা ঠিক নয়। হ্যাঁ, ওরও ভাল হবে সিনেমা-শিল্পেরও ভাল হবে। কিন্তু ও যদি জেনে ফেলে যে আমি বলেছি?"

"ও জানতে পারবে না। এমন কি ফার্গুসনও জানবে না।"

"আশা করি তাই, বিল। মেয়েটাকে আমার বেশ ভাল লাগে। আমি চাই না যে আমাদের মধ্যে কোন মনোমালিন্য হোক। তুমি বুঝতে পারছ নিশ্চয়?"

"খুব ভাল করে। খুব ভাল করে, মাইক।"

"আচ্ছা। আমরা পরস্পরের কাছে এখন পরিষ্কার। তুমি যদি বল যে কথাগুলি আমার কাছে শুনেছ আমি অস্বীকার করব। ডিভোর্সের ব্যাপারে তুমি নিশ্চয় জানতে চাও ও ক'জন পুরুষের সঙ্গে শুয়েছে?"

"শুধু তাই নয়। তবে সে খবরটাও দরকার। বল ক'জনের সঙ্গে শুয়েছে?"

"খুব বেশি নয়। ওর পুরুষদের প্রতি আসক্তি ছিল ঠিকই। ওর বেশির ভাগ বন্ধুরাই ওর তুলনায় বেশ বয়স্ক।"

"নাম বলতে পার?"

"নামের দরকার কি?"

"তুমি বলছিলে যে ওকে বিপদ থেকে বাঁচিয়েছিলে।"

"হ্যাঁ, সেটা মক্কেলদের জন্য করতে হয়। আমি ওদের বাপ হয়ে দেখি-শুনি। গোলিকে উপদেশ দেওয়ার মত নিজের বাবা ছিল না।"

"কি ধরনের বিপদ থেকে বাঁচিয়েছিলে?"

"ও টাকা রাখতে পারত না। সপ্তাহে চারশ' ডলার পেত। কম টাকা

নিয়ে বেশি খুটানি করতে গেলে ঝামেলা হবেই। ওর বাজারে বদনাম হয়ে গেছিল।"

"ধার হয়েছিল?"

ও মাথা নাড়ল।

"ও কিসে টাকা খরচ করত?"

"জামাকাপড, এটাওটা।"

"নারকটিক্স?'

ও চোখের পাতা কুঁচকে তাকাল "সব কিছুই যাচাই করতে চাও, বিল।"

"করতে হয়, মাইক। কোন ড্রাগ্স ব্যবহার করত?"

"মনে হয় না। তবে নিশ্চিত বলতে পারব না। কত লোক ব্যবহার করে, টেরও পাওয়া যায় না। তুমি এ সন্দেহ করছ কেন?"

"সঠিক কোন কারণ নেই। হঠাৎ মনে হল।"

"যদি কিছু মনে না কর, মনে হল কেন?"

"বিয়ে নাকচ করার জন্য এটা ভাল ভিত্তি। এর মানে নয় যে এটাকে আমরা কোর্টে উল্লেখ করব। তবে চাপ দেওয়ার জন্য কাজে আসবে।"

"হ্যাঁ, তা ঠিক। আমারও মনে হয় না এই নারকটিক্স ব্যাপারের কিছু আছে। তবে আমি সব সময় এ বিষয়ে খেয়াল রাখি। আমারও বৃত্তির কতগুলো নীতি আছে। আমি কোন নেশা খোরের প্রতিনিধি হয়ে কাজ করি না। অবশ্য তারা যদি "—ও ঠিক শব্দটা খুঁজতে লাগল।

"সমৃদ্ধিশালী।"

"হ্যাঁ, সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তাহলে আমার কোন দায়িত্ব থাকে না।"

"হোলিকে যখন চুক্তিতে বাঁধলে, সে কি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল?"

"মোটেই না। ওর কিছু ছিল না। সেটাই ভাবতে খারাপ লাগে। ও কোনদিন একটা ভাল ভূমিকা পায় নি। গায়ের জামা ছাড়া নিজের বলতে কিছু ছিল না। কিন্তু ওর মধ্যে আমি কি একটা দেখেছিলাম। প্রতিভা খোজার ব্যাপারে আমার এক্স-রে চোখ। ওর মধ্যে অসাধারণ কিছু দেখে-ছিলাম। সেই প্রতিভাকে আমি ফুলের মত যত্ন করে প্রস্ফুটিত করেছিলাম" —ওর গলা দিয়ে ছন্দময় পদ্য বেরুতে লাগল—"ওর বেশভূষা ঠিক করে দিলাম, ওকে কথা বলতে শেখালাম। ওকে পিগ্ম্যালিয়নের মত রূপান্তরিত করলাম।"

"কিসের মত ?"

"পিগ্‌ম্যালিয়নের মত। একটা নাটকের কথা বলছি। ঠিক ভগবানের মত। ওকে নতুন নাম দিলাম, ওর নতুন জীবন-চরিত তৈরি করলাম।"

"ওর নিজেরটা কি হল ?"

"সবারই থাকে, তবে নিজের বিষয়ে ও মুখ খুলছিল না—না ও পরিবার সম্বন্ধে, না ওর জন্মস্থান সম্বন্ধে। যদিও বা ওর কোন পরিবার ছিল, ও তাদের সম্বন্ধে বেশ লজ্জিত ছিল। কিংবা হয়ত ভাবত যে ওরা কোনরকমে বাগড়া দেবে। ওই বিষয়ে জোরাজোরি করাতে খুব চটে গিয়েছিল। হয়ত ওর পরিবারের লোকদের ভয় করত। হাবভাব দেখে তাই মনে হত।"

"ওদের বিষয়ে কিছু জান ?"

"কিছু না, বিল। যতদূর জানি, ও তাদের কাছ থেকে কোন খবরাখবর পেত না, পেতে চাইতও না। সব ব্যবসায়িক ব্যাপারে হোলি সে নামটা ব্যবহার করত।"

"আসল নাম কি ছিল ?"

"ভেবে দেখি। নামটা বেশ অদ্ভুত, কোন কাজে লাগানোর পক্ষে অচল। হোলি সে-নামটা আমি দিয়েছিলাম—হোলি ডে—হলি ডে। বুঝলে ? যে মেয়ের সঙ্গে আমোদ করে ছুটি কাটানো যায়।"

আবার বলতে শুরু করল, "ডোটি"—আবার চুপ—"ডোটারি—ড-ও-টি-ই-আর-ওয়াই"—ও দেখল আমার মুখের ভাব পাল্টাচ্ছে—"কিছু ভাবছ ?"

"ভাবছি"—আমি মোলায়েমভাবে বললাম। মিসেস ওয়াইনস্টাইনকে দেওয়া তালিকার মধ্যে এই নামটা আছে—"তুমি বলছিলে যে ওব বন্ধুরা ওর আন্দাজে বয়সে বেশ বড় ছিল।"

"তাই। ওর পিতৃস্নেহের প্রয়োজন ছিল। অনেক অভিনেত্রীদেরই এই মনোভাব আছে। কেন জানি না।"

"কোন যুবকের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল না ?"

"তা ছিল, ও একেবারে গ্রীসের ইলেক্‌ট্রা ছিল না। মাঝে-মাঝে নবীন যুবকদের সঙ্গেও দেখেছি। একটি ছেলের প্রতি বেশ আসক্তি হয়েছিল, অবশ্য অল্পদিনের জন্য। আমাকে নিজে কিছু বলে নি, তবে আমিও চোখ খোলা রাখি।"

"কবে হয়েছিল?"

"গত বছর, বসন্ত আর গ্রীষ্মকালে, ওদের নানান ক্লাবে দেখতাম। টেবিলের নিচে হাঁটু ঘষছে, এই সব কাণ্ড। কতদিন চলেছিল বলতে পারব না।"

"ছেলেটার কি নাম ছিল?"

"মনে নেই। একবার ও আলাপ করিয়ে দিয়েছিল যখন লাস্ ভেগাসে দেখা হয়েছিল। তবে আমি বেশি পাত্তা দিই নি। আমার মনে হয়েছিল, ও আরেকটা লাফাঙ্গা—পার্কিং এলাকার তত্ত্বাবধান করত।"

"ল্যারি গেইনস্ নামটা মনে পড়ে? কিংবা হ্যারি হেইনস্?"

"হতে পারে। ঠিক মনে পড়ছে না।"

আমি ল্যারি গেইনস্-এর ছবিটা বার করে টেবিলের উপর রাখলাম—"একে চেন?"

স্পীমার ছবিটা দেখল—"এই সেই।"

"লাস্ ভেগাসে কি করছিল?"

"প্রেম করছিল।"

"ঠিক জান?"

"হতেই হবে। আমি হোলির সঙ্গে ওর হোটেল ঘরে বসে একটু মদ্য পান করছিলাম। আমাদের সুপুরুষটি সেই সময় ঘরে ঢোকে। নিজের চাবি দিয়ে। আমাকে মারতে উঠেছিল। হোলি বোঝাল আমি কে"—ও হাসল—"হোলির নিজস্ব খোজা।"

"ভারি মজার ব্যাপার।"

"কেন? এখনও চালিয়ে যাচ্ছে নাকি?'

"বোধহয় জবাব না দেওয়াটাই ঠিক।"

"ঠিক আছে, বিল। আমি বিচক্ষণ লোকদের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করি। তবে তুমি বিচক্ষণই থাকবে আশা করি। যদি কিছু ফাঁস হয়ে যায়, মনে রেখ তুমি আমার কাছে কিছু শোনো নি। আমরা পরস্পরকে চিনিই না।"

আমার তাতে কোন আপত্তি ছিল না।

উনিশ

আমি যখন অফিসে ফিরে এলাম তখন পাঁচটা বেজে গেছে। বেলা ওয়াইনস্টাইন তখনও ওর ডেস্কে বসে।

ও আমাকে দেখে নিষ্প্রভ হাসল, "সরি, মিস্টার গানারসন, আপনার তালিকা দিয়ে কিছু করতে পারলাম না। সব ডিরেকটরী ঘাঁটার আগেই পাঁচটা বেজে গেল, আর টেলিফোন কোম্পানী আমাকে বের করে দিল।"

আমার মতলবটা খাটল না ভেবে খারাপ লাগল। আমার হাবভাবে মিসেস ওয়াইনস্টাইন-এরও কষ্ট হল। "এটা যদি সত্যিই জরুরী হয় তাহলে আমি অন্য জায়গা থেকে ডিরেকটরী যোগাড় করব। ভেলমা কপলির কাছে অনেকগুলো আছে।"

"দেখ চেষ্টা করে। এটা সত্যি জরুরী। শুধু তোমাকেই বলছি, আমার হাতে এখন পর্যন্ত এটাই একমাত্র বড় কেস্।"

"আমি এক্ষুনি যাচ্ছি"—ও উঠে দাঁড়িয়ে হাতে ব্যাগ নিল—"ও হ্যাঁ, ডকটর সিমিয়ন বলে কে একজন ফোন করেছিল। ও বলল যে ও ডিনার খেতে বাড়ি যাচ্ছে, কিন্তু ডিনারের পর আবার হাসপাতালে ফিরবে। চাও তো কথা বলতে পার।"

"আর কিছু বলেছে?"

"না। ওই কি মিসেস গানারসনকে দেখাশুনা করছে?"

"মোটেই না"—কথাটা ভাবতেও খারাপ লাগে—

"ওকে ট্রেঞ্চ দেখাশুনা করে।"

"আমিও তাই জানতাম।"

"ডকটর সিমিয়ন একজন প্যাথলজিস্ট। ও সরকারী ময়না তদন্তগুলো করে। আমি ডিনারের পর এখানে ফিরে আসব। তুমিও এস। তখন কথা বলব ওর সঙ্গে।"

নীল উলের বোনা নিয়ে বসবার ঘরের আলোর নিচে বসে স্যালি। স্টীচ্ গুনছে, তাই আমার দিকে তাকাল না। নরম আলোতে মনে হল

ও যেন প্রি-রাফেলাইট যুগের ঢঙে আঁকা নিজেরই ছবি। ওর গোনা শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি দাঁড়িয়ে ওকে দেখতে থাকলাম।

"আমি কোনদিন ঠিক করে বুনতে শিখব না। আর তুমিও ঘাড়ের উপর পড়ে মিচকে হাসবে না।"

"ঘাড়ে পাড়ি না। মিচকেভাবে হাসছি না"—নিচু হয়ে আলতোভাবে চুমু খেলাম—"ভাবছিলাম যে আমি খুবই ভাগ্যবান। বাড়িতে এলেই তোমাকে পাই। তোমাকে কি করে ফুসলিয়ে বিয়েতে রাজি করালাম বলতো?"

স্যালি ধীরে, অপূর্ব হাসল।

"ফুসলালাম তো আমি। কত ফাঁদ পেতেছিলাম। তুমি বুঝতেও পার নি। থাক গে, আমাকে এত মিঠে-মিঠে কথা বলছ যে? দিনটা বুঝি খুব ভাল গেছে।"

"নাঃ, বরং দিনটা খুবই বাজে কেটেছে। সব কিছু গণ্ডগোল হয়ে গেছে। বাড়িতে এসে বাইরের জগতের সঙ্গে তফাতটা দেখে ভাল লাগল।"

"আজকে আমরা পরস্পরকে প্রশংসা করছি। তুমি ঠিক আছ, উইলিয়াম?"

"হ্যাঁ, ঠিক আছি।"

"সত্যি করে বল। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে ক্লান্ত আর চিন্তিত।"

"চিন্তা তোমাকে নিয়ে।"

কিন্তু কথাটা ঠিক শোনাল না। ওকে আবার চুমু খেতে যেতেও বাধা দিল, উজ্জ্বল, গম্ভীর চোখ দিয়ে আমাকে নিরীক্ষণ করছে, ভালও লাগছে আবার ভয়ও করছে। হয়ত আমার চোখ আমাকে প্রতারণা করবে। ধরা পড়ে যাব আমি। স্পীয়ারের কথা হঠাৎ মনে পড়ল।

"আজ কি ঘটেছে, বল?"

"অনেক কিছু। বলতে গেলে সারা রাত কেটে যাবে।"

"সারা রাত আমাদের হাতে"—ওর গলায় স্বর আবার জিজ্ঞাসু।

"তা নয়, প্রিয়ে। ডিনার খেয়েই আমাকে আবার বেরুতে হবে।"

"ঠিক আছে। ডিনার ওভেনে রাখাই আছে। যখন খুশি খেলেই হল।"

"তাড়া নেই"—তবুও একবার ঘড়ি দেখলাম।

"তুমি কোথায় যাবে এখন?"

"তোমাকে না বলাই ভাল।"

"তুমি কিসে জড়িয়ে পড়েছ, বিল?"

"কিছু না। আরেকটা কেস।"

"আমি বিশ্বাস করি না। এটা তোমাকে ভীষণ বিপর্যস্ত করছে।"

"তা নয়। কিছু অস্বাভাবিক লোক আব পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছি। এক সময় উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম। এখন আর নই।"

"ঠিক বলছ?"

"আমাকে মা'ব মত করে আগলাতে হবে না।" আমি হাল্কাভাবেই বলতে গিয়েছিলাম। কিন্তু কথাগুলো বড় তীক্ষ্ণ হয়ে গেল। কিন্তু ততক্ষণে হাওয়া বিষাক্ত হয়ে গেল। অদৃশ্য কুয়াশার মত চোখে এসে জ্বালা ধরিয়ে দিল। আমি চাইনি স্যালিও অভিভূত হোক, দুশ্চিন্তা করুক।"

কিন্তু ওর চোখ জ্বলছে বুঝলাম।

"ভগবান না করুন তোমাকে আমি মা'র মত করে আগলাই, তুমি বড় হয়ে গেছ। আমিও বড় হয়ে গেছি, তাই না? বড়, বড়, বড়!"

এক ঝটকায় বোনা উল সরিয়ে দিল। আমার ভাল লাগল না। আমিও দেখলাম আমার মেজাজ চড়ে যাচ্ছে। ওরও তাই।

"এই যে, আমাকে হাত ধরে তোল। মাতা গানারসন এবার উঠবে। বন্ধুগণ, প্রতিবেশিগণ, ঘাবড়াবেন না। এটা ভূমিকম্প নয়। শুধু ধরিত্রী জননী গানারসন চেয়ার ছেড়ে উঠছে। হেঁইয়ো!"

আমার হাত ধরে হাসতে-হাসতে উঠল, কিন্তু বস্তুত আমাদের হাসির মেজাজ ছিল না। স্যালি ভারি, মন্থর গতিতে রান্নাঘরের দিকে হেঁটে চলল। হঠাৎ স্পষ্ট বুঝলাম যে স্যালি নিজের এবং ওর দেহের মধ্যে আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় বস্তুগুলো বহন করে বেড়াচ্ছে। একটা সামান্য পাতলা সুতোয় বাঁধা হয়ে আমার দুনিয়াটা ঝুলে আছে।

বাথরুমে হাত মুখ ধুতে ঢুকলাম। আয়নায় নিজের মুখের দিকে তাকালাম না।

রান্নাঘর থেকে স্যালি ডাকল, "সুপ তৈরি। টেবিলে পৌছতে পৌছতে তৈরি থাকবে, বুঝলে কুঁড়েবাবু?"

আমি রান্নাঘরের দরজায় এসে বললাম, "তুমি বস। আজ বরং আমি খাবার দিই। তোমার বিশ্রাম দরকার।"

"বাপের মত আমাকে আগলাতে হবে না"—কাঁধের উপর দিয়ে স্থালি হাসল—"ডকটর ট্রেঞ্চ চলাফেরা করতে বলেছে, যে কাজ করতে ইচ্ছা করে তাই করতে বলেছে। আমার ইচ্ছা করছে। আমার তোমাকে বসিয়ে খাওয়াতে ভাল লাগে।"

ধূমায়িত স্যুপের দুটো বাটি হাতে নিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

"নুড্‌লগুলো আমি বানিয়েছি"—টেবিলে বসে ও বলল—"সারা বিকেল রেফ্রিজারেটরের উপর শুকিয়েছে। একটু ঘন হয়েছে। পাতলা করতে বড় জোর লাগে। খেতে ঠিক হয়েছে?"

"দারুণ। আমার ঘন নুড্‌লই ভাল লাগে।"

"অন্তত টিনের নুড্‌ল-এর থেকে ভাল। এটা শেষ কর, এরপর স্প্যানিশ ক্যাসারোল আছে।"

"তুমি দেখছি রান্নায় বেশ পোক্ত হয়ে উঠেছ।"

"হ্যাঁ, ভেবে দেখ এককালে রান্না করতে একদম ইচ্ছা করত না। এখন কত নতুন-নতুন রান্নার কথা মাথায় খেলে। যদিও উল বুনতে পারি না।"

"পাঁচ ছ'টা বাচ্চা হোক। ততদিনে শিখে যাবে।"

"মোটেও সে শখ নেই। তিনটেই যথেষ্ট। তিনটেও একটা দঙ্গল। সে থাক। উল বোনার অত মারপ্যাঁচ না শিখলেও চলবে। চার্লস্ ল্যাম্ব-এর মত।"

"কে?"

"চার্লস ল্যাম্ব, রোস্ট পর্ক বানাবার উপর লিখেছিল। আগের কালে লোকরা ভাবত যে খামার বাড়িতে শুয়োর ঢুকিয়ে আগুন লাগিয়ে দিলে রোস্ট পর্ক তৈরি হয়। তার চেয়ে বোনা-শেখার ক্লাসে গেলেই হবে। ভেবে দেখ কত ডাক্তারের বিল বেঁচে যাবে। আমার শরীরের উপর দিয়ে টানা-হেঁচড়া হবে না।"

"তোমার স্যুপ শেষ কর। তোমার পুষ্টি দরকার। আমারটা খাওয়া হয়ে গেল, এদিকে তুমি নিজেরটা ছোঁও নি।"

ও দোষী মুখ করে নিজের ডিশের দিকে তাকাল, "সরি। আমি খেতে

পারব না, বিল। আজ এত সময় নিয়ে মুভ্‌লগুলো বানিয়েছি যে ওদের উপর মায়া পড়ে গেছে—ওগুলো যেন ছোট-ছোট পোকা। হয়ত স্প্যানিশ ক্যাসারোলটা খেতে পারব। 'ফর হুম দা বেল টোলস' পড়ার পরে স্পেন সম্বন্ধে বেশি ভাবি নি" —ও উঠতে গিয়ে আবার বসে পড়ল—"ওভেন থেকে ক্যাসারোলটা বার করবে? আমার একটু ক্লান্তি লাগছে।"

"জানি। তোমার ক্লান্তি হলে বেশি বকবক কর"—আমি ওব চোখ দুটো লক্ষ করলাম। বড়-বড়, গভীর রঙের চোখ।

"আজ কিছু ঘটেছে, স্যালি?"

ও নিচের নরম ঠোঁট কামড়াল। "ভেবেছিলাম তোমায় বলব না। তোমার মাথায় এমনি এত চিন্তা ।"

"কি হয়েছিল?"

"বিশেষ কিছু না। দুপুরে কে যেন ফোন করেছিল। একটা ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।"

"লোকটা কি বলেছিল?"

"পুরুষ কিনা তাও জানি না। ফোনে শুধু নিশ্বাস ফেলছিল। লাইনে শুধু গভীর নিশ্বাসের আওয়াজ শুনলাম,কিন্তু কোন কথা নয়। ঠিক একটা জন্তুর মত "

"তুমি কি করলে?"

"কিছু না, ফোন ছেড়ে দিলাম। কেন? কিছু করা উচিত ছিল?"

"করতেই হবে তা নয়। তবে যদি আবার হয়—কিংবা দরজার কাছে কেউ আসে—যাকে তুমি ভাল চেন না—পুলিসে ফোন করে দিও। লেফটেনান্ট উইল্‌সকে ডেক। সে না থাকলে অন্য কাউকে, শুধু একজন ছাড়া ।"

আমি ইতস্তত করলাম। বলতে যাচ্ছিলাম সার্জেন্ট গ্রানাডা ছাড়া। কিন্তু বলতে পারলাম না। স্যালিকেও বলতে পারলাম না। একটা বিশ্বাস লঙ্ঘন করা যায় না। সেটা হল আইন অনুযায়ী নিয়ম একজন লোক দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ—যে নিয়ম আমার মনের অভ্যন্তরে ঢুকে গেছে, যেমন স্যালির প্রতি ভালবাসা আমার মনের একটা অংশ।

"কোন্ একজন ছাড়া?"

"কেউ না। কেউ ঝামেলা করলে সোজা পুলিসে খবর দেবে। আর দরজা বন্ধ রাখবে।"

"আমাদের পিছনে কেউ লেগেছে ?"

"আমি একটা কৌজদারী মামলা নিয়ে পড়েছি। কিছু লোক শাসাচ্ছে ।"

"তোমাকে ?"

"আরো কয়েকজনকে।"

"কাল রাত্রের ফোনটা কি তাই ?"

"হ্যাঁ।"

"আমাকে বলা উচিত ছিল।"

"তোমাকে ভয় পাওয়াতে চাই নি।"

"আমি ভয় পাচ্ছি না। সত্যি। তুমি তোমার কাজ করে যাও, আমি নিজেকে সামলাব। আমাকে নিয়ে ভেব না।"

"তুমি একজন অসাধারণ মহিলা।"

"আমি খুবই সাধারণ মহিলা। মেয়েদের তুমি ভাল করে চেন না, বিল। আমি ভিকটোরিয়ান যুগেব মেয়ে নই যে একটুতেই মূর্ছা যাব। শোবার ঘরে তোমার সার্ভিস .রিভলভার আছে, কেউ যদি তোমার সন্তানের অনিষ্ট করতে আসে আমি বাঘিনীর মত লড়ে যাব।"

কথাগুলো ঠাণ্ডাভাবেই বলল কিন্তু ওর চোখ দুটো জলছে। গাল দুটো উত্তপ্ত।

"খেপে যেও না স্যালি। কিছুই হবে না।"

আমি টেবিলের ওপাশে গিয়ে ওর মাথাটা বুকে চেপে ধ.লাম। বড় দামী এই সোনালী চুলগুলো। আমাব দুনিয়া যে পাতলা সুতো থেকে ঝুলে আছে তার ওপারে রবারের মুখোশ পবা গুণ্ডার মত মৃত্যু ওর দিকে দৃষ্টি দিয়েছিল। কিন্তু আমি এটাও বুঝতে পাবছিলাম যে আমি বাড়িতে বসে ওকে পাহাবা দিতে পারব না।

আমার হাতের ফাঁক দিয়ে স্যালি বলল—"আমাব খিদে পেয়ে গেছে। প্রশ্ন কর না ক্যাসাবোল কার জন্য রাঁধি—রাঁধি আমারই জন্য।"

কুড়ি

ডক্টর সিমিয়নকে ঠাণ্ডা ঘরে পেলাম। স্টেইনলেস ইস্পাতের টেবিলের উপর অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতিগুলো সাজাচ্ছে। ছাদের আলোয় ওর সাদা পরিষ্কার স্মকটা জলজল করছে। রবারের দস্তানা পরা আঙুলের নিচে ক্রোমের যন্ত্রপাতিগুলো ঝকমক করছে। ওর ছায়ায় ঢাকা একটি লাস, চাদরে ঢাকা, পিছনের দেয়ালের সঙ্গে লাগানো দ্বিতীয় একটা টেবিলের উপর শোয়ানো।

"আসুন, আসুন"—আমাকে আপ্যায়ন করল—

"আজ সকালে আপনাকে অনেক সহ্য করতে হয়েছে। ও নিয়ে কিছু ভাববেন না। আমারও মেডিক্যাল স্কুলে এক সপ্তাহ ভীষণ খারাপ লেগেছিল—যখন আমরা প্রথম মৃতদেহ কাটতে শুরু করি।"

ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার চোখ লাসটার দিকে গেল। চাদরের তলা থেকে একটা পা বেরিয়ে আছে। নখের উপর লাল রক্ত।

"আমি কথা দিয়েছিলাম যে ব্রডম্যানকে আবার পরীক্ষা করে আপনাকে জানাব। এই বিকালে কাজ শেষ করলাম। আপনাকে ধরাও খুব মুশকিল।"

"আমার বেভার্লি হিলস্‌-এ যেতে হয়েছিল। আপনি আমার জন্য এত কষ্ট করলেন, তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ।"

"না, না, কষ্ট কিসের। আমিই বরং আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আপনি আমাকে একটা ভুল থেকে বাঁচিয়েছেন। আমি বলছি না যে সাধারণ অবস্থায় আমি নিজে ব্যাপারটা ধরতে পারতাম না। রক্তের রাসায়নিক পরীক্ষাতে ধরা পড়ত। তবে এত তাড়াতাড়ি হত না।"

'ব্রডম্যান কিসে মারা গিয়েছিল?"

"শ্বাসরুদ্ধ হয়ে।"

"ওর গলা টেপা হয়েছিল?"

সিমিয়ন মাথা নাড়ল।

"গলা টেপার কোন চিহ্ন নেই। ঘাড়ের গঠন ঠিক আছে। বাইরে কোন আঘাতের চিহ্ন নেই, মাথার আঘাত ছাড়া। তবে শরীরের ভিতরে চিহ্ন

আছে—ফুসফুসে জল, হৃৎপিণ্ডের ডান দিক ফোলা, প্লুরায় রক্তস্রাব। কোন সন্দেহ নেই যে ব্রডম্যান অক্সিজেনের অভাবে মারা গেছে।"

"কি করে হল?"

"প্রশ্নটা কঠিন। হয়ত এমনিতেই হয়েছে—ব্রডম্যান অজ্ঞান অবস্থায় নিজের জিভ গিলে ফেলেছে। তবে তার সম্ভাবনা সামান্য। আমি যখন পরীক্ষা করি জিভ ঠিক জায়গায় ছিল। আমার মনে হয় অন্য কোন উপায়ে ওর শ্বাস বন্ধ করা হয়েছিল।"

"কি উপায়ে?"

"জানতে পারলে ভাল হত, মিস্টার গানারসন। ও এমনিতেই দুর্বল হয়ে পড়েছিল, এমনও হতে পাবে যে কেউ হাত দিয়ে ওর নাক মুখ চেপে হাওয়া বন্ধ ক'রে দেয়। আমি অনেক বাচ্চাদের বেলায় এ রকম হতে দেখেছি। বড়দের বেলায় কখনো দেখি নি।'

"মুখে দাগ থাকবে না?"

"সাধারণত থাকা উচিত। তবে আগেই বললাম যে ও খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিল। কাজেই বেশি চাপ দেওয়াব প্রয়োজন হবে না।"

"আপনার পরীক্ষার ফল পুলিসকে জানিয়েছেন?"

"নিশ্চয়। লেফটেনাণ্ট উইল্‌স খুব আগ্রহ দেখিয়েছে। সার্জেণ্ট গ্রানাডাও তাই"—ওর চোখ দুটো ভাবহীন—"গ্রানাডা ডিনারেব আগে এসেছিল।"

"ব্রডম্যানের ব্যাপাবে জানতে?"

"সেটা মুখ্য নয়। ওর বেশি কৌতূহল অন্য লাশটা নিয়ে।"

"ডোনাটো?"

"ডোনাটোর স্ত্রীর। ওর কৌতূহলের কারণ বুঝতে পারি, কেননা ওই লাশটা প্রথম দেখে।"

আমি এত হকচকিয়ে গেলাম যে আমার সব হিসাব গোলমাল হয়ে গেল।

"ডোনাটোর স্ত্রী?"

'হ্যাঁ, বেশি ডোজে ঘুমের ওষুধ খেয়েছে। অন্তত গ্রানাডার অনুমান তাই"

"আপনি কি মনে করেন, ডকটর?"

"শরীরের ভিতরটা দেখি, তবে বুঝব। তবে এটা আমি জানি, মরে

যাবার মত অতখানি ওষুধ আমি ওকে দিই নি। হতে পারে ওর কাছে কিছু ছিল, কিংবা কোথাও থেকে যোগাড় করেছে।”

লাশটার ঢাকনা খুলল। লোহার কালো বেলাভূমিতে ফেলে রাখা রুপোলী মাছের মত চকচক করছে। আঙুলের লাল রঙটা নেল-পালিশ। সেকুণ্ডিনা চিরদিনের মত গভীর ঘুমে ঢলে পড়েছে।

“এবার আমি আপনাকে আগেই সাবধান করছি”—সিমিয়নের হাতে বাঁকা ধারাল ছুরি—

“যদি দেখতে না পারেন আমার কাটাছেঁড়া, আগেই বেরিয়ে যান। আনাড়ীর চোখে দৃশ্যটা খুব বীভৎস লাগে।”

ও ছুরি তুলতেই আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। দরজায় দাঁড়িয়ে টোনি পাডিলা।”

“ওকে কাটাছেঁড়া করবে না কি”—ওর গলায় অবিশ্বাসের স্বর—চোখ স্থির।

“ওর ব্যথা লাগবে না, টোনি। ও মারা গেছে।”

“আমি জানি। রেডিওতে ক্র্যাঙ্কি খবর শুনেছে।”

আমার পাশ কাটিয়ে টোনি মৃত মেয়েটির পাশে দাঁড়াল। মৃতদেহ ওর দিকে আধবোজা চোখের দৃষ্টিতে ভয় বা প্রসন্নতা কিছুই ছিল না।

ওর নগ্ন কাঁধে পাডিলা হাত রাখল। “ওকে কাটাছেঁড়া করবেন না ডকটর।”

“করতেই হবে। অপঘাতে কিংবা অজ্ঞাত কারণে মৃত্যু হলে ময়না তদন্ত করাই আইন। আর এই পরিস্থিতিতে ময়না তদন্ত জরুরী।”

“কি করে মারা গেল?”

“সেটা জানলে ওকে আর কাটতে হত না। সার্জেণ্ট গ্রানাডার বিশ্বাস যে ও বেশি ডোজ ঘুমের ওষুধ খেয়েছে।”

“গ্রানাডা এই ব্যাপারে জড়িত হল কি করে?”

“ওই লাশটা প্রথম দেখে। ওকে কয়েকটা প্রশ্ন করার জন্য ওর বাড়িতে গিয়েছিল—।”

“কি প্রশ্ন?”

এই আকস্মিক প্রশ্নে সিমিয়ন নিজের ভুরু তুলল, তারপর ভদ্রভাবেই

জবাব দিল, "ওর স্বামীর গতিবিধি সম্বন্ধে। দেখল ও বিছানায় শুয়ে আছে, আর ওকে ঘিরে ওর বাচ্চারা কান্নাকাটি করছে। মনে হল ও মরে গেছে, তবে গ্রানাডা নিশ্চিত হতে পারছিল না। সেইজন্য অ্যাম্বুলেন্সে করে এখানে নিয়ে আসে। কিন্তু ততক্ষণে মেয়েটা মরে গেছে।"

"ঠিক ব্রডম্যানের মতন।"

সিমিয়ন কাঁধ ঝাঁকিয়ে বিরক্তভাবে তাকাল। "ধরি, আপনার সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করার সময় নেই। লেফটেনাণ্ট উইল্‌স আর সার্জেন্ট গ্রানাডা ময়না তদন্তের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছে।"

"কেন? ফলাফল ওদের জানা উচিত" পাডিলার শরীর কাঁপছে।

"আমি এসব কথার মানে বুঝছি না"—সিমিয়ন আমার দিকে ঘুরল—"ইনি বোধ হয় আপনার বন্ধু। দয়া করে ওঁকে বোঝান যে আমি একজন প্যাথলজিস্ট—একজন বৈজ্ঞানিক। পুলিসের ব্যাপার নিয়ে আমি আলোচনা করতে পারি না।"

"আমাকে বোকা ভেবেছেন?" পাডিলা বলল।

"বোকার মত ব্যবহার করছ"—আমি বললাম, "জীবিতের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকুক, অন্তত মৃতের প্রতি থাকা উচিত।"

পাডিলা চুপ করে গেল। মৃত মেয়েটির দিকে দুঃখে একবার চেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমিও পিছন পিছন গেলাম। "ওর জন্য তোমার এত দরদ ছিল জানতাম না, টোনি।"

"আমিও না। ভাবতাম যে ওকে ঘৃণা করি। রাস্তায় বারে, ওকে ওর স্বামী নয়ত, গ্রানাডার সঙ্গে দেখতাম। দেখলেই মেজাজ গরম হয়ে যেত। গতকাল যখন গাস্‌ মারা গেল, আমি ভাবলাম যে এবার ওকে বিয়ে করতে পারি। হঠাৎ খেয়াল হল, যে ওকে বিয়ে করা যায়। করতামও।"

"আগে কখনও বিয়ে করেছ?"

"না, আর করবও না।"

আমাদের পিছনে লোহার দরজাটা বন্ধ। ও এমনভাবে ওটার দিকে তাকাল যেন দরজার ওপাশেই জীবন, আর এই স্বয়ংক্রিয় দরজাটা ওকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে মৃত্যুর জগতে রেখেছে।

"এই সময়ে কোনরকম সিদ্ধান্তে এস না।"—আমি বললাম—"তুমি বরং কাজে ফিরে যাও। মৃত্যু ও বিনাশ নিয়ে ভেব না।"

"হ্যাঁ, আর ওই গ্রানাডা ব্যাটা আরামে ঘুরে বেড়াক।"

"ওর দোষ সম্বন্ধে তুমি যেন নিশ্চিত।"

"তুমি নও, মিস্টার গানারসন ?"

প্রশ্নটার জবাব সোজা নয়। আগের থেকে আমি এখন আরও অনিশ্চিত। আমি জানি যে গ্রানাডা ডোনাটোকে গুলি করে মেরেছে। আমি ভাবতেও পারি, যে ও ব্রডম্যানকেও মেরেছে। কিন্তু সেকুণ্ডিনাকে ও মেরেছে ভাবা যায় না, কেন না ওর নিজেরই কথা, ও মেয়েটাকে ভালবাসত। এবং টোনি জোর গলায় ওকে দোষী বলাতে আমার পেশাদারী মনে জেগে উঠল, সন্দেহ।

"আমি ওর দোষ সম্বন্ধে একেবারেই সুনিশ্চিত নই। আর আমার মনে হয় না তোমার ওকে দোষী বলে বেড়ানোটা উচিত কাজ হচ্ছে।"

"আচ্ছা" ওর গলা কাঠের মত শুকনো। সে একটি মানুষকে একটা প্রশ্ন করেছিল এবং উত্তর পেয়েছে একজন পেশাদারের কাছ থেকে। আমিও তাই চেয়েছিলাম।

পাডিলাকে একটা সিগারেট দিতে গেলাম। সে নিল না। দেয়ালে লাগানো একটা বেঞ্চে বসে পড়লাম। পাডিলা দাঁড়িয়েই রইল। একটা অস্বস্তিকর নৈঃশব্দ্য বিরাজ করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে পাডিলা মুখ খুলল। "তুমি হয়ত ঠিকই বলেছ, মিস্টার গানারসন। আজকে দিনটা বড় খারাপ গেছে। মাসের পর মাস ঠাণ্ডা মাথায় চলি, তারপর হঠাৎ এরকম কাণ্ড দেখে মাথা খারাপ হয়ে যায়। তুমি ভাবতে পার যে আমার মাথার গোলমাল আছে। ছোটবেলায় মারপিট করতে গিয়ে মাথায় অনেকবার চোট পেয়েছি।"

"না, আমি তোমাকে একজন স্বাভাবিক মানুষ হিসাবেই দেখছি।"

আবার নৈঃশব্দ্য। আবার পাডিলা বলল, "যে সিগারেটটা দিচ্ছিলে সেটা এখন পেলে ভাল হয়। আমারগুলো ক্লাবের বারে ফেলে এসেছি।"

আমি সিগারেট দিয়ে ধরিয়ে দিলাম। সেটা শেষ হওয়ার আগেই ডক্টর সিমিয়ন লোহার দরজা খুলে বাইরে তাকাল। "এই যে, আপনারা এখানে।

অপেক্ষা করছিলেন কিনা জানতাম না। প্রাথমিক কলাকলে মনে হচ্ছে এর মৃত্যুও ব্রডম্যানের মত। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে।"

পাডিলা প্রশ্ন করল—"গ্যাস টেনে মরেছে ?"

"সেটা এক ধরনের শ্বাসরোধ হওয়া। অনেকভাবে হতে পারে। এই কেস্এ, ঠিক ব্রডম্যানের বেলায় যা হয়েছিল, মৃত্যু হয়েছে অক্সিজেনের অভাবে। সেই ফুসফুসে জল। আর বাইরে কোন চিহ্ন নেই। ঘাড়ের গঠনটা দেখি নি তবে মনে হচ্ছে, ওকে দম বন্ধ করে মারা হয়েছে।" সিমিয়ন বাইরে এল। "যাই, উইল্সকে খবরটা দিয়ে দি। তারপর আরও দেখব।"

ও যতক্ষণ ফোনে উইল্স, তারপর গ্রানাডাকে ধরবাব চেষ্টা করল আমি ওর পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। মিনিট পাঁচেক চেষ্টা করে ফোন বেখে দিল। "দুজনের একজনকেও পাওয়া যাচ্ছে না। যাক গে, ওদেরই তাডা ছিল।"

আমি প্রশ্ন করলাম, "ও কি ঘুমের ওষুধও খেয়েছিল ?"

"তার চিহ্নও পাওয়া গেছে, তবে আরো পরীক্ষার পর বলতে পারব। এখন মহিলার কাছে ফিরে যাই। হয়ত ও আবো কিছু আমাকে জানাতে চাইবে।"

দরজার কাছ থেকে পাডিলা ওর দিকে কটমট করে তাকাল—ডাক্তারের মন্তব্য ওর একদম ভাল লাগে নি। সিমিয়ন ওকে না দেখার ভান করল। রবারের জুতো পরে নিঃশব্দে করিডোর দিয়ে চলে গেল।

আমি পাডিলাকে বললাম, ' চল, সেকুণ্ডিনার বাড়ি যাওয়া যাক।"

লাল রঙ মেশানো জলেব মত সন্ধ্যার আলো গলিটাতে ঢেউ খেলাচ্ছে। কটনইস্টার গাছের ফলের রঙ নেল-পালিশ এবং রক্তেব মত। দরজা ধাক্কাতে সেকুণ্ডিনার বোন দরজা খুলল। কোলে ঘুমন্ত শিশু।

সে পাডিলার দিকে কঠিন দৃষ্টি হানল।

"আবার তুমি এসেছ।"

"আবার এসেছি।"

"এবার কি চাই।"

"তোমাকে ক'টা প্রশ্ন করার আছে। আর্কেওয়া। অমন কর না।"

"যা বলবার সব বলেছি। কি লাভ হবে ? বুড়িটা বলল যে ওরা ওকে

হাসপাতালে মেরে ফেলতে চেয়েছিল, তাই ওকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিয়েছিল। বোধহয় ও ঠিকই বলেছে।"

আমি বললাম "হাসপাতালে এ ধরনের কাজ কেউ করে না।"

"কি করে না করে আমি কি করে জানব"—ও শিশুটিকে একটু সরিয়ে নিল, ওর হাত দিয়ে বাচ্চাটির মুখ আমার নজর থেকে আড়াল করল।

"এর নাম মিষ্টার গানারসন" পাডিলা বলল—"ও তোমার বাচ্চাকে কুনজর দেবে না। ও একজন উকিল—জানবার চেষ্টা করছে আজ এখানে কি ঘটেছে"—আমার দিকে ফিরে বলল—"এ হচ্ছে মিসেস টোরেস্, সেকুণ্ডিনার বোন।"

আর্কেডিয়া টোরেস আলাপ পরিচয়ে কান দিল না। ওর কাল, তীব্র চোখ পাডিলার উপর নিবদ্ধ।

"আজ কি ঘটেছে? আজ সেকুণ্ডিনা মারা গেছে। সে তুমিও জান।"

"ও কি নিজেই নিজেকে মারল? ঘুমের ওষুধ খেয়ে?"

"হাসপাতাল থেকে পাওয়া পুরো এক শিশি খেয়ে বসল। ওই পুলিসটা যে এসেছিল—ফিরে এসে বলল যে, মরে যাওয়ার মত অত ওষুধ শিশিতে ছিল না; কিন্তু ওতো মরেই গেল।"

"কেন এমন করতে গেল?" পাডিলা বলল।

"ও গাস্-এর জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া ভয়ও পেয়েছিল। ও যখনই এ রকম হয়ে যেত যা খুশি তাই গিলতে শুরু করত। বুড়ি বলত যে ওর 'সুস্টো' হয়েছিল।"

"যা খুশি তাই বলতে কি বোঝাচ্ছ, মিসেস টোরেস?"

"যা হাতের কাছে পেত? ঘুমের ওষুধ, কাসির ওষুধ। ওর নাম প্রত্যেকটা ওষুধের দোকানে আছে। ইণ্ডিয়ান লিস্ট বলে ওরা।"

"অন্য কোন ড্রাগস্ খেত?"

আর্কেডিয়ার সুন্দর, অবসন্ন মুখটায় জেদের ছায়া পড়ল। ওর বোনের মত ওরও চোখদুটি ঘষা কাঁচের মত অস্বচ্ছ হয়ে উঠল। "সে নিয়ে কোন কথা বলতে চাই না।"

পাডিলা আস্তে প্রশ্ন করল—"কোনরকম বদঅভ্যাস ছিল কি?"

"এখন আর ছিল না। ও কাটিয়ে উঠেছিল। হয়ত পার্টিতে গেলে একটু আধটু মারিয়ুয়ানা টানত।"

"তুমি বললে যে ও ভয় পেয়েছিল"—এবার আমার পালা—"কিসের ভয় ছিল ওর?"

"মরার ভয়।"

"তাই নিজেকে মারল? এর কোন মানে হয়?"

"আপনি সেকুণ্ডিনাকে চেনেন না।"

"কিন্তু আপনি চিনতেন, মিসেস টোরেস। আপনি কি সত্যি বিশ্বাস করেন যে ও আত্মহত্যা করেছে কিংবা করবার চেষ্টা করেছে?"

"বুড়ি তাই বলছে। ও বলছে আমার বোন এ পাপের জন্য এখন নরকে যন্ত্রণা পাচ্ছে।"

"ডান াক ব৷ড়ি আছেন?"

"না, ও ওঝার কাছে গেছে। বলছে এই বাড়ির উপর শাপ নেমে এসেছে। ওঝা ছাড়া কেউ তা কাটাতে পারবে না।"

"ওকে যখন অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে যায় তখন কি আপনি ছিলেন?"

"আমি দেখেছি।"

"তখন কি ও জীবিত ছিল?"

"আমার তাই মনে হয়েছিল।"

"অ্যাম্বুলেন্স কে ডেকেছিল?"

"ওই পুলিসটা।"

"সার্জেণ্ট গ্রানাডা?"

মেয়েটা মাথা নাড়ল।

"গ্রানাডা এখানে কি করছিল?"

"গাস্-এর ব্যাপারে ওর সঙ্গে কথা বলতে এসেছিল।"

"আপনি কি করে জানলেন?"

"সেকুণ্ডিনা আমাকে বলেছিল। গ্রানাডা ওকে পাড়ার মুদির দোকানের লোককে দিয়ে খবর পাঠায়। তারপর ও যখন গিয়ে পৌছয় তখন দেখে ও বিছানায় শুয়ে অজ্ঞান। ঘরে ঢুকে ও তাই দেখে।"

"আপনি কি ওদের একসঙ্গে দেখেছেন?"

"অ্যাম্বুলেন্স ডাকার পর দেখেছি।"

"তখন ও জীবিত ছিল ?"

"মনে হল নিশ্বাস পড়ছিল। কিন্তু ঘুম ভাঙল না।"

"ও কি গ্রানাডাকে ভয় করত ?"

"জানি না। ও বহু জিনিসকেই ভয় করত।"

পাডিলা কড়া গলায় বলল, "প্রশ্নটার জবাব দাও।"

মেয়েটা জোরে মাথা নাড়ল, ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে পাডিলাকে স্প্যানিশ ভাষায় কি বলল।

"উনি কি বলছেন, টোনি ?"

"সরি, ও তোমার সঙ্গে আর কোন কথা বলতে চায় না। ওদের যখন কিছু অঘটন ঘটে তখন ওরা ধনী পাড়ার লোকদের বিরুদ্ধে চলে যায়। দেখি, আমি কথা বলে যদি কিছু করতে পারি।"

"ঠিক আছে। আমি গাড়িতে অপেক্ষা করছি।"

গাড়িতে বসে গোটা দুয়েক সিগারেট ধ্বংস করতে-করতে দেখলাম পেলি স্ট্রীটে দিনের আলো শেষ হয়ে যাচ্ছে। দুজন তিনজন করে তামাটে চামড়ার ছেলেরা ফুটপাথে টহল দিতে শুরু করল। বার ও কাফেগুলোর নিয়ন আলো সন্ধ্যার গায়ে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। জিউক বক্সের গানের আওয়াজ দূরবর্তী যুদ্ধের নিনাদ আর শোকগাথার মত শোনাচ্ছিল। সামনের এক গির্জার রঙিন জানালার ওপাশ থেকে উত্তরে শোনা গেল সমবেত সঙ্গীত। ওরা গাইছে, "যিশুকে টেলিফোন কর।"

গলির মুখ থেকে পাডিলা বেরুল। লাথি খাওয়া কুকুরের মত ওর চোরা হাবভাব। আমি গাড়ি থেকে নামলাম।

"আর কিছু বলল ?"

"হ্যাঁ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। ও বলল সেকুণ্ডিনা হোলি মে'কে ভীষণ ভয় করত।"

"ওই নামই করল ?"

"করতে হয় নি। ওই হবে নিশ্চয়ই। গত রাতের আগের রাতে গেইনস্ আর গাস্ ডোনাটোর সঙ্গে সেকুণ্ডিনা ওকে দেখে—যে রাতে হোলি মে গায়েব হয়ে যায়। পাহাড়ের উপরে ওরা গাঁজা টানার পার্টি করছিল।"

"পাহাড়ে কোথায় ?"

"আর্কেডিয়া তা জানে না। যেটুকু সেকুণ্ডিনা বলেছে, শুধু তাই জানে। গাস্-এর গাঁজাওয়ালাদের সঙ্গে জানাশুনা আছে, ওই মাল যোগাড় করে। সেকুণ্ডিনা মজা দেখতে গিয়েছিল। ও পারে যা ওর বোনকে বলেছিল তাতে মনে হয় পার্টি খুব জমেছিল। হোলি সবার সঙ্গে গলা ফাটিয়ে ঝগড়া করে, ও নাকি পৃথিবীর অন্যতম অভিনেত্রী। তাছাড়া ওর মত শরীর আর কারুর নেই। একবার নাকি প্রমাণ করার জন্য সব জামাকাপড় খুলে ফেলেছিল। গাস্ ওকে নিয়ে ঢলাঢলি করতে গিয়েছিল, কিন্তু সেকুণ্ডিনা বাধা দেয়। হোলি তখন ভাঙা বোতল নিয়ে মারতে যায়। কিছুই বুঝতে পারছি না। হোলি মদ খেয়ে কখনও এমন করত না।"

"হোলি কি মারিয়ুয়ানা খেয়েছিল ?"

"নেশা করেছিল ঠিকই।"

"মারিয়ুয়ানা লোকের ব্যক্তিত্ব পাল্টে দেয়, টোনি। বিশেষ করে যারা অস্থিরচিত্ত তাদের উপর এর প্রভাব বেশি হয়।

"জানি, আমি খেয়ে দেখেছি। মানে অনেক দিন আগে।"

"কোথায় ?"

"যখন ছোট ছিলাম।"

"এই শহরে ?"

"হ্যাঁ। তোমাকে একথাটা বলতে চাই নি, মিস্টার গানারসন। আমি এবারে খুব লজ্জিত। আমি বরফ কলের দলের সঙ্গে ঘুরতাম, তারপর বুঝলাম যে এসব করে কিছু হবে না। তখন হাতে পেলেই গাঁজা খেতাম আমরা।"

"গাস্কে চিনতে তখন ?"

"ওকে আর সেকুণ্ডিনাকে।"

"গ্রানাডা ?"

"হ্যাঁ। যে রাত্রে ওর আর গাস্-এর বড় লড়াই হয় আমি উপস্থিত ছিলাম। ওদের থামাতে পারতাম। আমি বক্সিং করতাম। কিন্তু আমি থামাই নি। আশা করছিলাম যে ওরা পরস্পরকে খতম করে ফেলবে। তা আর হল না।"

"ওদের ওপর রাগ কেন ?"

ওর মুখ পাণ্ডুর হয়ে গেল। "একমিনিট, মিস্টার গানারসন। তুমি কি আমাকে এ ব্যাপারের সঙ্গে জড়াতে চাইছ ? এসব বহু বছর আগের ঘটনা। স্কুল পাস করা খ্যাপা ছোকরা ছিলাম, সব সময় উত্তেজনা খুঁজতাম।

"গ্রানাডাও তাই ছিল ?"

"ও আর গাস্ অন্য রকমের ছেলে ছিল। তুই হারামীকেই আমি ঘৃণা করতাম।"

"সেকুণ্ডিনার জন্য ?

"হ্যাঁ"—ওর মুখ রক্তিম হয়ে উঠল—"ওকে সেক্রেড হার্ট স্কুল থেকে চিনতাম। ও ছিল তৃতীয় গ্রেডে, আমি ষষ্ঠ গ্রেডে। উজ্জ্বল চোখের ফুট-ফুটে মেয়ে, জীবন নিয়ে কোন চিন্তা নেই। ওর মা ওকে পরিষ্কার জামা পরিয়ে চুলে ফিতে বেঁধে স্কুলে পাঠাত। একবার বড়দিনের সময় দেবদূতের ভূমিকায় অভিনয় করেছিল। আজ তার কি অবস্থা।"

"শুধু ওর জীবনের পুরুষদেরই দোষ দিতে পার না। লোকে বড় হয়, বদলায়।"

"ছোট"—ও বলল—"লোকে ছোট হয়ে যায়"

"তুমি ভেবে দেখ, টোনি। গ্রানাডাকে হয়ত তুমি ভুল বুঝছ।"

"হ্যাঁ"—ও আস্তে বলল—হয়ত আমি ভুল করছি—। যে কোন লোকের ব্যাপারে ভুল হতে পারে। আমি সত্যি দুঃখিত যে আমি ভুলভাল বকেছি।"

আমি কোনো জবাব দিলাম না। আমি আরও দুঃখিত।

"আমি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। এত চিন্তা এক সঙ্গে মাথায় ঘুরছে। মাঝে-মাঝে আমার জীবনটা ঘোড়ার মত পিছনের পায়ে ভর দিয়ে সামনের পা দিয়ে আমাকে লাথি মারে।"

অদৃশ্য শত্রুর দিকে বাঁ মুঠো দিয়ে একটা ঘুষি মারল। ঘুষিটা বৃত্ত সম্পূর্ণ করে ফিরে এসে ওরই চিবুকে লাগল। গলির দিকে একটু ঘুরে দাঁড়াল।

"কোথায় যাচ্ছ, টোনি ? তুমি কাজে যাবে না ?"

"আর্কেডিয়া চায় আমি ওর সঙ্গে থাকি। ওরা টোরেসকে জেলে পাঠিয়েছে, কেন না ও পরিবারকে দেখে না। এখন একা থাকতে ভয় পায়। ও ভাবছে ওরও 'স্লসটো' হয়েছে।"

" 'স্নুস্‌টো' কি বস্তু ?"

"খারাপ রোগ। ডাক্তাররা বলে ওটা মানসিক। আমার মা বলে ওটা ভূত পিশাচের ব্যাপার।"

"তুমি কি বল ?"

"জানি না। স্কুলে পড়িয়েছিল ভূত, পিশাচ বলে কিছু নেই। কিন্তু আমি তা হলপ করে বলতে পারব না।"

গলির অন্ধকারে ও মিলিয়ে গেল। আমি যন্ত্রচালিতের মত অফিসে ফিরে এলাম। আমার মন পড়ে রইল টোনি আর আর্কেডিয়ার কাছে।

একুশ

পার্কিং স্লটে স্টেন্সিল করা আমার নাম 'উইলিয়াম গানারসন' আমাকে মনে করিয়ে দিল আমি কোথায় এবং কি করছি। আমি এঞ্জিন বন্ধ করে নিজের চাবি দিয়ে বাড়ির পিছনের দরজা খুললাম। অফিস ঘরে আলো জ্বলছে।

"আপনাকে ধরবার চেষ্টা করছিলাম"—

মিসেস ওয়াইনস্টাইন বলল। ওকে ক্লান্ত লাগছিল, হাসিটাও অবসন্ন—"আপনি যে জায়গাটা খুঁজছিলেন মনে হচ্ছে সেটা পেয়েছি। ওটা একটা ছোট শহর—নাম মাউণ্টেন গ্রোভ, এখান থেকে আরো ষাট মাইল ভিতরে, উপত্যকার মধ্যে। অর্ধেকের বেশি নাম পাওয়া গেল ওই ডিরেক্টরীতে, আর ঠিকানাগুলোও আমি লিখে রেখেছি।"

সুন্দরভাবে টাইপ করা একটা তালিকা ও আমার হাতে দিল। ছ'টা নামের সঙ্গে-সঙ্গে রাস্তার নম্বর ও টেলিফোন নম্বর দেওয়া রয়েছে। তাতে আছে অ্যাডিলেইড হেইনস্‌ যে ক্যান্যাল স্ট্রীটে বাস করে। খুব সন্তোষ লাভ করলাম। এটাই আমার দরকার ছিল।

"ডোটারী নামে কাউকে পেলে না? আমি নামটা বানান করে বললাম।"

"না। একটা খুব পুরোনো টেলিফোন ডিরেক্টরী ছাড়া আর কিছু ছিল

না ভেলমার কাছে। আমি যখন ওর কাছে গিয়েছিলাম আপনাকে একজন ফোন করেছিল। কর্নেল ফার্গুসন ওর বাড়িতে যেতে বলেছিল। বলেছিল ভীষণ জরুরী দরকার।"

"কতক্ষণ আগে?"

"মিনিট কুড়ি আগে। আমি তো এই এসেছি।"

"বেলা, তুমি একটা রত্নখনি।"

"জানি। মাটির নিচে পোঁতা। কি ব্যাপার এবার বলবেন?"

"দেখি, কাল বলব। মাউণ্টেন গ্রোভ থেকে আগে ঘুরে আসি।"

"আপনি একবার বাড়ি না ফিরেই ওখানে চলে যাবেন? গিন্নির যথেষ্ট সাহস আছে জানি, তবু এটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?"

"তুমি আমার বিরাট উপকার করেছ। আরেকটা করবে?"

"জানি। রাত্রে আপনার গিন্নির কাছে থাকতে হবে। আমার আগেই তা ভাবা উচিত ছিল।"

"করবে?"

"খুশি হয়ে করব, বিল"—ও আমার নাম ধরে কদাচিৎ ডাকে—"সাবধানে যেও। হাজার ঝামেলা থাকলেও তোমার হয়ে কাজ করতে আমার ভাল লাগে।"

ফার্গুসনের বাড়ির বাইরে ফ্লাডলাইট জ্বলছিল। ধুলো মাখা নতুন ফোর্ড গাড়ি বাইরে দাঁড়ানো। মনে হল গাড়িটা চেনা, তাই ভিতরে উঁকি মারলাম। গাড়িটা ভাড়া করা—রেজিস্ট্রেশন স্লিপ তাই বলছে। হলুদ ব্যাণ্ড লাগানো হালকা রঙের টুপি সামনের সীটের উপর রাখা।

যখন ফার্গুসন দরজা খুলল, ওর পিছনে দাঁড়িয়ে মিয়ামির সেই বেঁটে কোপনস্বভাব লোকটা। সে ফার্গুসনকে বলল, "এর কি নাম বললে?"

"মিস্টার গানারসন, আমার স্থানীয় অ্যাটর্নি। এর নাম মিস্টার সালামান, মিস্টার গানারসন।"

"আমি একে চিনি।"

"ঠিক কথা"—সালামান বলল—"ফুটহিল ক্লাব, পার্কিং এলাকা। তখন কেন বললে না তুমি ফার্গুসনের উকিল? তখনই ফয়সালা করে নিতাম"—দাঁত চেপে হাসল।

ফার্গুসনকে ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত মনে হচ্ছিল। "দরজায় দাঁড়িয়ে কাজ নেই।"

আমরা ওর পিছন-পিছন যে বড় ঘরটায় ঢুকলাম সেটার জানালা থেকে সমুদ্রটা দেখা যায়। সালামান বাড়ির মালিকের ভঙ্গীতে ঘরের মাঝখানে দাঁড়াল।

আমি প্রশ্ন করলাম, "কি ব্যাপার?"

সালামান ফার্গুসনের দিকে চেয়ে বলল, "তুমি বল।"

ফার্গুসন খসখসে গলায় বলল, "মিস্টার সালামান ফ্লোরিডার একজন ব্যবসায়ী। ও বলছে যে ও আমার স্ত্রীর কাছে অনেক টাকা পায়।"

"বলছি না। ও টাকাটা ধারে, ওকেই ফেরত দিতে হবে।"

"কিন্তু আমার স্ত্রী এখানে নেই। আমি তো বললাম, ও এখন কোথায় আছে আমি জানি না।"

"ও সব কথা আমায় বলল। তুমি জান ও কোথায়, আমাকে বলতে হবে। যদি না বল, তাহলে আমরা খুঁজে বার করব। আমাদের পিছনে দল আছে। কিন্তু সেটা করলে ফল ভাল হবে না।"

"আমার ধারণা ছিল তোমার ওই মহিলা সম্বন্ধে প্রীতি ছিল"—আমি বললাম।

"তার দাম পঁয়ষট্টি হাজার ডলার নয়। তা ছাড়া"—ও খুব ভদ্র হয়ে উঠল "—ওর স্বামীর সামনে আমাদের যৌন সম্পর্কের কথা না বলাই ভাল। কারুর বিয়েতে আমি বাগড়া দিতে চাই না। আমি শুধু আমার পঁয়ষট্টি হাজার ডলার ফেরত চাই।"

"কিসের বদলে দিয়েছিলে?"

"মূল্যের বিরুদ্ধে। নোটে তাই লেখা আছে। ভেব না যে ও কোনো নোট সই করে নি।"

"নোটগুলি দেখি।"

"সঙ্গে করে ঘুরি না। তবে এটা মগজে ঢোকাও, ব্যাপারটা আইনসঙ্গত। কোর্টে যেতে যদি বাধ্য কর তা হলেই টের পাবে। তবে আশা করি তা করবে না।"

"না"—ফার্গুসন বলল—"আমরা তা করতে চাই না।"

"এত টাকা কিসে খরচ হল?"

সালামান হাত দিয়ে ফার্গুসনের দিকে ইঙ্গিত করল। "বল ওকে।"

ফার্গুসন তিক্ত হাসি গিলল। গিলতে ওর প্রায় দম আটকে যাচ্ছিল। "আমাদের বিয়ে হওয়ার কিছুদিন আগে হোলি জুয়াতে কিছু টাকা হারে। হারার টাকা দেওয়ার মত ক্ষমতা ছিল না। ও তাই একটা ফাইনান্স কোম্পানীর কাছ থেকে ধার নেয়। এই কোম্পানীটার মালিক হল মিয়ামির একটা জুয়া খেলার কোম্পানী। মিস্টার সালামান এটার বড় অংশীদাব। টাকার হার ছিল পঞ্চাশ হাজার, তার পরে সুদ বেড়ে এত টাকা হয়েছে।"

"শুধু সুদ নয়, সার্ভিস চার্জও যোগ করতে হবে। টাকাটা ছ'মাসের উপর পাওনা হয়ে আছে। টাকা আদায় করতেও টাকা খরচ করতে হয়। কর্নেল, তোমার দরের লোক নিশ্চয় টাকা ফেরত দেওয়াটাই সমীচীন মনে করবে।"

আমি বললাম, "এটা ব্ল্যাকমেল না তো ?"

সালামান যেন ব্যথা পেল। "আমি দুঃখিত তুমি একথাটা ব্যবহার করলে, মিস্টার। যদি বুদ্ধি থাকে, তোমার মক্কেলকে বল টাকা ফেরত দিতে। ওর স্ত্রী শুধু জুয়ার পিছনে টাকা ওড়ায় নি।"

ফার্গুসন জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "কিছু টাকা ড্রাগস-এর পিছনেও গেছে, গানারসন। যদি এই লোকটির কথা বিশ্বাস করতে হয়, তাহলে মানতে হবে যে ড্রাগ্‌স কেনার টাকার জন্যই ও প্রথম জুয়া খেলতে শুরু করে। তারপরে ধারে ডুবে যায।"

"কি ড্রাগ্‌স ?"

সালামান কাঁধ ঝাঁকাল। "আমি জানি না, আমি বিক্রি করি না। যা জানি খবরের কাগজের পাতা থেকে। যেমন ও আর সেই লাইফ গার্ড সম্বন্ধে যা লেখা হয়েছে। এবার এই ব্যাপারটা নিয়ে কাগজে লেখালেখি হলে আরো জমবে খেলা।"

ফার্গুসন ফিরে দাঁড়াল ফ্যাকাসে মুখে, "কি ব্যাপার ?"

"ব্ল্যাকমেল প্লনে হচ্ছে"—আমি বললাম।

সালামান প্রতিবাদ করে উঠল। "মোটেও না। তোমার তাঁবেদার খুব চালাক বলে মনে হচ্ছে না, বুঝলে বাপধন। আমার কথা মান তো বলি যে শিগগীর উকিল পালটাও। এমন লোক ধর, যে অন্যদের সঙ্গে

মানিয়ে চলতে পারে, না হলে ডুববে। আমি আমার পাওনা টাকা চাই।"

"আমি বুঝলাম"—ফার্গুসন আমার দিকে অসহায়ভাবে তাকাল—"আমার হাতে এক্ষুনি টাকা নেই।"

"কাল পেলেই হবে। তবে তার চেয়ে দেরি করা চলবে না। আমি এই অজ-জায়গায় বসে থাকতে পারব না। কাল, এই সময়। ঠিক আছে ?"

"তখন যদি না দিই ?"

"তা হলে তোমার পুতুলটি আর সিনেমা করবে না। হয়ত ভয়ের ছবি করতে পারে ;" সালামান দাঁত বার করল। দাঁতগুলো বিশ্রী।

ফার্গুসন ক্ষীণ, মরিয়া গলায় বলল, "তুমিই ওকে কোথাও আটকে রেখেছ ! ওকে ফেরত দাও, আমি টাকা দেব !"

"পাগল নাকি"— সালামান আমার দিকে ঘুরল—"ও খেপে গেল নাকি। বুড়ো উন্মাদ দেখছি।"

"ওর প্রশ্নের জবাব দাও নি।"

"কেন দেব। ও কথার কোন মানেই হয় না। আমি যদি হোলিকে ধরে রাখতাম, তাহলে ওই এসে টাকা চাইত—হাঁটু গেড়ে !"

"তুমি ইঙ্গিত করেছিলে যে দরকার হলে ওকে ধরে আনতে পার।"

"আজ না হয় কাল। যত জুয়ার আড্ডা আছে সব জায়গায় গোপন চিঠি পাঠিয়ে দেব, এমন কি বুকিদের কাছেও। একদিন না একদিন ও ঠিক মুখ দেখাবে। কিন্তু যত দেরি হচ্ছে খরচা বেড়ে যাচ্ছে। আর মনে রেখ আমি শুধু টাকার কথা বলছি না।"

"আমি আর আমার মক্কেল এই ব্যাপারটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে চাই।"

"নিশ্চয় চাইবে"—সালামান উদার ভঙ্গীতে হাত দুদিকে ছড়াল—"সারারাত ধরে আলোচনা কর। শুধু কালকের মধ্যে ঠিক উত্তর দিও। আমাকে ধরবার চেষ্টা কর না, আমিই যোগাযোগ করব"—দু'আঙুলে সেলাম ঠুকে ও বেরিয়ে গেল। শুনতে পেলাম ফোর্ড গাড়িটা চলে গেল।

ফার্গুসনই নিস্তব্ধতা ভাঙল, "আমি কি করব ?"

"কি করতে চাও ?"

"টাকাই দেব, আর কি।"

"টাকা আছে?"

"মনট্রিয়লে ফোন করব। টাকা নিয়ে ভাবছি না"—একটু থেমে আবার বলল—"কি ধরনের মেয়ে বিয়ে করেছি বুঝতে পারছি না।"

"কোন সতীকে কর নি, সেটা বোঝাই যাচ্ছে। তোমার স্ত্রীও ঝামেলায় পড়েছে। তোমার স্ত্রী হওয়ার আগে থেকেই ঝামেলা চলছিল। আলাদা হওয়ার কথা ভেবেছ?"

"জানি না, গানাবসন, নিজের মন বুঝতে পারছি না।"

ও লম্বা চেয়ারে বসল, মাথা ক্লান্তভাবে এলিয়ে, এক পা মাটিতে লুটোচ্ছে।

"ওর ঋণের জন্য তুমি দায়ী নও, অবশ্য তুমি হয়তো নিজে থেকে দায়িত্ব নিতে পার।"

"ওকে ভাসিয়ে দিতে পারি না।"

"ও তোমাকে ডুবিয়েছে।"

"তা হবে। কিন্তু আমি ওকে এখনো ভালবাসি। টাকার কথা ভাবছি না। আমার কাছে কেউ টাকার কথা ছাড়া অন্য কোন কথা বলে না কেন?"

এই প্রশ্নের জবাব নেই, শুধু এই বলা যায় যে ওর টাকা আছে, এবং তার জোরে অর্ধেক বয়সের এক মেয়েকে বিয়ে করতে পেরেছে। আবার ও বলল, "ওদের নোংরা শাসানি শুনে কাবু হওয়া ঠিক নয়। যাক গে, ওদের নোংরা টাকা দিয়ে দেব।"

"সেটা করা ঠিক নাও হতে পারে। হয়ত আরও টাকা লুটে নিতে পারে। এও সম্ভব যে একবার তুমি একেই টাকা দিয়েছ।"

ও চোখ পিটপিট করে উঠে বসল, "কি করে?"

"যে টাকা তুমি আজ গেইনস্ আর তোমার স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে এসেছ—হয়ত ওটাই প্রথম কিস্তি ছিল, আর এখন যেটা দেওয়ার কথা ভাবছ সেটা হবে দ্বিতীয়।"

"তুমি বলছ অপহরণের পিছনে সালামান আছে?"

"অপহরণ নয়, কর্নেল। এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। আমি যথেষ্ট

প্রমাণ যোগাড় করেছি যে তোমার স্ত্রী গেইনস্-এর সঙ্গে চক্রান্ত করে টাকা বার করে নিয়েছে। হয়ত জুয়ার ধার শোধ করার জন্যই প্রয়োজন ছিল, যদি সত্যিই কোন ধার থেকে থাকে। ধারের কথা কোন দিন বলেছিলে?"

"না।"

"বড় অঙ্কের টাকা চেয়েছিল?"

"দরকার পড়ে নি। ওর দরকারের জন্য প্রচুর টাকা ওকে দিয়েই রাখতাম।"

"হয়ত সেটা ওর কাছে প্রচুর মনে হয় নি। ড্রাগের নেশা বড় খরচার নেশা।"

"তুমি আমাকে নির্বোধ ভাবতে পার, কিন্তু আমি কিছুতেই ভাবতে পারি না যে ও এমন নেশাড়ে হয়ে পড়েছিল। ওর সঙ্গে ছ'মাস ঘর করেছি, কোন আভাসই পাই নি।"

"কোন বিদঘুটে গন্ধের সিগারেট?"

"ও সিগারেটই খেত না।"

"কোন হাইপোডামিক সিরিঞ্জ ছিল? হাতে পায়ে ছুঁচের দাগ?"

"দুটো প্রশ্নের উত্তরই 'না'। ওর হাত পা ছাল ছাড়ানো উইলো গাছের মতন মসৃণ।"

"ঘুমের ওষুধ খেত?"

"কখনো খেত। আমি পছন্দ করতাম না। হোলি বলত যে হুইস্কিই সবচেয়ে ভাল ঘুমের ওষুধ।"

"ও তো বেশ মদ খেত, তাই না?"

"আমরা দুজনেই।"

"মদ আর ড্রাগ্‌স এক সঙ্গে চলে না। হয়ত ড্রাগ্‌স বন্ধ করে তার বদলে অ্যালকোহল খাওয়া শুরু করে। ওকি বরাবর বেশি মদ খেত?"

"না, প্রথম যখন ভ্যানকুভারে আলাপ হয়, ও মদই ছুঁত না। বলতে পার আমিই শিখিয়েছি। আমাদের সম্পর্কটায়—প্রথমদিকে ও ভয় পেত। মদ খেলে ও সহজ বোধ করত। কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহ ও বেশি খেত না।"

"অন্তঃসত্ত্বা মেয়েরা কমই খায়।"

"ঠিক ভাই"—পাথুরে মুখে ওর চোখ দুটো জোলো আর উজ্জ্বল—"ওর বাচ্চার অনিষ্টের কথা ভেবেছিল—গেইনস্‌-এর বাচ্চা।"

"কি করে জানলে? তোমার বাচ্চাও হতে পারে।"

"না"—ও বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ল—"আমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছি আমি জানি, সত্যকে ঢাকা যায় না। জীবন থেকে এতটা আশা করার অধিকার আমার নেই। এটাই আমার দণ্ডভোগ। এত বছর পরে শাস্তি পাচ্ছি।"

"কিসের দণ্ডভোগ?"

"আমার নৈতিক অবনতির। অনেক বছর আগে একটা মেয়েকে অন্তঃসত্ত্বা করি। তারপর ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। যখন হোলিও আমাকে ত্যাগ করল, সেই পুরনো পাপের শাস্তি পেলাম।"

"এটা যুক্তিসঙ্গত চিন্তা হল না।"

"হল না? আমার বাবা বলতেন জীবনের পুস্তকটি একটা বড় হিসাবের খাতা। ঠিক বলেছিলেন। তোমার ভাল কাজ, কুকাজ, দুর্ভাগ্য, সৌভাগ্য সবই হিসাবে মিলে যায়। নিজের কাজের ফল ফিরে পাবেই, সবটাই ঘড়ির মত কাজ করে।"

ও বলে চলল, "বস্‌টনের ছোট্ট মেয়েটাকে এক হাজার ডলার দিয়ে মুখ বন্ধ করিয়ে আমার জীবন থেকে বার করে দিলাম। করেহ নিজকে ভ্রষ্ট করলাম। টাকার জন্যে নরকে নামলাম। আমার কথা বুঝছ? আমাব জীবনে টাকাই সব। আমি তো টাকায় তৈরি মানুষ নই। আমি অন্য জিনিসকেও ভালবাসি। আমার স্ত্রীকে ভালবাসি, ও আমার যতই ক্ষতি করে থাকুক।"

"তোমার কি ক্ষতি করেছে মনে কর?"

"আমাকে ঠকিয়েছে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তবুও ক্ষমা কবছি, সত্যি বলছি। এটা আমার কর্তব্য—শুধু ওর প্রতি নয়। বস্‌টনের সেই মেয়েটার প্রতিও। তুমি আমাকে বোঝ না, গানারসন। আমার ভেতরে কত পাপ, তা তোমার অজানা। আবাব, ক্ষমা করবার ক্ষমতাও রাখি।"

আমি বললাম। "কাল কথা হবে। শেষ সিদ্ধান্তে আসার আগে, তোমার স্ত্রী এবং তার গতিবিধি সম্বন্ধে তোমার সব জানা উচিত।"

ও হাত মুঠো করে নিজের হাঁটু চেপে আর্তনাদ করে উঠল, "ও যা করেছে, করেছে—আমার কিছু আসে যায় না।"

"সেটা ওর অপরাধের পরিমাণের উপর নির্ভর করে।"

"না, ও-কথা বলো না।"

"তুমি ওকে ফেরত চাও কি না।"

"যদি পাই! তেমন কোন সম্ভাবনা আছে?"

"সম্ভাবনা সব সময় থাকে।"

"তুমি কোন আশাই দেখছ না। কিন্তু আমি দেখছি। আমি নিজেকে চিনি, আমার স্ত্রীকেও চিনি। হোলি একটি দিশাহারা মেয়ে, নির্বোধের মত কিছু আচরণ করে ফেলেছে। আমি ওকে ক্ষমা করতে পারি, আমরা আবার নতুন জীবন গঠন করব!"

ওর-চোখ অলীক আশার আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আমার অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। "এখন কথা থাক। আমি শহরের বাইরে যাচ্ছি। তোমার স্ত্রী আর গেইনস্-এর পূর্ব পরিচয় সম্বন্ধে আরো জানতে চেষ্টা করছি। কাল পযন্ত কিছু কর না। চিন্তাও ক'র না।"

"কোথায় যাচ্ছ?"

"উপত্যকার এক শহরে, মাউণ্টেন গ্রোভ। হোলি এই জায়গাটার কথা কখনও বলেছে?"

"মনে হয় না। ও কি ওখানে থাকত?"

"হতে পারে। সকালে বলব। আজ রাতে স্থির হয়ে থাকতে পারবে তো?"

"নিশ্চয়। আমি কিন্তু আশা ছাড়ি নি এখনও। আমার মন আশায় ভরে আছে।"

কিংবা হতাশায়, আমি ভাবলাম। হতাশার ধার এত তীক্ষ্ণ যে তার আঘাত ও টের পাচ্ছে না।

বাইশ

যে পর্বতমালার নামে শহরটি গড়ে উঠেছে, সেগুলো পশ্চিম ও দক্ষিণ দিগন্তে চক্ষুহীন দানবদের মত শুয়ে আছে। পাহাড়ের ও আকাশেব বিস্তীর্ণ অন্ধকারের পটভূমিকায় মেইন স্ট্রীটের আলোব বাহার সাজের বেশ্যাদেব মতন লাগছে।

অন্যান্য ছোট শহরের মতই এটার মেইন স্ট্রীট। চেইন স্টোর, কাপড়েব দোকান, সন্ধ্যা হতে বন্ধ হয়ে গেছে, রেস্তোরাঁ, বার ও সিনেমাহল এখনও খোলা। এমনিতে একটা সাধারণ শহরে রাত দশটার পব রাস্তায় যত লোকজন, গাড়ি ঘোড়া থাকে, তার তুলনায় এখানে একটু বেশী। পথচারীর বেশির ভাগ পুরুষ, তাদের মধ্যে অনেকেই র‍্যাঞ্চে কাজ করা লোকদেব মত টুপি ও উঁচু হীল-এর বুট পরেছে।

যুবক ছেলেরা ছত্রভঙ্গ সেনাদলের মত গাড়ি চালাচ্ছে।

আমি একটা পেট্রল পাম্পে দাঁড়িয়ে আমার শেষ দশ ডলাব থেকে দু ডলারের পেট্রল কিনলাম। মালিককে অনুরোধ করলাম তাব টেলিফোন ডিরেকটরীটা দেখতে দিতে।

দেখলাম যে মিসেস অ্যাডিলেইড হেইনস্ ২২৫নং ক্যানাল স্ট্রীটে থাকে —এই ঠিকানা মিসেস ওয়াইনস্টাইনও লিখে দিয়েছিল। লোকটা আমাকে রাস্তা বাতলে দিল।

ক্যানাল স্ট্রীটের দুধাবে লাইন করা এক যুগ আগের গাছ ও বাড়ি। ২২৫ নং হল একটা কাঠেব বাংলো, তার বারান্দায় আলো জ্বলছে, লতানো প্যাশন ভাইনের ভিতর দিয়ে সে আলো সবুজ মনে হচ্ছে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় সামনের জানালায় সাঁটা কার্ডে পবিষ্কার লেখা, —কণ্ঠস্বর ও পিয়ানো শিক্ষা দেওযা হয়।

কার্ডটার পাশের বেলটা টিপলাম, কিন্তু কোন বেলের শব্দ কানে এল না। তারের জাল লাগানো দরজায় ধাক্কা মারলাম। জালের অনেকগুলো ফুটো যেন চুলের কাঁটা দিয়ে জোড়াতালি দিয়ে সারানো হয়েছে। একজন

বৃদ্ধা, যাকে দেখলেই চুলের কাঁটার কথা মনে পড়ে যায়, ভিতরের দরজাটা খুলল।

লম্বা, হাড়গুলো সুগঠিত, চেহারা বেজায় রোগা। মহিলার মুখ এবং গলা উপত্যকার কড়া সূর্যে পুড়ে রুক্ষ হয়ে গেছে। তবুও মহিলার বেশ বৈশিষ্ট্য ছিল, যৌবন ধরে রাখবার ইচ্ছাকৃত, মরিয়া প্রচেষ্টা। ঘন, কাল চুল স্তূপ, বীভৎস স্মৃতির মত মাথার উপর কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে।

"মিসেস হেইনস্?"

"হ্যাঁ, আমি মিসেস হেইনস্"—গলার শিরাগুলো কপিকলের মত টেনে টেনে শব্দগুলো বার করছিল—"আপনি কে স্যার?"

আমার কার্ড দেখালাম, "আমি উইলিয়াম গানারসন, একজন উকিল, বুয়েনাভিস্টায় থাকি। আপনার হ্যারি নামে এক ছেলে আছে, না?"

"হেনরী। ছোটবেলায় ওকে হ্যারি বলে ডাকতাম, ওর আসল নাম হেনরী।"

"আচ্ছা।"

ওর মার্জিত উচ্চারণের তলায় একটি উত্তেজিত, বেসুরো ভাব অনুভব করলাম। মহিলা হাসছিল, কিন্তু ছেলেদের কথা বলতে গিয়ে মা'রা যেমন-ভাবে হাসে ঠিক তেমনভাবে নয়, করোটির সঙ্গে ওর ঠোঁট দুটো যেন চেপে বসানো—একটু ফাঁক করা আর একপাশ টেনে ধরা, মনে হয় বাঁকা হাসছে।

"হেনরী বাড়িতে নেই, আপনি হয়ত সেটা জানেন"-আমার পাশ দিয়ে মহিলা অন্ধকার রাস্তার দিকে তাকাল—"বহু বছর ধরে ও আর বাড়িতে থাকে না। সেটাও নিশ্চয় জানেন। ও বুয়েনাভিস্টায় থাকে।"

"আমি কি ভিতরে আসতে পারি? আমার কয়েকটা কথা বলার ছিল। আমার মনে হয় আপনি শুনতে চাইবেন।"

"আমি এখানে একা থাকি। সেটা আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন। আমাদের উপর নজর রাখবার মত কেউ নেই।"

উত্তেজিত হাসিটা হাত দিয়ে আটকাতে গিয়েও পারল না। আঙুলে লিপ্‌স্টিক্‌ লেগে গেল। আঙুলগুলো থরথর করে কাঁপছে। দরজাটা খুলে দিল।

ঘরে ঢুকতেই ওর পারফিউমের গন্ধ ঢেউ-এর মত এসে নাকে লাগল। এত পারফিউম যে লাগায় তার নিশ্চয় মনের নিচে খুব ভয় থাকে।

সামনে একটা ঘর। বেশ বড়। এটাই ওর স্টুডিও। বাড়ির সমান বয়সের একটা উঁচু গ্র্যাণ্ড পিয়ানো এক কোণে দেয়ালের সঙ্গে লাগানো। একটা সায়ামিজ বিড়াল একটা চেয়ারের গদির নাড়িভুঁড়ি বার করছিল। আমাদের দেখে শূন্যে লাফিয়ে উঠল। চেয়ার টপকে পিয়ানো টুলের উপর পড়ল, তারপর পিয়ানো চাবিতে এক ক্রুদ্ধ ঝংকার বাজিয়ে পিয়ানোর উপরে চলে গেল। মেট্রোনোম ও মিউসিক র‍্যাঙ্কে ধাক্কা খেয়ে বিড়ালটা শেষ পর্যন্ত একটি ছবির পিছনে আশ্রয় নিল। ছবিটা একজন মেয়ের, বেশ সেকেলে, মেয়েটির মাথায় ঘণ্টার আকারের টুপি।

ভাল করে দেখলে বোঝা যায় যে ছবিটা খুবই সুন্দর! দম্ভ ও দুঃখ মেশানো মুখোশের মত মেয়েটার উদ্ধত সৌন্দর্য চোখে লাগে।

"এটা সান ফ্রানসিস্কোতে তোলা—"

মিসেস হেইনস্ আলাপ জমানোর সুরে বলল—"ওখানকার একজন নামজাদা ফোটোগ্রাফারের তোলা। আমি খুব সুন্দর ছিলাম, তাই না? স্যাক্রামেণ্টো ও ওকল্যাণ্ডে গান গেয়েছিলাম। ওকল্যাণ্ড ট্রিবিউন বলেছিল যে আমার মধ্যে খুব প্রতিভা আছে। দুর্ভাগ্যবশত আমার গলা নষ্ট হয়ে গেল। একটার পর একটা দুর্ভোগ শুরু হল। শেয়ার বাজারে ভাল দাঁও মারবার সময় আমার দ্বিতীয় স্বামী উঁচু জানালা থেকে পড়ে মারা যায়। আমার তৃতীয় স্বামী আমাকে ছেড়ে চলে যায়। যতটুকু সঙ্গীত শিক্ষা জানা ছিল। তাই ভাঙিয়ে আমার শিশুপুত্রকে লালন-পালন করতে হয়।"

ঠিক যেন নাটকের সংলাপ। ওর মনের অভ্যন্তরে কোন মঞ্চে ছায়া-অভিনয় হয়ে চলেছে। পিয়ানোর পাশে দাঁড়িয়ে ও বলে চলল, "কিন্তু আপনি তো নিশ্চয় এসব জানেন আমার দুঃখের কাহিনী শুনিয়ে আপনাকে বিরক্ত করতে চাই না। যাকগে, দুঃখের পর সুখ আসে; নরকের পথেও বিঘ্ন আসে—" ও আবার বিশৃঙ্খলভাবে হাসল—

"বসুন, লজ্জা করবেন না। আপনাকে একটু কফি খাওয়াই। অন্তত রূপোর পার্কোলেটরটা এখনও আছে।"

"না, দরকার নেই।"

"বিষ মেশাব ভাবছেন ?· ····জীবনে ক্ষতিপূরণ বলে একটা জিনিস আছে। এই যেমন আমার গানের গলা আবার ফিরে পাচ্ছি। মেয়েদের পূর্ণ বয়সে এরকমও হয় কথনো"—সে এক লাইন ভাঙা গলায় গাইল, পিয়ানোতে কয়েকটা নোট বাজাল।

"আমার ছাত্ররাও চলে গেল, অবশ্য কারুর মধ্যে কোন প্রতিভাও ছিল না। একদিকে ভালই হয়েছে। আমি আবার গলাসাধার সুযোগ পাচ্ছি, এমন কি গান রচনাও করছি। আমি যেন হাওয়া থেকে সুর ও কথা রচনা করতে পারছি। এই দেখুন—" সে তুড়ি মেরে আবার ভুল তালে বাজিয়ে এক গান ধরল—

"শূন্য হতে, জানি না কোথা থেকে
তুমি নিয়ে এলে প্রেম—
যে প্রেম অসামান্য, মূল্যবান।

দেখলেন ? পাঁচ মিনিটে দুটো গান।"

"অন্যটা কি ?"

"আমরা দুজনে একা,
কেউ নেই বাধা দেবার
টেলিফোনও বাজবে না বারবার।"

সে হেসে পিয়ানো টুলের উপর ঘুরে বসল। এক টুকরো বাদামী পশমের মত বিড়ালটা ওর কাঁধে ভেসে এসে পড়ল, তারপর গা বেয়ে মাটিতে নেমে ওর পায়ের মাঝে বসল।

"ওর হিংস হয়েছে"—মহিলা আবার খামখেয়ালীভাবে হাসল—"ও বুঝতে পারছে যে আমি আপনাকে দেখে মজেছি।"

"মিসেস হেইনস্, আপনার ছেলের ব্যাপারে আলোচনা করতে চাই। ওর বিষয়ে কথা বলতে কোন অসুবিধা আছে ?"

"কেন বলব না ? আমার তো ভালই লাগে। আমার প্রতিবেশীরা বিশ্বাস করতে চায় না আমি যখন বলি হেনরী খুব উন্নতি করছে। ওরা ভাবে আমি স্বপ্ন আর বাস্তবের মধ্যে তফাত বুঝতে পারি না। আসলে কোন শিক্ষিত লোকের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাই না। পাড়াটা খারাপ হয়ে গেছে, ভাবছি অন্য কোথাও চলে যাব।"

"কোথায় যাবেন"—ভাবলাম যে এই প্রশ্ন করে যদি ওঁকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনা যায়।

"বুয়েনাভিস্টায় হয়ত। আমি যেতে চাই, কিন্তু হেনরী বাধা দিচ্ছে, বলে ওর অসুবিধা হবে। আমি বুঝি। আমি ওর উঁচুদরের বন্ধুদের সঙ্গে মিশবার যোগ্য নই। ভাবছি বাড়িটাকে ভাল করে সাজিয়ে এখানেই থাকব"—জীর্ণ ঘরটার চারিদিকে তাকাল। কার্পেটটা ছেঁড়া, দেয়ালে কাগজগুলি রঙচটা, চারদিকে মাকড়সা জাল বুনে অন্ধকারকে আরো গাঢ় করে তুলেছে—"সাজানো সত্যি দরকার।"

ওর স্বপ্নপাত্র ভগ্ন প্রায়। একটি রূঢ় প্রশ্নে আমি পাত্রটা ভেঙে ফেললাম, "টাকা পাবেন কোথায়?"

"হেনরী আমাকে টাকা দেয়। অবাক হচ্ছেন? আমি নিতে চাই না। হাজার হোক, ও অল্প বয়স্ক ছেলে, উন্নতি করবার চেষ্টা করছে। ওরই টাকার বেশি দরকার। তাই আমি এখনও গান লিখে যাচ্ছি। একটা গান লেগে যাক আর আমাকে হেনরীর ঘাড়ে চেপে থাকতে হবে না। আশা আছে যে এমন গান লিখব যেটা লাখ দশেক কপি বিক্রি হবে। আমি বোকা নই। আর আমি বুদ্ধিমান লোক দেখলেই চিনতে পারি। কিন্তু সেটা আপনি নিশ্চয় জানেন।"

ওর ধারণা, ও যেটা জানে আমিও সেটা জানি। সহানুভূতি ও ভয়ের কাছাকাছি এক অদ্ভুত অনুভূতির মাঝামাঝি এক জায়গায় আমি যেন আটকা পড়ে যাচ্ছি। ভাবছি হেনরীর বাল্যকাল কি ভাবে কেটেছে। সেও কি ওর মার স্বপ্নে-গড়া নীড়কে সত্যি ভাবত? যখন ঠুনকো কাঠের তক্তা ভেঙে ওর পা ঢুকে গিয়েছিল, তার কি বিপুলা পৃথিবীর উপর অবিশ্বাস জন্মেছিল?

"হেনরীর রোজগার কিসে?"

"ব্যবসায় জানাশুনা খদ্দেরদের কাছে কলাশিল্প সামগ্রী বিক্রি করে। এটা অবশ্য সাময়িক ব্যাপার। হেনরী নিজের শিল্পীসুলভ উচ্চাকাঙ্ক্ষা ভুলে যায় নি, সেটা আপনি নিশ্চয় জানেন। তবে মিস্টার স্পীয়ার বলেছেন যে এখনো ঠিক সময় আসে নি। এখনো আরো চর্চা দরকার। তাই হেনরী ব্যবসা করছে। ও জিনিস যাচাই করতে ওস্তাদ। অবশ্য এটা মানতে হবে যে এই গুণটা ওর মা'র কাছ থেকে পেয়েছে। আপনি হেনরীকে ভাল চেনেন?"

"যতটা চিনতে চাই, ততটা নয়। আপনি কি এজেন্ট মাইকেল স্পীয়ারের কথা বলছিলেন?"

"হ্যাঁ। হেনরীর আশা যে মিস্টার স্পীয়ার ওর কাজ দেখাশুনা করবেন। তবে মিস্টার স্পীয়ার বলেছেন যে পুরোদমে পেশায় নামবার আগে ওকে আরো খাটতে হবে। চারুশিল্প রপ্ত করা বড়ই কঠিন, আমি নিজেও জানি।" মহিলা আঙুলগুলো ছড়িয়ে কয়েকবার খুলল আর বন্ধ করল। বিড়ালটা পিছনের পায়ে ভর দিয়ে ওর হাতে থাবা দিয়ে খেলার ছলে মারল।

"নাম, হ্যারি। বিড়ালটাকে হ্যারি বলে ডাকি।"

আমি বললাম। "হ্যারি কি হিল্ডা ডোটারীর মাধ্যমে স্পীয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করে?"

"হেনরী, হ্যারি নয়। ও বিষয়ে আলোচনা করতে চাই না। কিছু লোকের নাম করে মুখ নোংরা করতে চাই না। আমার ব্যক্তিগত শত্রুদের তালিকায় সবচেয়ে প্রথমে ডোটারীদের নাম।"

"কিন্তু হেনরী তো হিল্ডা ডোটারীকে চেনে। ওরা স্কুলে এক সঙ্গে নাটক করেছিল, তাই না?"

"ওর নাম আমি মুখে আনব না। আমার বাড়িতে ও পাপ ঢুকিয়েছে। ওর আগে হেনরী একজন ভাল, সৎ ছেলে ছিল, ওই মেয়েটাই ওকে নষ্ট করে। ওই যত নষ্টের মূল।"

"ও কি করেছিল?"

"পিশাচের মত হেনরীর সঙ্গে সেঁটে থাকত। খারাপ জিনিস শেখাত। একদিন আমিই ওদের এই বাড়ির চিলেকোঠায় ধরেছিলাম। ওরা ভান করল যে ওরা কোনো নাটকের পোশাক ঠিক করছে, কিন্তু আমি জানতাম ওরা কি করছিল। ওর এত অল্প বয়সেই বদনাম হয়ে গিয়েছিল! দেয়াল থেকে এক গাছা দড়ি নিয়ে ওকে অর্ধউলঙ্গ অবস্থায় মারতে-মারতে বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে বের করে দিই। আমি মারামারি ভালবাসি না, আপনি তা জানেন। কিন্তু যীশুও তো মন্দির থেকে টাকার ব্যবসায়ীদের তাড়িয়ে দিয়েছিল, তাই না? আপনি এত বুদ্ধিমান লোক, আপনার নিশ্চয় বাইবেল মনে আছে।"

ওর তোষামোদ বিদ্রূপের মত শোনাচ্ছিল। ওর ভিতরে একটা অন্ধকার অস্তিত্ব আছে, যে অস্তিত্বটি ওকে সুতোয় টানা পুতুলের মত হাসায়, ওর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে।

"হ্যারিকে আমি বুঝিয়েছিলাম। ওর কত ক্ষতি হতে পারে, কত অসুখ করতে পারে। ওকে হাঁটু গেড়ে শপথ করতে বললাম যে ও আর ওই মেয়েটার সঙ্গে দেখা করবে না। ও খুবই নম্র ভাব দেখিয়েছিল। আমার কোলে মাথা রেখে কেঁদেছিল। বলেছিল, সারা জীবন ভাল হয়ে থাকবে। কিন্তু ও শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস ভাঙল।"

বিড়ালটা চাপা গর্জন করছে। ওর লম্বা লেজটা খাড়া হয়ে উঠেছে।

"চুপ কর, হ্যারি। তোমাকে নিয়েও কম ঝামেলা হয় নি, তুমি তো এখনও যাকে ভালবাস, তাই না? অ্যাঁ হ্যারি?"

বিড়ালটা ওর কোলে উঠে গোল হয়ে বসল। ওর গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে মহিলা শিশুদের সঙ্গে কথা বলার মত করে আধ-আধ সুরে কথা বলতে লাগল।

আমি ওদের কথায় বাধা দিলাম, "আপনি বললেন যে, হ্যারির অনেক ঝামেলা হয়েছিল। কি ধরনের ঝামেলা?"

"ও, হ্যাঁ। ওর নামে নানান দোষারোপ শুরু হল, অসম্ভব সব দোষ, যা ও করে নি, করতে পারে না। ও নাকি সিঁধকেটে চুরি করত, অথচ যে সব রাত্রের কথা হত সে সব রাত্রে ও বাড়িতেই ছিল। নয়ত লাইব্রেরীতে গিয়েছিল, কিংবা সিনেমায় গিয়েছিল নানান ধরনের অভিনয় দেখবার জন্য। কোনদিন মদও খায় নি। একদিনই মুখে খারাপ জিনিসের গন্ধ নিয়ে ফিরেছিল, সেটাও ওকে জোর করে খাওয়ানো হয়েছিল। কয়েকজন লোক একটা গলির ভিতরে ওকে ধরে মুখে জোর করে হুইস্কি ঢেলে দেয়। আর ওর মাটির নিচের ছোট ঘরে যে জিনিসগুলো পাওয়া গিয়েছিল সেগুলো, ওর স্কুলের একজন জানাশুনো ছেলের কাছ থেকে কেনা।"

ওর হাত দ্রুতগতিতে বিড়ালটার গায়ে বোলাচ্ছে। "আমি জানি ওরা ওকে কেন দোষ দিচ্ছিল—খুব ভাল করেই জানি। ওর ওই ডোটারী মেয়েটার সঙ্গে ঘোরার জন্যই বদনাম হল। কুসঙ্গে ঘুরলে বদনাম হবেই। ওর সম্বন্ধে নানা গুজব শোনা যেত, কিন্তু ওই পিতৃহীন ছেলেকে নিয়ে আমি কি

করব। তাছাড়া এই অজপাড়াগাঁয়ে আমাকে আবার টাকা রোজগার করতে হবে। আমি কি রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঝগড়া করতে পারি? না কোর্টে গিয়ে ওকে রক্ষা করতে পারি।

"ওর উকিলও বলল যে, দোষ মেনে নেওয়াই ভাল, নয়ত ওর কেস্ জুভেনাইল কোর্টে বিচার হবে না, ওকে প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে বিচার করা হবে এবং ওকে জেলে পাঠানো হবে। তাই ও স্বীকার করে নিল। ও সেই রাত্রেই আমাকে বলে যে, ওর বিরুদ্ধে সব অভিযোগই মিথ্যা। ও আমার কাছে শপথ করে বলল যে ও সিঁধেল চোর নয়। কিন্তু ওর প্রমাণ করার উপায় নেই। মানুষ মাত্রই নির্দোষ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত আইনের চোখে দোষী। আপনি একজন উকিল, আপনি তো জানেন। তাছাড়া ওর ঘরে ওই সব জিনিস পাওয়া গিয়েছিল, যেগুলো ও সেই পাজি ছেলেটার কাছ থেকে কিনেছিল। সেই ছেলেটাও পালিয়েছিল।

"আমি পিন্সিপ্যালের কাছে গিয়ে সব বললাম। তিনি আসল চোরকে খুঁজে বের করতে রাজি হলেন না, আমি বুঝলাম যে প্রিন্সিপ্যাল, পুলিশের বড়কর্তা সবাই আসল চোরদের রক্ষা করছে। ওরা কেন করছে তাও বুঝলাম, ছোটবেলায় মেয়েচুরির ব্যাপার নিয়ে বই পড়েছিলাম। গভর্নর-কে চিঠি লিখলাম। যখন জবাব এল না, টেলিফোন পর্যন্ত করলাম। তাঁকে আমার পরিচয় দিলাম। আমার বাবা এই এলাকার একজন প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ধনী লোক ছিলেন, পার্টির জন্য কাজ করতেন। কিন্তু এই আধুনিক জগতে কৃতজ্ঞতা বলে কিছু নেই।

"লাভের মধ্যে একজন লোক এসে আমাকে শাসিয়ে গেল—বলল, যদি আমি গর্ভনরকে বিরক্ত করি আমাকে পাগলা গারদে পুরে দেবে। চক্রান্তটা রাজধানী পর্যন্ত পৌঁছেছিল। দেখলাম কোন লাভ নেই। আমার ছেলেকে রিফর্ম স্কুলে পাঠাল—অনেক বছর ছিল সেখানে। আসল অপরাধীদের কিছু হল না। এ রকমই হয়—ওরা তো ক্রাইস্টকেও ক্রুশবিদ্ধ করেছিল।"

"ডোটারী পরিবার কি এখনও এই শহরেই থাকে?"

"কি করে জানব?" পিছিয়ে বসে মহিলা আমার দিকে রেগে তাকাল—"আমি অমন লোকদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখি না। আমার বাবা একজন সম্ভ্রান্ত ধনী ছিলেন। উনি এক পুরনো মর্যাদাশালী ওহাইও পরিবারের লোক

ছিলেন। আর ডোটারীদের কি পরিচয়? ওরা কোথা থেকে এসেছে? কেউ জানে না। ওদের কোন ইতিহাস নেই।"

"ডোটারীরা কোথায় থাকে?"

"আপনি রেগে গেছেন। রাগবেন না। সবাই রাগ করে আর আমার মরে যেতে ইচ্ছা করে—সেটাও ভাবাই পাপ। আপনি উকিল, আপনি নিশ্চয় বুঝবেন। ওরা শহরেব ওপারে একটা দোকানের উপরে থাকত। দোকান চালাবার ভান কবে আসল কারবার চালাত। এখনও করে কিনা জানি না, ওদিকে বহু বছব যাই না। মাঝে-মাঝে বাজারে মিসেস ডোটাবীর মত একজনকে দেখি। হয়ত আমার কাছ থেকে কথা বার করবার জন্য ফাঁদ ফেলা হচ্ছে। তাই আমি কথা বলি না। নজর রাখি যে ও কিছু চুরি করছে কিনা। যদি একবার ধবতে পারি তাহলেই আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্তটা ফাঁস হয়ে যাবে।"

"আসলে কোন চক্রান্ত কিন্তু নেই।"

"আমি বোধ হয় ভুল শুনলাম। আপনি কি বলছেন যে আদপেই কোন চক্রান্ত ছিল না?"

"আপনি যে অর্থে বলছেন, সে অর্থে ছিল না।"

সে মাথা নাড়ল।

"বুঝলাম। 'বুঝলাম আপনি কি। ভেবেছিলাম যে আপনি একজন বুদ্ধিমান, সাধু লোক। আপনিও ওদেব মত অসৎ, আমাব ছেলেব শত্রু।"

আমি উঠে দাঁড়ালাম।

"আপনি কখনও ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা কবেছেন?"

"ডাক্তার কি করবে?"

"আপনার মানসিক স্থৈর্য ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করতে পাবে।"

"আপনি আমাকে পাগল বলছেন।"

"আমি তা বলি নি।"

"মিথ্যা কথা বলবেন না"—মহিলা হাত মুঠিয়ে নিজের উরুতে ঘুষি মারল—"আমি সরল বিশ্বাসে আপনার সঙ্গে কথা বলেছি, আর আপনি বসে আমার সম্বন্ধে খারাপ কথা ভাবছেন। হেনরী জানে আমি সঠিক বলছি। ওকে মিথ্যা

অভিযোগে বিকর্ম স্কুলে পাঠিয়েছে। আজ সাত বছর ধরে ওকে নাজেহাল করেছে। আমাকে বিশ্বাস না কবলে ওকে জিজ্ঞাসা করুন।"

"যদি জানতাম কোথায় আছে তাহলে করতাম।"

"হেনবী বলেছিল যে ও আসবে"—বলেই ও হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরল।

"এখানে আসবে? কবে?"

"আসছে সপ্তাহে। আসছে মাসে। আমাব কাছ থেকে আর কোন কথা বেরুবে না। সত্যি কথা অবিশ্বাস কবা ছাড়া আব কিছুই কবেন না আপনি।"

"হয়ত আমার ভুল হয়েছে।" ওর সঙ্গে আব তর্ক কবে লাভ নেই দেখে আমি দবজাব দিকে এগোলাম—"ধন্যবাদ।"

সে উঠে আমার আর দবজাব মাঝে দাঁড়াল। ভাবভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছিল আক্রমণ করবে। কিন্তু সে ক্ষমতা ওর নেই। ওব ভিতবেব শক্তি বহুদিন আগে শেষ হয়ে গেছে। ভিতরেব জ্বালাও আব নেই।

একবাবই ওব ভিতরেব মানুষটাকে দেখা গেল। যে স্ত্রীলোকটি অন্তরের অন্ধকার নির্জনতায বন্দী, যাকে ঘিবে আছে অলীক ছায়া-নাটক আর বিক্ষিপ্ত, বিশৃঙ্খল চিন্তা। "ও খুব বিপদে পড়েছে, তাই না?"

"হ্যাঁ। আপনি কিছু বলবেন?"

"না, না—আমাব মাথা!"

নিজেব মাথাটাকে চেপে ধরল। যেন ওটা একটা বন্যজন্তু, এখনি যাকে বশ কবতে হবে। বিড়ালটা বেবিয়ে এসে ওব পায়ে গা ঘষতে লাগল। মহিলা নিচু হয়ে কথা বলতে শুরু কবল, "এই তো এসে গেছ হ্যারি। মাকে বড় সান্ত্বনা দেয় ও। মাকে খুব ভালবাসে।"

তেইশ

মেইন স্ট্রীটের এক রেস্তোর‍াঁয় এক কাপ কফি আর ক্লান্ত লাগছিল বলে এক টুকরো পাই খেয়ে নিলাম। তরুণ-তরুণীতে ভর্তি। জিউক-বক্সে রক্ সঙ্গীত। —সে সঙ্গীতের তালে-তালে সভ্যতা অবনতির দিকে চলেছে। কথাটা আমার নয়, সংগীত-বিশারদদের। ওয়েট্রেস্ বলল, হ্যাঁ, বিজনেস ডিরেকটরী আছে কোথায়। খুঁজে এনে দিল। জেমস্ ডোটারীর নাম "নর্থ এণ্ড ভ্যারাইটি স্টোর"-এর মালিক হিসাবে লেখা আছে। বাড়ির ঠিকানাও একই। ওয়েট্রেস্-এর কাছ থেকে রাস্তা জেনে নিলাম, ওকে পঞ্চাশ সেণ্ট বকশিশ দিলাম। মেয়েটা ঘাবড়ে গেল।

কিছু শহরে এমন কিছু এলাকা থাকে যার জন্য শহরে ঢুকবার ও বেরুবার পথ সংকীর্ণ হয়ে যায়। গ্রোসারী, মদের দোকান, বার, মোটেল ও বসতবাড়ি একত্রে তাল পাকিয়ে থাকে। বাড়িগুলো দেখলে মনে হয় যে এক্ষুণি মাঠি ফুঁড়ে বেরিয়েছে, আসলে বেশির ভাগ বাড়ি ভেঙে ফেলবার মত, জরাজীর্ণ। ইঁটের তৈরি জুতোর বাক্সের মত দেখতে দু'তলা বাড়ির এক তলায় জেমস্ ডোটারীর দোকান। বাঁকা হুলা-হুপ, পিনের প্যাকেট, চকচকে মোজা, মাছি ভরা প্লাস্টিকের আইস-কিউব ইত্যাদি অদ্ভুত দ্রব্যে দোকানের জানালা সুসজ্জিত। কাঁচে-সাঁটা হাতে-লেখা বিজ্ঞাপন বলে দিচ্ছে। সব জিনিসের দাম শতকরা পঁচিশ পার্সেণ্ট হ্রাস করা হয়েছে।

দোতলায় আলো দেখা গেল। উপরে যাওয়ার দরজাটা অল্প খোলা। অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে রোমাঞ্চ অনুভব করলাম। আমার জন্যই যেন হোলি মে উপরের ঘরে অপেক্ষা করছে।

অ্যাপ্রন পরা যে মহিলা দরজা খুলে দিল তাকে দেখে আমার বিভ্রম আরও দৃঢ় হতে পারত। ওকে আমার জিজ্ঞাসা করতেও হল না যে ও হোলির মা কিনা। একই মুখের গড়ন, একই রঙ, শুধু বাদামি চুলে পাক ধরেছে। মহিলা সত্যিই রূপসী, এবং চল্লিশ কি তারও বেশি বয়স আন্দাজে শরীর খুব আঁট-সাঁট।

"মিসেস ডোটারী ?"

"হ্যাঁ।"

আমার কার্ড দিলাম। "আমার নাম উইলিয়াম গানারসন।"

"যদি ডোটারীকে চান, সে বাড়ি নেই। হয়ত ওকে বাইড-এ-উই-তে পাবেন।"

মহিলাটি হতবুদ্ধি হয়ে আমার কার্ডটা দেখে চলেছে। "আমি আপনাকে আগে থেকেই সাবধান করে দিচ্ছি। ডোটারী ইন্‌সিওরেন্স সেলস্‌ম্যানদের সহ্য করতে পারে না।"

"আমি সেলস্‌ম্যান নই, মিসেস ডোটারী। আমি একজন উকিল।"

"হ্যাঁ, সে তো দেখতেই পাচ্ছি"—আমার কার্ডটা আলোয় ধরে কষ্ট করে অ্যাটর্নি কথাটা বানান করল—"চশমা ছাড়া ভাল করে পড়তে পারি না।"

চশমা থাকলেও যে খুব ভাল পারেন বলে মনে হল না।

"পরে আপনার স্বামীর সঙ্গে কথা বলব—।"

"ও এখন বাইড-এ-উই-তে মদ গিলছে। দু'এক ডলার বেশি রোজগার হলেই সেটা মদে ওড়ায়।"

"আপাতত আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। হিল্ডা ডোটারীর নাম শুনেছেন ?"

"ইয়ার্কি মারছেন ? ও আমার বড় মেয়ে।"

"কতদিন আগে শেষ দেখা হয়েছিল ?"

"সপ্তাহ দুয়েক কি তিনেক।" হঠাৎ ওর বোধ হয় মনে হল যে, আমি একজন উকিল। সরল প্রকৃতির মহিলা, মনের হাবভাব মুখে ফুটে ওঠে। সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল, "ওর নামে কোন পরোয়ানা বেরিয়েছে নাকি ?"

"আমি তা বলতে পারব না। কি ধরনের পরোয়ানার কথা ভাবছেন ?"

"বিশেষ কিছু না। ভাবলাম যে আপনি যখন একজন উকিল, হয়ত কোন পরোয়ানা বেরিয়েছে।"

"না, তবে ওকে খোঁজা হচ্ছে ঠিকই। দু।তিন সপ্তাহ আগে কোথায় দেখা হয়েছিল ?"

"এখানে, এই ফ্ল্যাটে। পাঁচ ছ'বছর আগে ও বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়,

অবশ্য আমি ওকে কোন দোষ দিই না। হঠাৎ দামী পোশাক পরে, এক টন গয়না পরে হাজির। দেখে আমি প্রায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম।

"ভোটারী ওকে দেখেই ক্ষেপে উঠল। ওকে কোন দিনই সহ্য করতে পারত না, তাছাড়া ও কারুর উন্নতি বরদাস্ত করতে পারে না। ওর পিছনে লাগল, ব্যঙ্গ করে প্রশ্ন করতে লাগল যে কি ধান্দা পাকাচ্ছে, কি করে এত দামী পোশাক পরছে।"

"আপনার মেয়ে কি বলল ?"

"কিছু না, ওকে বলল যে ও নাকি অভিনয় করছে আর সিনেমা করে অনেক নাম করছে ইত্যাদি। কিন্তু টাকা কোথা থেকে আসছে সেটা বলল না। বলুন তো আসছে কোথা থেকে ? ওকে কেন খোঁজা হচ্ছে ?"

"আপনি কেন ধরে নিচ্ছেন যে ওকে খোঁজা হচ্ছে ?"

"আপনি তো বললেন যে আপনি ওকে খুঁজছেন, বললেন না ?"

"কোথায় আছেন জানি না বলেই খুঁজছি।"

ওর মন সে কথা মানল না। "ও যা পরে এসেছিল তা খেলনার গয়না নয়, কিংবা নকলও নয়। আমি ঠিক বলতে পারি যে সিনেমায় অভিনয় করে ওসব গয়না কেনে নি।"

"আপনি ঠিক বলছেন ?"

"আমি হিল্ডাকে চিনি, এত বছর বাইরে থেকেও ও পালটায় নি। সব সময় ভান করত, মিথ্যা কথা বলত, ভাবভঙ্গী করত যে ও একজন কেউকেটা। ওর মত মেয়ে কি করে সিনেমায় সুযোগ পাবে ?"

"ওখানে কারুর নৈতিক চরিত্র পরখ করে দেখা হয় না, মিসেস ভোটারী। নিজেকে এবার শক্ত করুন।"

"ও কি মারা গেছে ?"—মহিলা বিষণ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল।

"মনে হয় না। আপনার মেয়ে সত্যি অভিনেত্রী ছিল, বেশ ভালই করছিল, তারপর কাজ ছেড়ে বিয়ে করল।"

"তাই বলেছিল"—মহিলাটি সশ্লেষে বলল—"কোন লাখপতিকে বিয়ে করেছে।"

"ঠিক বলেছে, মিসেস ভোটারী।"

"অ্যাঁ! এটা সত্যি ? ও মিথ্যা কথা বলে নি ?"

"অন্ততঃ এই বিষয়ে না।"

"বাঃ, বেশ কাণ্ড"—মহিলার গলায় বিস্ময়ের সুর, তার মেয়ে আমেরিকান জাতীয় স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করেছে, অভিনেত্রী হয়েছে আর লাখপতিকে বিয়ে করেছে।

মিসেস ডোটারী নিজের শরীরের দিকে তাকাল, কারণ এই সব অলৌকিক ব্যাপারের সব কৃতিত্ব ওর দেহের! নিজের কটির উপর দিয়ে অভিনন্দনসূচক ভাবে হাত বোলাল! "ও চিরকালই পুরুষদের আকর্ষণ করতে পারত, এটা বলতেই হবে। ডো্টারী পছন্দ করত না, ও অবশ্য হিংসা করত। মেয়েরা যেমন বড় হতে লাগল ডোটারীর সবার উপর হিংসা বাড়তে লাগল—সবাইকে বাড়ি থেকে তাড়াল। দাঁড়াও, এবার ওকে বলতে হবে।"

ওর আনন্দেও বিদ্বেষের ধার। এ আনন্দও অলীক। যে সুখবর নিয়ে এত মাতামাতি করছে, তাও অলীক। এমনও হতে পারে।

"আপনি কেন এসেছেন, জানতে পারি? আপনি বললেন যে ওর এখন অনেক টাকা, গয়নাগুলোও চোরাই মাল নয়। তাহলে আইনের ব্যাপারটা আসছে কোথা থেকে?"

"সে অনেক কথা"—অনেক কথা যদিও নয়। আসলে আমার আর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগছিল না, আর হোলির বাড়ির পরিবেশ সম্বন্ধে জানতেও ইচ্ছা করছিল—"আমি কি ভিতরে আসতে পারি?"

"তা পারেন, কিন্তু সব খুব এলোমেলো হয়ে আছে আমি আর পেরে উঠি না, দিনের বেলা দোকান সামলানো, রাত্রে ঘরের কাজ।"

ও ঘরে ঢুকল, অ্যাপ্রনটা খুলে ফেলল, যেন তাতেই ঘর কিংবা ওর মধ্যে কোন পরিবর্তন এসে যাবে। ঘরটা যেন একটা গোলাপী কাঠের বাক্স, সস্তার আসবাবে ঠাসা, ক্ষয়প্রাপ্ত কঠিন জীবনের ধ্বংসাবশেষ—ছেঁড়া কাগজ, ভর্তি ছাইদানী, নোংরা গ্লাস। ঘরের মধ্যে সবচেয়ে দামী জিনিস হল একটা টেলিভিশন সেট্। ভাঙা ভেনেশিয়ান খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে রাস্তার উল্টোদিকের একটা বারের নিয়ন আলোটা লাল চোখে ঘরে উঁকি মারছে।

"বসুন।"

নোংরা কাপড়জামা বোঝাই একটা চেয়ার খালি করে দিল।

আমার চাপে চেয়ারটা ককিয়ে উঠল। স্প্রিংগুলো আমাকে কামড়াবার চেষ্টা করল। পাশের ঘরে জল খোলার শব্দ শুনলাম, তারপর বোতল রাখার টং করে আওয়াজ। মিসেস ডোটারী দু হাতে দুটো গ্লাস নিয়ে ফিরে এল, গ্লাসে বাদামী রঙের পানীয়।

"এই খবর শুনলে একটা ড্রিংক দরকার হয়। আশা করি 'কোলা' খেতে কোন আপত্তি নেই। আমি পারতপক্ষে কড়া মদ কাউকে দিই না। কখনই দিই নি। ছেলেমেয়েরা যখন বড হচ্ছিল, ভাল দৃষ্টান্তই ওদের দেখানো উচিত। যদিও ডোটারী কখনও তা করত না। যাক গে, অন্ততঃ একটি সন্তান উন্নতি করেছে, ক'টা সংসারেই বা তা হয়!"

আমাকে একটা গ্লাস দিল। আমি বুঝলাম, ও সেই মুহূর্তটিকে চাপা দিতে চায়, যে মুহূর্ত ওকে বলে দেবে এ সুখবর আসলে অলীক, মিথ্যে।

"আপনার ক'টি ছেলেমেয়ে?"

একটু ভেবে বললেন, "সব শুদ্ধ পাঁচজন, চারজন জীবিত, আশা কবি জীবিত।"—ও আঙুলে গুণতে শুরু করল—"হিল্ডা, জুন, ফ্র্যাঙ্ক, রিনী, জ্যাক। ফ্র্যাঙ্কই দুর্ঘটনায় মারা গেছে। হিল্ডা ফ্র্যাঙ্ককে খুব ভালবাসত, তেমনি জুনকে সহ্য করতে পারত না। আপনি নিশ্চয় জানেন যে বড়রা মেজদের সঙ্গে কেমন ঝগড়া করে! সেদিন যখন আমি ওকে ফ্র্যাঙ্কের মৃত্যুর খবব দিলাম ও ভীষণ মুষড়ে পড়েছিল। ওকে তাই বলছিলাম যে ঘর ছেড়ে চলে গেলে এই রকমই হয়—যখন ফিরে আসবে তখন আর আপনজনদের ফিবে পাবে না। আমার বেলায়ও তাই হয়েছিল। যখন আমি ডোটাবীকে নিয়ে কবে ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে আসি।"

তারপর বলল, "আমার জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলল লোকটা। হাজাব রকম ধান্দা করে শেষে যত আজেবাজে জিনিস দিয়ে দোকান করল, আব মদ গিলে কাটাল।"

"আপনার অন্য সন্তানদের কি হল?"

"হিল্ডার মত রিনী আর জুনও পালিয়ে যায়। জুন ওর বাপের বয়সী এক সেলস্‌ম্যানের সঙ্গে পালায়। ডোটারী জুনকে খুব মেরেছিল, কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। শুনলাম যে ও এখন কম্পটনে দরজায় দরজায় নাইলন মোজা বিক্রি করছে। আমার খুব দুঃখ হয়েছিল, ভেবেছিলাম যে ওই

সব চেয়ে উন্নতি করবে। এখন দেখছি কপাল-ফেরে হিল্ডাই উন্নতি করল।"

"রিনীর কি হল?"

"প্রাপ্ত-বয়স্ক হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে কাজ নেয়। সান ফ্রান্সিস্কোতে কোথায় ওয়েট্রেস্। ক্রিসমাসে চিঠি লিখেছিল, কিন্তু খামে নিজের ঠিকানা লিখতে ভুলে গিয়েছিল।"

"জ্যাক?"

"ওই সবচেয়ে ছোট। এই ষোলতে পড়ল। বয়স কম হয়ে ভালই হয়েছে, তাই ওকে জুভেনাইল বলে ধরা হয়েছে। পুলিশ থেকে বলল যে, আরো বড় হলে ওকে গাড়ি চুরির জন্য জেলে পাঠানো হত।"

একটা পরিবারের অবনতির ইতিহাস। মিসেস হেইনস্-এর অলীক স্বপ্ন জগৎ থেকে বেরিয়ে এখানে এসে বুঝতে পারছিলাম না যে মিসেস ডোটারীর মুখের উপরই হাসব, না কাঁদব। নিজেকে প্রশ্ন করলাম যে, বাড়ি থেকে ষাট মাইল দূরে এসে কতকগুলো ভাঙা জীবনের টুকরো কুড়োচ্ছি কেন? এদের সঙ্গে তো আমার কোন সম্পর্ক নেই?

আধগরম কোলা খেতে খেতে গ্লাসের কোণা দিয়ে মহিলার ভাবলেশহীন মুখের দিকে তাকালাম। আলোয় আঁধারে ঘূর্ণ্যমান পৃথিবীর বৃহদাকারের কথা মনে এল, আর মনে হল এই পৃথিবীতে সন্তানদের ভূমিষ্ঠ হওয়ার মানে কি? আমার মনের অভ্যন্তরে একটা আলোড়ন হল, যেন ভূমিকম্প হল। মনের এত গভীরে, যে আমি জানতামও না যে, মনে অতল এত গভীর! আলোড়নটা হল আমার ভাবী সন্তানের জন্য অব্যক্ত প্রার্থনা।

"আপনার টেলিফোনটা ব্যবহার করতে পারি, মিসেস ডোটারী?"

"উপরে ফোন নেই। যদি দরকার সত্যিই হয় দোকানে একটা আছে।" একটু ইতস্তত করে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল—"আপনি হিল্ডার সম্বন্ধে বলবেন না?"

"হ্যাঁ, সে খুব রহস্যজনক অবস্থায় গা ঢাকা দেয়। ওর স্বামী খুব উদ্বিগ্ন। আমি ওরই প্রতিনিধি।"

"রহস্যজনক অবস্থা মানে? কিছু অপরাধ করেছিল?"

"অসম্ভব নয়। আবার হতেও পারে যে করে নি। মনে হচ্ছে যে হ্যারি বা হেনরী হেইনস্ নামের একজন লোকের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে।"

"আপনি বলতে চান যে ও আবার ওই ছেলেটার সঙ্গে মিশছে?"—একটা রক্তিম আভা ঘাড় বেয়ে ওর চোখ পর্যন্ত পৌঁছল।

"তাই মনে হচ্ছে। আপনি হেইনস্‌কে চেনেন?"

"চিনি না আবার! ওই তো মেয়েটাকে অসৎ পথে নামাল।"

"কি করত?"

"যে-যে জিনিস কোন মেয়ের করা উচিত নয়। আমার এখনও মনে পড়ে যে রাতে ও প্রথম মদ খেয়ে বাড়ি এল—পনর ষোল বছরের মেয়ে, এমন মাতাল যে সোজা হয়ে হাঁটতে পারছে না। আমি প্রশ্ন করলাম ওকে, মদ খেয়েছে কিনা, কিন্তু ও অস্বীকাব করেই গেল। তারপর মাতাল হয়ে ডোটারীও বাড়ি ফিরল আর ওকে নিয়ে পড়ল। ওকে মেরেই ফেলত যদি না আমি ছুরি হাতে নিয়ে রুখে দাঁড়াতাম। ও ভয় পেয়ে ছেড়ে দিল।

"কিন্তু বড দেরি হয়ে গিয়েছিল। ওকে আর সামলাতে পাবতাম না। ডোটারী আমাকে দোষ দিত, আমি নাকি খুব নরম। জানি না, তবে একটা মেয়েকে তো আর রোজ মারধোব করে মেবে ফেলা যায় না। ঘবে আটকে রাখাও যেত না, ও জানালা থেকে লাফাতই, এত দুর্দান্ত মেয়ে। মদ খাওয়া, গাড়ি করে বোঁ-বোঁ কবে ঘোরা, দোকানপাট থেকে চুরি কবা—এই তো ওব কাজ ছিল। আর ওই হ্যারি হেইনস্ ওকে ওই পথে নিয়ে যায়।"

"তাহলে ওরা অনেক বছর ধবে একসঙ্গে ঘুবছে।"

"চেষ্টা করেছিলাম বাধা দিতে। ওরা এক সঙ্গে স্কুলে নাটক করেছিল। সেই সময় দোকান থেকে ডোনাট্ খেতে আসত। স্কুলের পরে হিল্ডা আব জুন দোকান সামলাত। জুন একদিন ওকে আর হেইনস্‌কে রান্নাঘবে একসঙ্গে দেখেছিল, তুজনে গলাগলি করছে আর ভ্যানিলা এক্সট্র্যাক্ট খাচ্ছে। পরের বার আমি ওত পেতে ছিলাম। ওকে সোজা বের করে দি। হিল্ডাকে সাবধান করে দিই যে ও খুব সাংঘাতিক ছেলে। কিছু ছেলে ও রকম হয়। বিশ্বসংসারকে তুচ্ছ করে, মেয়েদের সব কিছু হরণ করে চলে যায়, প্রতিদানে কিছু দেয় না।" মহিলা এমনভাবে কথা বলল যেন ওর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও এক কথাই বলে।

"হেইনস্‌কে ইদানীং দেখেছেন?"

"অনেক বছর দেখি নি। শুনেছিলাম যে ওকে প্রেস্টনে পাঠিয়েছে, ওর

যোগ্য জায়গা। হিল্ডাকেও ধরেছিল নিশ্চয়—হেইনস্ ওর নামে কিছু বলেছিল—কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু করে নি। বছর দুয়েক পরে ও নিজেই কোথায় চলে যায়। এই গত মাসে আবার হঠাৎ এসে হাজির।"

"হেইনস্‌এর নাম করেছিল?"

"আমার সামনে করে নি। শুধু ওর বড়লোক তেল-খনির মালিক স্বামীর কথাই বকে চলেছিল, কিন্তু আমরা দুজনে কেউ বিশ্বাস করি নি। মনে হয়েছিল যে অন্য কোন ব্যাপার আছে। আচ্ছা? ওর স্বামী কেমন লোক?"

"মনে হয় ভাল লোক, খুব সমৃদ্ধিশালী তো বটেই। কিন্তু আপনার মেয়ের হেইনস্‌কেই পছন্দ।"

"ওর প্রতি বরাবরই টান ছিল। মাঝে-মাঝে মনে হয় যে মেয়েদের সুখী করতে হলে দুটো জিনিস দরকার—একটা কুড়ুল আর একটা হাড়িকাঠ। মেয়েটা মাথা রাখবে আর একজন পুরুষ গলাটা দুভাগ করে দেবে। তাহলেই মেয়েটা সুখী হবে।"

"হিল্ডা কেন বাড়ি এল?"

"ওর দামী পোশাক দেখাতে। নিরাশ হয়েছিল যে অন্যরা আর এখানে থাকে না। বোনেদের মধ্যে সব সময় রেষারেষি চলত। আর ফ্র্যাঙ্কের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল। ফ্র্যাঙ্ক মরে গেছে শুনে খুব মুষড়ে পড়েছিল। কান্নাকাটি করল, চেঁচাল, আমাদের বলল যে সব দোষ আমাদের, ফ্র্যাঙ্ক গাড়িও চালাচ্ছিল না, আরেকটা ছেলে চালাচ্ছিল। তার নাম র‍্যালফ স্পিওল।

"হিল্ডার কি বরাবরই এ রকম?"

"মানে?"

"এই যেমন আপনি বললেন যে ভীষণ রেগে উঠত। এটা কি নতুন?"

"না, তা হলেও হতো। ওর রাগ চিরকালই ভয়ানক, ছোটবেলায়ও। চাপতে চেষ্টা করত, কিন্তু মাঝে-মাঝে বেরিয়ে পড়ত। এক মাত্র ফ্র্যাঙ্কের সঙ্গে বনত ভাল। অন্য মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া লেগেই থাকত। যেবার জুন ওর নামে বলে দিয়েছিল, হিল্ডা এক প্যান চর্বি তুলে ওর মুখে মারতে গিয়েছিল। ফুটন্ত চর্বি বুঝতে পারছেন কি গরম। ভাগ্যিস আমি আটকে ছিলাম। এক ভদ্রমহিলা বললেন ওর মানসিক কিছু গণ্ডগোল আছে।"

"মানসিক বিকার?"

"হ্যাঁ, ভাই, খুব বেশি রকম। বলেছিল যে ও এখন একটা ঝড়ের মত,' হয়ত বয়সে ঠিক হয়ে যাবে, নাও হতে পারে। বোধহয় ঠিক হয়ে গেছে। না হলে আর সিনেমার অভিনেত্রী হল কি করে। ও কি অনেক ছবি করেছে? টি-ভি আসার পর থেকে আর আমরা সিনেমায় যাই না।"

"আমিও ওকে পর্দায় দেখি নি। ওর বোধহয় দুটো কি একটা ছবি বেরোবার পরই ও ছেড়ে দেয়।"

"এত অল্প বয়সে ছেড়ে দিল!"

"হিল্ডার বয়স কত?"

"দাঁড়ান, হিসাব করি। ও যখন হয় তখন আমার বয়স আঠার। ওই বয়সে ঝড়, বুঝলেন না? এখন আমার তেতাল্লিশ। তাহলে ওর বয়স, দাঁড়ান"—হাতে গুণতে গিয়ে গোলমাল করে ফেলল।

"পঁচিশ?"

"হ্যাঁ, আপনার অঙ্কের মাথা ভাল। ডোটারীরও তাই, যদি একটু খাটাত। ও একজন উকিল হতে পারত, ওর বুদ্ধি আছে। আপনি কিছু মনে করবেন না, জিম সত্যিই বুদ্ধিমান। সেই কারণেও ও বাচ্চাদের সহ্য করতে পারত না। ওরা সবাই আমার মত বোকা। বলতে পারেন যে হিল্ডা বেশ চালাক, তবে প্রথম দিকে মনে হত যে ও আমাদেরই মত। কিন্তু পঁচিশ বছর বয়সে কেউ কাজ ছাড়ে? ওকে কি তাড়িয়ে দিয়েছিল?"

"না, আমি ওর এজেন্টের সাথে কথা বলেছি। ওরা ওকে কাজে ফেরত চায়।"

"তার মানে ও ভালই করত।"

"ওদের যা দরকার, তা আছে ওর। কিন্তু ওর যা দরকার, তা ওদের কাছে নেই।"

"হিল্ডা দেখতে ভাল চিরকালই। আপনি ওকে দেখেছেন?"

"সামনাসামনি দেখি নি।"

"ওর ছবি আছে কোথাও। দেখি পাই কিনা।"

আমি বাধা দেওয়ার আগেই ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। স্পোর্টস শার্ট পরা একজন লোক হলওয়ে থেকে দরজায় না টোকা মেরেই ঘরে ঢুকল। প্রথম

নজরে ওকে সুপুরুষ যুবা বলে মনে হয়েছিল। ভাল করে নিরীক্ষণ করে দেখলাম যে ওর চোখদুটো নিষ্প্রভ, ঘোলাটে, ঢেউ খেলানো সোনালী চুলে পাক ধরেছে, হাসিটা বঁড়শির মত ঠোঁটের কোণে বিঁধে আছে।

"অতিথিরা এসেছে জানতাম না।"

"একজনই। আর আমি ঠিক অতিথি নই, কাজে এসেছি।"

'কাজ' কথাটা ওর খারাপ লাগল। লোকটা চাপা রাগে বলে উঠল—

"একটা কথা সোজাসুজি বুঝে নাও—এই বাড়িতে যা কাজকর্ম করার, সেটা আমি করব। টাকা পয়সার ব্যাপার আমি বুঝব। আমার পিছনে লুকিয়ে-লুকিয়ে কি বিক্রি করা হচ্ছে আমার স্ত্রীর কাছে?"

আমি উঠে দাঁড়ালাম। ওর মুখের গন্ধ নাকে এল। মেজাজের মতনই দূষিত।

"সোনার ইঁট"—আমি বললাম—"উনি এক ডজন কিনবেন বললেন।"

"খুব চালু, অ্যাঁ?"—দুলতে-দুলতে সে নিরাপদ ব্যবধান থেকে আমাকে দেখতে লাগল—"আমি জানতে চাই তুমি আমার ফ্ল্যাটে কি করছ?"

"তোমার স্ত্রী জানেন আমি কি করছি। ওঁকে জিজ্ঞাসা কর।"

"সে কোথায়"—লোকটা উন্মাদের মত ঘরের চারদিকে দেখল, তারপর দেয়ালের ওপাশ থেকে খসখস শব্দ ওর কানে গেল। ও দরজা দিয়ে দৌড়ে ঢুকল—রক্ষাকারী না আক্রমণকারী বোঝা গেল না।

পাশের ঘর থেকে অস্পষ্ট কথার আওয়াজ, তারপর লোকটা গলা চড়িয়ে তারস্বরে চিৎকার শুরু করল। "চিরকালের বোকা! কি করছ? পরিবারের সব কথা ফাঁস করে দিচ্ছ বিনা পয়সায়? কেউ করে? যদি ওর স্বামীর টাকা থাকে তো ও কিছু ছাড়ুক, বোকা কোথাকার!"

"সেটা ভেবে দেখি নি।"

"ভাবনা চিন্তা আমার উপর ছেড়ে দাও। যা বলব তুমি শুনবে তা হলে যদি কিছু হয়। ভেবেছ কি! এমনি-এমনি ছবিগুলো দিয়ে দিচ্ছ? যেখানে লোকে টাকা দিয়ে কেনে? খবরও বিক্রি হয়। একটা কথার এত দাম! আমি জানি মেয়েটা জীবিত কি মৃত, তারও দাম আছে এমনি দেওয়ার নয়।"

"চুপ কর জিম, ও শুনতে পাবে।"

"শুনুক না বুঝুক যে গাঁইয়াদের সহজে বোকা বানাতে পারবে না। আমি

বোকা নই। তুমি একটা হাঁদা। সারা জীবন আমার বোঝা হয়ে রইলে। আমি কলেজে পড়তে পারতাম, নিজেকে নিয়ে কিছু করতে পারতাম। আমাকে দিয়ে জোর করে বিয়ে করালে পঁচিশ বছর ধরে পিঠে বয়ে ঘুরছি। এখন যখন টাকা পাওয়ার মওকা হচ্ছে, তুমি বিনা পয়সায় সব দিয়ে দিচ্ছ। কি ব্যাপার? লোকটা বুঝি তোমার শরীরের প্রশংসা করেছে? মুটকি বুড়ি!"

"এ ভাবে কথা বল না"—দেয়ালের ওপাশে মহিলার গলা শোনা গেল—"তোমার আত্মসম্মান থাকা উচিত।"

"আত্মসম্মান! একটা বুড়িকে নিয়ে এই গর্ত্তের মধ্যে থাকব, আর আমাব অজান্তে মওকাগুলো তুমি নষ্ট করবে। তুমি ভাবছ যে আমি ধন্য হয়ে যাব, তোমার ধন্য হওয়া উচিত, হাঁটু গেড়ে আমাকে ধন্যবাদ জানান উচিত। তোমার মত বুড়িকে নিয়ে আছি।"

পাতলা দেয়াল ভেদ করে চড়ের আওয়াজ, তারপরেই এক নারী কণ্ঠে ব্যথার আর্ত্তনাদ। আমি দরজা দিয়ে পাশের রান্নাঘরে ঢুকলাম। দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। একটা পুরোনো বাক্স বাসন ধোয়ার জায়গায় রাখা, তাব থেকে ছবি আর কাগজ উপচে পড়ছে।

মহিলাটি হাত নিজের গালে ঠেকিয়ে রেখেছে, কিন্তু ডোটারীই কাঁদতে শুরু করল।

"ক্ষমা কর, কেট। আমি না বুঝে করে ফেলেছি।"

"ঠিক আছে, আমার ব্যথা লাগে নি। আমি জানি তোমার জীবনে কত কিছু হয় নি, তার জন্য আমিও দুঃখিত।"

মহিলাটি লোকটাকে জড়িয়ে ধরল। একটি শিশুর মত লোকটা ওর বুকে মুখ গুঁজে দিল। মহিলাটি ওর ধূসর চুলে হাত বোলাতে-বোলাতে আমার দিকে স্নিগ্ধ চোখে তাকাল। ওর চোখই বলে দিল, কোন দুঃখ বা আঘাত আর ওর নাগাল পাবে না। সব কিছু পেরিয়ে চলে গেছে ও।

"এত মদ খেও না। তোমার পক্ষে ভাল নয়, জিম। যাও, এখন লক্ষ্মী ছেলের মত শুয়ে পড়, দেখবে সকালে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

লোকটা আমার দিকে টলতে-টলতে এল। কিন্তু কিছু না বলেই ও পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

মহিলাটি নিজের বেশভূষা ঠিক করল, "ডোটারীর সঙ্গে থাকা খুব সোজা

নয়। আমারই ভাগ্য যে আমি খুব শান্তিপ্রিয়। বাঁচ আর বাঁচতে দাও, এই হচ্ছে আমার জীবনের নীতি। বেশি জোরজাব কবলে কোন লাভ হয় না। সব টুকরো হয়ে ভেঙে যায়।"

"আপনি আমাকে কয়েকটা ছবি দেখাবেন বলেছিলেন, মিসেস ডোটারী।"

"হ্যাঁ, দেখাচ্ছি।"

বাক্স থেকে এক গাদা ছবি নিয়ে গণৎকারদেব তাসের প্যাকের মত ছবিগুলো মেশাল। হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে হাসল। আমাব হাতে একটা ছবি দিয়ে প্রশ্ন করল।

"বলুন তো, এটা কে ?

একটা পুরোনো ছবি, ছবিটি একজন নব যুবতীর। ওর সাদা ড্রেস ফুটে ওর নবজাগ্রত দেহসৌষ্ঠব বোঝা যাচ্ছে। হাতে সাদা টুপি, রিবন ধরে ঝোলানো, সূর্যের দিকে তাকিয়ে হাসছে।

"আপনার মেয়ে হিল্ডা, তাই না ?"

"না, ওটা আমি,' বস্টনে ত্রিশ বছর আগে যে ববিবার আমাব দীক্ষা নেওয়া হয় সেদিনেব তোলা। ছোটবেলায় আমি ভাল দেখতে ছিলাম, যদিও কথাটা নিজেই বলছি। হিল্ডা আব জুন আমার মত দেখতে।

অন্য ছবিগুলি তাই প্রমাণ করল এবং আমার সন্দেহের শেষ অংশটুকু দূর হয়ে গেল। হোলি যে মিসেস ডোটাবীরই মেয়ে।

পুরোনো দিনের স্মৃতিতে ব্যাকুল হয়ে মিসেস ডোটারী বলল।

"আমরা ভান করতাম যে আমরা তিন বোন, আমি আর আমার বড ও মেজ মেয়ে। যতদিন সংসারে অশান্তি শুরু হয় নি।"

সে অশান্তি আজও শেষ হয নি। ডোটাবী আত্মগ্লানিতে, রাগে, দেয়ালের ওপার থেকে চেঁচাতে লাগল, "সারা রাত জেগে থাকবে নাকি। আমার ঘুম থেকে উঠে কাজ আছে, তোমার না থাকুক। শুতে এস, বুঝলে ?"

"আমি এবার যাই। না হলে ও এক্ষুনি বেরিয়ে আসবে, ভগবান জানেন আবার কি শুরু করবে। হিল্ডা দেখতে বড ভাল, তাই না ?"

"আপনিও সুন্দরী ছিলেন।"

"ধন্যবাদ।"

ডোটারী আবার চেঁচাল, "শুনতে পাচ্ছ ? এক্ষুনি শুতে এস।"

"শুনেছি, জিম। আসছি।"

চব্বিশ

রাস্তায় নেমে একটা বন্ধ ওষুধের দোকানের বাইরে পাবলিক টেলিফোন বুথ পেলাম। নিজের বাড়িতে কলেক্ট কল বুক করলাম, অনেকক্ষণ বাজার পর অপারেটর বলল—"আপনার পার্টি জবাব দিচ্ছে না, স্যার! আপনি কি চান যে পরে আবার চেষ্টা করি?"

ধারাল ছুরির মত ভীতি আমাকে আঘাত করল, আমার বুকে মোচড মেরে সেটা আত্মখেদে পরিণত হল। কয়েক সপ্তাহ যাবত স্যালি আর রাত্রে বেরোয় না। কাজেই প্রতিবাসীদের বাড়িতে এত রাত্রে বেড়াতে গেছে। তা নাও হতে পারে।

অপারেটরের গলা আবার কানে এল। "আপনি কি চান আমি আবার পরে চেষ্টা করি?"

"হ্যাঁ, আমি পাবলিক বুথ থেকে কথা বলছি। আমি কয়েক মিনিট পরে আবার ফোন করব।"

ফোন রেখে দিয়ে ঘড়ি দেখলাম। মাঝরাত হতে কয়েক মিনিট বাকি আছে। নিশ্চয় স্যালি ঘুমোচ্ছে ইদানীং খুব গাঢ় ঘুমোয়। শোয়ার ঘরের দরজা নিশ্চয় বন্ধ, তাই ফোনের আওয়াজ শুনতে পায় নি।

হঠাৎ মনে পড়ল যে মিসেস ওয়াইনস্টাইনের স্যালির কাছে থাকার কথা। আমি আবার বাড়ির নম্বরটা চেষ্টা করলাম। কোন জবাব নেই। বুয়েনা-ভিস্টার পুলিসে ফোন করলাম—লাইন ব্যস্ত। বুথের দরজা খুলে নিশ্বাস নিলাম। দমকা হওয়ার মত হাসি আর বাজনার শব্দ উল্টোদিকের বার থেকে ধাক্কা মারল—জ্বলন্ত নিয়ন আলো লিখছে বাইড-এ-উই।

গুলি মারো অপেক্ষা করাকে। গুলি মারো মাউণ্টেন গ্রোভকে এবং তার ভগ্ন অতীতকে, গুলি মারো ফার্গুসন-কেস্‌কে। আমি আর এদের জানতে চাই না। শুধু চাই স্যালি সুস্থ নিরাপদ অবস্থায় আমার আলিঙ্গনে ফিরে আসুক। যদি জোরে গাড়ি চালাই এক ঘণ্টায় পৌঁছে যাব।

ছুটে গাড়িতে ঢুকে স্টার্ট দিলাম। কিন্তু ফার্গুসন-কেস্ আমাকে ছাড়ল

না। এঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে আমার পিছন থেকে একটা লোক বলল—"হাত ঠিক জায়গায় রাখ যাতে দেখতে পাই, গানারসন। স্টীয়ারিং-এর উপর। তোমার মাথার পিছনে বন্দুক।"

আমি ঘাড় ফিরিয়ে লাল আলোয় ও রক্তিম আঁধারে ওর মুখ দেখলাম। মুখটা সুন্দর কিন্তু চোরা, আধা আলোয় চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে, চুলে কোন ধাতুর উজ্জ্বলতা। ছবি থেকে হেইনস্-এর মুখ আমার কাছে পরিচিত।

দুই সীটের মাঝে উবু হয়ে বসে আছে, কাঁধে গাড়িতে রাখা কম্বলটা। কম্বল সরিয়ে একটা ভারি রিভলবার দেখাল। "দরকার হলে ব্যবহার করব। মনে রেখ।"

গলায় কোন আসল শাসানি নেই, কোন রকমের অনুভূতি নেই। বরং ভাবহীনতাটাই ভয়প্রদ। যেন ও মহাব্যোমের কোন বাসিন্দা যার কোথাও কোন মানবিক আনুগত্য নেই। হ্যারি হেইনস্—শূন্যতা হতে স্বজাত পুরুষ, পিতৃহীন লোক, হাতে বন্দুক নিয়ে নিজের জন্য চোরাই বাস্তব ছিনিয়ে নিচ্ছে।

আমার ঘাড়ের পাশে ওর নিশ্বাস পড়ল। যে কোন আঘাতের থেকে এটা আরো অসহ্য লাগল। "বেরিয়ে যাও গাড়ি থেকে তোমার ললনাদের কাছে ফিরে যাও, হ্যারি-ল্যারি। স্কার্টের নিচে লুকোও, অনেক শান্তি পাবে!"

"জাহান্নমে যাবে তুমি, তোমাকে খুন করে ফেলব।"

"তোমার মা সেটা পছন্দ করবে না।"

"আমার মা'র কথা তুলবে না। ওর বাড়িতে জোর করে ঢোকার কোন অধিকার নেই তোমার। উনি একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা ...।"

"ঠিক বলেছ। আমাকে গুলি করা একদম পছন্দ করবেন ন এইখানে, মাউণ্টেন গ্রোভে, তোমার বিগত জীবনের বহু জয়ের ঘটনাস্থলে। স্থানীয় বালক আবার বিজয়ী হল, তাই না?'

"তোমার থেকে আমার অবস্থা ভাল, গানারসন।"

ওর গলা স্বাভাবিক চড়া। চাপ সহ্য করতে পারে না। আরেকট চাপ দিলাম।

"হ্যাঁ, সস্তায় গুণ্ডামি করতে ওস্তাদ। পকেটে সাত ডলার মত আছে। খিদে পেয়ে থাকলে নিতে পার।"

"রেখে দাও তোমার টাকা। সমাধিস্তম্ভ কিনতে পয়সা লাগবে।"

মস্তানি করার ব্যাপারে ও একেবারেই বাজে, নকল মাল। কিন্তু আসলরাও অনেক সময় এ রকমই হয়। আমার যতটুকু অপরাধ বিজ্ঞান পড়া আছে তা

থেকে জানি যে রাত্রের সিঁধেল চোররা খুব বিপজ্জনক হয়। তারা অসময়ে অকারণে খুন করে। যে বাস্তবটা ওরা হরণ করে সেটা অসময়ে মৃত্যু।

বিড়ালেব ক্ষিপ্রতা নিয়ে সে সীট পেবিয়ে সামনে আসল। আমার পাশে হাঁটু গেডে বসে বন্দুকটা আমার পাঁজবায় চেপে ধরল। "চালাও। সোজা যাবে।"

"আমার স্ত্রীকে কি করেছ?"

"কিছু না। চালাও বলছি।"

"সে কোথায়?"

শহরেব বাইরে. আমি কি জানি। তোমার স্ত্রীকে কোনদিন দেখি নি।"

"ওব যদি কোন ক্ষতি হয় তুমি বেশিদিন বাঁচবে না। বুঝলে, গেইনস। তোমাকে আমি নিজের হাতে খতম কবব।"

ওর আশানুযায়ী আমি কথা বলছি দেখে ও উত্তেজিত হয়ে পডল। তোতলাতে শুরু করল।

"চ্-চুপ চুপ কর। চ্-চালাও বলছি ন্-না হলে গ্-গুলি করব।"

বন্দুকটা দিয়ে খোঁচা মাবল, ধবার মধ্যে সাবধানতার থেকে বাহাদুরি বেশি। হয়ত ওকে কাবু করার সুযোগ ছিল, কিন্তু আমার আবো ভালো সুযোগ দরকার, কেননা ওর চেয়ে আমারই ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি। মরিয়া ভাবে গাড়ি চালিয়ে দিলাম।

রাস্তাটা অন্ধকার মাঠের মধ্যে দিয়ে। শহর থেকে সোজা উত্তর দিকে যাচ্ছে, আমি স্পীড সত্তর তারপর আশিতে তুললাম। আমি চাইছিলাম, যা হওয়ার হয়ে যাক।

"অত জোরে চালিও না।"

"কেন, ভয় করছে? আমি তো জানতাম তোমার জোবে যেতেই ভাল লাগে।"

"হ্-হ্যাঁ, এখানে আগে ব-রেস্ করতাম। ক্-কিন্তু এখন চাই তুমি ষাট মাইলে চালাও। না হলে হাইওয়ে পেট্রল ধরবে।"

"তুমি চালাতে চাও?"

"হ্যাঁ, আর তুমি ব্-বন্দুক ধরে থাক।"

"বন্দুক ধরতে খুব মজা লাগে?"

"চুপ কর"—হঠাৎ খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠল "চুপ কর, আর যেমন বলছি আস্তে চালাও।"

বন্দুকের নলটা পাঁজরার নিচে নরম জায়গাটায় চেপে ধরল। আমি গাড়ির গতি ষাটে নামিয়ে আনলাম। সামনে আলো দেখা যাচ্ছে, অন্ধকারেব মাঝে বিবর্ণ আলোর দ্বীপ, যেখানে এই রাস্তাটা পুব-পশ্চিম হাইওয়েতে মিশেছে।

"তুমি এখানে ব-বাঁ দিকে ঘুরবে। চালাকি করতে যেও না।"

মোড়ের কাছে এসে আমি গাড়ির গতি আরো কমিয়ে দিলাম। লাল বাতি দেখে দাঁড়িয়ে গেলাম। পাশে জনমানবহীন, আলোকময় নৈশ স্টেশনে দুটো গাড়ি তেল নিচ্ছে। পাশের লাঞ্চরুমে পিছন ফিরে কিছু লোক খাচ্ছে।

"আমার কথা শুনেছ? চালাকি কর না। শুনেছ কিনা বল"—পুরো জোব দি... বন্দুকটা আবার চেপে ধরল। ওর আর আত্মরক্ষার চিন্তা নেই।

লাল বাতি সবুজ হল। ওর একমাত্র ইচ্ছা ওর আদেশ আমাকে দিয়ে মানাবে—"বল শুনেছ কিনা।"

আমি দাঁত চেপে বসে রইলাম, স্টীয়ারিং-এব উপর হাতগুলো সাদা। পচা ইলাস্টিকের মত মুহূর্ত্তটা বেড়ে চলল। আমাদের পিছনে রাতের অন্ধকারে দুটো হেডলাইট নিশাব পৃথিবীতে ঝাঁপিয়ে পডল।

সবুজ বাতি আবার লাল হল।

স্টেশন থেকে একটা গাড়ি বেরিয়ে রাস্তায় পড়ল। আমাদের সামনে দিয়ে পুব দিকে গতি বাড়িয়ে চলে গেল। আমার নিজেকে অদৃশ্য মনে হল। উপত্যকার গরম হাওয়া শূন্যতার নিশ্বাসের মত আমার হাড় ফুটো করে বয়ে গেল।

"কি করছ তুমি! তোমাকে খ-খুন করতে বাধ্য করছ?"

আমি চেষ্টা করছিলাম জন্তুর মত সাহস সঞ্চয় করে গাড়ি থেকে নেমে গ্যাস্ স্টেশনে হেঁটে চলে যাবার। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে আমার যা ক্ষতি হতে পারে ভেবে আমি নিশ্চল হয়েছিলাম। পিছনের হেডলাইট লাফিয়ে-লাফিয়ে কাছে এল, আলো আরো কাছে, আরো উজ্জ্বল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে স্পট-লাইটের মত আমার উপরে পডবে, একটা নিরাপত্তার এলাকা সৃষ্টি করবে, তার ভিতর দিয়ে আমি চলে যেতে পারব।

হঠাৎ আমার গাড়িটায় ছায়া পড়ল। গাড়িটা যাবার জন্য পাশ কাটাল। চাকার কর্কশ আওয়াজ, স্টীয়ারিং-এ ফ্যাকাসে নবীন মুখ। ড্রাইভারকে জোঁকের মত জড়িয়ে একটা মেয়ে।

আমার সামনে এসে সুন্দর কৌশলে ওরা গাড়িটা ঘোরাল, ডবল ক্লাচ করে পুবদিকের রাস্তাটা ধরল। বিদ্যুৎবেগে ছুটল ওর ধাবমান গাড়ি, পিছনে লেজের মত এঞ্জিনের গর্জন। আর কোন সুযোগ পাব না।

আমি সবুজ আলো হতে বাঁদিকে ঘুরলাম।

পাহাড়ের উপর দেরিতে চাঁদ উঠেছে, হালকা মেঘের ওড়নায় আবছা, বড দেখাচ্ছে। হাইওয়েটা পাহাড়ের পাদদেশ ধরে চাঁদের দিকেই উঠছে। বিরাট আর্ক ধরে গিরিসং কটে ঢুকল। আমার কানে রক্তের চাপ অনুভব করলাম।

চূড়ার নিশানাটা ছাডিয়ে এলাম। সামনে আকাবাঁকা অ্যালুমিনিয়ামেব সমূদ্র এগিয়ে নিচে চলে গেছে। তার ধার থেকে লম্বা আলোর রেখা ছিটকে এল, বোধহয় ফার্গুসনের বাড়ির কাছের লাইটহাউস থেকে।

"আমরা কি বুয়েনাভিস্টায় ফিরে যাচ্ছি?"

"তাই চাও, কিন্তু তুমি আর সেখানে ফিরবে না। তুমি বুয়েনাভিস্টাকে বিদায় চুম্বন জানিয়ে দাও।"

"তোমার সস্তার শাসানি অনেক শুনেছি।"

"আমাকে সস্তার লোক ভাব? সস্তার গুণ্ডা বললে! আমার ঠ-ঠাকুরদাদার এখানে গ্রীষ্মাবাস আছে, দেখবার মত জায়গা। তাছাড়া উপত্যকায় বাড়ি আছে। আমাকে ভবঘুরে ভেব না।"

"অমন ঠাকুর্দা কি তোমার ভবঘুরে হওয়া রুখতে পেরেছে?"

"আমার একটা পরিচয় আছে, বুঝলে? এত বোকা, উকিল হলে কি করে? ঠাকুরদাদার অনেক টাকা ছিল, দুটো বড়-বড় বাড়ি ছিল।"

"আমায় শুনিয়ে কি হবে।" গোল্লায় যাক ওর বাড়ি।

"আমি চাই না তুমি এসব না জেনে ম-মরে যাও। এবার আস্তে চালাও মোড়ের কাছে এসে গেছি।"

মোড়ের মাথায় বড় পাথর দিয়ে নিশানা। কোন রসিক চুন দিয়ে তার উপর লিখেছে—"আমরা প্রত্যহ মারা যাই।"

বহু শীতের বৃষ্টিতে ক্ষয়ে যাওয়া পাথুরে রাস্তায় ঢুকলাম। উপরে মাটির

বাঁধ বৃষ্টিতে খেয়ে গিয়ে প্রাচীন দুর্গের মত দেখাচ্ছে। খাদের নিচে চাঁদের আলো গাছের চূড়াগুলোকে ধুয়ে দিচ্ছে। একটা পেঁচা নরম, করুণ সুরে ডাকল।

আমার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, তার অত্যাশ্চর্য সৌন্দর্য আমাকে অভিভূত করে দিয়েছিল। আমি বাঁদিকের গাছপালার মধ্যে গাড়ি ভেড়াবার মতলব করলাম। ঝুঁকি নেওয়ার চিন্তাটা বোধহয় আমার মুখে ফুটে উঠেছিল।

গেইনস্ বলল—"চেষ্টা কর না। করতে গেলে ম্-মরবে। গেট পর্যন্ত সোজা চালাও।"

তাই করলাম আমার ধৈর্য ফুরিয়ে আসছিল, আর সময়ও হাতে ছিল না। গেইনস্ যেমন আমাব মনের কথা বুঝল তেমন যদি আমিও ওর মনটা বুঝতাম ভাল হত। ওর কল্পনাপ্রসূত উদ্ভট নাটকে আমার কোন ভূমিকা আছে। ও আমাকে ব্যথা দিতে চায়, এবং আমাকে প্রভাবিতও করতে চায়। দুটি ভূমিকাই বিপজ্জনক।

লম্বা ঘোরানো বাস্তা পেরিয়ে হেডলাইট চৌকো পাথরের গেট পোস্টে পড়ল। গেটগুলো মরচে পড়ে কবজা থেকে ঝুলে পড়েছে।

"এখানে ঢোক। এই হল আমার পৈতৃক বাড়ি"—ওর গলায় অদ্ভুত, শুকনো বেদনার স্বর।

ড্রাইভওয়েতে ঝোপ গজিয়ে গেছে, গাড়ির নিচে লাগছে। দুদিকে ইউক্যালিপটাস গাছগুলি চন্দ্রালোকে কুয়াশার মত মি-- মেঘের আকার নিয়েছে। রাস্তার শেষ প্রান্তে বাড়িটা অন্ধকার।

দোতলা বাড়ি, পাথরের দেয়াল, দুই প্রান্তে পাথবের গোল গম্বুজ। সময়ের ক্ষয়কে রোধ কবার জন্য বানানো। কিন্তু সময় এবং ঋতুই জিতে যাচ্ছে। পাহাড়ী হাওয়ায় টালি উড়ে গেছে, ছাদে বড় বড় গর্ত। উপরতলার জানলাগুলি ভাঙা, নিচের তলার জানলাগুলোয় তক্তা মাবা। একটা জানলার তক্তার ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে।

"আমার মা যখন ছোট ছিলেন গ্রীষ্মকালে এখানে থাকতেন। ব্-বেরোও আমি পিছনে আছি। গোলমাল কবলে ও -ি করব, বুঝলে?"

নৈঃশব্দ্যের মধ্যে ওর কণ্ঠস্বর ক্ষীণ শোনাল। ঝরা পাতা ভাঙা ডাল ও ছেঁড়া গাছের ছাল মাটিতে পড়ে আছে। চাঁদটা ছেড়া মেঘের অন্তরাল থেকে

উঁকি দিল। যেন আমাদের পায়ের শব্দে ওর ঘুম ভেঙে গেছে। আমাদেব ছায়া বারান্দায় আছড়ে পড়ল, তারপর দরজা পর্যন্ত লম্বা হয়ে বারান্দার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

গেইনস্ আমার পাশ দিয়ে পা বাড়িয়ে পৈতৃক দবজায় লাথি মারল। একটি মেয়ে সাড়া দিল, ভয়ে গলার কর্কশ ভাব একটু মোলায়েম হয়ে গেছে।

"কে ?"

"ল্যারি। দরজা খোল। এক বন্ধুকে নিয়ে এসেছি।"

ছিটকিনি খোলার আওয়াজ। দরজাটা এক ইঞ্চি, তারপর এক ফুট খুলল। হোলি যে নামের মহিলাটি মুখ বার করল।

"কোন্ বন্ধু ? তোমার আবার বন্ধু কে ?"

দরজায় ঝুঁকে দাঁড়াল, চোখ কুঁচকানো। ঠোঁটের কোণে নেভা সিগারেট।

"ঠিক বন্ধু নয়"—গেইনস্ বলল—"এ হল ফার্গুসনের ভাড়া করা উকিল।"

"এখানে আনবার কি দরকার ছিল ?"

"ওকে মাউণ্টেন গ্রোভ থেকে ধ্-ধরে এনেছি। ওকে ছেড়ে বাখা ঠিক হবে না।"

"তবে আর দাঁডিযে কেন, ভিতরে নিয়ে এস।"

গেইনস্ বন্দুকের নল ঠেকিয়ে আমাকে ভিতরে নিযে গেল। আমাদেব পিছনে মেয়েটি দরজার ছিটকিনি তুলে দিল। বিশাল অন্ধকার হলওয়ে পার হয়ে আরো বিশাল এক ঘরে ঢুকলাম।

এক কোণে দাঁড করানো পেট্রল লণ্ঠনে ঘরের একটা দিক আলোকিত হয়েছে। হিস্-হিস্ শব্দে কম্পমান আলোয় দেখা গেল একটা ক্যানভাসের স্লীপিং ব্যাগ, একটা কাঠের বেঞ্চ, বৃষ্টি রৌদ্রে সাদা হয়ে গেছে, বিরাট পাথরের ফায়ার প্লেসে কয়েকটা জলন্ত কয়লা, কিছু রুটি, পনির, বীনস্-এর খোলা টিন, সব একটা খবরের কাগজের উপব পাতা, কাগজে ডোনাটোর মৃতদেহের ছবি।

আমি ভেবে পেলাম না কবে ওরা ফার্গুসনের টাকা ওডাতে শুরু করবে। এই স্তরে নামবার জন্যেই কি ওরা আইন ভাঙে ? ল্যারির ভাঙা অতীতের কোণে বসে ক্ষণিকের এই অলীক বিবাহিত জীবন রচনা করে ?

"ফায়ারপ্লেসের পাশে দেয়ালের কাছে দ-দাঁড়াও"—গেইনস্ বলল—"আলো থেকে দূরে। চুপচাপ দাঁড়াবে, বুঝলে ?"

আমি দেয়ালের পাশে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালাম।

"শুনতে পাচ্ছ ?" গেইনস্ বলল—"বল শুনতে পাচ্ছ কিনা।"

এই প্রথমবার ওকে পরিষ্কারভাবে দেখলাম। খুব খুঁটিয়ে না দেখলে দিব্যি সুপুরুষ বলা চলত। কিন্তু খুদে চোখদুটো শয়তানীতে উজ্জ্বল। মেয়েটির ব্যক্তিত্ব ওকে চুম্বকের মত টেনে রেখেছে। তাতেই ল্যারির ব্যক্তিত্ব যেন একই সঙ্গে বিকশিত হয়েছে। খর্বও হয়েছে।

এক হাতে পিস্তল, অন্য হাত কোমরে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেন ফোটোগ্রাফের জন্য বিশেষ ভঙ্গিতে দাঁড়াচ্ছে। বহু বছর ধরে অকারণে বিপ্লবী করে চলেছে, আজও কারণ খুঁজে পায় নি। কিংবা ভূমিকার অন্বেষণে অভিনেতা, এমন একটা অপরাধের খোঁজ করছে যেটা সম্পন্ন করতে পারলে ওর মৃত্যু অনিবার্য। হঠাৎ মনে হল ওর জীবনটা কতকগুলো পরপর সাজানো স্টিল্ ফোটোগ্রাফ। যাতে মাঝে-মাঝে ক্রোধের দমকা হাওয়ায় প্রাণের স্পন্দন জাগে।

"আমাকে বল শুনতে পাচ্ছ, গ্-গানারসন।"

আমি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে। ও উদ্বিগ্ন হয়ে নিজের বন্দুকটার দিকে তাকাল, যদি সেটা কোন বুদ্ধি বাতলে দেয়! হয়তো বন্দুকটা গর্জালে তবেই প্রমাণ হবে ল্যারিরও পৌরুষ আছে। বন্দুকটা কেঁপে উঠল। আমার সামনের মেঝেটা ফুটো হয়ে গেল, কাঠের কুচি আমার পায়ে এসে লাগল।

বন্দুকের আওয়াজ মিলিয়ে যেতে না যেতে মেয়েটি বলল,"বন্দুক নিয়ে খেলা কর না, ল্যারি। এই পাহাড়ে শুধু আমরাই নেই।"

"বাইরে আওয়াজ শোনা যায় না, দেয়ালগুলো খুব পুরু। ছোটবেলায় আমি অনেক টার্গেট লক্ষ করে গুলি ছুঁড়লাম।"

"জ্যান্ত টার্গেট ?"

আমি প্রশ্ন করলাম, "ছোটবেলায় ওই শখ ছিল নাকি ?"

মেয়েটি ভাঙা জলতরঙ্গের মত হাসল। আলুলায়িত চেহারা, শণের দড়ির মত চুল, ছেলেদের জীনস্ থেকে ফেটে পড়া নিতম্ব, সব মিলিয়েও মেয়েটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাদা হিমশীতল মু" চোখদুটো ব্লো-টর্চের আগুনের মত নীল, "ভাল করে দেখে নাও, উকিলমশাই। এই দেখাই অনেক দিন মনে ধরে রাখতে হবে।"

"তুমি কি কোথাও যাচ্ছ, হিল্ডা ?"

"অ্যাঁ ?"—মেয়েটি গেইনস্‌কে জিজ্ঞাসা করল—"ও দেখছি আমার আসল নাম জানে! ওকে বলবার কি দরকার ছিল, বুদ্ধু!"

"আ-আমাকে বুদ্ধু বলবে না। আমি তোমাকে সাত ঘাটে বেচে দিতে পারি।"

মেয়েটি ওর দিকে হেঁটে গেল। "অতই যদি বুদ্ধি থাকে তাহলে ওকে এখানে কেন নিয়ে এসেছ ? ও আমাকে চেনে। আমার নাম জানে। কেস ভাল নয়।"

"তোমার মা আর ড্‌-ভোটারী বলেছে। জানি না ও কি করে ওদের কাছে পৌছল, কিন্তু আমি ওকে, ওদের দোকানের বাইরে ধরি।"

"এখন ওকে নিয়ে কি করব। আজকে আমাদের চলে যাওয়ার কথা।"

"খতম করে ফেলব। আবার কি করব"—গেইনস্‌-এর গলা ভাসা-ভাসা, কোন অনুভূতি নেই। নিজের বন্দুকটার দিকে তাকিয়ে একটু জোর পেয়ে বলল—"ওকে খতম করে বাড়িটা জ্বালিয়ে দেব। ওকে আমার একটা পোশাক পরিয়ে দেব, আমাদের সাইজ প্রায় এক। ও একবার পুড়ে গেলে কেউ তফাত বুঝবে না। রোভার ছোঁড়ারাও বুঝতে পারবে না।"

"তার মানে ওদেরও টাকার ভাগ থেকে বাদ দিচ্ছ নাকি ?"

"আমার বরাবরই সে মতলব ছিল। এত জনকে ভাগ দেওয়ার মত টাকা নেই। সেইজন্যই ব্রডম্যানকে বাতিল করেছি, পুলিসকে ডোনানোর খোঁজ দিয়ে দিয়েছি" ও আলোর ধারে দর্পভরে পা ফেলে এগিয়ে এল—"আমি অত বোকা নই, বুঝলি মাগি! তাছাড়া রোভার ছোঁড়ারা কি কাজের কাজ করেছে ? আমিই দলের বুদ্ধিদাতা, ওরা তো শুধু দৌড়ঝাঁপ করেছে।"

"তোমার জন্য অনেক নোংরা কাজ করেছে।"

"তাই বলছি। বুদ্ধিটা আমার। ওরা একটু হেরোইন্‌-এর জন্য দিদিমাদের খতম করে দিতে পারে। ওই খুনে হারামিগুলোই এখানে বসে ধরা পড়ুক। আমি ওদের দক্ষিণ আমেরিকা থেকে পোস্ট-কার্ড পাঠিয়ে দেব।"

তপ্ত আগুনের শিখার মত মেয়েটির নীল দৃষ্টি ওর মুখের উপর পড়ল, "তুমি বলছ যে 'আমরা' পাঠাব, তাই না ?"

"আমরা কি করব ?"

"দক্ষিণ আমেরিকা থেকে পোস্ট-কার্ড পাঠাব, গাধা। ওখানে আমরা এক· সঙ্গেই যাব তো?"

"যদি গ-্গাধা বল তাহলে নয়।"

"ব্যাপার কি, ল্যারি?"

"আমার সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলবে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। বুদ্ধির বস্তা! চালু মাল!"

মেয়েটি ওর দিকে চাপা গর্জন করে উঠল।

"টিকেটগুলো দেখি।"

"এখানে নেই। আমার কাছে নেই।"

"তুমি গ্রোভে গিয়েছিলে ওগুলো নিয়ে আসতে। অ্যাডলেড কিনে রাখে নি?"

"হ্যাঁ, কিনেছে। গাড়িতে আছে। সব আমার গাড়িতে আছে।"

"দুটো টিকেট আছে কি করে জানব?"

"আমি বলছি। তুমি কি ভেবেছ যে এতদিন পরে আমি তোমাকে ডোবাব?"

"তোমার যদি মনে হয় তুমি পারবে, তুমি তা পারবে না।"

মনে হচ্ছিল যে উৎফুল্ল নরকের কোনো নিম্নস্তরে দুজন প্রেতাত্মা অনন্তকাল ধরে কোন অর্থহীন নাটকের সংলাপ বলে চলেছে। অর্থহীনতাই ব্যাপারটাকে নারকীয় করে তুলেছে। আমি চেষ্টা করলাম কোন কাজের কথা যদি কানে আসে। এবার আমি বললাম।

"হিল্ডা শোন। ফার্গুসন তোমাকে খুব ভালবাসে, ও তোমাকে ক্ষমা করতে রাজি আছে। তুমি কেন নিজেকে চোর আর পাগলের পিছনে অপচয় করবে? তুমি মন ঠিক কর, তোমার এখনও ভবিষ্যৎ আছে।"

গেইনস্ আমার দিকে নড়বড় করে তেড়ে এল। "আমাকে প-্পাগল বল না"—আবার বন্দুক দেখাল, নল আমার পেটের দিকে—"কথা ফিরিয়ে নাও, না হলে এক্ষুনি গ-্গুলি করব। এমনিতেই তোমাকে খতম করব। এখনি শেষ করতেও আপত্তি নেই।"

হিল্ডা আমাদের মাঝে এসে দাঁড়াল, "ওকে বলতে দাও।"

"কেন দেব?"

"ও মজার কথা বলে। আমার ভাল লাগে।"

"তোমার ভাল লাগা অনেক হয়েছে"—গেইনস্ ওর দিকে চেয়ে শয়তানের মত হাসল।

"তোমার মতলবটা কি? তুমি কি আমার বদলে অ্যাডিলেডকে নিয়ে যাচ্ছ? মা'র সঙ্গে প্রেম আছে নাকি?"

একটা ঝড়ের মত ক্রোধ গেইনস্-এর শরীরকে রক্তস্রাবের মত কাবু করে ফেলল। ওর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। "আ-আমাকে ও কথা বল না। তুমিও মরতে চাও?"

"তুমি একেবারে পাগলা খুনে হয়ে গেছ। আমাকে বন্দুকটা দিয়ে দাও।"

"তোমাকে বিশ্বাস করি না।"

"দাও বলছি"—মেয়েটি গর্জন করে উঠল। পাতলা শার্টের নিচে ওর স্তন-যুগল রকেটের ডগার মত উন্নত।

"আমাকে হুকুম করবে না।"

বন্দুকটা মেয়েটার দিকে ঘুরল। মেয়েটি নলটা ধরতে গেল। গেইনস্ ইতস্তত করছে, মনে হচ্ছে অজ্ঞান হয়ে যাবে। হঠাৎ বন্দুকটা তুলে মেয়েটির মাথার পাশে মারল। মেয়েটি হাঁটু গেড়ে মাটিতে পড়ে গেল।

আমি ওর পাশ কাটিয়ে গেইনস্-এর পাঁজরার নিচের নরম জায়গাটায় ঘুষি মারলাম। ও মুখ খুলে নিশ্বাস নিতে গেল। পরের ঘুষি মুখের উপর মেরে থেঁতলে দিলাম। ও পিছু হটে দেয়ালে ধাক্কা খেল। বন্দুকটা হাত থেকে ছিটকে অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

আমি গেইনস্কে ধরলাম। ও এগোচ্ছে না। দেয়ালে হেলান দিয়ে জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে। আমি ওকে ধরে ফেলেছি প্রায়। ও হঠাৎ জ্যাকেটের তলা থেকে হাত বের করল। ছুরির ফলা হিল হিল করে উঠল।

আমি চট করে দুহাতে ওর কব্জিটা চেপে ধরলাম। দুজনে মুখোমুখি হয়ে পড়ছি। কিন্তু কেউ নড়ছি না। বুঝতে পারলাম আমার জোর বেশি। হাসি পেল।

ও বাঁহাতে আমার হাসিটা খিমচে তুলে দিতে চেষ্টা করল। আমার পুরো নজর ওর কব্জির উপর। টেনে আমার বুক পর্যন্ত তুলে হাতের তলা দিয়ে ঘুরে

গেলাম, পুরো মোচড় খেল ওর ডান হাত। কি একটা ভাঙল। ছুরিটা আমাদের মাঝখানে পড়ে গেল।

আমি তুলে নিলাম কিন্তু এ দিকে সময় ফুরিয়ে এসেছে। মেয়েটি আলো থেকে অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে বন্দুকটা পেয়েছে। হাঁটুর উপর নলটা রেখে ও ফায়ার করল।

বুলেটটা আমার কাঁধে লেগে আমাকে ঘুরিয়ে দিল। আবার গুলি, কিন্তু এবার কোন চোট অনুভব করলাম না। দরকারও ছিল না। আমি কোন মতে দরজা পর্যন্ত পৌছলাম, মেঝেটা চোখের সামনে উত্তালভাবে দুলছে।

আমার মাথাটা বোধহয় দরজার কোণায় লেগেছিল। আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

পঁচিশ

স্বপ্ন থেকে স্বপ্নে ঘুরছি। ফলের বাগানে জলে ঢিল মারছি। দূবে পাহাড়ের চূড়া। উজ্জ্বল সূর্য। জল শুকিয়ে গেল। আমি চোখ ঢাকলাম। আবার তাকালাম সূর্যটা লাল। পাহাড়গুলো লাভার মত কালো। সব জ্বলছে। গাছের আপেল কাল হয়ে কাল ঘাসে পড়ল। আমি বাড়িতে ঢুকে বাবাকে বলতে গেলাম। এক অচেনা বৃদ্ধা বললেন, "ওরা জানালার পাশ দিয়ে চলে গেছে, স্যালির কি হল?"

স্যালির চিন্তা আমাকে টেনে হিচড়ে স্বপ্ন থেকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনল। আমার মুখ মেঝের উপর, ঘাড়ের পিছনে গরম হাওয়া।

মাথা তুলে দেখলাম দেয়ালে আগুনের হল্কা নাচছে। আমি উঠে বসলাম। ঘরের এক দিকটা দাউদাউ করে জ্বলছে। আগুনের হল্কাগুলো পাখার হাওয়ায় আলোড়িত ফিতের মত আমার দিকে হাত বাড়াল, আর মাটিতে লুটিয়ে পড়া মেয়েটির দিকে। ওর জামা কাপড় আলুথালু, যেন ও লড়াই করেছে। রগ থেকে একটা চোখ পর্যন্ত নীল কালশিটে।

আমি ওর দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগোলাম কিন্তু ওকে ধরবার আগেই

আগুনের একটা হল্কা ওর হাতে লাগল। ওর আঙুলগুলো কুঁকড়ে উঠল। ওর শরীর অলসভাবে নড়ে উঠল। ও মরে নি।

তার মানে ওকে টেনে বার করতে হবে। আমি উঠে দাঁড়ালাম। আগুনের শিখা ওকে ঘিরে ফেলছে, আমি ওর শার্ট ধরে টানলাম। শার্ট ছিঁড়ে হাতে চলে এল।

ওকে আমার ভীষণ প্রয়োজন। উত্তাপের বিরুদ্ধে নিশ্বাস বন্ধ করে ওর এলিয়ে দেওয়া কব্জি ধরে হলওয়েতে টেনে বের করলাম। তারপর বাইরে।

আমার পিছনে আগুনের তাণ্ডব নৃত্য চলছে। অগ্নিশিখাগুলি মনের আনন্দে গান করে সব জ্বালাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওটা অগ্নিকুণ্ড হয়ে যাবে। আমি আমার গাড়িটার খোঁজ করলাম। সেটা নেই, আমি অচেতন মেয়েটিকে কোন মতে বারান্দার কোণ পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে টেনে বসালাম। ওর সামনে ঝুঁকে ওকে কব্জি ধরে আমার অক্ষত কাঁধের উপর তুললাম।

কোন মতে হাঁটু সোজা করে ড্রাইভওয়ে দিয়ে চললাম। আমার মাথায় একটাই চিন্তা—ওকে যত দূর সম্ভব, রাস্তা ধরে নিয়ে যেতে হবে। বনে আগুন লাগলে আর পালানো যাবে না।

চাঁদের আলোয় তুধারের গাছগুলো রাজকীয় ভঙ্গীতে দুলছিল। আমিও দুলছিলাম, তবে রাজকীয় ভঙ্গীতে নয়। আমার অস্বচ্ছ, কুঁজো ছায়া আমাকে নকল করে চলেছে। পিঠের নরম বোঝাটা প্রতি পদক্ষেপে আরও ভারি হয়ে উঠছে। তারপর হঠাৎ সেটা পিঠ থেকে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

একেবারে পড়ে যাওয়ার আগেই আমি ড্রাইভওয়ের ধারে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম। মেয়েটিকে আস্তে শুইয়ে দিলাম। আমরা এখনও গাছপালার নিচে, গেট থেকে একশ' ফুট দূরে। এখানেই থাকতে হবে। ওর পাশে আমিও ঘাসের উপর ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লাম। বোধহয় খুব ক্লান্ত হই নি, কেন না ওর নগ্ন বক্ষ আমাকে আলোড়িত করল। আমার জ্যাকেটটা খুলে ওকে ঢেকে দিলাম।

আমার শার্টের ডানদিকটা কাল ও ভেজা। কাল জমাটে রক্তটা আঙুল দিয়ে স্পর্শ করার পর হিল্ডার গুলি চালাবার দৃশ্য মনে পড়ল। বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে ছোট গর্তটা ধরলাম—ঠিক কলার-বোন্-এর নিচে। গর্তটা ভেজা ও গরম। রুমালটা দলা পাকিয়ে ক্ষতের মুখে চেপে ধরলাম।

মেয়েটি গোঙাল। ওর মুখের উপর অস্পষ্ট তামাটে আলো পড়ল। একবার ভাবলাম যে বোধহয় জ্ঞান ফিরছে, তার পর বুঝলাম, ওর মুখে আগুনের ছায়া নাচছে। কেননা বাড়িটা এখন জ্বলছে।

বন বিভাগ নিশ্চয় আগুন দেখতে পাবে, কিংবা খবর পাবে। ওরা হয়ত এদিকেই আসছে। সাহায্য আসা পর্যন্ত বিশ্রাম করাই ভাল। সাহায্য আশাতীতভাবে আগেই এসে গেল। এক জোড়া হেড লাইট, অাঁকাবাঁকা রাস্তায় আলোর ছটা ফেলে গেট দিয়ে ঢুকল।

আমার কয়েক ফুট দূরে হেড-লাইট দুটো থামল। আলোর আড়ালে অ্যাম্বুলেন্সের চেহারাটা আবছা। হোয়াইটি ও তার সঙ্গী রনি দুদিক থেকে নামল, আমার দিকে এগিয়ে এল।

"তোমরা খুব তাড়াতাড়ি এসেছ।"

"সেটাই আমাদের কাজ"—হোয়াইটি হেড-লাইটেব আলোয় আমাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল—"আপনাব কি হয়েছে। মিস্টার গানারসন?"

"কাঁধে লেগেছে। ওটা দেখানো দরকার। কিন্তু আগে এই মেয়েটিকে দেখ।"

"কোন মেয়ে?"

"এদিকে"—রনি রাস্তার ধার থেকে বলল। ওর গলাটা চেনা লাগছিল, যদিও ওকে আগে কথা বলতে শুনি নি। ও একটা টর্চ জ্বেলে মেয়েটিকে পরীক্ষা করল, চোখের পাতা উল্টে দেখল, মুখের শ্বাস শুঁকে দেখল।

"ও বোধহয় কোন ড্রাগস্ খেয়েছে"—আমি বললাম।

"হুঁ। মরফিন বা হেরোইন-এর বেশি ডোজ নিয়েছে। হাতে ছুঁচের দাগ।" মেয়েটির হাতে কাল-কাল ছিদ্র দেখাল।

"ও এমনভাবে কথা বলছিল আর হাবভাব করছিল, মনে হল যে নিশ্চয় কোন নেশা কবেছে।"

"যে নেশাই হোক, এখন কেটে গেছে।"

"আপনার সঙ্গে কথা হয়েছিল?"—হোয়াইটি জিজ্ঞাসা করল—"কি বলেছিল?" ওর চোখের মাঝখানে কমলা রঙের আভা, যেন কৌতূহলে জ্বলছে।

"অনেক কিছু বলেছে। সে পরে বলা যাবে। এখন কাঁধে একটা ছোট করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দাও।"

ও আস্তে উত্তর করল—"তাই করা যাক। রনি, ওই ছুঁড়িকে ছাড়ো, মিস্টার গানারসনকে তুলতে সাহায্য কর।"

আমার হাঁটুগুলো জলের মত হয়ে গেছে। কোনমতে অ্যাম্বুলেন্স পর্যন্ত পৌঁছলাম। ওরা আমাকে টেনে ভেতরে তুলল, ছাদের আলোটা জ্বালাল, তারপর গদি লাগানো স্ট্রেচারে শুইয়ে দিল। শুয়েই আমার মাথা ঘুরতে লাগল; আমার দৃষ্টিশক্তি অকেজো হয়ে গেল। মনে হল আমার উপর ঝুঁকে পড়া হোয়াইটি আর রনি দুজনে ক্ষ্যাপা বৈজ্ঞানিক, রহস্যময় হাসি বিনিময় করছে।

"কব্জি বাঁধ"—হোয়াইটি বলল।

"দরকার নেই। আমি নড়ব না।"

"ঝুঁকি নেওয়া ঠিক নয়। কব্জি বাঁধ। রনি।"

ঠাণ্ডা অ্যালুমিনিয়ামের পাশগুলোর সঙ্গে কব্জি বেঁধে দিল রনি। হোয়াইটি একটা তিন কোণা কাল রবারের মুখোশ বার করল, তার সঙ্গে লাগানো সরু কাল নল।

"আমার অ্যানেস্থেটিক লাগবে না।"

"লাগবে। আপনি জানেন আমার অন্য লোকের কষ্ট সহ্য হয় না, জানেন আমি কি নরম!"

রনি খিলখিল করে হেসে উঠল। "জানি। আর কেউ না জানুক, আমি জানি।"

হোয়াইটি ওকে চুপ করাল। আমার নাক আর মুখের উপর মুখোশটা বসাল, ইলাস্টিকের স্ট্র্যাপটা আমার মাথা ঘিরে।

"মধুর স্বপ্ন দেখুন"—ও বলল—"এবার নিশ্বাস ছাড়ুন আর নিন।"

বাঁচবার ইচ্ছা সাধারণ চেতনার চেয়েও গভীর। আমি দম আটকে রইলাম। আমার চোখের পিছনে ধাঁধার কাল ভাঙা টুকরোগুলো মিলে মিলে যাচ্ছে।

টেলিফোনে রনির খিলখিল হাসি।

"আগে নিশ্বাস ফেলুন তারপর নিন।"

আমি হোয়াইটির হাতের চাপের বিরুদ্ধে মাথা ঠেলে তুলতে গেলাম। কাল নলটা ওর হাতে জড়ানো। দুহাত দিয়ে আবার আমার মাথা চেপে নামিয়ে দিল।

"শোন"—রনি বলছে—"পাহাড় বেয়ে গাড়ি আসছে"—একটু চুপ, আবার—"মনে হচ্ছে মার্ক্যুরী স্পেশাল।"

"পুলিসের গাড়ি?"

"আওয়াজ সে রকমই।"

"পুলিস কল্‌গুলো শুনবে তো। তুমি গোলমাল করে ফেলেছ।"

"তুমি তো আমাকে ডেকে নিলে!"

"এখন দরকার নেই। আমি একাই পারব।"

"রুগী কেমন আছে?"

"আর এক মিনিটে খতম। বেরিয়ে গল্প ফাঁদা যাবে। ওকে আগুন থেকে বার করেছিলাম কিন্তু শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যায়।

ও আবার মুখোশ চেপে ধরল। আমি তখনও লড়ছি: গভীর জলে ডুব দেওয়া আমার প্রিয় ক্রীড়া।

রনি আমার দিকে ফিরল। আমি ডান পা মুড়ে ওর মুখে লাথি মারলাম। মনে হল শামুক থেঁতলে দিলাম।

হোয়াইটি বলল—"ব্যাটা পাজি!"

ওকেও লাথি মারতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু ও নাগালের বাইরে, আমার মুখের উপর পুরো চাপ দিয়ে আছে। যেন একটা কাল চাকা মাথার মধ্যে ঘুরছে, আমাকে অজ্ঞান করে ফেলছে। নিশ্বাস নিতে চেষ্টা করলাম। হাওয়া নেই।

কাল চাকার আওয়াজ ছাড়া আরেকটা আওয়াজ—মোটরের শব্দ পাহাড় বেয়ে উঠছে। দুটো শব্দ মিলিত হওয়ার আগে অ্যাম্বুলেন্সটা হেডলাইটের আলোয় ধুয়ে গেল। মুখের উপরের চাপ নেই। রনি শুয়ে, ওর উপরে কাল অটোম্যাটিক হাতে দাঁড়িয়ে হোয়াইটি।

ট্রিগার টিপল। অ্যাম্বুলেন্সের ভিতরে গুলির শব্দ বহুবার প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। একটা তীব্র চাবুকের মত আওয়াজ আলাদা করে শোনা গেল। ফুটলাইটের সামনে অভিনেতার অভিবাদন জানানোর ভঙ্গীতে হোয়াইটি নিচু হল। অ্যাম্বুলেন্সে একজন ঢুকে আমার মুখ থেকে মুখোশ খুলে দিল, না হলে আমিও ব্রডম্যান ও সেকুণ্ডিলার মত মৃত্যুর গহ্বরে তলিয়ে যেতাম।

লোকটা পাইক গ্রানাডা।

ছাব্বিশ

স্যালিকে নিয়ে একটা গরিলা কাল, পাথুরে জমি দিয়ে পালাচ্ছে, স্প্যানিশ ভাষায় প্রেম নিবেদন করছে। আমি ওদের ধরে ফেললাম আর গরিলার চামড়া খুলে নিলাম। তারপর যে লোকটার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ শুরু হল তার নাম মনে নেই। আমি চোখ খুলে দেখলাম লেফটেন্যান্ট উইল্‌স গবাদের ফাঁক দিয়ে আমাকে দেখছে।

"তুমি আমাকে জেলে আটকে রাখতে পার না"—আমি বললাম—"জাজ্ বেনেট আইন তুলে বাগড়া দেবেন।"

উইল্‌স আমার দিকে বাঁকাভাবে হাসল। "ও অছিলায় এখান থেকে ছাড়া পাবে না।"

আমি রেগে উঠে বসলাম। মনে হল আমার মাথাটা কাঁধ থেকে খুলে বড়, অত্যুজ্জল ঘরে উড়ে বেড়াতে লাগল। ঘরটা জেল নয়, ডরমিটরি।

"আস্তে, আস্তে"—উইল্‌স ওপাশ থেকে গরাদে হেলান দিল। আমার সুস্থ কাঁধটা ধরে যত্নে আমাকে শুইয়ে দিল—"তুমি হাসপাতালে আছ। কিছুক্ষণ আগে অপারেশন ঘর থেকে বেরুলে।"

"স্যালি কোথায়? ওর কি হয়েছে?"

"কিছুই হয় নি, শুধু স্বাভাবিকভাবে যা হয় তাই হয়েছে। গতকাল রাত্তে ওর একটি মেয়ে হয়েছে। ছ'পাউণ্ড, দশ আউন্স। দুজনে এই হাসপাতালেই আছে, চার তলায় দুজনে ভাল আছে।"

"কাল রাত্তে ওখানেই গিয়েছিল?"

"ঠিক তাই। আমার ভাবনা হচ্ছে যে তুমি কোথায় গিয়েছিলে এবং কেন! তুমি পাহাড়ে কি করতে গিয়েছিলে?"

"বে-সময়ে চাঁদের আলোয় হরিণ শিকার করছিলাম। আমাকে গ্রেপ্তার কর।"

উইল্‌স বিরক্তভাবে মাথা নাড়ল। "ঠাট্টা কর না। ব্যাপারটা গুরুতর। তুমি নিশ্চয় সেটা জান। পাইক গ্রানাডা বলেছে যে তুমি আর কয়েক মুহূর্তের

মধ্যে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যেতে। যদি ও অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভারদের উপর নজর না রাখত তুমি বাঁচতে না।"

"গ্রানাডাকে আমার হয়ে ধন্যবাদ জানিও।"

"খুশি হয়ে। তুমিও ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ জানিও, তাছাড়া তোমার ক্ষমা চাওয়া উচিত। তার উপর, ও তোমার জন্য আজ সকালে এক পাইন্ট রক্তও দিয়েছে।"

"গ্রানাডা কেন রক্ত দিতে গেল?"

"তোমার আর ওর রক্তের টাইপ এক, ব্যাঙ্কে ছিল না এবং তোমার রক্তের দরকার ছিল। রক্তটা তোমার বহুভাবে দরকার ছিল। একটু স্প্যানিশ রক্ত তোমার শরীরে থাকা ভাল। আর একটু পুলিসের রক্ত।

"খুব কথা শোনাচ্ছ।"

"শোনাতাম না। তবে গতকাল দশ মিনিটের জন্য আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিলে, যতক্ষণ আমি পাইকের সঙ্গে কথা না বলি। তুমি জান তুমি কি? সংস্কারগ্রস্ত।"

"মোটেই না।"

"সংস্কারগ্রস্ত"—উইল্‌স আবার বলল—

"তুমি নিজেও হয়ত বোঝ না, কিন্তু—আসলে তুমি পুলিসদের সহ্য করতে পার না, এবং তুমি স্প্যানিশ লোকদের ঘৃণা কব। যদি এই শহরে ওকালতি করতে চাও, ঠিক করে চালাতে চাও, তবে 'লা-রাজা'দের চিনতে শেখ।"

"'লা-রাজা' মানে কি?"

"স্প্যানিশ আমেরিকান। নিজেদের ওরা ওই নামেই ডাকে। কথাটার মধ্যে গর্ব আছে, ওদের আত্মমর্যাদা আছে। ওদের ছোট ভেব না, বিল, ওদের মধ্যে অনেক অজ্ঞতা, অনেক দারিদ্র্য, অনেক আইন-অমান্যতা আছে। তবুও ওরা এই শহরের জন্যে অনেক করে। গ্রানাডাকে দেখ। ও রাস্তা থেকে উঠে এসেছে। তুমি কি ওকে ছোটবেলার দায়িত্বহীন কাজ-কর্ম দিয়ে বিচার করবে? না, তার দীর্ঘ জীবনের কৃতিত্ব দিয়ে?"

"বুঝলাম।"

"ভাল কথা। ভাবলাম যে অল্প ব্যথা দিয়েই কতকগুলো কথা বুঝিয়ে দি। তুমি গ্রানাডার বিরোধিতা করছিলে খুব।"

"আমার প্রায় বিশ্বাস জন্মেছিল যে ও ব্রডম্যানকে মেরেছে।"

"হ্যা। আমরা এখন সঠিক ব্যাপারটা জানি, গ্রানাডারই দৌলতে। ওই ভেবে বের করে হোয়াইটি স্লেটার এবং ওর সহকর্মী রোনাল্ড স্পাইস দোষী। আমি বিশ্বাস করি নি, গ্রানাডা নিজের দায়িত্বে অনুসন্ধান করে। যখন ডকটর সিমিন্নন বলে যে মিসেস ডোনাটো ও ব্রডম্যানের মত একইভাবে খুন হয়, ও জোঁকের মত স্পাইস আর স্লেটারের পিছনে লেগে রইল।"

"গ্রেপ্তার করে নি কেন?"

"ঠিক সময়ে, ও ওদের দলপতিকে-সুদ্ধ ধরতে চেয়েছিল।"

"গেইনস্‌কে ধরেছ?"

"এখনও না"—উইল্‌স পায়ের উপর পা তুলে বসল—" ভেবেছিলাম ওই ব্যাপারে তোমার কাছে সাহায্য পাব। অন্ত ব্যাপারেও।"

"আমি তোমাকে বিমুখ করতে চাই না, তবে আগে আমার স্ত্রী ও আমাব নতুন সন্তানকে দেখতে চাই।"

"ওদের কথা এখন থাক। তাছাড়া তুমি এখন চারতলায় যেতেও পারবে না। আমার অনেক প্রশ্ন আছে। কি এক অপহরণের কথা শুনছি। সত্যি কোন অপহরণ হয়েছে?"

"বলা যায়। গতকাল রাত্রে মাউণ্টেন গ্রোভে গেইনস্‌ আমাকে অপহরণ করেছিল। ও আমাকে ওর পাহাড়ের বাড়িতে নিয়ে যায় যেখানে গ্রানাডা আমাকে খুঁজে পায়। আমার সঙ্গে গেইনস্‌-এর মারামারি হয়, বলা যায় ওই জেতে।"

"তোমাকে গুলি করছিল?"

"হ্যা, কিছুক্ষণ অজ্ঞান হয়েছিলাম। ও বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। বোধহয় পেট্রল লণ্ঠনটা ভেঙে, আর আমাদের পুড়ে মরবার জন্য ফেলে রেখে যায়।"

"মিসেস ফার্গুসন? ওকে পুড়িয়ে মারবার ভাল করেছিল?"

"তাই হবে। আমার ঠিক সময়ে জ্ঞান ফিরতে আমি ওকে টেনে বার করি। ও কি ভাল আছে?"

উইল্‌স সাবধানে উত্তর দিল। আমাদের দুজনের বুদ্ধির লড়াই চলছে, এবং আমরা দুজনেই সেটা বুঝতে পারছি।

"বলা কঠিন। ওর স্বামী ওর চিকিৎসা গোপনে করাচ্ছে। বলছে ওর হাসপাতালের উপর কোন আস্থা নেই—যে রকম ব্যাপার চলছে। আমার সন্দেহ হচ্ছে যে ও হয়ত আমায় থেকে ব্যাপারের খবর বেশি রাখে।"

"ওর সঙ্গে কথা বলেছ?"

"এক সেকেণ্ডের জন্য, যখন ও ইমার্জেন্সি থেকে ওর স্ত্রীকে নিয়ে যেতে এসেছিল। ও মুখ খোলে নি, আর আমারও জোর খাটাবার অধিকার নেই। ওর স্ত্রীর ব্যাপারটা অন্য। আমি বুঝতে পারছি না ও কেন এক পলাতকের সঙ্গে ওই পাহাড়ে লুকিয়েছিল। ও কি স্বেচ্ছায় ছিল?"

"আমি জানি না।"

"তোমার নিশ্চয় কোন নিজস্ব ধারণা আছে। তুমি ওকে গেইনস্-এর সঙ্গে দেখেছিলে, তাই না?"

"দেখেছিলাম।"

"ওকে কি বেঁধে রাখা হয়েছিল, আটকে রাখা হযেছিল কিংবা জোর-জবরদস্তি করে ধরে রাখা হয়েছিল?"

"আমি জানি না।"

"তুমি জান না মানে?"

"জবরদস্তি কতরকম হয়! এমন কি মানসিকও হতে পারে।"

"ওকি জ্ঞানে ছিল?"

"হ্যাঁ।"

"ওকে কি গেইনস্ শাসিয়েছিল?"

"হ্যাঁ, ওকে বন্দুক দিয়ে মেরেও ছিল।"

"যে বন্দুক দিয়ে তোমাকে গুলি করে?"

"সেই বন্দুক"—আমি উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আমি ঘামতে লাগলাম। আমি নিজেও বুঝছিলাম না কেন আমি ভুল উত্তর দিয়ে মেয়েটিকে রক্ষা করছি। উইল্স আমার সংশয় টের পেল। "তুমি যে মানসিক জবর-দস্তির কথা তুললে, এই ধারণাটা কিন্তু মজার। এর মানে হচ্ছে যে গেইনস্ মেয়েটিকে কোন-না-কোনভাবে ধরে রেখেছিল।"

"আমি জানি না।"

উইল্‌স আপন মনে বলল। "বেচারা! জান, ওকে প্রায় ছ'ঘণ্টা হাঁটাতে হয়েছিল। ওর গলা পর্যন্ত মরফিনে ভর্তি ছিল।"

"আমারও মনে হয়েছিল যে ওকে কোন ড্রাগ দেওয়া হয়েছিল।"

"ওকি পুরোদমে নেশাগ্রস্ত? এটাই কি গেইনস্‌-এর ভুরুপের তাস?"

"তোমার-আমার জানা ওই পর্যন্তই।"

"আমার সন্দেহ হয়। তুমি ওদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়েছ, মেয়েটির সঙ্গে, ওর স্বামীর সঙ্গেও। আমি শুনলাম যে গত কয়েকদিন যাবৎ তোমাদের ঘন-ঘন দেখা হয়েছে।"

"দু-একবার দেখা হয়েছে। লোকটা বেশ ভাল, তোমাকে আগেই বলি, যদি কোন সন্দেহ হয়ে থাকে।"

"ওর স্ত্রীর সম্বন্ধেও একই কথা বলতে পারবে?"

"ওকে বলতে গেলে চিনি না"—হাসপাতালের গাউন ভিজে যাচ্ছে ঘামে। যদি মনোযোগ দিয়ে না দেখি, দুটো উইল্‌সকে দেখছি। একজনকেই সামলানো মুশকিল—" তুমি এবার যাও দেখি। আমাকে শান্তিতে কষ্ট পেতে দাও।"

"আমি খুব দুঃখিত, বিল। কিন্তু এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দরকার। রোনাল্ড স্পাইসের সাক্ষীহীন বিবৃতির কোন দাম নেই। ও যে সব অপরাধের কথা লিখেছে সেগুলি ঘটেও নি। তবে কিছু ঘটেছে অবশ্য।"

"ওর বিবৃতিটা দেখতে চাই।"

"কপি পেলেই দেখাব। স্পাইসের থেকে আর একজন ভাল সাক্ষীর বিবৃতিও দেখাব—স্থানীয় ব্যাঙ্ক অব্‌ আমেরিকার ম্যানেজার। তাতে লেখা আছে যে গতকাল ফার্গুসন ওর সেভিংস অ্যাকাউণ্ট থেকে অনেক টাকা তুলেছে—এত টাকা যে ব্যাঙ্কের লস্‌ অ্যাঞ্জেলেস্‌ শাখাগুলির কাছ থেকে ধার করতে হয়েছিল। তুমি কি জান ফার্গুসন টাকা নিয়ে কি করেছে?"

"ও যা বলেছে সেইটুকুই জানি।"

"কি করেছে?"

"ওকে জিজ্ঞাসা কর।"

"আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, বিল। তুমি একটা গোঁয়ার ছোকরা, কিন্তু তোমার বিচারবুদ্ধি আছে। এই শহরে তোমার নামডাক হচ্ছে। তুমি কি এখন একটা অপরাধের খবর চেপে যাবে?"

"অনেকগুলি বড় অপরাধ হয়েছে। কোনটার কথা বলছ ?"

"অপহরণ। স্পাইস্ বলেছে যে গেইনস্ দুলাখ ডলারের মধ্যে ওর আর ওর বন্ধুর যে ভাগ ছিল তা নিয়ে পালিয়েছে। ফার্গুসন মিসেস ফার্গুসনকে ফেরত পাওয়ার জন্যে গেইনস্‌কে দুলাখ ডলার দিয়েছে। ও বলছে যে ওর স্ত্রীকে ফুটহিল ক্লাব থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই সময় ও আর ওর বন্ধু পুলিস কল্‌গুলি শর্টওয়েভে মনিটর করছিল যাতে আমরা কোন বাধা না দিতে পারি। এবং পর পর যে চুরিগুলো হল সে সময়েও ওরা তাই করত। সুন্দর ব্যবস্থা করেছিল ওরা—হাসপাতালের রুগীদের বিষয়ে খবর দেওয়া, তারপর আমাদের গতিবিধির উপর নজর রাখা, যতক্ষণ গেইনস্ আর ডোনাটো চুরি করছে।

"স্পাইস বলেছে যে গতকাল ফার্গুসন যখন টাকা দিতে গিয়েছিল, তখনও ওরা ওই করেছে। ওদের ভাগ পাওয়ার কথা ছিল, এক একজন পঁচিশ হাজার ডলার করে। কিন্তু গেইনস্ সব টাকা নিয়ে পালায়। এবার বুঝতে পারছ স্পাইস কেন তিমি মাছের মত তোড় ছাড়ছে। ও ইলেকট্রিক চেয়ার থেকে বাঁচবার চেষ্টা করছে। অবশ্য ওর মত বদমাশকে আমরা কোন দয়ামায়া দেখাব না।"

উইল্‌স-এর গলা রাগে কর্কশ হয়ে উঠেছে।

"পৃথিবীর সব চেয়ে নীচ ওরা, পাবলিক কর্মচারীর পোশাক পরে অসুস্থ লোকদের হত্যা করেছে। তুমি জান ওরা কি। তোমাকেও প্রায় খতম করে দিয়েছিল।"

"স্পাইস কি ব্রডম্যানকে খুন স্বীকার করেছে ?"

"স্বীকার করেছে বলা যায়। ও জানেও যে ও স্বীকার করেছে। ভেবেছিল যে ওর মৃত সহকর্মীর উপর দোষ চাপিয়ে দেবে। হোয়াইটি স্লেটার আসল খুনটা করেছে, আর স্পাইস অ্যাম্বুলেন্স চালিয়েছিল। কিন্তু ও জানত কি হচ্ছে, কাজেই ও নিজেও সমান অপরাধী। গেইনস্-এরও সমান দোষ। ওরই হুকুমে ব্রডম্যান খুন হয়েছিল।"

"কেন ?"

"ব্রডম্যান দলের প্রাক্তন নেতা ছিল। সবাইকে ধরিয়ে দেওয়ার মতলব ভাঁজছিল ও। ও বোধহয় বুঝেছিল যে অন্যরা আরও গুরুতর অপরাধ করতে শুরু করবে, এবং ও তাতে জড়িত হতে চায় নি। এলা বার্কারের কাছ থেকে

হীরার আংটিটা কেনা সামান্ত ব্যাপার। কিন্তু ও যখন আমাদের কাছে খবরটা দিল তখন গেইনস্ টের পেয়ে গেল। গেইনস্ ডোনাটোকে পাঠাল ওকে মারতে, কিন্তু ডোনাটো গোলমাল করে ফেলল। স্লেটার আর স্পাইস তৈরি ছিল, ওরাই কাজটা খতম করল। পরের দিন একই কারণে ডোনাটোর স্ত্রীকে মারল।

"সেকুণ্ডিনাও কি দলে ছিল?"

"মনে হয় না। কিন্তু দলে কে কে ছিল ও জানত আর আমাদের বলে দেওয়ার জন্ত তৈরি ছিল। অন্তত গ্রানাডার ধারণা তাই। গেইনস্ আর অন্য পিশাচরাও তাই ভাবছিল। ও যখন ভয় পেয়ে ঘুমের ওষুধ খেল ওদের সুযোগ এসে গেল। ওরা চায় নি ওর ঘুম আর ভাঙুক।"

"বড় ভাল লোক সব!"

"হ্যাঁ, বড় ভাল লোক। আমি কিন্তু বুঝছি না, বিল, যে, তুমি কেস্টা সমাধান করে ওদের বাকি ক জনকে জেলে পাঠাবার সুযোগ পাচ্ছ, কিন্তু তুমি সে সুযোগ নিচ্ছ না। ফার্গুসন—মেয়েটির সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক আছে না কি?"

প্রশ্নটা কঠিন। "দুর্দশাগ্রস্তা সুন্দরী," কি এই ধরনের অতি ব্যবহৃত কথা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। আমি যে জবাবটা দিলাম তাতেও ব্যাখ্যা হয় না।

"ফার্গুসন আমার মক্কেল। গতকাল থেকে আমাকে নিয়োগ করেছে।"

"মিসেস ফার্গুসন তো তোমার মক্কেল নয়।"

"ফার্গুসন বিশেষ করে ওর স্ত্রীর সম্বন্ধে খবর সংগ্রহ করার জন্ত আমাকে নিয়োগ করেছে। খবরগুলো গোপনীয়।"

"ওর স্বামী তবে ওকে বিশ্বাস করে না।"

"সেটা তোমার সিদ্ধান্ত।"

"নিশ্চয় আমার। ওর সম্বন্ধে কি খবর পেলে?"

"আমি শুধু শুধু জিজ্ঞাসা করছি না, শুধু অনুসন্ধানের জন্ত। স্পাইসের গল্পের কিছু-কিছু অংশ অবিশ্বাস্য। আমি কোন ভুল করতে চাই না।"

"ভুল তুমি করবে যদি জোর করে আমার কাছ থেকে গোপনীয় খবর বের করতে চাও। ফার্গুসনকেও জোর করতে পার না ওর স্ত্রী সম্বন্ধে কথা বলুক।" উইল্স্ গালে হাত দিয়ে ভাবল।

বহু অন্ত চিন্তা আমার মাথায় ঢুকে ব্যাঘাত ঘটাতে লাগল—আমার

প্রণয়িনী স্ত্রী, মৃত সেকুণ্ডিনা, গোলাপী নারীদেহ আগুনের করার কেউ নেই।"
শোয়ানো, একটি মেয়ে হাঁটু গেড়ে আমাকে গুলি করছে। আর
থেকে অব্যাহতি পেতে পারি, কিন্তু গুলির খবরটা তার মধ্যে পড়ে না থা, তোমার
নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছি, তা অন্যায়। চাও"—

উইল্‌স গভীর চিন্তা থেকে জেগে উঠল। আমার মনে হল যে ও ভাঁ— করছিল, উদ্দেশ্য ছিল আমাকে ভাববার সময় দেওয়া।

ও নরম স্বরে বলল, "আমি জানি যে তুমি তোমার মক্কেলের সঙ্গে ঠিক ব্যবহারও করতে চাও, আইন বাঁচিয়ে চলতে চাও। আমি তোমাকে একটা কথা বলছি। শুনলে বোধহয় তুমি মনস্থির করতে পারবে। রোনাল্ড স্পাইস একটা জব্বর খবর দিয়েছে। ও বলল যে ফুটহিল ক্লাব থেকে অপহরণটা ভুয়ো। গেইনস্‌ আর ওই মেয়েটি মিলে ওর স্বামীর কাছ থেকে টাকা বার করবার জন্য চক্রান্ত করেছে। ও বলল যে মেয়েটি পুরো সহযোগিতা করেছে এমন কি টাকা আনবার সময় গেইনস্‌-এর গাড়িটাও ও চালায় এবং সেই সময় ইচ্ছা করে স্বামীকে দেখা দেয় যাতে ও হতবুদ্ধি হয়ে যায়। তোমার খবরের সঙ্গে কি এটা মিলে যাচ্ছে? নাকি স্পাইস অপহরণের দোষ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চায়?"

"আমি জানি না।"

"আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না, বিল, তুমি আর ফার্গুসন যে বারে বসে কাল আলোচনা করেছিলে সেই বারের একজন ওয়েটারের সঙ্গে কথা বলেছি। সে তোমাদের কথাবার্তার কিছু কিছু শুনেছিল। তুমি যদি অপহরণের খবর চেপে যেতে চেষ্টা কর তাহলে বিপদে পড়বে।"

"আমি ভেবেছিলাম যে তুমি বিশ্বাস কর না যে কোন অপহরণ ঘটেছে।"

"আমার কোন বদ্ধমূল ধারণাই নেই। আসলে কি ঘটেছে তাও জানি না। আমার বিশ্বাস তুমি জানো। আমি তোমাকে সব খুলে বলবার জন্য অনুরোধ করছি।"

"যদি জানতে পারি খুশি হয়ে বলব।"

"অপেক্ষা করার সময় নেই। তুমি কি বুঝতে পারছ যে এই হলিউডের ছুঁড়িটা যদি গেইনস্‌-এর সঙ্গে চক্রান্ত করে থাকে তা হলে ও সম্ভবত জানে গেইনস্‌ কোথায় আর কোথায় যাচ্ছে। তুমি কি চাও না ও ধরা পড়ুক?"

হীরার আংটিটা কেনা। আমিও তাই চাই। এটা বিশ্বাস করতে চেষ্টা কর। গত দিন তখন গেইনস্মা মনে পড়ছে। গেইনস্ আর মেয়েটি দক্ষিণ আমেরিকায় কিন্তু ডোনা গেইনস্-এর মা'র টিকেট কিনবার কথা ছিল।
ওরাই কাহনস্-এর মা?"

"মাউন্টেন গ্রোভে থাকে। ওকে জিজ্ঞাসা কর।"

উইল্‌স হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, ঘর অতিক্রম করে লিফটের বোতাম টিপল, আমার কাছে ফিরে এল।

"এই প্রথম ওর মা'র কথা শুনলাম। কে সে, কোথায় থাকে?"

"ওর নাম অ্যাডিলেড হেইনস্। মাউন্টেন গ্রোভের ক্যানাল স্ট্রীটে থাকে।"

"ওকে খুঁজে পেলে কি করে?"

"এলা বার্কারের সাহায্যে। ভাল কথা এতদিনে নিশ্চয় ওর নির্দোষিতা প্রমাণ হয়েছে।"

"তুমি ঠিকই বলেছ। স্পাইসের বিবৃতি ওকে নিরপরাধ প্রমাণ করেছে।"

"ওকে ছেড়ে দেওয়া উচিত।"

"আজ সকালে বাড়ি গেছে। আমি ডি. এ.'র অফিসে বলে ওর জামিন কমিয়ে দিয়েছি, এবং ওর এক বন্ধু মিসেস ক্লাইন ওর জামিনদার হয়েছে।"

ও চলে গেল। মাথা থেকে সব চিন্তা সরিয়ে ফেলে আমি পেণ্টোথালের হাতে নিজেকে সঁপে দিলাম। ঘুমের কোমল, নরম হাত। কালো রাতের মত আমাকে বুকে টেনে নিল।

সাতাশ

যখন ঘুম ভাঙল, আমি লিফটে করে চারতলায় এক ঘরে নামছি। ডক্টর রুট একজন অস্থিবিদ। সে দাঁড়িয়ে দেখল যে আরদালীরা আমাকে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিল। আরদালীরা দরজা বন্ধ করে চলে যেতে ডক্টর রুট বলল।

"তোমার চুপচাপ বিশ্রাম দরকার। তাই তোমার জন্যে আলাদা ঘরের বন্দোবস্ত করেছি। ঠিক আছে তো?"

"তোমার যা ইচ্ছা। মনে হয় না বেশি দিন থাকতে হবে।"

"কয়েকদিন তো বটেই। শুনলাম বাড়িতে দেখাশুনা করার কেউ নেই।"

"কিন্তু আমার কাজ আছে অনেক।"

"প্রথম কাজ হল কাঁধের চোটটা সারতে দেওয়া। হ্যাঁ, ভাল কথা, তোমার জন্য একটা জিনিস এনেছি। ভাবলাম হয়ত স্মারক চিহ্ন ভাবে রাখতে চাও"—সে একটা ছোট প্লাস্টিকের ঘড়ি রাখার বাক্স বার করল, ডুগডুগির মত নাড়ল—"যে গুলিটা বার করেছি। গল্প করার মত একটা ভাল জিনিস পেলে। বলা যায় অনেকগুলো, কেননা বুলেটটা টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।"

আমাকে দোমড়ানো সীসার টুকরোগুলো দেখাল। আমি ওকে ধন্যবাদ দিলাম। ডাক্তার মাথা নাড়ল, "আমাকে ধন্যবাদ দিতে হবে না। নিজের কপালকে ধন্যবাদ দাও। তোমার ভাগ্য ভাল যে কলার-বোনের জন্য গুলিটা ধাক্কা খেয়ে উপর দিকে উঠে এসেছিল। তা না হলে ফুসফুসে গুলি নেমে আসত। তোমাকে কে গুলি করেছিল?"

"মনে পড়ছে না।"

"তোমার স্ত্রী?"—হয়ত ও ঠাট্টা করতে চাইল, "ওকে দোষ দেব না, তুমি যে সব সাংঘাতিক ঝুঁকি নাও। আশা করি এবার শিক্ষা হয়েছে। এখন থেকে এ-সব ব্যাপার কর্তৃপক্ষকেই সামলাতে দিও। তুমি কি করতে চেষ্টা করছিলে?"

"গুলি খেতে। কৃতকার্য হয়েছি। পরের প্রশ্নে এস।"

আমার অভদ্রতা ও গায়ে মাখল না। "হয়ত অনেক ব্যাপার আছে। স্ত্রীদের সন্তান প্রসবের সময় ছোকরারা অনেক পাগলামি করে। গর্ভযন্ত্রণা শুধু মেয়েদেরই হয় না।"

"তার মানে?"

"ভেবে দেখ। বউ বাচ্চা কেমন আছে?"

"শুনলাম ভাল। আমি যদি নিচে গিয়ে ওদের দেখে আসি তুমি কি আপত্তি করবে? আমার শরীর ভালই লাগছে।"

"কাল দেখা যাবে, যদি জ্বর কমে। আজ শুয়ে থাক। তোমাকে এটুকু করার ব্যাপারে বিশ্বাস করতে পারি কি?"

আমি জবাব দিলাম না।

· যে নার্সের সহকারীটি আমার প্রাতরাশ এনে দিয়েছিল তাকে কাগজ পেনসিলের জন্য অনুরোধ করলাম। সে সেগুলো আনতে গেলে আমি মনে মনে স্যালির জন্য একটা চিঠি রচনা করলাম।

প্রিয়তমে! আমি তোমার আর ওর কাছে গুলি খাওয়ার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমি এটা আশা করি নি। হঠাৎ হয়ে গেল। তুমি যদি জীবনে নিরাপত্তাই চাও তাহলে একজন পুলিসকে বিয়ে করলে পারতে। কিন্তু তুমি বিয়ে করেছ আমেরিকান বার-অ্যাসোসিয়েশনের একজন সদস্যকে, যে বন্দুক চালাতে সবচেয়ে আনাড়ী।

ওরা আমাকে ৪৫৪নং ঘরে গোপনে আটকে রেখেছে। কিন্তু আমি ওদের পরাভূত করব। আমার এক পুরোনো বেদুইন বন্ধুর দেওয়া ছেঁড়া আলখাল্লা পরব, গায়ের রঙ আখরোটের রস দিয়ে গাঢ় করব, অশরীরীর মত ওদের ব্যূহ ভেদ করব। আমাকে দেখবার জন্য তৈরি থেক। আমার ঠোঁটে থাকবে রহস্যময় হাসি। চিঠিটা পুড়িয়ে ফেল।

যখন লেখার সরঞ্জাম আসল তখন অবশ্য সম্পূর্ণ অন্য লিখলাম। পাশের টেবিলের ড্রয়ারে বড়ির বাক্সটা রাখলাম—যেন দেখতে না হয়।

টেবিলের নিচের তাকে টেলিফোনটা এই প্রথম নজরে এল। আমি স্যালির সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করতে অপারেটর বলল যে ম্যাটার্নিটি বিভাগে কোন ফোন নেই। ফার্গুসনকে ফোনে ধরলাম।

ও নিজেই ফোন ধরল, গলাটা চাপা ও সতর্ক। "কে বলছে?"

"গানারসন।"

ওর গলাটা চড়ায় উঠল। "তুমি না হাসপাতালে?"

"সেখানেই আছি। চলে এস। রুম নং ৪৫৪।"

"যাওয়ার কথা সত্যি ভাবছিলাম। আমি কাল যাব। কাল গেলে দেখা করতে দেবে তো?"

"আমি চাই তুমি আজ সকালে আস।"

"আমি যেতে চাই, কিন্তু আজ সত্যিই পারব না। দয়া করে ভেব না যে আমি অকৃতজ্ঞ। আমি খুবই কৃতজ্ঞ, হোলিও তাই।"

"কৃতজ্ঞতা ছাড়াও আমার অন্য জিনিস দরকার। পুলিস আমার উপর চাপ দিচ্ছে। আমাদের আলোচনা করা দরকার। তুমি যদি দুপুরের মধ্যে না

আর আমি ধরে নেব যে আমাদের উকিল-মক্কেল সম্পর্ক ঘুচে গেছে এবং সেই মত কাজ করব।"

কে যেন দরজায় টোকা মারছে। এটাই ফোন রেখে দেওয়ার প্রকৃষ্ট সময়। দরজাটা খুলে গেল, এলা বার্কার মুখ বাড়াল।

"ভিতরে আসতে পারি, মিস্টার গানারসন?"

"এস।"

মেয়েটি আমার দিকে সন্তর্পণে এল। চোখজুটো কাল এবং স্ফীত, চোখের কোলে কালি। পরনে হাসপাতালের জুতো, পরিষ্কার সাদা ইউনিফর্ম, কিন্তু টুপি নেই। কাল চুলের রাশ ঝকঝকে করে ব্রাশ্ করা, ঠোঁটে নতুন করে লাগানো লিপস্টিক।

"আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, মিস্টার গানারসন। আমি খবর শোনাব সঙ্গে সঙ্গেই চলে এলাম। আপনি আমার জন্য গুলি খেয়েছেন ভাবাই যায় না।"

"তোমার জন্য নয়। ও সব চিন্তা মাথা থেকে একদম হটিয়ে দাও। তাছাড়া, এমন কিছু লাগে নি।"

"এখনো আপনি ভদ্রতা করছেন। আপনি আমাকে মিষ্টি কথা শোনাচ্ছেন। আপনার পিঠ মালিস করে দেব? আমি খুব ভাল মালিস করতে পারি।"

"না, দরকার নেই।"

"ভাল করে প্রাতরাশ খেয়েছেন? যদি তেষ্টা পায়। আমি ফলের রস এনে দিতে পারি।"

"তুমি খুব ভাল মেয়ে। কিন্তু দরকার মত সবই পেয়েছি"

ও ঘরের মধ্যে ঘুরে-ঘুরে ঘরটাকে সাজিয়ে তুলল। কি করল জানি না। হঠাৎ জায়গাটাকে অনেক বেশি আরামপ্রদ মনে হল। ব্যুরোর উপর খালি ফুলদানীটা তুলে নিচের কাপড়টা সোজা করল। ফুল দানীটাকে ঠিক মাঝখানে বসিয়ে দিল। "আমি কিছু ফুল নিয়ে আসব। ফুল থাকলে ঘরটা আরো উজ্জ্বল লাগবে। কি ফুল ভাল লাগে আপনার?"

"সব ফুলই ভাল লাগে, কিন্তু তুমি ফুল পাঠিও না। তোমার এখন হাতে পয়সা নেই।"

"কে বলেছে! আমি আগামী কাল সকাল সাতটা থেকে ডিউটি শুরু

করছি"—ও নাচের ভঙ্গীতে ঘুরে বিছানার পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে হাসল—"হাসপাতাল আমাকে আবার কাজে নিয়েছে।"

"না নেওয়ার কোন কারণ নেই।"

"আমার ভয় হয়েছিল যে আমাকে বরখাস্ত করবে। যাইহোক, আমি ভো জেলে গিয়েছিলাম। বাজে লোকদের সঙ্গে মিশেছিলাম।"

"পরের বার সাবধান হয়ো।"

"হ্যাঁ, আমার ভাগ্য ভাল যে আবার সুযোগ পাচ্ছি"—ওর মুখে এখনও কাঠিন্য। সময়ে নিশ্চয় মিলিয়ে যাবে—"ল্যারি গেইনস্ কি আপনাকে গুলি করেছিল ?"

"তোমার সঙ্গে সেটা আলোচনা করতে পারব না, এলা।"

"তবুও ওই করেছিল, তাই না ? লোকটা পালিয়েও গেল।"

"ওর বিষয়ে আর ভেব না। ও ফিরে এসে তোমার ক্ষতি করতে পারবে না।"

"ওকে ভয় করি না। শুধু ও পালিয়ে বেঁচে যাক, সেটা চাই না।"

"ওর কথা ভুলে যাও।"

"চেষ্টা করছি। যেন অসুস্থতায় ভুগছিলাম। ঠিক আপনি যেমনটি বলেছিলেন। যাক গে, আপনাকে অনেক বিরক্ত করলাম। যদি দিনে কি রাতে আপনার জন্য কিছু করতে পারি—"

কিছুদিনের মধ্যে ও কোন পুরুষের স্ত্রী হবে, তাকে সুখী করবে। এই কেসটার থেকে এই আমি প্রথম তৃপ্তি লাভ করলাম। বিছানার পাশে এসে ও আমার উপর ঝুঁকল। কিছু বোঝার আগেই ও আমার ঠোঁটের কোণে হালকাভাবে চুমু খেয়ে দরজার দিকে এগোল।

এ চুমু এমন নয় যে মাথা খারাপ হয়ে যায়, তবুও আমি অভিভূত হলাম। বিছানা ছেড়ে উঠে আলমারিতে আমার জামা-কাপড়ের পিছনে একটা সুতির বাথ-রোব্ পেলাম। কোন মতে পরে নিয়ে করিডোরে বেরিয়ে পড়লাম।

নার্সদের ঘরের পাশে লিফ্টের দরজাগুলো। আমি উল্টো পথে সিঁড়ির দিকে চললাম। চার তলায় একজন আরদালীকে পেলাম। তাকে আমার সমস্যাটা বললাম, বেশি খুঁটিয়ে বললাম না। সে আমাকে স্যালির ঘরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল। স্যালি শুয়ে আছে, বালিশে একরাশ ঝলমলে চুল

ছড়িয়ে। ওকে ফ্যাকাসে, রক্তশূন্য ও সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমি ওর হাসি মুখে চুমু খেলাম, সেও পালটা চুমু খেল। দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল, বাস্তবের উষ্ণতা অনুভব করলাম। তারপর আমাকে ঠেলে দিয়ে আমার দিকে তাকাল।

"তোমার চিঠি পেয়েছি। সুন্দর চিঠি, কিন্তু তুমি একেবারে পাগল, বদ্ধ উন্মাদ। তুমি এখন কেমন আছ, বিল ?"

"ভাল। একটু মাংস উড়ে গেছে শুধু"—আমি মিথ্যা বললাম।

"তাহলে হাতটা স্লিংএ কেন ? কে গুলি করেছিল ?"

"জানি না, অন্ধকারে গুলি করে।"

"আর মুখে লিপস্টিকের দাগ এল কি করে ? আমি তো লিপস্টিক লাগাই নি। নার্সদের চুমু খেয়েছ নাকি ?"

"না, ওরা খেয়েছে। এলা বার্কার কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছিল।"

"আসাই উচিত"—ওর হাত আমার হাত চেপে ধরল—"আমার একটা কথা রাখবে ? শুধু একটা কথা ? কথা দাও তুমি আর ফৌজদারী মামলা নেবে না আর মাঠে ঘাটে দৌড়ে বেড়াবে না।"

"কথা দিলাম"—নিজের কথা নিজেই বিশ্বাস করতে পারলাম না।

আমার স্ত্রী বোধ হয় তা বুঝল। "তোমাকে এখন সংসারের কথা ভাবতে হবে, শুধু আমার কথা নয়। ও বড় সুন্দর হয়েছে, বিল।"

"ওর মা র মত।"

"আজ সকালে আমাকে সুন্দর দেখাচ্ছে না। এত ক্লান্ত! কিন্তু আমার পেটটা দেখেছ ? বেশ নেমে গেছে। আমি আবার পায়েব আঙুল দেখতে পাচ্ছি।"

ও চাদরের নিচে আঙুল নেড়ে দেখাল।

"তুমি প্যানকেক্এর মত চ্যাপ্টা হয়ে গেছ।"

"আশা করি,—অত চ্যাপ্টা হয়ে যাই নি বিল"।—মাথার চুল সরিয়ে ও আমার দিকে ফিরল। ওর চোখ আগের চেয়ে আরো গভীর আর নরম হয়ে গেছে—"আশা করি—ছেলে হয় নি বলে তুমি নিরাশ হও নি। তোমার ছোট মেয়েও ভাল লাগে, তাই না ?"

"আমার ছোট-বড় সব মেয়েই ভাল লাগে।"

"ইয়ার্কি মের না। বড় সমস্যায় পড়েছি।"

"তুমি ঠিক আছ তো?"

"হ্যাঁ, ভাল আছি। কিন্তু ভেতরটা কেমন খালি-খালি লাগছে। শুধু ওকে যখন নিয়ে আসে তখন নিজেকে আবার ভরপুর মনে হয়।"

"ওর কি কিছু হয়েছে? ও কোথায়?"

"ঘাবড়ে যেও না। ও নার্সারিতে আছে, ওর শরীরে কোন দোষ নেই। তাছাড়া এখন থেকেই দিব্যি পাকা বুদ্ধি হয়েছে। ওর দুধ খাওয়া দেখেই বোঝা যায়। সমস্যাটা সেই জন্যই। ওকে একটা উপযুক্ত নাম দিতে হবে, যে নামকে ঘিরে ওর ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠবে। ওকে তো আর "ও" বলে ডাকলে চলবে না?"

"স্যালি নামটা কেমন?"

"চলবে না। একটা সংসারে একজন স্যালিই যথেষ্ট। শ্যারন নামটা কেমন লাগে? নাকি শ্যারন গানারসন নামটা রাশভারি শোনাচ্ছে? রোজ্ অব্ শ্যারন গানারসন আরো খটমট, কিন্তু আমার ওকে ঠিক তাই মনে হয়—রোজ্ অব্ শ্যারন।" স্যালি যেন মধুর স্বপ্নের মধ্যে কথা বলে চলেছে।

"চলবে না। রোজ্ শ্যারন গানারসন চলতেও পারে।"

"কিন্তু রোজ্ নামটা বড় বেশি রঙচঙে। তোমার এই নামগুলো কেমন লাগে—সারা, সুজান্, মার্থা, অ্যান্, এলিজাবেথ্, স্যাণ্ড্রা?"

"আশ্চর্যের কথা—আমার সবগুলোই ভাল লাগে। ন্যান্সি নামটা কেমন?"

"আমার ভাল লাগে। আচ্ছা, ভেবে দেখি। দুজনেই ভেবে দেখি। তুমি এবার যাও, বিশ্রাম কর। বিল—তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। হয়ত কালকে আমি তোমায় দেখতে যেতে পারব। ডক্টর ট্রেঞ্চ বলেছে যে আমার পেটটা মা হওয়ার জন্যই তৈরি হয়েছে, আমার সামর্থ্য তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে।"

আমি স্যালিকে বললাম যে ওর পেটটা আমার খুব পছন্দ। ও একটু নাড়াল পেটটা। দরজার বাইরে ডক্টর ট্রেঞ্চএর সঙ্গে দেখা হল। বছর চল্লিশের বেঁটে লোক, হর্ন-রিম চশমা, দীপ্ত, সুন্দর হাসি মুখে লেগে আছে। "আরে, আরে! নিখোঁজ স্বামী এসেছে। পর্যটকের প্রত্যাবর্তন।"

"করুন, তামাশা করুন। সবাই করছে। তারপর জরুরী কথা আছে।"

"স্যালি ভাল আছে—যদি সেই নিয়ে দুশ্চিন্তা হয়ে থাকে। আপনার ভাগ্য ভাল যে আপনার সেক্রেটারী গর্ভযন্ত্রণা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল।"

"স্যালির জন্যে চিন্তা নয়। গোপনে মিনিট দুয়েক সময় দিতে পারেন?"

"রুগী দেখতে হবে—আপনার স্ত্রীকেও।"

"আপনার এক রুগীর ব্যাপারেই বলছি।"

ও ঘড়ি দেখে বলল, "ঠিক আছে। পাঁচ মিনিট। কোথায় কথা বলব?"

"ওপরে, আমার ঘরে।"

যখন বিছানায় পৌঁছলাম আমার আবার শরীর কাঁপছে, ঘাম বেরোচ্ছে। আমি বিছানার এক ধারে বসলাম।

ডক্টর ট্রেঞ্চ দাঁড়িয়ে রইল, "বোধহয় রুগী বলতে আপনি মিসেস ফার্গুসনের কথা বলছেন।"

"হ্যাঁ—দুর্ঘটনার পরে তাকে দেখেছেন?"

"আমিই দেখছি। ওর স্বামী আমাকে অনুরোধ করেছে, ওর অবস্থা নিয়ে কারুর সঙ্গে আলোচনা না করতে।"

"ভাল কথা। ফার্গুসন আমাকে ওর অ্যাটর্নি হিসাবে নিয়োগ করেছে। আমাকে যা বলবেন তা গোপন থাকবে।"

"ওর সম্বন্ধে কি জানতে চান?"

'অন্যান্য জিনিসেব মধ্যে ওব মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে জানতে চা' ।"

"খুব খারাপ নয়—যদি ভেবে দেখেন ও কিসের মধ্যে দিয়ে গেছে। ওব শরীর খুব শক্ত। আমার ভয় ছিল যে ওর বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাবে, তবে এখন সে ভয় নেই।"

"ও কি বাড়িতে আছে?"

"হ্যাঁ। হাসপাতালে আসার দরকার নেই। আঘাতগুলো তেমন গুরুতর নয়।"

"ওকে জেবা করলে, তা সইবার সামর্থ্য ওর আছে কি?"

"কে জেরা করছে এবং কি প্রশ্ন করা হচ্ছে তার উপর নির্ভব করে। এখন ও বিশ্রাম করছে, অন্তত ঘণ্টা দুয়েক আগে করছিল। আমি হলে ওকে দিন দুয়েক সময় দিতাম। আপনারও বিশ্রাম দরকার।"

"সময় নেই, ডক্টর। গত রাত্রের ঘটনা সম্বন্ধে ওর কাছ থেকে বিবৃতি নিতে হবে। তার আগের রাত্রের কথা তো বলছি না।"

"আমি জানি না ও খুব একটা সাহায্য করতে পারবে কিনা। আপনিও জানেন যে ও অজ্ঞান হয়েছিল।"

"ও কি তাই বলেছে?"

"হ্যাঁ। ডাক্তার হিসাবে ওকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ দেখছি না। ও যতক্ষণ বন্দী ছিল ওকে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিল। ওর ভাগ্য ভাল যে অপহরণকারীরা ড্রাগস্ কতটুকু দিলে সয়, তা জানে। ওকে মেরেও ফেলতে পারত।"

"ওরা ওকে ওষুধ দিয়েছিল?"

"আবার কে? ওর যেটুকু মনে আছে তা, আর শারীরিক চিহ্ন থেকে মনে হয় যে ওকে অপহরণের মুহূর্তেই জোর করে ড্রাগ দেওয়া হয়েছিল। ফুটহিল ক্লাবের পার্কিং এলাকায় ঘটনাটা ঘটে। ওর আত্মীয় বলে কে একজন ফোন করে ওকে ফুসলিয়ে ওখানে নিয়ে যায়। ওর গাড়ির দরজার কাছে ওকে ধরে এবং পেন্টোথাল কিংবা অন্য কোনো কড়া, কোন অ্যানেস্থেটিক ইন্জেক্ট করে।"

"আপনি এসব বিশ্বাস করেন?"

"জানি এ ব্যাপারগুলো নাটুকে শোনাচ্ছে, কিন্তু ওর হাতে ছুঁচের দাগ আছে। পরে ওকে অচেতন করে রাখার জন্যে কিছুক্ষণ বাদে-বাদে মরফিয়া কিংবা ডেমারল ইনজেকশন দেয়। মনে হয় ওকে অচেতন করে রাখাটাই ওদের উদ্দেশ্য ছিল। যাতে পরে ও ওদের চিনিয়ে না দিতে পারে।"

"আমি যদি বলি যে গতকাল রাত্রে আমি ওর সঙ্গে কথা বলেছি?"

"ক'টার সময়?"

"একটা হবে—আমি যখন পাহাড়ের বাড়িতে পৌঁছাই। আপনার রুগী তখন বেশ জলজ্যান্ত ছিল।"

"ও কি বলেছিল?"

"আবার বলতে খারাপ লাগবে।"

ট্রেঞ্চ ওর চশমা খুলে রুমাল দিয়ে কাঁচ পরিষ্কার করল। করতে-করতে ও আমার মুখ নিরীক্ষণ করল, "তা হলে আমি বলব যে আপনি মিথ্যা কথা বলছেন

কিংবা আপনার বিভ্রম হয়েছিল। আজ সকালে যখন আমি ওকে প্রথম দেখি তখনও ও ড্রাগ্-এর প্রভাবে অচেতন ছিল, যখন ঘোর কাটল, গত প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টার কোন স্মৃতি ওর মনে ছিল না। ও যে সত্যি কথা বলছে। ওর শারীরিক অবস্থাই তো তার প্রমাণ।"

"গত কাল রাত্রে যদি ওকে দেখতেন! ক্ষ্যাপা বেড়ালের মত ঘুরছিল, সে কি তেজ! আমার মনে হয়েছিল যে ও ড্রাগস্ ব্যবহার করছিল। এমন কি হতে পারে, যে ও অত্যধিক ড্রাগস্ নেয়। ফলে ওর এই অবস্থা হয়?"

"স্বেচ্ছায় অত ড্রাগ নেবে?"

"হ্যাঁ। জানা যাচ্ছে ও পাকা নেশাড়ে।"

ডাক্তারের চোখ গোল হয়ে গেল। "আপনি নিশ্চয় ভুল করেছেন। ও আমার কাছে গত দু'মাস ধরে দু'সপ্তাহ বাদে-বাদে আসত। আমি তো কখনো কিছু—।" ওর গলা বন্ধ হয়ে গেল। চোখের পাশ দিয়ে ছাদের এক কোণে তাকিয়ে রইল।

"কিছু মনে পড়ল ডক্টর?"

"খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয় নিশ্চয়। তবে একবার মিসেস ফার্গুসন ড্রাগ্-এর নেশার বিষয়টা তুলেছিল। আলোচনাটা একেবারেই অবাস্তব—অন্তত আমার তাই মনে হয়েছিল—বিষয়টা ছিল ড্রাগস্ বিশৃঙ্খল মনের উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে। আমি বলেছিলাম যে সব নেশাড়ে লোকদের ভেতর-ভেতর গোড়া থেকেই মানসিক বা স্নায়বিক অসুস্থতা থাকে সেই জন্যই তারা আসক্ত হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে ওর কৌতূহল যে খুব বেশি, তা লক্ষ করেছিলাম।"

"নিজের জন্য কৌতূহল?"

"তাই বলব। আরেকটা আলোচনা থেকে বুঝেছিলাম। ওর কোন আত্মীয় মানসিক বিকৃতিতে ভোগে। তার ব্যক্তিত্বটাই এমন, যে সে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে বনিয়ে চলতে পারত না।"

"এই ধরনের বিকার বংশ পরম্পরায় চলতে থাকে কিনা সে-বিষয়ে ওর খুব উদ্বেগ ছিল। আমি আশ্বাস দিয়েছিলাম যে তা হয় না। বলেছিলাম বটে, তবে সত্যি বলতে কি, বাবা অথবা মা, কারো মানসিক স্বাস্থ্য বা অস্বাস্থ্য, সন্তানের মনে কতখানি প্রভাব বিস্তার করে। তা তো আমরা আজও সবটা

জানি না। তাই অনেক কথা বলে একজন অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে আর উদ্বিগ্ন করি নি।"

"ও কি নিজে বিকারগ্রস্ত?"

"সে রকম হাবভাব দেখি নি। আমি বুঝছি না আপনার প্রশ্ন করার উদ্দেশ্যটা কি।"

"আমিও জানি না। এটা ভেবে দেখুন। এই যে আত্মীয়ের কথা বলে সে কি ওরই চরিত্রের অন্য একটা দিক, যেটা মাঝে-মাঝে শেকল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে?"

"যদিও বা তা হয়, আমি তা বুঝি নি। বই কিংবা সিনেমা যাই বলুক— বহুমুখী ব্যক্তিত্ব জিনিস খুবই বিরল। অবশ্য আমি মনস্তত্ত্ববিদ নই।" একটু থেমে আবার বলল, "আপনি জানলে হয়তো খুশি হবেন,—আমি মিসেস ফার্গুসনকে স্নায়বিক ও মানসিক পরীক্ষা করাতে বলেছি। হয়ত ও ফলাফলগুলো আপনাকে জানাতেও পাবে।"

"কেন বললেন?"

"সাবধান হওয়া ভাল। ও এই কষ্ট ভোগ করেছে, কিন্তু মস্তিষ্কেব কোন ক্ষতি হয় নি মনে হচ্ছে। তবে এত দীর্ঘ সময় ড্রাগস্এব প্রভাবে কাটানো বিপজ্জনক।"

"আপনি ওর বংশগত চরিত্র বিষয়ে কৌতূহলের কথা বললেন। ওর কি ইচ্ছা যে সন্তান না হয়?"

"খুবই আগ্রহী। ওর স্বামীও। তবে এটা ঠিক, যে বাবার বয়স বেশি হলে বিকৃতির সম্ভাবনা বেশি থাকে, তবে কখনোই সুনিশ্চিত বলা যায় না।"

"ফার্গুসনই সন্তানের পিতা?"

"সন্দেহের কোন কাবণ নেই। আমার মনে হয় না যে আপনার মক্কেল আমার রুগীর বিষয়ে ও ধরনের প্রশ্ন করতে বলবে।"

"আপনি কি বলতে চান না?"

"মোটেই না। ও প্রশ্নের কোন জবাবই হয় না। আপনি দেখছি মিসেস ফার্গুসনের চরিত্র নিয়ে কাদা ঘাঁটার চেষ্টা করছেন।"

"আমি দুঃখিত, যে আপনার তাই মনে হচ্ছে। তবে ওর যা কিছু মন্দ, তা আমার জানা দরকার—তবেই আমি ওকে সাহায্য করতে পারব।"

"কি সাহায্য করবেন ?"

"ওকে আইনের সহায়তায় রক্ষা করতে হবে। ওকে বোধহয় আজই গ্রেপ্তার করা হবে।"

"কি অভিযোগে ?"

"আমি বলতে চাই না। যদি পুলিস কিংবা ডি এ'র লোকরা আপনাকে প্রশ্ন করে, বলবেন, যা বলবার আপনি আমাকে বলেছেন। বলবেন, যদি কোন অভিযোগ আনা হয় আমি আপনাকে সাক্ষী হিসাবে ডাকব। আর কিছু বলবেন না।"

আঠাশ

"ফার্গুসন লাঞ্চের পরেই এল। দাড়ি কামায় নি। চেহারা উদ্বিগ্ন এবং আলুথালু, একজন ডন্ কুয়েটে যে হাওয়া-কলের বিরুদ্ধে বল্লম চালাতে গিয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করেছে, ওগুলো হাওয়া-কল নয়, দানব।"

"দেরি হল কেন ?"

"আমি এসেছি একমাত্র এই কারণে যে আমি তোমার কাছে হোলির জীবন বাঁচাবাব জন্য কৃতজ্ঞ। ওর জীবন এখনও বিপন্ন। ডক্টর ট্রেঞ্চ না পৌঁছনো পযন্ত আমি বাড়ি ছেড়ে বেরুতে পারি নি।"

"ট্রেঞ্চ বলল যে তোমার স্ত্রী ভাল আছে।"

"দৈহিক অবস্থা ভালই। ওর মন খুব বিভ্রান্ত। আজ সকালে একটা ফোন এসে আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে। ফ্লোরিডার ওই সণ্ডটা, সালামান, ওর সঙ্গে দেখা করবার জন্য জোর করছে।"

"দেখা করতে দিও না।"

"কি করে আটকাব ? আমি আইনের ভয় দেখিয়ে ওকে বাধা দিতে পারি না।"

"ওকে কি টাকা দেবে ?"

"জানি না। হোলি বলছে যে ও কোন টাকা ধারে না। আজকের আগে ও কোন দিন ওই লোকটার ন.ম শোনে নি।"

"তুমি ওকে বিশ্বাস কর?"

ফার্গুসন নিজের অজান্তেই সোজা হয়ে দাঁড়াল। "ওকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।"

"ও অপহরণ সম্বন্ধে কি ব্যাখ্যা দিল?"

"তোমার কথা বলার ভঙ্গী আমার ভাল লাগছে না।"

"সেটা তোমার ইচ্ছা। বল কি বলল।"

"ক্লাব ছা ড়ার পর থেকে ওর কিছু মনে নেই।"

"ও সব বস্তা পচা চালাকি করলে চলবে না। গেইনস্ যখন টাকা নিতে এসেছিল তুমি ওকে গাড়িতে দেখেছিলে।"

"আমার ভুল হয়েছে নিশ্চয় অন্য কেউ গাড়িতে ছিল।"

"মিসেস ফার্গুসন কি তাই বলছে?'

"আমরা ওই ঘটনা নিয়ে কোন আলোচনা করি নি।"

"তোমার কি মনে হয় না যে কবা উচিত? ও নিশ্চয় গেইনস ও নিজের সম্বন্ধে অনেক দরকারী কথা বলতে পারবে।"

ফার্গুসন কাঁপতে শুরু করল, অথচ দিনটা এমন কিছু ঠাণ্ডা নয়। "আমি তোমার কথার তীব্র প্রতিবাদ করছি। তোমাকে কথা ফিরিয়ে নিতে হবে।"

"কোন কথা ফিবিয়ে নিতে হবে?

"তোমার অভিযোগ যে হোলি গেইনস্এর সঙ্গে নোংরাভাবে জড়িত ছিল।"

"তুমিই এ ধারণাব জন্য দাযী।"

"আমার ভুল হয়েছিল, ভীষণ ভুল হযেছিল। আমি ওদের সম্পর্কটা বঝে উঠতে পারি নি—ওটাকে অন্য পবিপ্রেক্ষিতে দেখেছি। এটা একজন বৃদ্ধের ঈর্ষা ছাড়া আব কিছু নয়।"

"আর যে সন্তান ওর পেটে আছে?"

"সন্তান আমার। ওইভাবে কোন সম্পর্ক গেইনসএর সঙ্গে ওর ছিল না। ও ছেলেটাকে সাহায্য করতে চেয়েছিল। আমার স্ত্রী খুব অসামান্যা মহিলা।" ওর চোখে আনন্দের স্বপ্ন। সে স্বপ্ন যে কত বড, তা আমি জানি। এই স্বপ্নের মধ্যে আছে স্ত্রীর প্রতি প্রেম, দ্বিতীয় যৌবনের আশা, ওর দৃঢ বিশ্বাস হয় ওরই ঔরসের সন্তান ওর স্ত্রী প্রসব করবে। বিশেষত শেষ স্বপ্নটার

গভীরতা তো আমারও জানা, নিজেকে দিয়ে জানা। কিন্তু এই স্বপ্নটা ভেঙে ফেলতে হবে, এবং এই নিষ্ঠুর কাজের জন্য আমিই নির্বাচিত হয়েছি।

"তোমার স্ত্রীর আসল নাম হিল্ডা ডোটারী। নামটা কি পরিচিত?"

"একদম নয়।"

"কিছু লোকের কাছে পরিচিত। আমার কাছে এমন সাক্ষী আছে যারা জানে যে গত সাত বছর ধরে হিল্ডা ডোটারী গেইনস্‌এর সঙ্গে জড়িত ছিল, যবে থেকে ওরা হাই স্কুলের মাস্তান ছিল। গেইনস্‌এর আসল নাম হল হেনরী হেইনস্।"

"সাক্ষীরা কারা?"

"ওদের বাবা-মা-অ্যাডিলেড হেইনস, জেমস্ ও কেট্ ডোটারী। কাল রাতে সকলের সঙ্গে মাউণ্টেন গ্রোর্ভে আমার কথা হয়েছিল।"

"ওরা মিথ্যা কথা বলছে।"

"কেউ-না-কেউ নিশ্চয় মিথ্যা কথা বলছে, তবে হলফ করে বলতে পারি আমি বলছি না। আমার মনে কোন সান্দহ নেই যে অপহরণটা একটা ভাঁওতা, এবং তোমার স্ত্রী এতে গেইনস্‌এর সহকারী ছিল। এটাই শেষ দুঃসংবাদ নয়। গত রাত্রে সে আমাকে গুলি করে। খুনের উদ্দেশ্যে আক্রমণ খুব গুরুতর অভিযোগ, এবং এটা নিয়ে লুকোচুরি খেললে চলবে না। তুমি ভেব না যে ওকে বাড়িতে আটকে রেখে ব্যাপারটা ধামা চাপা দেবে। আমি তোমাদের দুজনের কাছ থেকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা চাই—এখনি!"

ফার্গুসন ঘুষি পাকিয়ে আমার দিকে নাড়ল। "তুমিও অন্যদের মত। ভেবেছ আমাকে প্যাঁচে ফেলে টাকা খিঁচে নেবে।"

আমি উঠে বসে আমার সুস্থ হাত দিয়ে ওর ঘুষিটা সরিয়ে দিলাম। "তোমার মাথায় কি টাকা ছাড়া অন্য কোন চিন্তা খেলে না? স্বয়ং রাজা মিডাস্ ভাব নিজেকে। এক পক্ষে তুমি তাই, ফার্গুসন। যদি তোমার টাকা না থাকত কোন বুদ্ধিমান লোক তোমার একশ' গজের মধ্যে যেত না। তুমি হচ্ছ একজন চলমান বিপদ। নির্বোধ বিপদ। নির্বোধ, অজ্ঞ বিপদ। তোমার নৈতিক নির্বুদ্ধিতা এত বেশি, যে তুমি বোঝ না তোমার কোথায় এবং কিসে ক্ষতি হচ্ছে।"

আমার কথা শেলের মত ওর বুকে বাজল। ও বিছানার পাশ থেকে সরে

দরজার পাশে ঘরের কোণে রাখা একটা চেয়ারে বসে সে আঘাত সামলাতে লাগল।

একটু পরে আবার মুখ খুলল। "তুমি টাকা সম্বন্ধে ঠিক বলেছ—টাকাব ভূমিকা সম্বন্ধে। আমার জীবনে একটা অভিশাপ হয়ে উঠেছে। আমার বাবা গরিব থেকেই মারা যান, কিন্তু মানুষ হিসাবে আমি ওঁর মত কোনদিন হতে পারব না।"

আমি ওকে ওর বাবার সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করলাম। প্রথমত আমার কৌতূহল মেটাতে, দ্বিতীয়ত ওর মনের অভ্যন্তরে ঢুকতে। আমি বুঝলাম, ও যে দুজন অপরাধীর হাতে নিগৃহীত হয়েছে, সে দৈবকৃত ঘটনা নয়। ও এমনই লোক, যার স্বভাব, যার জীবন ওকে একটি অপরাধেব শিকার হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট করেছে। ওব বাবা শতাব্দীর আবম্ভে স্কটল্যাণ্ড থেকে আসে। ভেড়া চরাত। ওয়াল্ড গুস্ লেকের কাছে বসতি গড়ে তোলে। স্কটস্ গ্রেনেডিয়ারসদের সঙ্গে সমুদ্র পারে যুদ্ধ করতে গিয়ে ভিমি রিজের যুদ্ধে প্রাণ হারায়।

"আমিও ওর মত হবাব চেষ্টা করেছিলাম। যদিও বযস কম ছিল আমি ১৯১৮ সালে যুদ্ধে যোগ দিই। কিন্তু আমার যাওয়া হয় নি। র‍্যাঞ্চ চালাতে মা র আমার সাহায্য দরকাব ছিল। দশ বছর খুব কষ্ট করতে হয়েছিল। তাব-পর আমাদের জমিতে তেল আব গ্যাস পাওয়া গেল।

"ভেব না যে প্রথম থেকেই রাজা হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু টাকা যথেষ্ট এসেছিল, যাতে আমি কলেজে পডতে পারি। কলেজ শেষ হতে-হতে অফুরন্ত টাকা আসতে লাগল। মা বলল, ব্যবসা চালাতে শেখাব জন্যে আমার পডাশুনা কবা দরকার।

"প্রায় আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মা আমাকে হার্ভার্ড বিজনেজ স্কুলে পাঠায়। আমি কলেজে ভালো করি নি। একে তো মা'র জন্য চিন্তা, তাব উপরে আবার আমি ওই মেয়েটির সঙ্গে জড়িয়ে পডলাম—যার কথা তোমাকে আগে বলেছি, যাকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছিলাম।

"স্বীকার করাও কঠিন। আমি এখনও নিজের সঙ্গে মুখোমুখি বসে গল্পটা বলতে পাবি না। আমি এর আগে কোনদিন যুক্তরাষ্ট্রে আসি নি। এখানকার জীবনযাত্রা আমার কাছে অবাস্তব লেগেছিল, যেন মঙ্গলগ্রহে আছি। আমার মন পড়ে ছিল অ্যালবার্টায়, যেখানে আমার মা তিলে-তিলে মরছিল এবং

নার্সকে দিয়ে আমাকে লম্বা-লম্বা চিঠি লেখাচ্ছিল। আমি যেন ভাল হয়ে চলি।

"খুব খারাপ হয়ে যাই। বয়স তখন প্রায় ত্রিশ, নারীর দেহসঙ্গ কোনদিন পাই নি। বুঝেছিলাম, মেয়েটিকে চাইলেই পাব। আমার এত টাকা! ও এত গরিব! দক্ষিণ বস্টনের কোন বাজে পাড়ায় ঘিঞ্জি ফ্ল্যাটে থাকত।"

"মেয়েটির সঙ্গে কি করে দেখা হল?"

"ফিলেনে নামে এক দোকানে সেলস্‌গার্ল ছিল। আমি একবার মা'র জন্য একটা উপহার কিনতে গিয়েছিলাম। ও খুব সহায়তা করেছিল, এবং সেই থেকে ব্যাপারটা শুরু হল। এক সপ্তাহ লাগল চুমু খাওয়ার সাহস সঞ্চয় করতে, এবং সেই রাতেই স্কোলে স্কোয়ারের এক হোটেলে নিয়ে গেলাম। ও বেশ্যা নয়, আমাকে বিয়ে করতেই চেয়েছিল। যখন হোটেল ঘরে ওর মুখোমুখি দাঁড়ালাম, আমি বঝলাম যে আমি ওকে চাই না, ওর শরীরটা চাই শুধু। জোর করে বিছানায় শুইয়ে দিলাম।"

এ রকম পরিস্থিতিতে আমি আগেও পড়েছি। আইনের লড়াইয়ে, কোন অপরাধের পরিশেষে, পুরোনো অনুভূতির উৎস আলোড়িত হয়। গভীর অতীতের আবরণে অজানা ফাটল ধরে।

"গত এক বছর ধরে খালি ওর কথা মনে হয়"—ফার্গুসন বলল—"হোলির সঙ্গে আবার দেখা হওয়াব পর থেকে ওর চিন্তা কিছুতেই মাথা থেকে যায় না।"

"আবার?"

"না তা বলছি না। বলছি যে হোলি বহুভাবে ওর কথা মনে করিয়ে দেয়। আমার মনে হয়েছিল যে আমি দ্বিতীয় বার সুখী হবার সুযোগ পেলাম। অথচ আমি প্রথম সুযোগ পাওয়ারও যোগ্য ছিলাম না।"

"সেই মেয়েটিকে কি করেছিলে?"

"মা সেই শীতে মারা গেল। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য আমি বাড়ি ফিরলাম। যে-রাতে ও বস্টন স্টেশনে আমাকে বিদায় জানাতে এসেছিল সে-রাতে ওর মুখটা কোন দিন ভুলব না। ও তখন তিন মাসের পোয়াতি, অবিবাহিতা আর তখনও কাজ করে যাচ্ছে—কিন্তু ওর মনে কি আনন্দ! এক ডজন চেরী-স্টোন শামুক খেয়েছিল। বলত যে বাচ্চার উপকার হয়। আমাকে আশ্বাস দিল যে আমার অনুপস্থিতিতে ও ভালই থাকবে। আমি ওকে কথা

দিলাম যে সম্পত্তির মামলাটা মিটে গেলেই আমি ফিরে আসব, আমরা বিয়ে করব। ও আমাকে বিশ্বাস করেছিল।

"হয়ত আমিও নিজেকে বিশ্বাস করেছিলাম। যেদিন মা'কে কবর দেওয়া হল, সেদিন পর্যন্ত তাই ভেবেছিলাম। দিনটা ছিল ফেব্রুয়ারী মাসের একটা ভীষণ ঠাণ্ডার দিন। সাদা সমতল প্রেইরীর মাঝে ছোট, বীভৎস নকল সবুজ চৌকো জমির টুকরো, আর চারিদিকে দিগন্তে দাঁড়িয়ে আছে তেল তোলার রিগ্। আমি বস্টনে ফিরে গিয়ে মেয়েটিকে বিয়ে করার কথা ভাবতে পারছিলাম না। ওর মুখটা মনে পড়লেই আমার মন গভীর বিষাদে ভরে উঠত। তোমাকে আমি গত রাতেই বলেছি, আমি বস্টনের এক উকিলকে দিয়ে ওকে এক হাজার ডলার পাঠিয়ে দিই।"

"তুমি একবার অন্তত নিজে দেখা করতে পারতে।"

"আমাকে আর বল না। গত পঁচিশ বছর ধরে বিবেকের দংশনে মরছি।"

"বাচ্চাটার জন্যে চিন্তা হয় নি?"

"সত্যি কথা বলছি—আমার আসল ভয় ছিল যে মেয়েটি একদিন বাচ্চা কোলে করে আমার দরজায় উপস্থিত হবে। কিংবা আমার বিরুদ্ধে মামলা করবে। আমি ধনী লোক, আর ধনী হয়েই চলেছি। ও বস্টনের বস্তির মেয়ে, ভাল করে ইংরাজি বলেত পারত না, আমার ভয় ছিল যে ও আমার পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে।"

"কিসের পথ?"

প্রশ্নটার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করল না। উত্তর দরকারও ছিল না—প্রশ্নটা কথার কথা মাত্র। খুব দুঃখ হচ্ছিল, তবু ওকে সত্যি কথাটা না বলে উপায় নেই। অবিবেকী কাজের জন্য অনুশোচনার ভার, অজ্ঞাতে ওকে ক্ষয় করে চলেছে।

"তুমি হোলিকে কেন বিয়ে করেছিল?"

"বলেছি কেন, যখন ওকে সিনেমায় দেখলাম, সামনাসামনি দেখলাম, মনে হল ও আমাকে হারানো যৌবন, দ্বিতীয় বসন্ত ফিরিয়ে দিল। আমার কথা-গুলো বোকা প্রেমিকের মত শোনাচ্ছে।"

"আমার মনে হয় তুমি একটা অসম্ভব অবাস্তবকে খুঁজছিলে। সব চেয়ে ভয়ংকর কি জান? কখনো কখনো তাও পাওয়া যায়। তুমি হোলিকে বিয়ে করেছিলে যেহেতু ও তোমাকে পঁচিশ বছর আগের সেই বস্টনের মেয়েটার

কথা মনে করিয়ে দিত। এ সাদৃশ্যের কারণ কি, সে কথা নিজেকে কখনো জিগ্যেস করেছ?"

"তোমার কথা বুঝলাম না।"

"সেই মেয়েটির নাম কি ছিল?"

"মালয়। ক্যাথ্‌লীন মালয়। আমি কেটি বলে ডাকতাম।"

"ওর মা কে, হোলি তা কখনো বলেছে?"

"না"— আস্তে বিছানার পাশে উঠে এল। "ওর মা কে? তুমি বললে যে গতকাল রাতে তার সঙ্গে কথা বলেছ।"

"ভদ্রমহিলা বেশ ভাল, দেখতেও সুন্দর। দেখলে মনে হয় তোমার স্ত্রীকে পঁচিশ বছর পরে ওই রকম লাগবে। ওর নাম কেট্ ডোটারী। কুমারী নাম জানি না, তবে আন্দাজ করতে পারি। ও বস্টন থেকে আসে। বলল হিল্ডা ওর বড় মেয়ে। আরও ইঙ্গিত করল যে হিল্ডা বৈধ সন্তান নয়।"

ফার্গুসন আমার উপর ঝুঁকে আছে, যেন লম্বা দড়ি বাঁধা একজন লোক শূন্য দিয়ে পড়ে যাচ্ছে। তারপর ও যন্ত্রচালিতের মত জানালার দিকে গিয়ে আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল। এতক্ষণে আমার কথার আঘাতটা ও টের পেল।

"আঃ"—গলা বন্ধ হয়ে আসা গোঙানি। ও টলতে-টলতে বাথরুমের দিকে ছুটল। দরজার ওপাশ থেকে বমির আওয়াজ শুরু হল।

আমি উঠে জামাকাপড় পরলাম। অর্ধেক পরা হতে-হতে ফার্গুসন বেরিয়ে এল।

দেখে মনে হল ঝড় বয়ে গেছে ওর ওপর দিয়ে। চোখ ঢুকে গেছে কোটরে, জ্বলছে। ঠোঁট নীল ইস্পাতের ফলা।

"কি করছ।"

"তোমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলা দরকার, আমাকে নিয়ে চল।"

"যদি নিতে হয় নেব। আমি বিচলিত হয়েছিলাম, ক্ষমা কর। আজ আমি আমাতে নেই।"

আমাকে শার্ট আর জ্যাকেট পরতে সাহায্য করল, আমার জুতোর ফিতে বেঁধে দিল। কাতরে বলল,

"তুমি ওকে বলবে না তো?—আমাকে যা বললে?"

"না।"

"ও পাগল হয়ে যাবে।"

হয়ত ইতিমধ্যে পাগল হয়েই গেছে।"

উনত্রিশ

জানালার ধারে লম্বা চেয়ারে বসে আছে মিসেস কার্গুসন—আকাশ এবং সমুদ্র ওর পটভূমিকা। যেন ও কোনো অরণ্যের সম্রাজ্ঞী। একটা বড রুমাল পাগডির মত করে মাথায় বাঁধা। দামী পাথর বসান কাঁটা দিয়ে আটকান। আগুনে পুড়ে যাওয়া চুলগুলো তাতে ঢাকা পডে গেছে। রঙীন চশমায় চোখ ঢাকা। সিল্কের রোব্ দিয়ে শরীরের নিম্নদেশ এবং পা ঢাকা।

"আমি ভাবলাম যে তুমি আর ফিরবে না"—ও বলল—"তোমার বন্ধুটি কে?"

"এর নাম মিস্টার গানারসন, হোলি। যে তোমাকে আগুন থেকে বাঁচিয়েছে।"

"আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে খুব খুশি হলাম, মিস্টার গানাবসন।"

রাজকীয় ভঙ্গীতে সে হাত বাড়িয়ে দিল এবং আমি না ধরা পর্যন্ত হাত বাডিয়েই রইল। হাতটা অবশ, ঠাণ্ডা। মুখটা যতটা দেখা যাচ্ছে চাঁদের মত ফ্যাকাসে। ওর গলা শোনা যায় কিন্তু ঠোঁট নড়ে না। "আমি আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ জানাবার অপেক্ষায় ছিলাম। আমাকে প্রায় জলন্ত অবস্থায় টেনে বার করেছিলেন, তাই না।"

মনে হল এ একটা রঙ্গমঞ্চ। নির্বিকার মুখে ও কোনো ভূমিকার সংলাপ বলে চলেছে। যেন মহডা দিচ্ছে।

যদি আমার শরীর ভাল থাকত, আমিও হয়ত ওব তালে তাল দিতাম। কিন্তু দুর্বলতায় আমার হাঁটু অবশ, মনে ক্রোধ এবং সন্দেহ। "আমাদের আগে দেখা হয়েছে, মিসেস কার্গুসন।"

"তা হয়ত হয়েছে বলতে পারেন। আমার অবশ্য মনে নেই, ড্রাগ্‌সএর জন্য যা অবস্থা হয়েছিল। ওই বেজ·····, বদমাইসরা আমাকে ওষুধ দিয়েছিল।"

"আমাকে আপনি গুলি করলেন সেটা মনে নেই ?"

মহিলাটি চিবুক উঁচু করে ফার্গুসনের দিকে তাকাল, ভঙ্গীটা অপূর্ব ?

"উনি কি বলছেন, আইয়ান ?"

"মিস্টার গানারসন বলছেন যে, গত রাত্রে তুমি ওকে গুলি করেছ"—ফার্গুসন ওর স্ত্রীর দিকে ফোটোগ্রাফারের মত তাকিয়ে আছে, ওর মনের ক্যামেরা বিচারবুদ্ধির শাটার নিয়ে তৈরি, "ওকে গুলি করা হয়েছে। তাতে কোন সন্দেহ নেই।"

"আমি ওঁকে গুলি করি নি। যে লোক আমাকে সাহায্য করতে যাচ্ছে তাকে কেন গুলি করব ?"

"সেই প্রশ্নটাই আপনাকে করতে চাই। আরো প্রশ্ন আছে।"

"আরো ? ওই ধরনের প্রশ্ন করলে আমার স্বামীকে বলব আপনাকে বের করে দিতে।"

ফার্গুসন মাথা নেড়ে মহিলাকে সাবধান করল। আমি বললাম—"কেন গুলি করেছিলেন ? আপনি ভাল করেই জানেন আপনিই করেছিলেন।"

"আমি মোটেও তা জানি না। আমার ওপর অমন করে ঝুঁকে দাঁড়াবেন না। আমার ভাল লাগে না"—ওর গলা উত্তেজিত।

ফার্গুসন আমাকে একটু দূরে একটা চেয়ার দিল। "বস। দাঁড়িয়ে থাকার কোন প্রয়োজন নেই।"

আমি বসতে গিয়ে দেখলাম যে আমার পিছনে ডক্টর ট্রেঞ্চ দরজার ঠিক ভিতরে দাঁড়িয়ে। মহিলাটি তার স্বামীর কাছে আবেদন জানাল, "ফার্গি, ওঁকে বল উনি ভুল করছেন। তুমি জানো আমি এ ভুল কাজ করি নি, আমি অজ্ঞান অবস্থায় ছিলাম। নিশ্চয় অন্য কেউ করেছে। ওঁর বিশ্বাস না হলে বলতে হবে উনিও পাগল।"

"আর কে ছিল, মিসেস ফার্গুসন ?"

"আমি সত্যি বলছি আমি জানি না। জানি না আর কে ছিল। আমাকে ওষুধ দিয়ে রেখেছিল। দুদিন কোন জ্ঞান ছিল না। আমার কথা বিশ্বাস না হয় ডক্টর ট্রেঞ্চকে জিজ্ঞাসা করুন।" আমার পাশ কাটিয়ে দেখবার জন্য ঘাড় বেঁকাল।

ডাক্তার দাঁড়িয়ে চশমা সাফ করছে। "এখনি কোন সিদ্ধান্ত করা ঠিক নয়।

এখন ব্যাপারটা থাক না, গানারসন? মিসেস ফার্গুসন দুদিন খুব কষ্ট পেয়েছেন।"

তৃতীয় দিনে আরো কষ্ট পেতে বাকি ছিল মহিলার। গাড়ি ঢোকার শব্দ শুনে ভাবলাম উইল্‌স এসেছে। ফার্গুসনের সঙ্গে আমিও দরজা খুলতে গেলাম। দরজায় দাঁড়িয়ে সালামান।

"আমি নিজে ওই ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলতে চাই"—ও বলল।

"যা বলার, আমাকে বল। আমার স্ত্রী অসুস্থ।"

"আরো অসুস্থ হবে যদি আমার টাকা না পাই।" ফার্গুসন ক্লান্ত গলায় জবাব দিল। "আমি দেব। ব্যাঙ্ক অব্ মণ্ট্রিয়লের উপর চেক্ দেব।"

"ফার্গি, দিও না"—মহিলাটি আমাদের পিছনে-পিছনে হলওয়েতে এসেছে। আমার পাশ কাটিয়ে ফার্গুসনের হাতে ভর করে দাঁড়াল। "এই লোকটা জানে আমরা বিপদে পড়েছি, তাই তোমার কাছ থেকে টাকা খিঁচে নেওয়ার চেষ্টা করছে। আমি ওর কাছে কিংবা কারুর কাছে পয়ষট্টি হাজার ডলার কেন, পয়ষট্টি সেণ্টও ধারি না।"

"মিথ্যা কথা"—সালামান বলল—"ও ভাবছে যে আমার টাকা জুয়া খেলে ওড়াবে তার মিথ্যা বলে পার পাবে।"

"আমি জীবনে জুয়া খেলি নি। এমনকি স্লট্ মেশিনেও এক ডলার চালি নি।"

"আর কোনদিন মিয়ামিতেও যাও নি।"

"ঠিক—কোনদিন যাই নি।"

"মিথ্যুক! গত গ্রীষ্মে দু'মাস আমার বিছানায় শুয়েছ তুমি। ভালই লেগেছিল তোমার। এখন ভুলতে চাইছ, বুড়োকে বিয়ে করেছ বলে। আমি বলছি ভোলা অত সোজা নয়।"

"গত গ্রীষ্মের কোন দু'মাস?"—আমি প্রশ্ন করলাম।

"জুলাই আর অগাস্টের বেশির ভাগ। আমি বলতে চাই নি, মেয়েটি আমাকে বাধ্য করল।"

"অগাস্টের পুরো মাসটা আমি ক্যানাডায় ছিলাম।"

"সত্যি তাই"—ফার্গুসন বলল—"আমি সাক্ষী আছি।"

"ও বললে হবে না। আমি জোর খাটাতে চাই না—কিন্তু বড়লোকদের

কাছ থেকে টাকা যোগাড় করা এত কঠিন কেন”—সালামানের গলা চড়ায় উঠল। ওর হাত গ্যাবার্ডিন স্যুটের ভিতরে গেল যেন কোন ব্যথা অনুভব করছে। হাতটা বেরিয়ে এল, হাতে অটোম্যাটিক পিস্তল।

“চেক্ বই বার কর, বাপধন। আর আমার কথা শোন, চেকটা আটকাবার চেষ্টা কর না।”

“কি ব্যাপার বুঝতে পারছি না ”—মহিলাটি বলল—“যে টাকা ধারি না তার এক পয়সাও দেব না।”

সালামান ওর দিকে ঝুঁকল। “তোমার নাম হোলি মে ?”

“হ্যাঁ, তাই। তোমার কোন অধিকার · ···।”

“তুমি চিত্রতারকা ?”

“ছিলাম এক কালে।”

“আমাকে মনে পড়ে ? রোমশ পা-ওয়ালা প্রেমিক সালামান ?”

“তোমাকে জন্মেও দেখি নি আর দশ ফুট লম্বা লাঠি দিয়েও তোমাকে ছোঁব না।”

“শুনলাম। এক কালে অন্য রকম বলতে।”

ফার্গুসন ওর স্ত্রীর দিকে তিক্ত সন্দেহ নিয়ে তাকাল। ওর স্ত্রী সে চাউনির জবাব দিল।

“আমাকে অন্যের সঙ্গে গোলমাল করছে। ক্যানাডা যাওয়ার আগে গত বছর এ রকম আরেকটা কেস্ হয়েছিল। পাম্ স্প্রিংএর একটা দোকান আমাকে কয়েকটা বিল পাঠিয়েছিল, অথচ আমি সারা শীতকাল াম্ স্প্রিংএ যাই নি।”

“আঃ, বাদ দাও”—সালামান হঠাৎ হাত বাড়িয়ে মহিলাটির চশমা খুলে দিল।

“খবরদার ছোঁবে না আমাকে।”

“আরে ! আলোয় এস। আমি তোমাকে দেখতে চাই।”

সালামান ওর কব্জি ধরে আস্তে টানল, হোলি মে'কে রৌদ্রে টেনে নিয়ে গেল।

“আমার স্ত্রীকে ছেড়ে দাও”—ফার্গুসন চেঁচিয়ে উঠল—“তোমার ঘাড় ভেঙে ফেলব।”

ফার্গুসন এগিয়ে গেল। আমি ধরে রাখতে চেষ্টা করলাম। এখন পেটে বুলেট ঢুকলে ওর বিপদের ভরা পূর্ণ হবে। আমার এক হাত দিয়ে ধরে রাখতে পারলাম না। ও জোর করে আমার হাত ছাড়িয়ে ফেলল।

মহিলাটি ওর শরীর দুজনের মাঝে সরিয়ে আনল। এক টানে কব্জি ছাড়িয়ে সালামানের হাত থেকে চশমাটা ছিনিয়ে নিল। সালামানেব চোখ ওর মুখের উপর নিবদ্ধ।

তারপরে ও আমাদের দিকে ফিরল। চোখের সঙ্গে পিস্তলের নলও ঘুরল।

"কি চালাকি হচ্ছে শুনি? এ হোলি যে নয়? আসল জন কোথায়?"

"কি করে জানব? আমার মত দেখতে হাজার-হাজার মেয়ে আছে। ডাকে ছবি পাঠাত আমার কাছে"—মহিলাটি এবার বন্য উল্লাসে হেসে উঠল—"কোন মেয়ে তোমাকে ভাল ঠকিয়েছে। এবার ওয়ালেট চুরি হওয়ার আগে বেরোও। আর কারুর চোট লাগার আগে পিস্তলটা রেখে দাও।"

"কথাটা মন্দ নয়"—আমার কনুইএর কাছ থেকে ট্রেঞ্চ বলল। সালামানের দিকে এগিয়ে গেল, হাতে দু-নলা বন্দুক—"খেলনা পিস্তলটা সরিয়ে ফেল আর পালাও। আমি স্কীট্ স্যুটিং করি, আমার বন্দুকে গুলি ভবা। এবার ভাগ।"

সালামান ভাগল।

আমি ওর গাড়ির নম্বর টুকে পুলিসে ফোন করে দিলাম। ওর নামে যদি পূর্ব অপরাধের কোন রেকর্ড থেকে থাকে, এবং মনে হয়—নিশ্চয় আছে, তা হলে গোপনে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগে ওকে কিছুদিন শ্রীঘর বাস করানো যাবে। এই ভাল কাজটা সেরে আমি উইল্সকে চাইলাম।

উইল্স পাহাড়ের সেই বাড়িতে গেছে। ডেস্ক সার্জেন্ট বলল যে, প্রয়োজন হলে সে রেডিওতে খবর পাঠিয়ে দেবে, ও যেন ফার্গুসনের বাড়িতে যায়। আমি বললাম যে জরুরী প্রয়োজন আছে। আমি সামনের ঘরে ফিরে গেলাম। হলে ট্রেঞ্চের সঙ্গে দেখা হতে ওকে কিছুক্ষণের জন্য অনুপস্থিত থাকতে বললাম।

চাঁদের মত নৌকার পতাকাগুলি বেলুনের মত হাওয়ায় উড়ে পাড়ের দিকে চলেছে। মহিলাটির চেয়ারের পাশে ফার্গুসন টুলে বসে ওর হাত ধরে আছে। কিংবা হয়ত মহিলাই ওর হাত ধরে আছে।

"আপনার চশমা একবার খুলুন, মিসেস ফার্গুসন, যদি কিছু মনে না করেন।"

সে একটু আপত্তিজনকভাবে মুখ বেঁকাল। "চশমা ছাড়া যা দেখাচ্ছে। এই কালশিটে পড়া চোখ দেখাতে ইচ্ছা করছে না।"

তাও ও চশমা খুলল। কালশিটেটা পুরোনো, ধারে-ধারে সবুজ ও হলুদ হয়ে গেছে। গত পনর ঘণ্টার মধ্যে কোন আঘাতের ফলে হয়-নি। তাছাড়া কালশিটেটা ভুল দিকে। গেইনস্ ডান হাতে সেই মেয়েটার মুখের বাঁদিকে রিভলভার দিয়ে মেরেছিল।

ওর সঙ্গে অন্য মেয়েটির অন্যান্য সূক্ষ্ম পার্থক্যও আছে। অন্য মেয়েটির মুখে জমাট ভাব ছিল, রূপার মুখোশের মত কঠিন, চোখদুটো ছিল বো-টর্চের আগুনে গর্ত করা। আমার সামনের মুখটা জখম হওয়া সত্ত্বেও অনেক প্রাণ-বন্ত, ভাববহুল। চোখে এবং মুখে হাসি আছে।

"আপনার আমাকে মনে থাকবে।"

"বহু কারণে। কেউ আপনাকে নকল করছে?"

"তাই মনে হচ্ছে?"

"আপনি বলছেন যে এর আগেও এমন ঘটনা হয়েছে?"

"অন্ততঃ একবার, আরো বেশি হতে পারে। অনেক ব্যাপারের ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে।"

"আপনার কোন ধারণা আছে কে এরকম করছে?"

"পাম্ স্প্রিংএর ব্যাপারে কে জড়িত ছিল তা ভাল করেই জানি। মাইক স্পীয়ার ডিটেক্টিভ লাগিয়ে বার করেছিল।"

"কে? আপনার মা?"

"পাগল! মা সতী-সাবিত্রী নয়, তবুও আমার এতটা ক্ষতি করবে না।"

"আপনার কোন বোন?"

"বেশ বুদ্ধি আছে তো"—সে ফার্গুসনের দিকে ফিরল—"এই লোকটি বেশ চালাক।"

"কোন্ জন—রিনী না জুন?"

ও হেসে উঠল। "এবার বুঝতে পারছি! আমি কে বলে ভাবছেন?"

"আমি জানি আপনি হিল্ডা।"

"ভাবছেন জানেন, কিন্তু জানেন না। আমিই জুন। হিল্ডাই আমার হলিউডের নাম ভাঁড়িয়ে পাম্ স্প্রিংএ বিল তুলেছিল। আমার তখনই কিছু করা উচিত ছিল, কিন্তু কে আর নিজের বোনের পিছনে পুলিস লাগাতে চায়। সেই জন্য ওই গুণ্ডাটাকেও বললাম না।

"ওকে বেশি দোষ দিই না"—নরম স্বরে আরো বলতে লাগল—"ও সব সময় বড় হতে চেয়েছিল, অভিনেত্রী হতে চেয়েছিল। সত্যি কথা বলতে ওকে দেখেই আমারও এ ঝোঁকটা চাপে। আমাকে পর্দায় দেখে ও নিশ্চয় পাগল হয়ে উঠেছিল। যখন দেখল যে তারই ছোট বোন জুন অভিনেত্রী।"

"ওর সম্বন্ধে আপনি বেশ উদার, ক্ষমাশীল।"

"উদার আমি হতে পারি, আমি কৃতী হয়েছি। এবং তারপর দেখলাম কৃতিত্ব চাই না। শুধু ফার্গিকে চাই। ভগবানের দয়ায় তাই পেয়েছি।"

ওর হাসিটা ঠিক ওর মা'র মত। হাসি মুখেও ফার্গুসনের দিকে ফিরল। ফার্গুসন হাসতে চেষ্টা করল। ওর মুখ বিকৃত হল শুধু। ওর নিজের অন্তরের মলিনতা ওর শরীর দিয়ে ঘামের মত বেরিয়ে যাচ্ছে।

"হিল্ডা আপনার বড বোন?"

"হ্যাঁ, ওই বড়, আমি মেজ। অবশ্য ও আমার সৎ বোন।"

"ঠিক জানেন?"

"জানার কথা"—ওর হাসি মিলিয়ে গেল—

"আমার পরিবারে কিছু গোপন থাকত না। ডোটারী পবিবাবে কিছুই গোপন থাকত না—আমার বাবাই দায়ী। যখন ছোট ছিলাম, এই কথাটাই দিনে তিনবার শুনেছি, খেতে বসলেই বাবা ওই কথা তুলত—যে হিল্ডা ওর মেয়ে নয়, কারুর মেয়ে নয়। বুঝতেই পারছেন আমাদের, বিশেষ করে হিল্ডার, কেমন লাগত।"

"ওর একজন বাবা নিশ্চয় ছিল।"

"ও ছিল আমার মা'র মেয়ে। ওর বাবার সঙ্গে মা'র পরিচয় বস্টনে। সেটা মা'র বিয়ে হওয়ার আগে। পাজিটা মা'কে ফেলে পালিয়ে যায়। মা'কে এক হাজার ডলার পাঠিয়েছিল, সেই টাকা দিয়ে ডোটারী গাড়ি কিনে ক্যালি-ফোনিয়ায় আসে। আমি এইটুকুই জানি।"

এইটুকুই যথেষ্ট। আহত লোকের মত ফার্গুসন দাঁতে দাঁত চেপে বসে আছে।

উইল্‌স আসতে হোলি তাকেও গল্পটা বলল। আমি বসে শুধু নজর রাখলাম, যাতে অবান্তর ও সাক্ষ্যহীন কথা না বলা হয়। আমি ফার্গুসনের উকিল এবং হিল্ডা ওর কন্যা।

উইল্‌স চেয়ারে এলিয়ে পড়ে শুনে গেল, কোন তর্ক করল না। খুব ক্লান্ত লাগছিল ওকে। ডান চিবুকে ঝুলের কাল দাগ। হোলির কথা শেষ হতে একবার মাথা নাড়ল। মাথা থেকে ছাই-এর রাশ ঝরে পড়ল, সূর্যের আলোকে কণাগুলো ভাসতে লাগল।

"আজ সকালে সব খুলে বললে ভাল হত। মিসেস ফার্গুসন। এসব ব্যাপারে সময় জিনিসটা খুব জরুরী। সকাল থেকে আপনার বোন এতক্ষণে কতদূর চলে গেছে কে জানে। তাছাড়া আমরা আবার ঘোষণা করেছি যে গেইনস্ একাই চলছে-ফিরছে।"

"আমি তো সকালে জানতাম না যে হিল্ডা এ ব্যাপারে জড়িত আছে।"

"তা কি করে হয়, মিসেস ফার্গুসন? ওই তো টেলিফোন করে আপনাকে ভুলিয়ে ফুটহিল ক্লাবের বাইরে নিয়ে যায়, যেখানে আপনাকে অপহরণ করা হয়।"

"এখন তাই বুঝছি। তখন বুঝি নি। সে দিন রাত্রে হিল্ডা যখন ফোন করে তখন ও বলে, যে ও আমার ছোট বোন, রিনী। বলে যে ও তখনই সান-ফ্রান্সিস্কো থেকে এসেছে, এবং বাস স্টপে অপেক্ষা করছে। বলে যে ও খুব বিপদে পড়েছে এবং ওর সাহায্য দরকার। আমি ওর কথা বিশ্বাস করেছিলাম।"

"বিপদে পড়েছে ঠিকই"—উইল্‌স বিড়বিড় করে বলল।

"ওকে বেশি শাস্তি দেবেন না তো? হিল্ডার খুব দোষ নেই এবং গেইনস্ ওকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাত।"

উইল্‌স প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল। "ওই আরেকটা ব্যাপার আমি বুঝতে পারছি না। আপনি জানতেন গেইনস্ ছোটবেলা থেকে কেমন চরিত্র। আপনি জানতেন ও ছদ্মনাম ব্যবহার করছে। তবুও গত কয়েক মাস ধরে আপনি ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। কিছু মনে করবেন না, কিন্তু আপনি নিশ্চয় জানতেন যে আপনি বিপদ ডেকে আনছেন?"

মহিলাটি ওর স্বামীর দিকে অপরাধীর মত তাকাল। "আমি সত্যি খুব বোকামি করেছি। ও আমাকে বলেছিল যে ও পালটে গেছে এবং সৎ উপায়ে

রোজগার করার চেষ্টা করছে। আমি জানি সৌভাগ্য কি, তাই আমি ওকে বিশ্বাস করেছিলাম”—ও এবার বিষয় পালটাল—

“বলুন না ওকে আর হিল্ডাকে কি করবেন।”

“আগে খুঁজে বার করি। তারপর ব্যাপারটা আমার হাতের বাইরে।”

“হিল্ডাকে কি অনেক দিন জেল খাটতে হবে?”

“তাই যদি হয়, তাহলে ও ভাগ্যবান। কথা লুকিয়ে লাভ নেই। মিসেস ফার্গুসন। এটা একাধিক খুনেব কেস। পূর্বকল্পিত খুনের কি সাজা হয়, আপনি জানেন।”

“কিন্তু হিল্ডা কাউকে মারে নি।”

“খুনের দায়ে পড়তে হলে নিজে খুন করতে হয় না। রোনাল্ড স্পাইস্ বলেছে যে হিল্ডাই ওদের ফোনে বলেছিল সেকুণ্ডিনা ডোনাটোকে মারতে। যদি ও বা স্পাইস মিথ্যা বলে থাকে, তবু ও অন্য একটা খুনে জড়িয়ে পড়েছে, যেটার বিষয়ে আমরা জানতাম না। আগুন লাগার জায়গায় আমরা একটা লাশ খুঁজে পেয়েছি। লাশটাব বেশি কিছু বাকি নেই··· ।”

হোলি চিৎকাব কবে মাথা ঘুরিয়ে নিল। ডক্টর ট্রেঞ্চ ঘরে ঢুকে আলোচনা বন্ধ করে দিল। আমি আর উইল্স ঘর থেকে বেবিয়ে এলাম। আমাদের পিছনে একটি নাবীকণ্ঠ কাঁদছে। আমি উইল্স-এব গাড়িতে ওব পাশে বসলাম।

“লাশটা কাব, লেফটেনাণ্ট?”

“লাশও বলা যায় না—খুলির কয়েকটা টুকরো, কয়েকটা দাঁত, কয়েকটা পোড়া হাড। আমি আশা করছিলাম তুমি আমাকে বলতে পারবে ওগুলো কার। তুমি, গেইন্স ও হিল্ডা ছাড়া আর কে ছিল ওখানে?”

“কাউকে দেখি নি। লাশটা পুরুষের না মহিলার?”

“ঠিক বলতে পারছি না। সিমিয়ন হয়ত পারবে কিন্তু ও এখনও ওগুলো দেখে নি। পুরুষের দাঁত বলে মনে হল আমার। কিছু বলতে পার?”

“গেইন্স-এর লাশ না হলে কিছু বলার নেই।”

“মনে হয় না। আমার মনে হয় ও আর মেয়েটা তোমার গাড়ি করে ভেগেছে। মাউণ্টেন গ্রোভ পুলিস তোমার গাড়িটা ওর মা’র বাড়ির সামনে

থেকে পায়। ওর মা'র গ্যারাজে ওর নিজের গাড়িটা ছিল। মেঝেতে নতুন তেলের দাগ। ওর মা'র তো কোন গাড়ি নেই।"

"মিসেস হেইনস কি ওদের সঙ্গে গেছে?"

"না। গ্রোভ পুলিস ওকে জেরা করার জন্য নিয়ে আসে কিন্তু ও বলছে যে ও কিছু জানে না। ও বলেছে যে ওর মাথা ধরাতে ও ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। পুলিস এসে ওকে জাগায়। ওখানের চিফ্ বলল যে ও বহু বছর যাবৎ পাগল। তবে নিরীহ পাগল। যবে থেকে ওর ছেলে ঝামেলায় পড়ে! কেন যে লোকে ঝামেলা এড়িয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করে না।"

"তোমার তাহলে চাকরি চলে যাবে।"

"খুশি হব। ও হ্যাঁ—ডকটর রুট বলল যে বুলেটটা তোমাকে দিয়েছে। ওট [illegible] হয় নি কেননা ওটা পুলিসী প্রমাণ-নিদর্শন।"

"ওকে বল।"

"বলেছি। তোমার কাছে ওটা আছে বিল?"

"হাসপাতালে আমার ঘরে আছে। ওখানে আমাকে পৌঁছে দেবে। ভেবেছিলাম তোমাকে পৌঁছে দিতে বলব।"

"ঠিক আছে। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে হাসপাতালে যাওয়া দরকার। তোমাকে মারমুখো ভগবানের মত দেখাচ্ছে।"

আমি ওর কথা স্বীকার করলাম। ফার্গুসনের বস্টন [illegible] ভেঞ্চার শোনার পর সেই যে বিছানা ছেড়েছি, এতক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছি শুধু মনের জোরে। আমি সীটে মাথা রেখে বাকি রাস্তাটা ঘুমোলাম।

হাসপাতালে পৌঁছে আমি ড্রয়ার খুলে বাড়ির বাক্সটা বার করে দিলাম। ও টুকরোগুলো হাতে নিয়ে বলল—"ভেঙে গেছে। কোন কাজে লাগবে না।"

"ওগুলো নিয়ে কি করবে?"

"রেখে দেব, যদি বন্দুকটা হাতে আসে। তোমাকে কে গুলি করেছিল। গেইন্‌স না মেয়েটা?"

"মেয়েটা।"

"তারপর অজ্ঞান বোনকে টেনে বার করে তার সঙ্গে পোশাক পালটায়।"

"তাই হবে।"

"আমি সেই আন্দাজই করেছিলাম। তুমি ভাবলে তুমি মিসেস ফার্গুসনকে বাঁচাচ্ছ। যাকে বাঁচাচ্ছিলে সে একজন নির্মম খুনী। যে খুলিটা আমরা পেয়েছি তাতে একটা গর্ত আছে, মনে হয় বুলেটের গর্ত। ঠিক কপালের মাঝে। তিনজনকে মরবার জন্য রেখে গেল—তুমি, ওর বোন, আর একজন। হয়তো আগেই মারা গিয়েছিল লোকটা। সে কে, বিল ?

আমি হিল্ডার দ্বিতীয় গুলিটার কথা ভাবলাম, ঠিক আমি অজ্ঞান হওয়ার আগে যেটা মেরেছিল। আমি ভেবেছিলাম আমাকেই মারা হয়েছিল।

"কোন তৃতীয় লোক ছিল না, অবশ্য চোখের আড়ালে থাকতে পারে, হয়ত অজ্ঞান বোনের সঙ্গে ছিল। হয়ত কোনো পুরোনো খুনের লাশ পেয়েছে।"

"তাও সম্ভব।"

উইল্‌স চলে গেল। আমি কম্পিত হাতে জামা-কাপড় খুললাম। মুখ্য নার্স আমার বিছানা করে আমাকে গালাগাল করল। ডকটর রুট এসে গালাগাল করল। স্যালি হুইলচেয়ারে এসে গালাগাল করল।

অল্প! সঙ্গে বাচ্চাটা ছিল। অজ্ঞান হবার আগে আমি প্রার্থনা জানালাম, ভাগ্য যেন অনেকের চেয়ে আমার অনামা মেয়ের প্রতি প্রসন্ন হয়।

ত্রিশ

ফার্গুসন ডিটেকটিভ নিয়োগ করল। বে-আইনীভাবে অপরাধী পলাতক, এই অছিলায় এফ. বি আই মামলাটায় ঢুকল। দুদিনের মধ্যে বিভিন্ন অনুসন্ধানকারীরা খবর দিল যে জুটিটি কোনো বর্ডার ক্রস করে নি, কোনো প্লেনে চড়ে নি এবং বিভিন্ন শহরের রাস্তায় তাদের দেখা যায় নি। শহবেব নামেব তালিকাও লম্বা।

তৃতীয় দিনের বিকালে ডকটর রুট আমাকে হাসপাতাল থেকে ছাড়ল। অফিসের ডাকের সঙ্গে ফার্গুসনের কাছ থেকে দু'হাজার ডলারের একটা চেক এসেছিল, সেই দিয়ে একটা বাড়ি কেনার জন্য প্রথম কিস্তি দিলাম।

সেই বিকালেই মিসেস ওয়াইন স্টাইনকে দিয়ে বেভার্লি হিলস্‌-এর মাইকেল স্পীয়ারকে ফোন করলাম। স্পীয়ার সারাদিন অফিসে আসে নি। ওর সেক্রেটারী খুব অনিচ্ছায় ওর ব্যক্তিগত ফোনের নম্বরটা দিল। সেখানে সন্ধ্যা সাতটায় ওকে পেলাম।

ও ফোনে চেঁচিয়ে উঠল।

"ফোন করে ভাল করেছ, বিল, কাগজে তোমার অ্যাডভেঞ্চার পড়ছিলাম। প্লাণ্ডার গল্পে পার্ল হোয়াইট-এরও এত অ্যাডভেঞ্চার হয় নি।"

"ধন্যবাদ, তোমার সঙ্গে খুব জলদি কথা বলা দরকার। আজ রাতেই।"

"বল।"

"সামনাসামনি।"

"কি ব্যাপারে?"

"আমার অ্যাডভেঞ্চারের কিছু অংশে তুমিও জড়িত আছো।"

"তুমি হোলি আর ওই গেইন্‌স চরিত্রের কথা বলছ? আমার মনে হয় যে আমি হয়ত ভুল করেছিলাম। হয়ত ওরা এত ঘনিষ্ঠ ছিল না। বুঝতেই পারছ।"

"বুঝতে পারছি। সেটা নিয়েই আলোচনা করা দরকার।"

ও এক মিনিট চুপ করে রইল। তারপর বলল—"আসলে আমিও তোমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম। চলে এস, একটা ড্রিঙ্ক খেয়ে যাও।"

"তুমি এস, আমি এখনও গাড়ি চালাচ্ছি না।"

আমি আমার অফিসে আসার রাস্তা বলে দিতে ও বলল যে ' ঘণ্টার মধ্যে পৌছে যাবে। আটটার একটু পরে রাস্তায় একটা রেসিং গাড়ির এঞ্জিন বন্ধ হওয়ার আওয়াজ শুনলাম। কেন জানি মনে হল যে স্পীয়ার এসেছে। জানালা দিয়ে দেখলাম, নিচু, রূপালি রঙের গাড়ি থেকে স্পীয়ার নামল, হেলমেট আর গগলস্‌ খুলল।

সামনের ঘরের জোরালো আলোতে ওকে খুব উদ্বিগ্ন লাগল। দুশ্চিন্তার প্রতিষেধক হিসাবে খুব মদ খেয়েছে, এক ঘণ্টার মধ্যে এত মদ খাওয়া যায় না। আমার অফিসে নিয়ে আসার সময় মুখে মদের গন্ধ পেলাম। খুব সন্তর্পণে চেয়ারে বসল, যেন পকেটে ডিম নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি দরজা বন্ধ করলাম। তার শব্দেই ও লাফিয়ে উঠল।

"তোমাকে কয়েকটা ভুল খবর দিয়েছি, বিল। তুমি বুঝতেই পারছ যে

হোলির জীবিকার উপরে আমার ব্যক্তিগত ভাগ্য নির্ভর করছিল। গত পাঁচ বছর আমার ব্যবসা ভাল চলে নি। তাছাড়া এটা তোমায় মানতেই হবে যে তুমি যা শুনতে চেয়েছিলে সেটা আমি বলেছি।"

"আর মিথ্যা কথা বল না।"

"এই ঘরে কি মাইক্রোফোন লাগানো আছে?"

"না।"

"তুমি সত্যি বলছ কি না কি ভাবে জানব?"

"সেটা চিন্তার বিষয় নয়। ল্যারি গেইন্‌সকে কতটা চিনতে?"

"তুমি নিশ্চয় আশা কর না যে ওই প্রশ্নের জবাব আমি দেব? বহু অপরাধের জন্য ওকে খোঁজা হচ্ছে। যাদেব সঙ্গে ব্যবসা করি তাদের নৈতিকতাব জন্য আমি দায়ী নই।"

"তুমি গেইন্‌সএর সঙ্গে ব্যবসা করেছিলে?" ও নিজেকে সামলাল। "না। ও আমার কাছে এসেছিল, চেয়েছিল যে আমি ওর প্রতিনিধি হই। আমার মনে হয় নি ওর মধ্যে কিছু ছিল। তাছাড়া ওর চেহাবাটাও ভাল লাগে নি। আমি ওর কেসটা ছুঁই নি।"

"আমি অন্য রকম শুনেছি।"

"কার কাছে, বিল?"

"গেইন্‌স তোমাকেই কেন বেছে নিয়েছিল?"

"সে দীর্ঘ কাহিনী, বড় নোংরা। আমি বে-আইনী কিছু করি নি। আমি শুধু আমার মক্কেলকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম।"

"তাহলে গল্পটা চেপে যাওয়াব কোন কারণ নেই। আর প্রথমেই সত্যিটা বলে ফেল। যদি দ্বিতীয়বার বলতে হয় তাহলে সেটা পুলিস স্টেশনে বসে বলতে হবে।"

"যে লোকটা আপনা থেকে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এসেছে, তাব সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করা কি ঠিক?"

"তাহলে সহযোগিতা কর।"

"আমি সহযোগিতা করতেই এখানে এসেছিলাম। তুমি জান না আমি কি বিপদে পড়েছি। গত বসন্তে হোলি কাজ ছেড়ে দেওয়ার আগে এই ব্যাপারটা শুরু হয়। ওর যে ওই বোনটা, যাকে তোমরা খুঁজছ, হোলির নাম করে পাম্

স্প্রিং-এর এক দোকানে অনেক ধার করে। আমি ওকে ধরবার জন্য ডিটেকটিভ লাগাই। খবরের কাগজগুলো জেনে গেলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। বোনটা সেই সময় গেইন্‌স-এর সঙ্গে ঘুরত—গেইন্‌স ওকে ধাপ্পাবাজি শেখায় আর ওরা আমার ডিটেকটিভকে নাকানি-চোবানি খাওয়ায়—সারা দেশ ঘুরতে হয়েছিল লোকটাকে।

"আমি ডিটেকটিভটাকে ওদের পিছনে লাগিয়ে রাখি, কেননা ও যখন ওদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে জানতে পারল তখন দেখা গেল ব্যাপারটা গুরুতর।

"ওদের পিছনে-পিছনে সান আণ্টোনিয়ো গেল। সেখানের এক ডেণ্টিস্ট হিল্ডার দাঁতে হলিউডী কায়দায় ক্যাপ লাগিয়ে দিয়েছিল। ডেণ্টিস্টের কাছে জানা গেল এক প্লাস্টিক সার্জনের কথা। সে পলাতক আসামীদের সাহায্য করে : [illegible] হিল্ডার নাকে প্লাস্টিক সার্জারী করে, এবং আরো কি কি করে হোলির ছবি দেখে। সান আণ্টোনিয়ো থেকে ওরা যায় হাউস্টনে, সেখানে হিল্ডা নিজের জামাকাপড়ের বন্দোবস্ত করে। তারপর আসে মিয়ামি।

"মিয়ামির গাধাগুলো কিন্তু ওকে পাত্তা দেয় নি। হিল্ডা দেখতে হোলির মত—কিন্তু আদব-কায়দা জানত না। তাই ওকে নানা ধান্দা করতে হল। যেমন হোলির নামে জুয়া খেলা। তখন ও সালামান নামে এক বদমাসের হাতে পড়ে—যাকে সেদিন লস অ্যাঞ্জেলেসে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যখন আমার ডিটেকটিভ শেষে হিল্ডাকে ধরতে পারে তখন সে সালামানের সঙ্গিনী হয়ে ধারের টাকার সুদ মেটাচ্ছে। তখনও সে হোলির নাম ব্যবহার করে চলেছে এবং সালামান শহরময় গর্ব করে বেড়াচ্ছে যে সে চিত্রতারকার সঙ্গে শুচ্ছে। আমি অগাস্টের শেষের দিকে মিয়ামি গেলাম এসব বন্ধ করার জন্য।"

"বন্ধ করলে না কেন ?"

"করেছিলাম। অন্ততঃ তাই ভেবেছিলাম। আমি মেয়েটকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিয়েছিলাম যাতে ও নিজের জায়গায় ফিরে যায় আর আমার মক্কেলের মানহানি না করে।"

"অগাস্টের শেষে হোলি তোমার মক্কেল ছিল না।"

"জানি, কিন্তু আশা করছিলাম যে ও ফিরে আসবে। এটাও জানি যে তুমি বলবে যে আমি বোকা। আমার উচিত ছিল গেইন্‌স আর হিল্ডাকে

পুলিসে ধরিয়ে দেওয়া। তাহলে আজ অনেক ঝামেলা থেকে বেঁচে যেতাম। মেয়েদের ব্যাপারে আমি চিবকালই দয়ালু ।"

আমি ওকে বাধা দিয়ে বললাম—

"তারপর কি হল ?"

"কিছু না। নিজেব টাকা দিয়ে ডিটেকটিভকে কি দিলাম, প্লেনে চেপে বাড়ি ফিরে ৮ াাম।"

"তুমি যা বলছ, ও তা বলবে ?"

"নিশ্চয়, যদি ধবতে পার। ছুটি নিয়ে হনলুলু চলে গেছে।"

"নাম কি ?"

"স্মিথ। প্রথম নামটা মনে নেই।"

"আমি উইল্‌স নামে একজন পুলিস ডিটেকটিভকে চিনি। যদি আমিও তোমার কাছ থেকে সত্যি কথা বাব না করতে পারি, ও পারবে।"

"তোমাকে সত্যি কথাই বলছি।"

"আরো বল।"

"পাথর থেকে বক্ত বার কবা যায় না, বিল।"

আমি ফোন তুলে পুলিসেব নম্বব ডায়াল করলাম, উইল্‌সকে চাইলাম। ডেস্ক সার্জেণ্ট বলল হয়ত ওকে বাড়িতে পাওয়া যাবে।

স্পীযার আমাব হাত ধরল। "শোন, পুলিস ডেক না। এ খবর প্রচাব হলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

আমি ফোন বেখে দিলাম।

"ব্যাপাবটা বোঝ বিল। আমি আগে থেকে কি কবে জানব যে ব্যাপাবটা এ বকম হবে? আমি ভেবেছিলাম যে আমি হোলিব স্বার্থ বুঝেই কাজ করেছি। ও টাকাব জন্য একটা বুড়োকে বিযে করেছে। আমাব ধারণা ছিল যে ও কাজ করলে ভাল করত, সত্যি বলতে আমি এটা সঠিক জানি। আমি আমাব মক্কেলদের চিনি। ওরা নিজেদেরও অতটা ভাল চেনে না।"

"তুমি কি কবেছিলে ? মনে হয় আমি জানি, তবুও তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই।"

"বেশি কিছু নয়। গেইন্‌স আর হিল্ডাকে এখানে নিয়ে এলাম, কিছুদিন

বসিয়ে রাখলাম, কি করা যায় ভাবছিলাম। ওদের কি করে ধারণা হল যে হোলির বিয়ে ভেঙে গেলে আমি খুশি হব। হয়ত আমি মদের ঘোরে বকবক কবেছিলাম— ।”

“আমি তোমার কথার আসল মর্মটা বলছি। তুমি গেইন্‌স আর হিল্ডাকে ব্ল্যাকমেল করেছিলে যাতে ওরা হোলিব বিয়ে ভেঙে দেয়।”

“বড কড়া কথা হয়ে গেল বিল!”

“গেইন্‌সকে বলবার প্রয়োজন হয় নি। হোলির মে'র সম্বন্ধে ওর নিজের একটা ধাবণা গড়ে ওঠে। মনে হয় ওব যমজের সঙ্গে ঘুবে ঘুরে মতিভ্রম হয়েছিল। এক রাত্রে বলছিল যে ও হোলিকে ফার্গুসনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজে বিয়ে করবে।”

“ও কি নেশা করত?”

“হেরোইন। পেলে দুইজনেই খেত।”

“বেশ প্ল্যান তোমার। নিজেব প্রাক্তন মক্কেলের পিছনে দুজন নেশাখোরকে লেলিয়ে দেওয়া!”

“প্ল্যানটা ভাল হয় নি, বিল। আমি বুঝতে পাবি নি যে এত কাণ্ড হবে—ওব মুখটা ফাটা বাসনের মত চিড খেয়ে গেল—“দেখ, আমি একটা প্রস্তাব করছি। তুমি আমার ব্যাপারটা ভুলে যাও, আমার নামটা জড়িও না, তার বদলে আমি তোমাকে একটা জবর খবর দেব যেটা তুমি চাও।”

“আমি যা চাই সব পেয়েছি।”

“গেইনস আর মেয়েটাকে ধরতে পার নি।”

“তুমি জান কোথায় আছে?”

“হয়তো জানি।”

“তাহলে বল।”

“আগে চুক্তি কর। এটা যদি এল্‌ এ প্রেসে জানাজানি হয়ে যায়, আমি ম.র যাব। দরজায় দবজায় মোজা বেচে বেড়াতে হবে।’

“বেচেছ নাকি?”

“ইদানীং নয়, তবে আমার কাকা বেচে। তুমি যদি আমার সর্বনাশ কর হয়ত পুরোনো কাজটা ফিরে পাব। আমার কি সর্বনাশ হওয়া উচিত, বিল?”

“আমাকে বিল বলে ডাকবে না।”

"তুমি যা বল। কোনো শর্ত করবে ?"

"ঠিক আছে। আমাকে গেইন্‌স আর মেয়েটার খোঁজ দাও আমি তোমাকে ভুলে যাব।"

"গেইন্‌স এর কথা বলতে পারব না। হিল্ডা বলছে ও পালিয়ে গেছে। তবে ও নিশ্চয় ধরিয়ে দিতে পারবে।"

"ওব সঙ্গে কথা হয়েছে ?"

"হ্যাঁ, হয়েছে। তুমি ভাবছ যে আমি ওকে ব্ল্যাকমেল কবেছি। ওই ববং আমাকে ব্ল্যাকমেল কবেছে।"

"কিসের জন্য ? নাকি প্রশ্ন কবাব প্রযোজন নেই।"

"ও আমাব মানহানি করবে বলে শাসিয়েছে, যদি ওকে টাকা না দিই। মনে হচ্ছে ব্যানসম্‌-এব টাকাটা খবচ করতে ভয় পাচ্ছে। তা না হলে গেইনস বোধহয় সত্যিই পালিয়েছে। গত দু'দিন ধরে অল্প টাকা দিযে ওকে ঠেকিয়ে রেখেছি, আব ধীবে-ধীবে পাগল হযে যাচ্ছি। ও একটা টাইম-বোমাব মত বসে সময় গুণে যাচ্ছে। গত বাত্রে আমাকে গুলি কববে বলে শাসিয়েছে।"

"কোথায় আছে ও ?"

"আমি বলব। আগে কথা দাও, কথা বাখবে ?"

"একবাব বলেছি তো ?"

"মনে হয় তোমাকে বিশ্বাস করতে পাবি। কাউকে বিশ্বাস কবতেই হবে, ওকে ঘাড় থেকে নামানো দবকাব। ও প্যালিসেড্‌স আব মালিবুব মাঝে ১০১ হাইওয়েব একটা কুটিবে আছে"—আমাকে ঠিকানাটা দিল—"হাইওযেব ডানদিকে খয়েবী টালিব বাড়ি, জ্যাকস নামে 'ড্রাইভ-ইন' থেকে কয়েকশো গজ দূরে। আমায় পাঁচ হাজাব ডলার আজ বাতে দেওয়াব কথা।"

"আজ রাতে ক'টায় ?"

"এখুনি। ওখানে এখুনি পৌছবার কথা।"

"আমি যাব তোমাব সঙ্গে।"

"ঠিক আছে। তুমি যা বল, যখন এই মামলাটা চুকেই গেল একটা ছোট ড্রিংক নিয়ে আনন্দ করা যাক।"

"আমি এখানে মদ রাখি না।"

"তুমি যদি কিছু মনে না কর, আমি একটু খেয়ে আসি। আমার ভীষণ দরকার।"

"যাও।"

ও দৌড়ল। আমি ফার্গুসনকে ফোন করলাম।

•

স্পীয়ার আর ফিরে এল না। আমি আর ফার্গুসন রওনা হলাম। ফার্গুসন গাড়ি চালাল, আমি কথা বললাম, বুয়েনাভিস্টা থেকে মালিবু পর্যন্ত সারা রাস্তা ধরে।

নির্জন তীর। সমুদ্রের রঙ লোহাটে। চাঁদটা ছোট্ট। জুমা থেকে আমরা শুনলাম সমুদ্রের প্রলয় গর্জন।

"কি জঘন্য পরিস্থিতি!" ফার্গুসন বলল।

"পঁচিশ বছর ধরে কোনো মানুষকে জঞ্জালের মত ফেলে রাখলে পরিস্থিতি এই রকমই হয়।"

"জ্ঞান দিও না। আমি নিজের সঙ্গে অনেক লড়েছি। তুমি একটা কথাও বলতে পারবে না সেটা আমি নিজেকে নিজে বলি নি।"

"তোমার স্ত্রীকে সব বলেছ?"

"হ্যাঁ। যাই ঘটুক, ও আমার সঙ্গেই থাকবে। এই ঘটনার পর, আমরা আরো কাছে এসেছি। এখন জানি ও আমাকে সত্যি ভালোবাসে।"

"তোমার ভাগ্য ভাল এমন স্ত্রী পেয়েছ।"

"আমি সেটা বুঝি, গানারসন, আমরা তুজনেই আজ অনেক কিছু বুঝি। আমি ভেবেছিলাম অতীতের সবটুকু মুছে ফেলে ছাপ্পান্ন বছর বয়সে নতুন জীবন শুরু করব। হোলি ওর অতীত, ওর পরিবার স—ব মন থেকে মুছে ফেলে জীবন নতুন করে গড়তে চেয়েছিল। কিন্তু চিরদিন, চিরকাল অতীত তাঁর প্রতিশোধ নেয়।

"আবার, সে ক্ষতি পূর্ণও করে দেয় অপ্রত্যাশিতভাবে। কালকে আমরা হোলির মা'কে মাউন্টেন গ্রোভে দেখতে গিয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম যে ও নিশ্চয় সারা জীবন আমাকে ঘৃণা করেছে। কিন্তু তা করে নি। ২২ বছর আগেই আমাকে ক্ষমা করেছে ও।"

"হিল্ডার কোন খোঁজ পেয়েছে?"

"শীগগিরের মধ্যে নয়। কয়েক সপ্তাহ আগে হিল্ডা এসেছিল। 'মা'কে বুঝিয়েছিল যে ও অভিনেত্রী হয়েছে, একজন ধনী লোককে বিয়ে করেছে?" —ইঙ্গিতটা নিজেব বিষয়েই, তাই ও লজ্জা পেল।

"বলতো, ফার্গুসন—হিল্ডা কি জানে যে তুমি ওর বাবা?"

"সঠিক জানি না। কেট ডোটাবী বলল যে ছোট থাকতে হিল্ডাকে আমাব নাম বলেছিল। সম্ভবত ওর মনে নেই।"

"যদি মনে থেকে থাকে,—তাহলে ওব বোনেব বিরুদ্ধে যে-সব অপরাধ কবেছে, তাব একটা ব্যাখ্যা, একটা সূত্র তবু মেলে। আজ তো কোনো সন্দেহই নেই যে হোলিকে পুড়ে মরবার জন্য ফেলে রেখে গিয়েছিল হিল্ডা।"

"জানি। এটাই প্রথম চেষ্টা নয়—। আগেও হোলিকে কয়েকবার আক্রমণ কবেছিল। একবার কসাই-এর ছুবি দিয়ে, একবার ফুটন্ত চবির প্যান নিয়ে। মনে হয় সেই কারণেই হোলি ওর পরিবারের সঙ্গে সব সম্পর্ক ভেঙে ফেলে পালায়। ও স্পেবোভিচ্ নামের এক মোজা-বিক্রেতার সঙ্গে পালিয়ে যায়, তখন ওর বয়স ষোল। হোলিও জীবনে অনেক কষ্ট কবেছে।"

আজ ওর গলায় সহানুভূতি এবং বিষণ্ণ বিষাদ ছাড়া আর কিছু নেই। হিংসা, ক্রোধ, মরিয়া আশা—সব পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। স্থিব ষাট মাইল গতিতে ও গাড়ি চালিয়ে চলেছে। ওর পথের শেষে ওরই অতীত শেষ প্রতিশোধ নেবে বলে প্রতীক্ষা করছে।

"বন্দুকটা এনেছ, ফার্গুসন?"

"এনেছি। যদি গেইন্‌স ওখানে না থাকে, তবে ব্যবহাব করবই না। তবে ওকে কখনও কোনো মায়াদয়া দেখাব না।"

হাইওয়েটা সমুদ্রতীব ছেড়ে অন্ধকার, অনুর্বর পাহাডেব দিকে উঠে গেছে। নির্জন চড়াই পথে ওঠার সময়ে ফার্গুসন গাড়িব গতি কমাল।

"মনে হয় স্পীয়ার সত্যি কথাই বলেছে, হিল্ডা সত্যিই ওখানে আছে তো?"

"আছে ঠিকই! মিছে ধাপ্পা দিয়ে স্পীয়ারের লাভ কি?"

"কি বলব, গানারসন?"

"অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তুমি যাই বল না কেন, পরিস্থিতি খুব একটা পালটাবে না। ওকে বলবে তুমি ওর বাবা, ওকে সাহায্য কবতে চাও।"

"কি ভাবে, তাই বল।"

"ওকে ধরিয়ে দেওয়াই এখন সবচেয়ে বেশি সাহায্য করা।"

"তারপর?"

"যত টাকা পারো খরচ করো। সবচেয়ে বড়-বড় ফৌজদারী উকিল, নামী মনস্তত্ত্ববিদ যোগাড় কর। ওকে ছাড়াতে পারবে না, তবে চূড়ান্ত দণ্ড থেকে বাঁচাতে পারবে। যাদের টাকা আছে, তাদেব কখনও প্রাণদণ্ড হয় না।"

"আবার সেই টাকাব কথা।"

"সে তোমার সৌভাগ্য। এখন নিজের মেয়ের কাজে লাগাতে পারবে।"

"কি জানি। আমার টাকা না থাকলে হিল্ডা জন্মাত না। সে সম্ভাবনার কারণই ঘটত না। কিংবা আমাব চেয়ে অনেক ভালো বাবা হত ওর, বাল্য-কালটা সুখে কাটত।"

"কি করে জানলে? যা হয় নি সে কল্পনা করে অতীতকে পালটানো যায় না। বাস্তবে যা ঘটছে, সেই বাস্তব অতীতকে নিয়েই বাঁচতে হয়।"

"তুমি অনেক কিছু বোঝ, গানারসন।"

"এক সপ্তাহ আগের চেয়ে এখন হয়তো আমরা সবাই বেশি বুঝি।"

চড়াই-এর প্রায় শিখরে পৌছেছি। আমাদেব গাড়ির গতি এখন পঁয়ত্রিশ কি চল্লিশ। আমাদের পিছনে একজোড়া হেড লাইট তেড়ে এল। একটা নিচু গাড়ি রূপালী বুলেটের মত পাশ দিয়ে চলে গেল। হেলমেট ও গগলস্ পরা একটা মাথা এক ঝলকে দেখলাম।

আমি বললাম, "মনে হচ্ছে স্পীয়ার। বোধহয় বেইমানী করার মতলব আছে ওর। গাড়ির স্পীড আরো বাড়াতে পার?"

ফার্গুসন অ্যাক্সিলারেটর চেপে দিল। ভারি গাড়িটা গতি বাড়াল, পাহাড়ের চূড়া পেরিয়ে গেল। নিচে রাস্তাটা আবার সমুদ্রের দিকে চলে গেছে। রাস্তার বাঁকটার শেষে লাল আলোয় লেখা জ্যাকস্ ড্রাইভ-ইন।

রাস্তার বাঁকে স্পীয়ারের রূপালী গাড়িটা অনেকটা জায়গা নিয়ে ঘুরল। ঘুরতে গিয়ে বাঁ-দিকে পড়ে যাচ্ছে, পড়ে যায় বুঝি, যেন উড়বে বলে একটা পাখি ডানা খুলল। তারপরই কানে এল ব্রেকের আওয়াজ।

ছোট, স্কার্ট পরা একটি মেয়ে হেডলাইটের আলোয় হাইওয়ে ছুটে পার

হচ্ছে। রাস্তার মাঝে মেয়েটি থমকে দাঁড়াল। গাড়িটা তখনও হেলছে দুলছে, চলেছে বিদ্যুতগতিতে—মেয়েটার হাতে কি একটা জিনিস।

জিনিসটা থেকে আগুনের হল্কা ছুটল। গাড়িটা ওকে রাস্তার পাশে বস্তার মত ছুঁড়ে ফেলে দিল, তারপর কানে এল বন্দুকের আওয়াজ। গাড়িটা আর একশ গজ হেঁচড়ে গিয়ে থামল।

স্পীয়ারের আগেই আমরা পৌছলাম। মেয়েটিকে দেখেই আমি বুঝেছিলাম ও কে। ফার্গুসন হাঁটু গেড়ে বসল। ওর থেঁতলে যাওয়া মাথাটা ছুঁল।

স্পীয়ার ছুটতে-ছুটতে এল, গগলস্ খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

"মারতে চাই নি, ওকে মারতে চাই নি আমি। তোমরাও তো দেখলে ও রাস্তার মাঝখানে ছুটে এসেছিল। আমাকে গুলি করতে গিয়েছিল। ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলাম, পারি নি। তুমি সাক্ষী আছ, বিল।"

আমার হাত ধরে ও বকে চলেছে—কাঁপছে। লোক জড় হতে শুরু করল। যেন আকাশ ফুটো করে মঙ্গলগ্রহের বাসিন্দারা আসছে।

ফার্গুসন জড়িয়ে আছে মৃত মেয়েটিকে।

"ও কে? কেউ জান?"—কে যেন প্রশ্ন করল।

ফার্গুসন মাথা তুলে মঙ্গলগ্রহবাসী ও তাদের আকাশ দেখল। ওর শরীর স্পন্দিত হল, যে রকম প্রবল, অসংযত শারীরিক স্পন্দনে একদিন মেয়েটির জন্ম হয়েছিল।

"ও আমার মেয়ে"—স্পষ্ট গলায় ফার্গুসন বলল—"আমার মেয়ে হিল্ডা।"

হাইওয়ে পেট্রল, থানায় বন্দুকটা পেল। দেখা গেল ওটা গেইনস-এর রিভলভার, ভিতরে তিনটি খালি কার্তুজ, তিনটি আস্ত কার্তুজ। টেক্সাসের সান আন্টোনিয়ো শহরের এক ডেন্টিস্ট পোড়া চিবুকের হাড়টা সনাক্ত করল। ও একজন লোকের দাঁতের চিকিৎসা করেছিল গত মে' মাসে, চার্টে এবং এক্স-রে প্লেটে নাম ছিল ল্যারি গ্রাইমস।

হিল্ডার দ্বিতীয় গুলিটা আমাকে লক্ষ করে মারা হয় নি, ল্যারিকে।

সময় মত ওর পুত্রের হাড় অ্যাডিলেড হেইনসকে দিয়ে দেওয়া হল কবর দেওয়ার জন্য। উইলস্ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে গিয়েছিল—আমাকে পরে বলেছিল।